সূচীপত্র।

চিত্রের নির্ঘণ্ট।

চিত্রের নির্ঘণ্ট।

তিনটী আপেল ফল।

এক দিন রাত্রিকালে খলিফে হারুণ উর্ রসীদ আপনার উজীর জাফরকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! চল আমরা নগর পরিভ্রমণ করিয়া আসি। রাজপুরুষেরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কিরূপে সম্পাদন করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিব। যাহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ হইবে তাহাকে অধিকার হইতে চ্যুত করিব।" উজীর বলিলেন "প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণমাত্রেই শিরোধার্য্য।" খলিফে উজীর ও মেস্‌রুরের* সহিত বহির্গত হইলেন। রাজপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটী সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, একটী বৃদ্ধ তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। বৃদ্ধের মস্তকে একখানি

* মেস্‌রুর—খলিফের একজন প্রিয়তম খোজা দাস।

মৎস্য ধরিবার জাল ও একটী থালুই, হস্তে যষ্টি। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অবসন্নভাবে পদচালনা করিতেছে, এবং মৃদুস্বরে এই কএকটী কবিতা পাঠ করিতেছে।

‘জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ হও তুমি’ সবে মোরে কয় ;
‘তব জ্ঞানালোকে ধরা আলোকিত হয়,
জ্ঞানের সমান আর নাহি কোন ধন ;
বিনা জ্ঞানে ধরা মাঝে সুখী কোন্ জন ?’
এ কথা কভু ত আমি বুঝিতে না পারি,
ক্ষমতা যাহার আছে, সুখ আছে তারি।
ক্ষমতা যাহার আছে সেই মহাজ্ঞানী ;
ক্ষমতা থাকিলে নর সর্ব্ব ধনে ধনী।
ক্ষমতা বিহনে জ্ঞান কি ছার মিছার,
কোন ফল নাহি যার কি গুণ তাহার ?
সর্ব্ব জ্ঞানে জ্ঞানী তুমি জানে সর্ব্বজনে,
সংসারের পাঁজি পুথি পূরিয়াছ মনে ;
বল দেখি পাঁজি পুথি লাগে কোন্ ফলে,
যদি পোড়া পেট তাহে কখন না চলে ?
পাঁজি পুথি সহ যদি দ্বারে দ্বারে যাও,
দেহ পুথি বিনিময়ে পেটে ভাত চাও,
আজীবন আমরণ মর ঘুরে ঘুরে,
এক দিনো তাতে কি রে পোড়া পেট পূরে ?
অভাগা-অদৃষ্টে সুখ কভু নাহি হয়,
দুখের জীবন তার দুখে হয় লয়।
নিদাঘে আতপ-তাপ শীতে শীত-ভোগ,
চারিদিকে দূর-ছাই দুখে দুখ-যোগ।

নিপীড়িত হয়ে যদি রাজ-দ্বারে যায়,
কে শুনে তাহার কথা, বলে বা কাহায় ?
দরিদ্রের এ জীবনে নাহি কোন ফল,
মরণ হলেই তার জনম সফল।

খলিফে হারুণ উর্ রসীদ তাহার কবিতা কয়টী শ্রবণ করিয়া জাফরকে বলিলেন "এ লোকটার বিলাপময় কবিতা কয়টী শুনিলে? আহা ও যথার্থই দুঃখী!"—তিনি ধীবরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সেখ! তুমি কি ব্যবসায় করিয়া থাক?" ধীবর বলিল "মহাশয়, আমি মৎস্যজীবী। আমার অনেকগুলি পরিবারকে পোষণ করিতে হয়। আমি এই ব্যবসায়েই কথঞ্চিৎ তাহাদের অভাব সকল দূর করি। অদ্য আমি মধ্যাহ্নকাল হইতে এপর্য্যন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিলাম কিন্তু জগদীশ্বর আমায় কিছুই দিলেন না। কিরূপে পরিবারবর্গের আহারীয় ক্রয় করিব ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি। হা ধিক্! আমাদের ন্যায় দুর্ভাগাদের আর বাঁচিয়া ফল কি? আমাদের মরণই মঙ্গল।" খলিফে বলিলেন "সেখ! চল—ফিরিয়া চল; আমার নাম করিয়া পুনরায় একবার টাইগ্রীস্হ্রদয়ে জাল ফেলিয়া দেখ। আমার অদৃষ্টে যাহাই উঠুক না কেন, আমি একশত স্বুবর্ণ মুদ্রা মূল্যে তাহা ক্রয় করিব।" ধীবর দয়াবান্ উর্ রসীদের এই প্রস্তাবে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিল "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" তাঁহারা তিন জনে টাইগ্রীসাভিমুখে চলিলেন। ধীবর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সকলে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। মৎস্যজীবী সবলে টাইগ্রিস-হ্রদয়ে জাল নিক্ষেপ করিল। ক্রমে ক্রমে জালখানি জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। ধীবর জাল-রজ্জু ধরিয়া ক্রমশঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জালের সহিত একটী সিন্ধুক উঠিল। খলিফে অঙ্গীকৃত শত স্বুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া জালুককে বিদায় দিলেন। ধীবর জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। উর্ রসীদ জাফর ও মেস্‌রুরকে সিন্ধুক

লইয়া আসিতে বলিয়া নিজ-প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। জাফর ও মেস্‌রুর গুরুভার সিন্ধুকটী লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ-কর্ম্মচারীদ্বয় সিন্ধুকটী খলিফের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। খলিফে তাহার ডালা খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। সিন্ধুকটী বদ্ধ ছিল। কর্ম্মচারীদ্বয় বলপূর্ব্বক উহা উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন তন্মধ্যে একটী তালপত্র-নির্ম্মিত ঝুড়ি। ঝুড়িটীর মুখ রক্তবর্ণ পশমী সূত্র দ্বারা বদ্ধ। জাফর সূত্রগুলি একে একে কাটিয়া ফেলিলেন। ঝুড়ির মধ্যে এক খণ্ড গালিচা। গালিচাখানি তুলিলেন; তাহার নিম্নে একখানি ইজার*। উজীর সেখানিও বাহির করিয়া ফেলিলেন। গলিত-রজতকান্তি একটী যুবতীর মৃতদেহ প্রকাশিত হইল। রমণীর সর্ব্বশরীর ছিন্ন ভিন্ন, দারুণ অস্ত্রাঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এককালে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। খলিফে দেখিলেন; তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। জাফরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কুক্কুর! এ কি? আমার রাজ্যমধ্যে এত অত্যাচার! আমার শাসনে পাপাত্মারা নরহত্যা করিয়া বিনাদণ্ডে পার পাইবে? না—তাহা কখনই হইবে না। আল্লার দোহাই—অবশ্য আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিফল দিব —জীবনের জন্য জীবন গ্রহণ করিব।"

অনন্তর খলিফে উজীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যদি আমি প্রকৃতই খলিফেদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আমার শরীরে যদি কিঞ্চন্মাত্রও পৈত্রিক রক্ত প্রবাহিত থাকে, তবে শপথ করিয়া বলিতেছি তুমি যদি এই কামিনীর হন্তাকে হাজির করিতে না পার,—আমি যাহাতে এই হত্যাজনিত গুরুতর হৃদয়বেদনা তাহার রক্তে উপশমিত করিতে পারি সে উপায় না করিতে পার—তবে নিশ্চয়ই তোমাকে ক্রুশে আরোপিত করিয়া বিনষ্ট করিব। কেবল যে তোমার বিনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইব এমন নহে, তোমার চল্লিশ জন আত্মীয় জনেরও ঐরূপে জীবন গ্রহণ করিব।" ক্রোধে খলিফের নেত্রদ্বয় আরক্ত, কপালে ভ্রূকুটী, অধর স্ফুরিত হইতেছে। উজীর ভয়বিহ্বল,

* ইজার—মুসলমান স্ত্রীদিগের ব্যবহার্য্য দীর্ঘ চাদরবিশেষ।

খলিফের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাঁহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি অতি কষ্টে মনকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়া বলিলেন, “প্রভো: আমাকে তিন দিবস সময় দিতে হইবে।”—খলিফে তাহাতেই সম্মত হইলেন। উজীর খলিফের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। নগরের সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে, সরাইয়ে সরাইয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী, অপরাধীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ফলিফের সম্মুখে অপরাধীকে উপস্থিত করিয়া কিরূপে গুরুতর দণ্ড হইতে আপনি নিষ্কৃতি পাইবেন, এই চিন্তাই তাঁহার মনকে গ্রাস করিয়া রহিল। যদি অপরাধীকে যথাসময়ে প্রভুর নিকট উপস্থিত করিতে না পারেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন-শেষ—নিজের জীবন-শেষ, এবং চল্লিশ জন প্রিয় আত্মীয়জনের জীবন-শেষ।—যদি অন্য কাহাকেও অপরাধী বলিয়া খলিফের নিকট লইয়া যান,—উঃ সে পাপ মরিলেও দূর হইবে না। কলুষিত আত্মা চিরকালই তাঁহাকে তিরস্কার করিবে।—উপায় কি! কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিরূপেই বা এই পতনোন্মুখ বিপদ্ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন! উজীর ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি তিন দিবস বাটী বসিয়া রহিলেন, চতুর্থ দিবসে খলিফে তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উজীর প্রভু-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

উজরীকে উপস্থিত দেখিয়া খলিফে অপরাধীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর বলিলেন “হে ধার্ম্মিক-রাজ! আমি অপরাধীর বার্ত্তা কিরূপে বলিতে পারিব, অতীন্দ্রিয় বিষয় কিরূপে আমার মনের গোচর হইবে?” উজীরের এই উত্তর শ্রবণে খলিফের মন ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রাসাদের তোরণ-সন্নিধানে উজীরকে ক্রুশে আরোপিত করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং উজীরের ও তাঁহার আত্মীয়গণের হত্যা দর্শন করিবার নিমিত্তে নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য ঘোষককে নগর মধ্যে ঘোষণা করিতে অনুমতি করিলেন। ঘোষক খলিফের আদেশমতে কার্য্য করিল। চারিদিক হইতে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড দর্শন করিবার জন্য জনগণ সমাগত হইতে লাগিল। উজীরের হত্যা দেখিতে তাহারা উপস্থিত হইল,—কিন্তু কি কারণে কি অপরাধে তাঁহার এই দণ্ড হইতেছে তাহা

কেহই অবগত নহে। খলিফের আদেশমতে একচল্লিশটী ক্রুশ প্রোথিত হইল, উজীর ও তাঁহার চল্লিশ জন সহগামী সেই সকল ক্রুশের নিম্নে স্থাপিত হইলেন। সমস্ত স্থির! একচল্লিশ জন মানবের জীবন-বিনাশের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত, কেবল খলিফের শেষ অনুমতির অপেক্ষা। সমাগত জনগণের মন শোকে অভিভূত, হৃদয় স্তম্ভিত, চক্ষু বাষ্পাকুল। উজীরবর জাফরের জীবন শেষ হইবার আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব আছে—খলিফের জিহ্বা হইতে নিদারুণ বাক্য বহির্গত হইবার আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব আছে —সহসা কে ও দ্রুতপদে জনতা মধ্যে প্রবেশ করিল! ঐ সুন্দর সুপরিচ্ছদ যুবাপুরুষটী কে? ঐ দেখ তিনি তীরবেগে উজীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! ঐ দেখ উজরীকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন! বলিতেছেন, "হে আমীরশ্রেষ্ঠ! শরণাগত-প্রতিপালক! আপনার ভয় নাই! যে পামর পাষণ্ড কঠিনহৃদয় নারীঘাতকের অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া আপনার এই অবস্থা, যাহার জন্য আপনার বহুমূল্য জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই সেই অধম অপরাধী উপস্থিত। উজীরবর! আমিই সেই নরাধম! আপনারা সিন্ধুক মধ্যে যে রমণীর মৃত দেহ দেখিতে পাইয়াছেন, আমিই সেই রমণীকে হত্যা করিয়াছি, তাঁহার জীবনের জন্য আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবন গ্রহণ করুন।" যুবকের বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিয়া উজীরের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল, আপনার জীবন রক্ষা হইল, উজীরের মন হরষিত; কিন্তু এমন সুরূপ এমন উদারচিত্ত যুবকের প্রাণ নষ্ট হইবে, ইহাতে কাহার মন না বিষাদিত হয়!—উজীরের মন বিষাদে বিপন্ন হইয়া উঠিল।—কিন্তু আবার দেখ কে ঐদিকে ধাবমান হইতেছে! যুবকের সহিত উজীরের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ঐ দেখ একজন স্থবির পুরুষ সেইখানে উপস্থিত। ঐ শুন বৃদ্ধ উজীরকে সেলাম করিয়া কি বলিতেছেন!—একি চমৎকার কাণ্ড! "সচিবপ্রবর! আপনি এ যুবকের বাক্য বিশ্বাস করিবেন না, রমণীকে এ যুবক বিনষ্ট করে নাই, আমিই তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছি তাহার জীবনের জন্য আপনি আমার জীবন গ্রহণ করুন।" বৃদ্ধের মুখ হইতে স্পষ্ট ও গম্ভীর স্বরে এই বাক্যগুলি নির্গত হইল। কিন্তু যুবক উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি এ বৃদ্ধের বচন শ্রবণ করিবেন না, জরা ইহাঁর

জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছে, বুদ্ধি জড় করিয়াছে, ইনি বাতুলের ন্যায় কি বলিতেছেন তাহার ভাবগ্রহ করিতে নিজে অসমর্থ!—আমিই প্রকৃত অপরাধী। রমণীকে আমিই হত্যা করিয়াছি। আমার জীবন গ্রহণ না করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" যুবকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধের শোকবেগ দ্বিগুণ বল ধারণ করিল, তিনি বাষ্পগদগদ বচনে যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি এই নিদারুণ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার তরুণ বয়স, সংসারের অনেক সুখই এখনও তোমার অভুক্ত রহিয়াছে। আমি জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত; ইহলোকের সুখভোগে আমার আর স্পৃহা নাই, সংসারে আমার বিরতি হইয়াছে, আমি নিজের অকিঞ্চিৎকর জীবন সম্প্রদান করিয়া তোমার, মন্ত্রিবরের এবং উহাঁর আত্মীয়গণের বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিব। মন্ত্রিবর! আমিই সেই রমণীকে হত্যা করিয়াছি। আল্লার দোহাই! আপনি এই মুহূর্ত্তে আমার জীবন গ্রহণ করুন, নারীহত্যা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হউক, আর ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিবেন না।"

মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল।
হইলেন। রাজ-সন্নিধানে
ীঘাতক আপনার নিকট
?" মন্ত্রিবর জাফর
রমণীর প্রাণে

হত্যা করিয়াছি।” এই কথা বলিয়া, তিনি কিরূপে রমণীকে হত্যা করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহার মৃতদেহ সিন্ধুকে পূরিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহার আমূল সমস্ত বিবরণ খলিফের নিকট প্রকাশ করিলেন। শ্রবণ করিয়া খলিফের মনে প্রত্যয় হইল যে, যুবকই রমণীর প্রকৃত হন্তা। তিনি বিস্মিতনেত্রে যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন অকারণে রমণীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছ, কেনই বা অকারণে আবার আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে উৎসুক হইয়াছ ?”

যুবক বলিলেন “হে ধর্ম্মনিরত! ধার্ম্মিক-প্রবর! ধার্ম্মিক-পাল! যে রমণীকে আমি হত্যা করিয়াছি তিনি আমার পত্নী। এই স্থবিরবর তাঁহার পিতা এবং আমার পিতৃব্য। আমি কৌমারকালে তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম। জগদীশ্বরের প্রসাদে তাঁহার গর্ভে আমার তিনটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তিনি আমাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং কায়মনোবাক্যে আমার সেবা করিতেন। আমি কখনও তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাই নাই। বর্ত্তমান মাসের প্রারম্ভে তাঁহার এক উ

সকগণের দ্বারা তাঁহার ি

সার বলে হৃদয়েশ্বরীর ে

…র্থ প্রেরণ ক

অভিলাষ ...

করিতে পারিলাম না। রাত্রি প্রভাত হইল, আমিও শয্যা পরিত্যাগ করিলাম। নগরীর সমস্ত উদ্যান পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইল, কোথাও একটী আপেল প্রাপ্ত হইলাম না। এক জন বৃদ্ধ উদ্যানপালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার কাছে আপেলের অনুসন্ধান করিলাম। উদ্যানপাল আমার কথা শুনিয়া বলিল "বৎস! এখানে তুমি আপেল পাইবে না, সে দ্রব্য এস্থানে দুষ্প্রাপ্য, এল্ বস্রার রাজ-উদ্যান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তুমি আপেল পাইবে না, কেবল সেই খানেই ধার্ম্মিক-রাজ খলীফের উপভোগের নিমিত্ত এ সময়ে আপেল রক্ষিত দেখিতে

পাইবে।” উদ্যানপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। হৃদয়েশ্বরীর অভিলাষ তৃপ্তি করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে অধিকতর বলবতী হইল, আমি এল্ বস্রায় যাত্রা করিলাম। এল্ বস্রা যাইতে ও আসিতে আমার পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইল। পথিমধ্যে কোথাও এক মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করি নাই। যাহাই হউক আমার কার্য্য-সিদ্ধি হইল, এল্ বস্রার উদ্যান-পালকে তিন স্বুবর্ণ মুদ্রা দিয়া আমি তিনটী আপেল সেখান হইতে ক্রয় করিয়া আনিলাম। বাটী আসিয়া আপেল তিনটী জীবিতেশ্বরীর হস্তে প্রদান করিলাম। কিন্তু তাঁহার তাহাতে সন্তোষ হইল না, তিনি আপেল তিনটী নিকটে রাখিয়া দিলেন। জীবিতেশ্বরী তখন ভয়ানক জ্বরে ক্লেশ পাইতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হইল।

অনন্তর তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া আমি আপনার দোকানে গমন করিয়া কেনা বেচা করিতে লাগিলাম ; আমি এই রূপে ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত আছি, এমন সময় এক জন কৃষ্ণ দাসকে আমার দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিলাম, বেলা তখন ঠিক দুই প্রহর। দাসের হস্তে একটা আপেল, সে ঐ আপেলটী লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে গমন করিতেছিল, আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ‘তুমি এ আপেলটী কোথা পাইলে? আমি একটী আপেল কিনিতে ইচ্ছা করি।’ দাস আমার কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিল ‘আমি আমার প্রেয়সীর নিকট এ আপেলটী পাইয়াছি। আমি অনেক দিনের পর প্রেয়সীর নিকটে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি পীড়িত। তাঁহার নিকটে তিনটী আপেল দেখিতে পাইলাম। প্রেয়সী বলিলেন আমার সরল হৃদয় স্বামী এই তিনটী আপেল আনিতে এল্ বস্রা গমন করিয়াছিলেন। এবং তিন স্বুবর্ণ মুদ্রা দিয়া এই তিনটী আপেল আমার জন্য আনিয়াছেন।—আমি তাঁহার নিকট হইতে এই আপেলটী আনিয়াছি।’ ধার্ম্মিকরাজ! আমি যখন কৃষ্ণদাসের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিলাম, তখন সমস্ত জগৎ আমার নয়নে অন্ধকারময় হইল, সমস্ত সংসার পাপে কলুষিত বোধ হইতে লাগিল। আমি দোকান বন্ধ করিয়া বাটী প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তখন আমার সর্ব্ব শরীর ক্রোধে কম্পমান, আমার মন একবারে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে—হিতাহিতজ্ঞান একে-

বারে হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়াছে। প্রিয়ার পার্শ্বে আমি দুইটী বই আপেল দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একটী আপেল কোথায় গেল? তিনি বলিলেন 'কোথায় গেল তা আমি জানিনা।' তখন কৃষ্ণ দাসের সমস্ত কথাই আমার সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। আমি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া একখানি ছুরিকা হস্তে করিলাম, সেই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা একেবারে প্রিয়ার হৃদয়ে প্রোথিত করিলাম। অনন্তর তাঁহার হস্তপদাদি ও মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলাম এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সে গুলি একটী ঝুড়ীর মধ্যে রাখিয়া প্রিয়ার আচ্ছাদন-বস্ত্র দ্বারা সেটী আবৃত করিলাম। শেষে তাহার উপর একখানি গালিচা ঢাকা দিলাম। প্রিয়ার ছিন্ন-দেহ-পূর্ণ সেই ঝুড়ীটী একটী সিন্ধুকে পূরিয়া সিন্ধুকের চাবি বন্ধ করিলাম। সিন্ধুকটী আমার একটী অশ্বতরের পৃষ্ঠে দিয়া টাইগ্রিস নদীতীরে গমন করিলাম, এবং স্বহস্তে সিন্ধুকটী অশ্বতর-পৃষ্ঠ হইতে লইয়া টাইগ্রিসের জলে নিক্ষেপ করিলাম। ধার্ম্মিক-রাজ! আল্লার দোহাই! আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমার জীবন-গ্রহণে অনুমতি প্রদান করুন। প্রিয়ার হত্যাজনিত গুরু পাপ আমার হৃদয় আর বহন করিতে পারে না। যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন আমার হৃদয় বেদনা দূর হইবে না—মরণান্তেও আমার হৃদয়ের সে বেদনা সমান জাগরূক থাকিবে; যখন ইস্রেলের* বংশী স্বর্গীয় আত্মাকে ঈশ্বরের সম্মুখে আহ্বান করিবে তখনও সে বেদনা হৃদয় হইতে তিরোহিত হইবে না। ধার্ম্মিক-পাল! প্রিয়ার জীবনের জন্য আমার জীবন গ্রহণ করুন, যদি তাহাতে আমার গুরুতর পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। নরপাল! আমি অকারণে হৃদয়েশ্বরীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছি।—আমি প্রিয়ার দেহ টাইগ্রিসে বিসর্জ্জন দিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রোদন করিতেছে। আহা! মাতৃহীন বালক তখনও মাতৃবিয়োগ অবগত হয় নাই, তথাপি রোদন করিতেছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, বৎস!

* মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ইস্রেল একজন দেবদূত। ইনি বংশীধ্বনি করিয়া মানবগণের আত্মাকে শেষ বিচার দিবসে ঈশ্বরের সম্মুখেআহ্বান করিবেন।

ক্রন্দন করিতেছ কেন ? বলিল 'বাবা, আমি একটী আপেল লইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপথে ক্রীড়া করিতে গিয়াছিলাম। একজন কৃষ্ণ দাস আমার হস্ত হইতে আপেলটী কাড়িয়া লইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তুই এ আপেল কোথা পাইলি ?' আমি বলিলাম আমার মা পীড়িত হইয়া আপেল খাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া বাবা এল্‌বস্রা হইতে তিন মোহর দিয়া তিনটী আপেল আনিয়াছেন। দুষ্ট দাস তথাপি আপেলটী ফিরাইয়া দিল না, আমাকে প্রহার করিয়া আপেল লইয়া চলিয়া গেল। বাবা ! না জানি মা আমার উপর কতই রাগ করিবেন, আমাকে কতই প্রহার করিবেন।' পুত্রের বাক্য শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি, বুঝিলাম দুষ্ট দাস অকারণে জীবিতেশ্বরীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল, বুঝিলাম বিমল-হৃদয়া পতিব্রতা পত্নীকে আমি বিনা দোষে পশুবৎ হত্যা করিয়াছি। নরনাথ ! তখন আমার হৃদয়ের ভাব যে কিরূপ হইল তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। রোদন করিয়া আমার নেত্রদ্বয় অন্ধপ্রায় হইল, চিত্ত একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। প্রিয়তমার পিতা—আমার পিতৃব্য—এই স্থবিরবর তখন আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, আমি সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে অবগত করিলাম। পিতৃব্য কন্যাশোকে বিহ্বল হইলেন। আমরা রোদন করিতে লাগিলাম ; রোদন ভিন্ন আমাদের আর কি গতি আছে ! অদ্য পঞ্চাহ হইল প্রিয়তমাকে হত্যা করিয়াছি। তাঁহার বিরহ-জনিত শোক আমাদের মনে এখনও সমান বল প্রকাশ করিতেছে। ধার্ম্মিক রাজ ! আপনার ধার্ম্মিকপ্রবর পিতৃপুরুষগণের দোহাই ! আপনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমার জীবন গ্রহণ করুন, প্রিয়া-হত্যা-পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হউক।" যুবকের কথা শেষ হইল, খলিফের মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল।—"আল্লার দোহাই, যুবকের দোষ নাই, এ ব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনীয় ; সেই দুষ্ট দাসই সমস্ত অমঙ্গলের হেতু—তাহারই জীবন গ্রহণ করিব।" এই কথা বলিয়া খলিফে জাফরের দিকে ক্রোধরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন "উজীর, সেই নারীহন্তা নরাধম দুষ্ট দাসকে তিন দিবসের মধ্যে হাজির করিতে হইবে। না পারিলে, তাহার পরিবর্ত্তে তোমার জীবন গ্রহণ করিব।" এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবার এই নূতন বিপদ ! উজীর রোদন

করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।—"হায়! এবার আবার কিরূপে অপরাধীকে হাজির করিব! এ বিপদ্ হইতে কি রূপে উদ্ধার পাইব, কোন উপায়ই ত দেখিতে পাইতেছি না। ক্ষণভঙ্গুর মৃৎপাত্র কয়বার আঘাত সহ্য করিতে পারে?—এ বিপদ্ হইতে নিস্কৃতি পাইবার কোন পথই আমার বুদ্ধির গোচর হইতেছে না। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ভিন্ন আমার ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই। তিনিই আমাকে প্রথম বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তিনিই আমাকে এই নূতন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই সত্যস্বরূপের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। আমি তিন দিবস বাটী হইতে বহির্গত হইব না।"—এইরূপে খেদ করিতে করিতে—আপনার কাতর মনকে এইরূপে প্রবোধ দিতে দিতে মন্ত্রিবর স্বভবনে উপস্থিত হইলেন। তিন দিবস বাটীতেই রহিলেন। চতুর্থ দিবসে কাজীকে ডাকাইয়া বিষয় বিভবের সমুদায় বন্দোবস্ত করিলেন।—মরণের নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন। প্রিয় পুত্র কলত্রগণকে জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছেন, মন্ত্রীর হৃদয় শোকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।—এই অবসরে খলীফের এক জন দূত আসিয়া মন্ত্রিভবনে উপস্থিত হইল। বলিল "উজীর মহাশয়! ধার্ম্মিক-রাজ খলীফে ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন। আমি তাঁহারই আদেশে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তিনি শপথ করিয়াছেন যদি আপনি সেই দুষ্ট দাসকে হাজির করিতে না পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অদ্য আপনার জীবন গ্রহণ করিবেন।"

রাজ-দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া উজীরের চিত্ত সংজ্ঞাশূন্য হইল,—পরিজনবর্গের শোক অধিকতর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। উজীর একে একে সমস্ত সন্তানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।—কেবল কনিষ্ঠতম কন্যাটীর কাছে এখনও বিদায় গ্রহণ করেন নাই। সেটী তাঁহার বড় আদরের ধন। তিনি সকল সন্তান অপেক্ষা সেটীকে অধিক ভাল বাসেন। উজীর প্রিয়তমা কন্যাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বারম্বার তাহার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাহাকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইবেন এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মন্ত্রী প্রিয়তমা কন্যাকে বারম্বার হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।—একবার কন্যার জামার

জেবে যেন কি একটা গোলাকার বস্তু স্পর্শে অনুভূত হইল। মন্ত্রী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার জামার জেবে কি?" কন্যা বলিল "বাবা, একটি আপেল, আমাদের দাস রেহান ইটি আনিয়াছিল, আমি দুইটি মোহর দিয়া তাহার নিকট হইতে লইয়াছি। চারিদিন হইল আপেলটি আমার কাছে রহিয়াছে।" দাস এবং আপেলের উল্লেখ শুনিয়াই জাফরের মন আনন্দে বিগলিত হইল। বলিলেন "হে! সর্ব্বদুঃখ-হর সর্ব্বশক্তিমন্! সকলই তোমার মহিমা।"—তৎক্ষণাৎ দাসকে হাজির করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, দাস হাজির হইল। উজীর দাসকে আপেলের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দাস বলিল "প্রভো! পাঁচ দিবস হইল আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কতকগুলি বালক ক্রীড়া করিতেছে; একজনের হস্তে একটী আপেল। তাহার হস্ত হইতে আপেলটী কাড়িয়া লইলাম এবং তাহাকে প্রহার করিলাম, সে রোদন করিতে করিতে বলিল 'এ আপেলটী আমার মার। মার পীড়া হইয়াছে। মা আপেল খাইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া বাবা এল্ বস্রা হইতে তিন মোহর দিয়া তিনটী আপেল আনিয়াছেন। আমি খেলা করিবার জন্য এইটী আনিয়াছিলাম।' এই কথা বলিয়া বালক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আমি তাহার রোদনে কর্ণপাত না করিয়া আপেলটী লইয়া বাটী আসিলাম, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা দুইটী মোহর দিয়া সেটী আমার নিকট হইতে কিনিয়াছেন।" দাসের বাক্য শুনিয়া জাফর বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তাঁহারই দাস যে এই সমস্ত অমঙ্গলের হেতু, ইহাতে তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। যাহাই হউক দাসকে সঙ্গে লইয়া খলিফের নিকটে উপস্থিত হইলেন। খলিফে এই অশ্রুতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্ত বিস্মিত হইলেন। এবং এই চমৎকার কথা পুস্তকস্থ করিয়া চারিদিকে প্রচার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। জাফর বলিলেন "ধার্ম্মিকপাল! আপনি এই সমান্য কাণ্ডে বিস্মিত হইবেন না। উজীর নূর এদ্দীনের উপাখ্যান শ্রবণ করিলে আপনার বিস্ময়ের পরিসীমা থাকিবে না।"—খলীফে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপেলের উপাখ্যান অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর কাণ্ড আর কি হইতে পারে?" উজীর বলিলেন "হে ধার্ম্মিক-রাজ! আপনি যদি আমার দাসের জীবন দান করেন তাহা

হইলে আমি সে অভূতপূর্ব্ব উপাখ্যান বর্ণন করি।” খলিফে বলিলেন “আমি তোমার অনুরোধে তাহার জীবন রক্ষা করিলাম।”—ইহা শুনিয়া জাফর উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

উজীর নূরএদ্দীন, তাঁহার পুত্র ;—শেমস্‌এদ্দীন, তাঁহার কন্যা।

মিজিপ্ট রাজধানী—কায়রো নগরে মহাপরাক্রমশালী ন্যায়পরায়ণ দয়ালু-হৃদয় এক সুলতান ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী একজন প্রাচীনতম উজীর ছিলেন। কি ধর্ম্ম শাস্ত্র, কি বার্ত্তাশাস্ত্র, কি শাসন-কৌশল, কি সমাজতত্ত্ব সকল বিষয়েই উজীরের বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল। সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন কার্য্যেই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। উজীরের প্রজ্ঞা তাঁহার আকারের অনুরূপ, তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞান প্রজ্ঞার অনুরূপ ছিল। উজীরের অকলঙ্কচন্দ্রোপম দুইটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম শেমস্‌এদ্দীন, কনিষ্ঠের নাম নূরএদ্দীন। নূরএদ্দীনের ন্যায় রূপলাবণ্যবান্ পুরুষ আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার অলোকসামান্য রূপের কথা চতুর্দ্দিকে প্রথিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক হইতে কত শত লোক আগমন করিত। কিছু দিন পরেই উজীর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এরূপ দুর্ল্লভ সচিবরত্নের বিয়োগে সুলতান নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সুলতান প্রিয়তম মন্ত্রীর শোক কথঞ্চিৎ উপশমিত করিয়া তাঁহার পুত্র দুইটীকে আনিয়া পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় এক মাস অশৌচ ধারণ করিয়া নিয়মিত সময়ে সুলতানের সচিব-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; সুলতানের এই অসীম অনুগ্রহ লাভে তাঁহাদের মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া গেল। নব-সচিবেরা সপ্তাহান্তে পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সুলতান যখন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণে গমন করিতেন, তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের একজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

এক দিন রাত্রিতে সুলতান দেশভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তিনি পরদিন প্রত্যূষেই রাজধানী পরিত্যাগ করিবেন। এবার সুলতানের সমভিব্যাহারে জ্যেষ্ঠভ্রাতার যাইবার পালা। রাত্রিতে সহোদরদ্বয় নানা প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।—কথাপ্রসঙ্গে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিলেন "ভ্রাতঃ! আমার একান্ত ইচ্ছা আমরা এক রাত্রিতেই দুইজনে পাণিগ্রহণ করি।" কনিষ্ঠ বলিলেন "দাদা, তোমার যাহা ইচ্ছা আমার তাহাতেই সম্মতি।" সুতরাং এই প্রস্তাবে উভয়েই সম্মত হইলেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "ভ্রাতঃ! যদি সর্ব্বশক্তিমানের কৃপায় আমরা দুইটী কুমারীকে পাইয়া এক রাত্রিতেই তাহাদের পাণিগ্রহণ করি, আর তাহাদের গর্ভে আমাদের এক দিনেই দুইটী সন্তান হয় এবং যদি তোমার পত্নীর গর্ভে একটী পুত্র আর আমার পত্নীর একটী কন্যা হয় তবে তাহাদের যাহাতে পরস্পর বিবাহ হয় তাহা আমাদের করিতে হইবে।" নূরএদ্দীন বলিলেন "দাদা! তাহা হইলে তোমার কন্যাকে আমার পুত্রের কি যৌতুক দিতে হইবে?" শেমস্এদ্দীন বলিলেন তিন সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, তিনটী উদ্যান এবং তিন গোলা ধান্য যৌতুক স্বরূপ দিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক যৌতুক গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।" জ্যেষ্ঠের প্রস্তাব শুনিয়া নূরএদ্দীন বলিলেলেন "কি! আমার পুত্রকে এত যৌতুক দিতে হইবে? কেন, তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে, আমরা দুই সহোদর, দুইজনেই রাজ-মন্ত্রী, সুতরাং কুলে, শীলে, ধনে, মানে উভয়েই সমান? আমার পুত্রকে বিনা যৌতুকে তোমার কন্যা দান করিতে হইবে। কারণ কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের গৌরব অধিক, আমার পুত্র হইতেই বংশের নাম, সম্ভ্রম, গৌরব সমস্ত বজায় থাকিবে—তোমার কন্যা হইতে সে কাজ হইবে না।" জ্যেষ্ঠ বলিলেন "কি! আমার কন্যা হইতে কিছু হইবেনা?" কনিষ্ঠ বলিলেন "তোমার কন্যাদ্বারা আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশের রক্ষা হইবে না, ইহা তুমি নিশ্চয় জান; তবে যে, এই সমস্ত যৌতুকের প্রস্তাব করিলে ইহা কেবল আমার পুত্রকে তোমার কন্যা প্রদান করিবে না বলিয়াই—'যখন কোন খরিদারকে তাড়াইতে ইচ্ছা করিবে, তখন তাহার কাছে অসম্ভব মূল্য চাও'—তুমি এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্যের অনুসারেই কার্য্য করিতে অভিলাষ করিতেছ।" শেমস্এদ্দীন বলিলেন "আমার কন্যার অপেক্ষা তোমার পুত্রের

গৌরব অধিক একথা বলা তোমার কোন মতে উচিত হয় নাই, বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই। তোমার বুদ্ধিও তাদৃশ প্রশংসনীয় নহে, এবং তোমার মনও ভাল নহে, তাহা না হইলে কখনই মন্ত্রিপদে তোমার অংশের কথার উল্লেখ করিতে না। তুমি কি জাননা যে আমি কেবল দয়া করিয়াই তোমাকে উজীরী কার্য্যে আমার সহকারী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি।—তুমি যখন সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ তখন আমি কোনমতেই তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না, তুমি যদি এক দিকে আমার কন্যাকে রাখ

আর অন্য দিকে আমার কন্যার সমান ওজনে স্বর্ণ রাখ তথাপি তোমার পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিব না।” ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া নূরএদ্দীনের হৃদয় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; বলিলেন “আমি কথনই তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব না।” শেমস্এদ্দীন বলিলেন “আমি তোমার পুত্রকে কোনমতেই কন্যা সম্প্রদান করিব না, যদি আমাকে কল্য প্রত্যুষেই সুলতানের সহিত যাইবে না হইত তাহা হইলে তোমার এই ধৃষ্টতার উচিত প্রতিফল দিতাম। যাহাই হউক এখন আমি চলিলাম, প্রত্যাবৃত্ত হইলে খোদার যেরূপ মরজী সেইরূপ কার্য্য হইবে।” জ্যেষ্ঠের এই গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া নূরএদ্দীনের মন ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি হৃদয়েব সে ভাব অতি কষ্টে গোপন করিয়া রাখিলেন। তাঁহারা উভয়েই পৃথক্ স্থানে সে রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, সুলতান রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পিরামীডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উজীর শেমস্এদ্দীন তাঁহার সমভি-ব্যাহারে চলিলেন।

সে রাত্রি নূরএদ্দীনের নেত্র একবারও মুদ্রিত হইল না। ক্রোধে যাহার হৃদয় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিদ্রা কোথায়? রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আপনার খাস কামরায় গমন করিলেন, এক যোড়া চামড়ার থলিয়া লইয়া স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের গর্ব্বিত বচন এবং অনুচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার মন নিতান্তই অসুখী হইল, তিনি বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন :—

স্বদেশ ছাড়িতে কেন রে ভয়?
ছাড়িলে স্বজন, পাবি দশ জন,
মিত্র গেলে মিত্র অবশ্য হয়।
আবাসের সুখ, ছাড়িতে বিমুখ
কাপুরুষ ছাড়া অপরে নয়।

দুখ ছাড়া সুখ হয় কি কখন ?
দুখ ভোগ বিনে, বল, এ জীবনে
সুখ ভোগে কার হইত মন ?
আবাসে থাকিতে, সদা সাধ চিতে
করেনা কখন সুবোধ জন।

দেশে দেশে ফের করোনা ভয়,
সদা এক স্থান, থাকিবে কেমনে,
নহ অচেতন জড়তাময় ?
দেখ সুশীতল, তটিনীর জল,
বাধিলে তাহারে কলুষ হয়।

সদা এক ভাবে থাকিতে নাই।
পূর্ণিমার নিশি, হলে দিবানিশি,
কে তারে হেরিত শুনিতে চাই ?
অমা আছে বলে, তাইত সকলে,
পূর্ণিমার চাঁদ হেরিতে যাই।

সিংহ পশুরাজ সকলে জানে।
যদি পশুরাজ, ছাড়ি অন্য কাজ,
দিবা নিশি থাকে একই স্থানে,
বলনা তাহার, কে দেয় আহার,
পশুরাজ বলে কে তারে মানে ?

খরতর শরে দেখে কি গুণ?
যদি খরতর, মর্ম্মভেদী শর
ধনুকে না উঠে ছাড়িয়ে তূণ?
সুবর্ণের রেণু, হতে অন্য রেণু
বল দেখি ভাই কিসেতে ন্যূন

যদি স্বর্ণরেণু থাকে আকরে?
মলয় চন্দন, হৃদয় নন্দন
কেন, কেন তায় রাখ আদরে?
ছাড়িয়ে মলয়, ফনীর বলয়,
যায় দূর দেশ;—ইহারি তরে।

অনন্তর নূরএদ্দীন একজন যুবককে একটী সুন্দর অশ্বতর সজ্জিত করিতে বলিলেন। যুবক তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিল। কাঞ্চনময় জীন, ভারতবর্ষীয় উৎকৃষ্ট লৌহে নির্ম্মিত রেকাব এবং ইস্পাহানের অতি কোমল মকমলের আস্তরণ দিয়া উজীরের বাহন সজ্জিত হইল। বাহনের শোভার সীমা রহিল না। বাহন-পৃষ্ঠে একখানি মহামূল্য রেশমী আসন ও একখানি নমাজের আসন স্থাপিত হইল। উজীর অর্থপূর্ণ চর্ম্মাধারযুগলও বাহন পৃষ্ঠে যথা স্থানে স্থাপিত করিলেন। সমস্ত প্রস্তুত হইলে তিনি যুবককে এবং দাসদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কালীয়ুব প্রদেশাভিমুখে বিলাস-ভ্রমণে গমন করিব, রাজধানী হইতে তিন রাত্রি অনুপস্থিত থাকিব। কাহারও আমার অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। আমার চিত্ত অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়াছে, আমি একাকী ভ্রমণ করিতে মানস করিয়াছি।"

তিনি এই কথা বলিয়াই দ্রুত অশ্বতরপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং অল্পমাত্র খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। বিল্‌বেস

নগরে উপস্থিত হইতে না হইতেই মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। তিনি তথায় অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইয়া আহারাদি সমাপন করিলেন। কতক পরিমাণে শ্রান্তি বিদূরিত হইলে সেখান হইতে কতকগুলি নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও বাহনটীর জন্য আহারীয় লইয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবা-রজনী বেগে অশ্বতর চালনা করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নকালে জেরুজেলমে পঁহুছিলেন। নূরএদ্দীন নিজের এবং পরিশ্রান্ত বাহনটীর শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তথায় অবতীর্ণ হইয়া পানাহার সমাপন করিলেন। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হইলে গালিচাখানি পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিলেন। বাহনের পৃষ্ঠস্থ থলি উপাধান স্থানীয় হইল। নূরএদ্দীন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার ক্রোধের উপশম হয় নাই, মনে মনে সমস্ত কথাগুলি আন্দোলিত হইতেছিল। সমস্ত রজনী সেই সকল চিন্তাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রত্যূষে পুনরায় অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথা হইতে আলিপো নগরে প্রস্থান করিলেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আর অধিক দূর গমনে অক্ষম, বাহনটীও নির্জ্জীব; সুতরাং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিবার জন্য একটা সরাইয়ে বাসা ভাড়া করিলেন। সম্যক্‌রূপে শ্রান্তি দূর করিতে তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবসে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কোন্ দিকে যাইবেন—কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। যে দিকে নয়নদ্বয় চলিল, নূরএদ্দীন সেই দিকেই চলিলেন। এইরূপে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এল্ বস্রায় উপস্থিত হইলেন। বস্রায় সন্ধ্যা হইল; নূরএদ্দীন একটী পান্থনিবাসে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সরাইটীতেই সে দিনের বিশ্রাম-স্থান নিরূপিত হইল। তিনি অশ্বতর পৃষ্ঠ হইতে থলিয়া দুইটী, গালিচা ও নমাজের আসন নামাইয়া লইলেন এবং সরাইয়ের দ্বারবানকে, অশ্বতরটী লইয়া একটু ইতস্ততঃ বেড়াইয়া আনিতে বলিলেন।

দ্বারপাল অশ্বতরটীকে টওলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। এল্‌বস্রার উজীর নিজ গৃহের বাতায়নে বসিয়াছিলেন; ঘটনা ক্রমে হঠাৎ তাঁহার নয়ন নূর-এদ্দীনের অশ্বতরটীর দিকে নিপতিত হইল। বাহনটীর পৃষ্ঠস্থ বহুমূল্য পর্য্যাণ এবং নানাবিধ অলঙ্কার দেখিয়া তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন "এ অশ্বতরটী নিশ্চয়ই কোন রাজার বা উজীরের হইবে।" তিনি এক মনে

দেখিতে লাগিলেন। যত দেখেন ততই তাঁহার নয়ন তাহার উপর নিবদ্ধ হয়। বৃদ্ধ উজীর সরাইয়ের দ্বারপালকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্রে একজন পরিচারক তাহাকে ডাকিয়া আনিল। দ্বারপাল উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখের ভূমি চুম্বন করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অশ্বতরটী কাহার?—অশ্বতরটীর অধিকারীর আকৃতিইবা কিরূপ?" দ্বারপাল বলিল "প্রভু! অশ্বতরটীর অধিকারী একটী তরুণবয়স্ক সুশ্রী যুবক। বোধ হয় তিনি কোন ধনবান্ বণিকের পুত্র হইবেন। তাঁহার আকৃতি গম্ভীর, দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন উচ্চ বংশ সম্ভূত।" উজীর দ্বারপালের কথা শুনিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া পান্থনিবাসে নূরএদ্দীনের নিকট গমন করিলেন। নূরএদ্দীন তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বৃদ্ধ নিজ পরিচয় দিলেন। যুবক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। উজীর সাদরে প্রত্যভিবাদনানন্তর তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? প্রয়োজনই বা তোমার কি?" নূরএদ্দীন বলিলেন "আমি কায়রো নগর হইতে আসিতেছি। আমার পিতা তথাকার উজীর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি করুণাময় পরমেশ্বরের অপার কৃপা লাভ করিবার জন্য ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" তৎপরে তিনি আদ্যোপান্ত নিজ বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পৃথিবীস্থ সমস্ত গ্রাম নগর প্রভৃতি না দেখিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।" উজীর বলিলেন "বৎস, এরূপ দারুণ অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও, সমস্ত দেশ প্রদেশ নগর নগরী দেখা সাধারণ কার্য্য নহে। কত দেশ কতরূপ বিপদে পূর্ণ, কত স্থান যে কতরূপ শঙ্কটময় তাহার ইয়ত্তা নাই। হয়ত এরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও বিষম বিঘোরে প্রাণ হারাইবে!" উজীর এই কথা বলিয়াই অশ্বতরপৃষ্ঠের থলি গালিচা ও নমাজের আসনখানি পুনরায় অশ্বতরের পৃষ্ঠে স্থাপিত করিতে অনুমতি দিলেন এবং নূরএদ্দীনকে নিজ বাসভবনে লইয়া গেলেন। যুবককে দেখিয়াই বৃদ্ধের মনে অসীম স্নেহের উদয় হইয়াছিল, তিনি পরিচারকদিগকে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিয়া সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। নূরএদ্দীন তাঁহার সস্নেহ সমাদরে একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। উজীর বলিলেন "বৎস আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবনের শেষ

ভাগ উপস্থিত। আমার একটীও পুত্র সন্তান নাই—জগদীশ্বর আমায় কেবল একটী কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। কন্যাটী রূপে গুণে তোমারই অনুরূপ। এপর্য্যন্ত যে কয়টী সম্বন্ধ আসিয়াছে তাহার কোনটীই আমার মনোমত হয় নাই, যতগুলি যুবক তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া আসিয়াছিল সকল গুলিকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তোমার প্রতি আমার মন একান্ত বশীভূত হইয়াছে। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি তাহার পাণিপীড়ণ কর। তুমি কি আমার কন্যাটীকে গ্রহণ করিবে? যদি তাহাকে বিবাহ কর তাহা হইলে আমি তোমাকে এল্ বস্রা প্রদেশের সুলতানের নিকটে লইয়া গিয়া, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দি ও তোমাকে আমার পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করি; কারণ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর পরিশ্রম করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি এখন তোমার উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি।" নূরএদ্দীন উজীরের প্রস্তাব শুনিয়া ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া বলিলেন "যে আজ্ঞা, আপনার যাহা অভিরুচি।"

উজীর নূরএদ্দীনের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইলেন। পরিচারকদিগকে ডাকিয়া যুবকের জন্য আহারীয় প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং নিজ প্রাসাদটী উত্তমরূপে সাজাইতে অনুমতি দিলেন। অট্টালিকা উত্তমরূপে সুসজ্জীভূত হইলে, উজীর নিজ বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিলেন এবং এল্ বস্রাস্থ সমস্ত গণ্য রাজকর্ম্মচারী ও বণিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে সমুপস্থিত হইলে বৃদ্ধ উজীর সকলকে যথাবিহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "হে আমীরশ্রেষ্ঠগণ! আমার একজন সহোদর মিশরদেশে বাস করিতেন; তিনি মিশরাধিপতি উজীর ছিলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান হয়। আর তোমরা ত জানই আমার একটীমাত্র দুহিতা। ভ্রাতা এক সময়ে তাঁহার একটী পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করেন; আমিও তাহাতে সম্মত হইয়া স্বীকার করি যে, আমার কন্যাটী বিবাহের যোগ্যা হইলেই তাঁহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। তৎক্ষণে তাঁহার একটী পুত্র এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি অদ্য সেই নবাগত ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমার কন্যাটীর উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা সফল

করিতে ইচ্ছা করি। এখন তোমাদের অভিমত কি ?" নিমন্ত্রিতগণ সকলে এক-বাক্য হইয়া বলিল "উজীর মহাশয়, আপনি অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে ?" অনন্তর পরিচারকগণ নিমন্ত্রিত-গণকে এক এক পাত্র চিনির সরবৎ প্রদান করিয়া তাঁহাদের উপর গোলাপ জল সেবন করিতে লাগিল। তাঁহারা সকলে উজীর-গৃহ হইতে আনন্দিত মনে নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন। উজীর পরিচারকদিগকে নূরএদ্দীনকে সাধারণ স্নানশালায় লইয়া যাইতে বলিলেন ও তাঁহার জন্য এক সুট নিজের পোষাক, প্রয়োজনীয় গাত্রমার্জ্জনী এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করিলেন। যুবক তথায় স্নানাদি সমাপন করিলেন। পরিচারকগণ প্রভুদত্ত বস্ত্রগুলি তাঁহাকে পরাইয়া দিল। তিনি মেঘশূন্য আকাশ মণ্ডলে পূর্ণ শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া উজীরের নিকটে স্থাপিত হইলেন। উজীর সাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন "যাও অদ্য রাত্রে তোমার স্ত্রীর সহিত আলাপ পরিচয় করগে। কল্য তোমাকে সুল-তানের নিকটে লইয়া যাইব। জগদীশ্বর করুন তোমরা পরম সুখে দিন যাপন কর।" নূরএদ্দীন উজীরের নিকট হইতে উঠিয়া নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণীর নিকট গমন করিলেন।

এদিকে শেমস্এদ্দীন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন না। পরিচারকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল "যে দিনে আপনি সুলতানের সহিত দেশভ্রমণে গমন করেন তিনি সেই দিনই নিজ অশ্বতরটী বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়া বলিলেন, 'আমার মন অত্যন্ত অসুস্থ আছে সেই জন্য আমি একবার কালীয়ুব প্রদেশাভিমুখে ভ্রমণ করিতে চলিলাম। ফিরিয়া আসিতে তিন দিবস বিলম্ব হইবে। তোমাদের কাহাকেও আমার সঙ্গে আসিতে হইবে না।' তিনি এই কথা বলিয়াই একাকী প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু সেই হইতে এপর্য্যন্ত আর আমরা তাঁহার কোন সম্বাদ পাই নাই।" ভ্রাতার এইরূপ নিরুদ্দেশে শেমস্এদ্দীনের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। আপনা আপনি বলিলেন, "আর কিছুই না, নূরএদ্দীন আমার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সুলতানের সহিত বিদেশযাত্রায় পূর্ব্বরাত্রের কথাবার্ত্তায় যে দুই একটী রূঢ় কথা

দরজী ও কুব্জ।

অতি পূর্ব্বকালে এল্‌বস্রা প্রদেশে একজন দরজী বাস করিত। সে বড় কৌতুক-প্রিয় ছিল। নিজ ব্যবসায়ে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত তাহাতেই বিনা ক্লেশে তাহার অভাব সকল পূর্ণ হইত। সুতরাং সে অনায়াসে সুখ স্বচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদে কাল অতিবাহিত করিত। সে এতদূর আমোদ-প্রিয় ছিল যে সময়ে সময়ে পথিকদিগের নানারূপ অঙ্গভঙ্গী, কুৎসিত পুরুষদিগের হাস্যোদ্দীপক বদন-বিকৃতি দেখিবার জন্য সস্ত্রীক রাজপথে বেড়াইতে যাইত।

একদিন দরজী অপরাহ্ন সময়ে সহধর্ম্মিণীর সহিত বেড়াইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে পথে হঠাৎ একটী বিকৃত-বদন খর্ব্বাকৃতি কুব্জের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দরজী তাহার হাস্যোদ্দীপক বদনভঙ্গী দেখিয়া নিকটে

গিয়া বলিল "ওহে অদ্য আমরা কিঞ্চিৎ আমোদ আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা করি; বোধ হয় আমাদের সহিত আহার করিতে তোমার কোন আপত্তি নাই। যদি অস্বীকৃত না হও, তবে আমাদের সহিত আইস আমরা তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলাম।"

কুব্জ তাহার কথায় স্বীকৃত হইল। দরজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিল এবং বাজার হইতে কিঞ্চিৎ মৎস্যের কাবাব, রুটী, লেবু প্রভৃতি ফলমূল ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিল।

ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। তিনজনেই একত্রে আহার করিতে বসিল। দরজী-দম্পতির আর আনন্দের সীমা নাই—আহারকালে কুব্জের যত মুখভঙ্গী দেখিতেছে ততই হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে দরজী-জায়া একখানি বৃহৎ মৎস্যখণ্ড লইয়া কুব্জের মুখে পূরিয়াদিল এবং হস্তদ্বারা তাহার মুখ আবৃত করিয়া বলিল "এই মৎস্যগ্রাসটী তোমায় গিলিয়া ফেলিতে হইবে, আমি চর্ব্বণ করিতে সময় দিব না।" কুব্জ তাহার কথা শুনিয়া যেমন গিলিতে যাইবে, মৎস্যের সঙ্গে একটী বৃহৎ কাঁটা ছিল অমনি তাহা তাঁহার গলনালির মধ্যে বিন্ধিয়া গেল। সে অমনি গতাসু ভূতলে নিপতিত হইল। "এ কি!—এ কি বিভ্রাট—কি হইবে? —উপায়?" ভয়ে দরজীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, বলিল "আহা নির্দ্দোষী—নিরপরাধী।—হায়! ইহার অদৃষ্টে এইরূপে আমাদের হস্তেই মৃত্যু নিরূপিত ছিল। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ব্যতিত আর কাহারও ক্ষমতা বা শক্তি নাই।" রমণী বলিল "আর দেখিতেছ কি? বিলম্ব করিতেছ কেন? এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত।" দরজী ব্যাকুলভাবে বলিল "তাইত—কি করিব?—এখন আমি কি করিতে পারি?" রমণী বলিল "উঠ, আর বিলম্ব করিওনা ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া লও এবং একখানি কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল। যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে বলিও এটী আমার পুত্র;—আর আমায় দেখাইয়া বলিও ইনিই ইহার জননী—বালকটীর বড় পীড়া হইয়াছে তাই ঔষধ আনিবার জন্য চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইতেছি।"

চতুরার বাক্য শুনিয়াই দরজী তৎক্ষণাৎ শবটী ক্রোড়ে তুলিয়া লইল এবং একখানি রেশমী বস্ত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লইয়া চলিল। রমণীও

তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চতুরা যেন স্নেহভরে আপনার পুত্রকেই বলিতেছে এই ভাবে বলিতে লাগিল "আহা, বৎস! জগদীশ্বর করুন শীঘ্র আরোগ্য হও কোথায় তোমার বেদনা বোধ হইতেছে?—কোন্ স্থানে বসন্ত নির্গত হইয়াছে?—ভয় কি, ঔষধ খাইলেই ভাল হইয়া যাইবে এখন, ভয় কি?" পথের লোকে, জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, বসন্ত-রোগী শুনিয়াই ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিল। দরজী-দম্পতি অবাধে কুব্জের মৃত শরীর রাজপথ দিয়া লইয়া চলিল। দরজী পথে যাহাকে দেখে তাহাকেই কপট ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া চিকিৎসকের বাটীর পথ কোন্ দিকে? কোথায় গেলে এত রাত্রে চিকিৎসক পাওয়া যাইবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পথিকগণ তাহাকে একটী ইহুদী চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর বাটী দেখাইয়াদিল। দরজী-দম্পতি ইহুদীর বাটীতে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একজন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাসী দ্বার খুলিয়া দিল। দাসী দেখিয়াই বুঝিল স্ত্রী পুরুষে পীড়িত সন্তানকে দেখাইবার জন্য আনিয়াছে, বলিল "আপনাদের কি প্রয়োজন?" "আমাদের এই সন্তানটীর বড় উৎকট পীড়া হইয়াছে,—চিকিৎসক মহাশয়কে একবার দেখাইবার জন্য আনিয়াছি।" দরজী-রমণী এই বলিয়াই দাসীর হস্তে একটী সিকি-মোহর প্রদান করিয়া বলিল "যাও এই স্বর্ণ মুদ্রাটী তোমার প্রভুকে দিয়া একবার নিম্নে আসিয়া আমাদের পুত্রটীকে দেখিতে বল। আহা বাছার বড় উৎকট পীড়া!" দাসী তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুকে আহ্বান করিবার জন্য উপরে চলিয়া গেল। এই অবসরে দরজী-রমণী স্বামীকে বলিল "আর কেন, এই বেলা ইহাকে রাখিয়া পলায়ন করা যাউক।" দরজী অমনি একটী বারাণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মৃতদেহটী দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া সস্ত্রীক দ্রুত পলায়ন করিল।

এদিকে ক্রীতদাসী প্রভুর নিকটে গিয়া বলিল "প্রভু! নিম্নে একজন স্ত্রী ও একটী পুরুষ একটী রুগ্ন সন্তান লইয়া আসিয়াছে। তাহারা রুগ্নের জন্য আপনার ব্যবস্থা চায়। আপনার জন্য এই সিকি-মোহরটী দিয়া তাহারা নিম্নে অপেক্ষা করিতেছে। একবার শীঘ্র আসুন।" ইহুদী অর্থ পাইয়া প্রীত হইল এবং তাড়াতাড়ি আলোক না লইয়াই দ্রুত নামিয়া আসিল। দরজী কুব্জের শবটী বারাণ্ডার সোপানের ঠিক উপরেই বসাইয়া

রাখিয়াছিল। ইহুদী যেমন নামিয়া আসিবে অমনি তাহার চরণাঘাতে শবটা গড়াইতে গড়াইতে প্রাঙ্গণ ভূমিতে আসিয়া পড়িল। সে এই ব্যাপার দেখিয়াই ভীত হইয়া বলিল "হায় আমি কি করিলাম। হা জগদীশ্বর! হা এজ্‌রা! হা আরুণ! হা ননের পুত্র জশুয়া! আমি কি করিলাম! আমি বুঝি রোগীকে আরোগ্য করিতে আসিয়া অন্ধকারে তাহারই প্রাণ বিনাশ করিলাম! কি হইবে? এখন কি করিব?" ইহুদী ভয়ে ব্যাকুল—রোগীর সঙ্গের লোক দুই জন যে কোথায় গেল তাহা আর তাহার বিবেচনা হইল না। ত্বরিত প্রাঙ্গণ ভূমিতে গিয়া কুব্জের মৃত শরীরটী পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—দেখিল যথার্থ-ই সে মরিয়া গিয়াছে। কি হইবে? এখন সে কি করিবে? ভাবিয়া আকুল। রাজপুরুষগণ যদি জানিতে পারে তাহা হইলেইত সর্ব্বনাশ। ইহুদী শবটী নিজ সহধর্ম্মিণীর নিকটে লইয়া গিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল। সে বলিল "তুমি অলসের ন্যায় আর অপেক্ষা করিতেছ কেন? যদি এই ভাবে সমস্ত রজনী কাটিয়া যায়, তাহা হইলে প্রাতে নিশ্চয়ই আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। রাজপুরুষগণ যদি জানিতে পারে, তাহা হইলেই আমরা গেলাম! তাহা হইলেই রাজদণ্ডে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। চল. আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই—চল, শীঘ্র চল, আমরা দুই জনে ইহাকে ছাতের উপরে লইয়া যাই, এবং সেখান হইতে পার্শ্বস্থ মুসলমান প্রতিবেশীর বাটীতে ফেলিয়া দি। আমাদের প্রতি-বেশী সুলতানের পাকশালাধ্যক্ষ, তাহার বাটীতে সর্ব্বদাই মাংসাদি খাদ্যদ্রব্য থাকে, সেই লোভে প্রায় সমস্ত রাত্রিই বিড়ালগণ ছাত হইতে তাহার বাটীতে লাফাইয়া পড়ে সুতরাং ফেলিয়া দিবার সময় যদি কোনরূপ শব্দ হয়, তাহা হইলেও কেহই কোনরূপ সন্দেহ করিবে না। বিশেষতঃ তাহাদের বাটীতে যেরূপ সর্ব্বদা কুক্কুরের গতায়াত তাহাতে হয়ত রাত্রের মধ্যেই তাহারা মৃত শরীরটা সমস্ত উদরস্থ করিয়া ফেলিবে। অতএব চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই এখনই ইহাকে সেইখানে ফেলিয়া দেওয়া যাক্।" ইহুদী-দম্পতি এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াই মৃতদেহটী ছাতের উপরে লইয়া গেল এবং ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থ বাটীতে নামাইয়া দিয়া একটী ভিত্তির পার্শ্বে ঠেসাইয়া রাখিল।

সুলতানের পাকশালাধ্যক্ষ বাটীতে ছিল না। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিল এবং দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একটী আলোক হস্তে উপরে গেল। অমনি সেই আলোকে কুব্জের শবমূর্ত্তি তাহার নয়নপথে নিপতিত হইল। দেখিল রন্ধনশালার বিপরীত দিকে যেন এক ব্যক্তি নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বলিল "একি, চোর্ চোর্—আমি মনে করি বুঝি রন্ধনশালা হইতে মাংসাদি সমস্ত বিড়ালে খাইয়া যায়। এ ত বিড়াল নয়, এ যে মনুষ্য-চোর।—আমি যদি পাড়ার সমস্ত বিড়াল ও কুক্কুর বিনাশ করি তাহা হইলেও ত এ চুরি নিবারণ হইবে না। ভাল, আজ তোর আমি বিশেষ প্রতিফল দিতেছি। নরাধম !—আ দেখিস্ তাই চুরি করিস্—কি মাংস কি চর্ব্বি কিছুই রাখিয়া নিস্তার নাই! আমি বিড়াল কুক্কুরের ভয়ে লুকাইয়া রাখি, এ নরাধম এই ছাত হইতে নামিয়া আসিয়া অনায়াসে তাহা চুরি করিয়া লইয়া যায়। ভাল—পাঁচ দিন চোরের এক দিন সাধুর।" এই কথা বলিয়াই সে একটী বৃহৎ মুদ্গর লইয়া মৃত কুব্জের স্কন্ধদেশে প্রহার করিল এবং "কেমন পাজি, স্ব কর্ম্মের উত্তম প্রতিফল পাইতেছিস্" এই কথা বলিয়া প্রহারের উপর প্রহার, অনবরত প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মুদ্গরাঘাতে শবটী অবলম্বন হইতে সরিয়া সশব্দে ভূতলে নিপতিত হইল। সহসা তাহার মনে ভয়ের উদয় হইল।—"বুঝি প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিলাম।" তাড়াতাড়ি আলোকটী আনিয়া, শবদেহটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিল। দেখিল চোর প্রাণত্যাগ করিয়াছে। "কি হইবে? কি করিলাম!" ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বলিল "সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই। হায় আমি কি করিলাম—এখনই রাজ-পুরুষগণ আমাকে লইয়া গিয়া প্রাণদণ্ড করিবে। যাক্ আমার মাংস, চর্ব্বি, আহারীয় সমস্ত যাক্—সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাক্—আমার সর্ব্বস্ব যাক্, আমি ইহাকে কেন এত প্রহার করিলাম। এখন কি হইবে, আমি কিরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব?—জগদীশ্বর! করুণাময়! তোমার অসীম দয়ার ছায়ায় আমায় রক্ষা কর।" সে হতবুদ্ধি হইয়া কম্পিত-কলেবরে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

এইরূপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। কি করে—কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া এ ঘোর বিপদ্ হইতে নিস্কৃতি পায়, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। নিশা প্রায় শেষ হইয়া যায় আর ভাবিবারও সময় নাই,—সে ত্বরিত শবটী নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া নামিয়া আসিল এবং ধীরে ধীরে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া চলিল। ঘোর অন্ধকার, নির্জ্জন পথ,—অবাধে বাজারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেইখানে একটী দোকানের পার্শ্বে শবটীকে দণ্ডায়মান ভাবে ঠেসাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই এক জন খ্রীষ্টীয়ান দালাল সুরাপানোন্মত্ত হইয়া সেই রাত্রিকালেই সাধারণ স্নানশালায় স্নান করিবার জন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। দৈববশে সে টলিতে টলিতে কুব্জের নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইল। সহসা তাহার নয়ন মৃত শরীরের দিকে নিপতিত হইল, দেখিল একটা লোক নিজপার্শ্বেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় চোরে তাহার মস্তক হইতে পাক্‌ড়ী চুরি করিয়া লইয়াছিল,* সুতরাং সে শবটী দেখিয়াই মনে করিল বুঝি আবার সেইরূপ পাক্‌ড়ী চুরি করিবার জন্য নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অমনি ক্রোধভরে সবলে তাহাকে একটী মুষ্টাঘাত করিল। কুব্জের মৃত শরীর তাহার সেই প্রহারে ভূতলে নিপতিত হইল। খ্রীষ্টীয়ান শবের বক্ষঃস্থলে উপবিষ্ট হইয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বাজারের প্রহরীকে ডাকিতে লাগিল। তাহার সেই প্রচণ্ড চীৎকারে প্রহরী তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একজন খ্রীষ্টীয়ান † একটী মুসলমানকে ভূতলে ফেলিয়া দিয়া অনবরত প্রহার করিতেছে। দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া গেল এবং হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা খ্রীষ্টীয়ানের পৃষ্ঠে সবলে প্রহার করিয়া বলিল "ওঠ্ নরাধম পাজী—উহাকে এখনই ছাড়িয়া দে।" খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রহরী কুব্জকে

* আমাদের দেশে যেমন গাঁটকাটারা গাঁট কাটে বা জামার জেব হইতে দ্রব্যাদি তুলিয়া লয় সেইরূপ আরবদেশে রাত্রে পাক্‌ড়ী চুরি হইয়া থাকে। আরবীয়েরা বহুমূল্য দ্রব্য বা অর্থাদি প্রায় পাক্‌ড়ীতেই বান্ধিয়া রাখে।

† পূর্ব্বকালে আরব দেশে মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান প্রভেদ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত।

ভূতল হইতে উত্তোলন করিবার জন্য তাহার নিকটে গেল। দেখিল সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। "এ কি! কাফের খ্রীষ্টীয়ানের এতদূর সাহস! এক জন মুসলমানকে অনায়াসে বধ করিল?" প্রহরী এই কথা বলিয়াই খ্রীষ্টীয়ানের হস্তদ্বয় রজ্জু দ্বারা পশ্চাদ্দিকে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া ওয়ালীর বাটীতে লইয়া চলিল। ভয়ে খ্রীষ্টীয়ানের প্রাণ উড়িয়া গেল। বলিল "সে কি! আমি কুব্জকে মারিয়া ফেলিলাম!—হা জগদীশ্বর, হা পবিত্রা কুমারী মেরী! আমি ইহাকে কিরূপে বধ করিলাম?—কি আশ্চর্য্য. আমিত ইহাকে তেমন কিছু অধিক প্রহার করি নাই তবে যে এত শীঘ্রই মরিয়া গেল?" প্রহরীর দারুণ প্রহারে তাহার নেশার ঘোর ছুটিয়া গেল। সে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া নিজ দুরবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয়ান বন্দী ও কুব্জের মৃতদেহ সে রাত্রি ওয়ালীর বাটীতেই রহিল। ওয়ালী পর দিবস প্রাতেই জল্লাদদিগকে ডাকিয়া খ্রীষ্টীয়ান দালালের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ পাড়ায় পাড়ায় পথে পথে বাজারে বাজারে ঘোষণা করিয়া আসিল। ক্ষণমধ্যেই বধ-ভূমি দর্শকে পূর্ণ হইয়া গেল। ওয়ালী খ্রীষ্টীয়ানকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিম্নে দাঁড় করাইয়া দিলেন। জল্লাদ তাহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিল। আর বিলম্ব নাই, ওয়ালী একবার ইঙ্গিত করিলেই দালালের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়—সহসা সুলতানের পাকশালাধ্যক্ষ জনতা অপসৃত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল কুব্জকে হত্যা করার জন্য দালালে প্রাণদণ্ডের উদ্যোগ হইতেছে—দ্রুত ওয়ালীর নিকটে গিয়া বলিল "করেন কি! করেন কি! এব্যক্তি নির্দ্দোষী ইহাকে বধ করিবেন না—কুব্জকে আমি বিনাশ করিয়াছি।" ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি, তুমি হত্যা করিয়াছ?—কেন হত্যা করিলে?" সে বলিল "কল্য রাত্রে বাটীতে গিয়া দেখিলাম। কুব্জ আমার বাটীর পার্শ্বস্থ একটা ছাত হইতে নামিয়া আসিয়া আমার দ্রব্যাদি সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেখিয়াই আমার অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইল, আমি একটী মুদ্গর লইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে সবলে প্রহার করিলাম। সে সেই প্রহারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন কি করি প্রাণের ভয়ে মৃত দেহটী লইয়া বাজারের সম্মুখে অমুক গলির নিকটে অমুক দোকানের সম্মুখে রাখিয়া

আসিলাম। দালাল তাহাকে বধ করে নাই—সে তাহার পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। একের দোষে অপরের প্রাণদণ্ড হওয়া কখনই উচিত নহে। অতএব খ্রীষ্টীয়ান দালালকে অব্যাহতি দিয়া আমার প্রাণদণ্ড করুন। আমিই প্রকৃত অপরাধী।" ওয়ালী সমস্ত শুনিয়া জল্লাদকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "এই লোকটী আপনি স্বয়ং কুব্জের হত্যাকারী বলিয়া স্বীকার করিতেছে, অতএব খ্রীষ্টীয়ান দালালকে অব্যাহতি দিয়া ইহারই প্রাণদণ্ড কর।" জল্লাদ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিম্নে লইয়া গেল এবং খ্রীষ্টীয়ানের গলদেশ হইতে রজ্জু খুলিয়া পাকশালাধ্যক্ষের গলায় বান্ধিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ইহুদী চিকিৎসক জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "ইহার প্রাণদণ্ড করিবেন না—ইহার প্রাণদণ্ড করিবেন না। এ হত্যাকাণ্ডে প্রকৃত দোষী আমি—আর কেহই নহে। হত্যার প্রকৃত বিবরণ এই,—গত কল্য সন্ধ্যার পর কুব্জটী আরোগ্য লাভার্থ চিকিৎসার্থী হইয়া আমার বাটীতে যায়। আমি তাহাকে দেখিবার জন্য যেমন নিম্নে নামিয়া আসিব, সে বারান্দার সিঁড়ির উপরেই উপবিষ্ট ছিল অন্ধকারে আমারই চরণাঘাতে উপর হইতে নিম্নে পড়িয়া যায়, সেই পতনই উহার মৃত্যুর কারণ। কুব্জের মৃত্যু হইলে নিজ দোষ গোপন করিবার অন্য উপায় না পাইয়া আমার প্রতিবেশী পাকশালাধ্যক্ষের বাটীতে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, ইনি সেই মৃত দেহকেই চোর বিবেচনায় প্রহার করিয়াছিলেন বস্তুতঃ সে তাহার অগ্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অতএব ইহাঁকে অব্যাহতি দিয়া আমারই দণ্ড বিধান করুন।" ওয়ালী পাকশালাধ্যক্ষকে ছাড়িয়া দিয়া ইহুদী চিকিৎসকেরই প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিলেন। ঘাতক তৎক্ষণাৎ ইহুদীকে ফাঁসিকাষ্ঠের নিম্নে আনিল এবং পাকশালাধ্যক্ষের গলার ফাঁস তাহার গলায় লাগাইয়া দিল। আ! এ আবার কি! দরজী আসিয়া উপস্থিত! সে জনতার মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিল "নির্দ্দোষী ইহুদীর বিনা অপরাধে জীবন বিনাশ করিবেন না। কেহই এ হত্যাকাণ্ডের যথার্থ বিবরণ জানেন না। প্রকৃত দোষী আমি—যদিও আমি স্বহস্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বধসাধন করি নাই, তথাপি আমিই তাহার প্রাণবিনাশের মূল কারণ। হত্যার প্রকৃত বিবরণ এই—গত কল্য অপরাহ্নে আমি সস্ত্রীক ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন গৃহে ফিরিয়া যাইতেছি পথিমধ্যে দেখিলাম

কুব্জটী সুরাপানে মত্ত হইয়া একখানি খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে যাইতেছে। তাহার সেই হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গী দেখিয়া মনে বড় আনন্দের উদয় হইল, নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলাম এবং কিঞ্চিৎ মৎস্য ও মিষ্টান্নাদি কিনিয়া আনিয়া তাহার সহিত একত্রে আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার স্ত্রী কৌতুক করিয়া কিঞ্চিৎ মৎস্য ও এক গ্রাস রুটী তাহার মুখে ঠাসিয়া দিয়া, তাহাকে সে সমস্ত একেবারে গিলিয়া ফেলিতে বলিল। কুব্জ তাহার কথায় যেমন গিলিতে যাইবে, অমনি সেগুলি গলায় লাগিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তখন কি করি, প্রাণভয়ে আমরা স্ত্রী পুরুষে তাহাকে এই ইহুদী চিকিৎসকের বাটীতে লইয়া গেলাম। একটী ক্রীতদাসী আমাদের দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা তাহার হস্তে ইহাঁর পারিশ্রমিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া আমাদের আগমন-বার্ত্তা জানাইতে বলিলাম। দাসী চলিয়া গেল; আমরা সেই অবকাশে কুব্জের মৃত দেহটী প্রবাগুার ঠিক সিঁড়ির উপরে রাখিয়া প্রস্থান করিলাম। তাহার পরেই চিকিৎসক মহাশয় যেমন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিবেন, অমনি তাঁহার চরণের আঘাতে মৃত দেহটী গড়াইতে গড়াইতে নিম্নে আসিয়া পড়িল। কেমন মহাশয়, এইত ঠিক?" ইহুদী বলিল "হাঁ—যথার্থই সেইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর দরজী ওয়ালীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ইহুদীকে ছাড়িয়া দিন্—এ হত্যাকাণ্ডে আমিই প্রকৃত দোষী—অতএব আমারই প্রাণদণ্ডের বিধান করুন।" ওয়ালী সমস্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "যথার্থই এ বিবরণটী পুস্তকে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত বটে।" তিনি এই কথা বলিয়াই ইহুদীকে ছাড়িয়া দিতে এবং তৎপরিবর্ত্তে দরজীর প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি করিলেন। ঘাতুক

এইরূপ বারম্বার পরিবর্ত্তনে বিরক্ত হইয়া বলিল "যদি আর কেহ থাকে এই বেলা তাহার নিষ্পত্তি করুন, কতবার আমরা এইরূপ এক জনকে ছাড়িয়া আর এক জনকে ধরিব। আপনি একবার এক জনের প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি দিবেন, আবার তখনই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিবেন, তবে কি আমরা এক জনেরও প্রাণদণ্ড করিব না, কেবল এইরূপই করিতে থাকিব?"

মৃত কুব্জটী সুলতানের ভাঁড় ছিল। সুলতান সর্ব্বদাই তাহার রঙ্গ দেখিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন; তিলার্দ্ধও তাহাঁকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এখন তাহার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তিনি চিন্তিত হইয়া পারিষদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কল্য রাত্রি হইতে কুব্জকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?" তাহারা বলিল "প্রভু! সে কল্য রজনীতে অকস্মাৎ নিহত হইয়াছে। অদ্য প্রাতে ওয়ালী তাহার মৃতদেহ পাইয়া হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেয়। প্রথমে যাহাকে অপরাধী নিরূপণ করা হইয়াছিল তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিম্নে লইয়া গিয়া প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করা হইতেছে এমত সময়ে আর এক ব্যক্তি আসিয়া, বলিল 'আমি কুব্জকে হত্যা করিয়াছি আমার দণ্ডবিধান করুন, নির্দ্দোষীকে ছাড়িয়া দিন্।' ওয়ালী তাহারই প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল। তাহাকে বধ করা হয় আর বিলম্ব নাই—সহসা আর এক জন আসিয়া বলিল 'আমিই কুব্জের প্রকৃত হন্তা— আমি এই এইরূপে উহাকে বিনাশ করিয়াছি, আমারই প্রাণদণ্ড করুন।' ওয়ালী পূর্ব্বের লোকটীকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল, তাহারও কণ্ঠে রজ্জু সংলগ্ন হইল। আবার আর এক জন আসিয়া উপস্থিত। এইরূপে একে একে তিন জন লোক বধ-ভূমিতে প্রবেশ করত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিয়া নিজ নিজ স্কন্ধে দোষ আরোপ করিয়াছে। ওয়ালী সর্ব্বশেষে আগত এক জন দরজীরই প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিয়াছেন। বোধ করি এখনও তাহাকে বধ করা হয় নাই।" সুলতান এক জন পারিষদ্‌কে বলিলেন "যাও এখনই ওয়ালীর নিকটে গিয়া বল আমি সকলকে দেখিতে ইচ্ছা করি। সে তাহাদিগকে শীঘ্র আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক।" আজ্ঞা মাত্রেই তিনি দ্রুত ওয়ালীর নিকটে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। দেখিলেন দরজীর কণ্ঠদেশে রজ্জু সংলগ্ন হইয়াছে, ঘাতক তাহার প্রাণ বিনাশ করে আর বিলম্ব নাই। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "উহাকে বধ করিওনা—বধ করিও না—সুলতান স্বয়ং সকলকে দেখিতে চান এবং নিজে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করিতে ইচ্ছা করেন।" ওয়ালী তৎক্ষণাৎ দরজীকে ফাঁসি কাষ্ঠ হইতে খুলিয়া দিতে বলিলেন। জল্লাদ তাহার কণ্ঠদেশ হইতে রজ্জু খুলিয়া লইল। তিনি দরজী, ইহুদী, রাজ-পাকশালাধ্যক্ষ ও খ্রীষ্টীয়ান এই চারি জনকে এবং কুব্জের মৃতদেহটী সঙ্গে লইয়া পারিষদের সহিত রাজ-প্রাসাদোদ্দেশে চলিলেন।

ওয়ালী সুলতান-সমীপে আসিয়া যথা-রীতি ভূমি চুম্বন করিলেন এবং হত্যাঘটিত বিবরণগুলি সমস্ত বর্ণন করিলেন। সুলতান সেই অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখনি এক জন পরিচারককে উপাখ্যানটী স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিতে বলিয়া সভাস্থলে উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি এরূপ অদ্ভুত উপাখ্যান আর কখন কোথাও শুনিয়াছ?" খ্রীষ্টীয়ান দালাল সুলতানের সম্মুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল "রাজন্! যদি এ দাসের প্রতি অনুমতি হয়, তাহা হইলে দাস একটী উপাখ্যান বর্ণন করে—দাসের বিবেচনায় সে গল্পটী এই কুব্জের উপাখ্যানের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ও মনোহর।" সুলতান বলিলেন "ভাল, আমি অনুমতি দিলাম, তুমি উপাখ্যানটী বর্ণন কর।" দালাল বলিতে আরম্ভ করিল :—
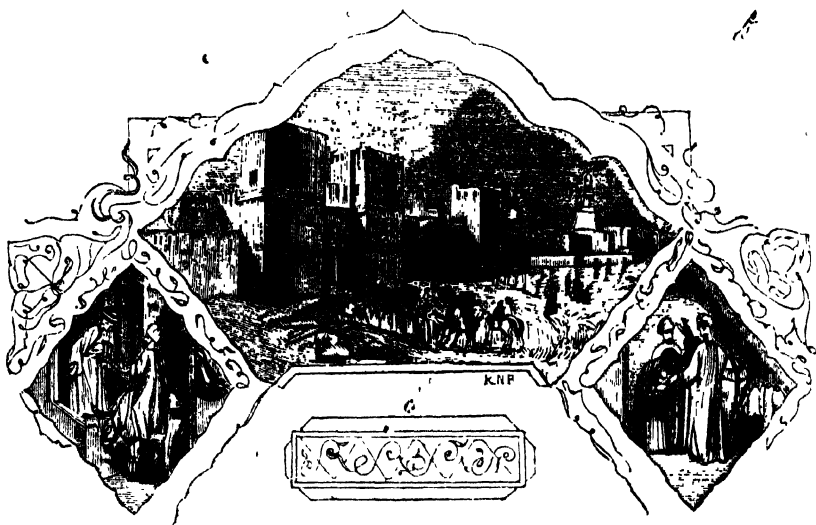
খ্রীষ্টীয়ান দালালের বর্ণিত উপাখ্যান।

হে বল-পরাক্রম! প্রভুত-প্রতাপ! বস্রাধিপতি! শ্রবণ করুন। এই এল্ বস্রা প্রদেশ আমার জন্ম স্থান নহে, আমি প্রথমে বাণিজ্যকরণাভিপ্রায়ে এস্থানে আগমন করিয়াছিলাম, অবশেষে অপ্রতিবিধেয় বিধির নিবন্ধে আপনার রাজ্যের অধিবাসী-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি। আমি প্রসিদ্ধ কপ্ট-বংশীয়, কায়রো নগর আমার জন্মস্থান। আমার পিতা তথাকার এক জন সুপ্রসিদ্ধ দালাল ছিলেন। আমি তাঁহার নিকটেই দালালী শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমার যখন পূর্ণ বয়স তখন আমার পিতার কাল হইল; আমি তাঁহার ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইলাম।

একদিন আমি দোকানে বসিয়া আছি, এক জন বহুমূল্য পরিচ্ছদধারী সুশ্রী যুবক গর্দ্দভারোহণে* আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন

* আমাদের দেশে গর্দ্দভারোহণ যেরূপ লজ্জাকর আরবদিগের মধ্যে সেরূপ নহে। কথিত আছে মিশর দেশীয় গর্দ্দভ ঘোটকের অপেক্ষাও উত্তম।

আমিও উঠিয়া তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। যুবক একখানি রুমালের মধ্য হইতে কতকগুলি তিল বাহির করিয়া বলিলেন "এইরূপ তিলের আর্ডেব্* কি দর বিক্রয় হইতে পারে?" আমি বলিলাম এক শত রজত মুদ্রা। তিনি বলিলেন "তবে তুমি কয়াল ও মুটে সঙ্গে করিয়া বাব এন্ নাসির প্রদেশে এল্ জাওয়ালী ভবনে গমন কর। সেইখানে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিয়া যুবক তিলের নমুনাশুদ্ধ রুমাল খানি আমার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও ক্রেতার অন্বেষণে বহির্গত হইলাম। বাজারে প্রত্যেক আর্ডেব তিলের একশত বিংশতি রজত-মুদ্রা দর পাইলাম। সুতরাং চারি জন মুটে সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম। দেখিলাম, সেখানে যুবক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়াই একটী শস্যাগারের নিকটস্থ হইলেন এবং তাহার দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। আমরা গৃহস্থিত তিলগুলি ওজন করিতে আরম্ভ করিলাম। গোলার মধ্যে পঞ্চাশৎ আর্ডেব তিল ছিল। যুবক আমাকে বলিলেন "তুমি প্রত্যেক আর্ডেব্ তিলে দশ রজত-মুদ্রা দালালী পাইবে ও সমস্ত মালের দাম তুমি নিজের কাছে রাখিবে। মালের মোট মূল্য পাঁচ সহস্র রজত-মুদ্রা। সেই পাঁচ সহস্র মুদ্রার মধ্যে পাঁচশত মুদ্রা তোমার নিজের, অবশিষ্ট চারি হাজার পাঁচশত মুদ্রা আমার প্রাপ্য। আমার অপরাপর শস্যাগারে যত শস্য আছে সমস্ত বিক্রীত হইলে আমি তোমার নিকটে গিয়া আমার প্রাপ্য গ্রহণ করিব।" আপনার যাহা অভিরুচি—এই কথা বলিয়া আমি তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া বিদায় হইলাম এইরূপে সে দিবস আমার, দালালী বাদ, এক সহস্র রজত-মুদ্রা লাভ হইল।

এক মাস কাল যুবকের সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইল না, এক মাস অতীত হইলে তিনি এক দিবস আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার টাকা কোথায়?" আমি বলিলাম, আপনার টাকা মজুত আছে।

---

* আর্ডেব্—পরিমাণ বিশেষ—আর্ডেব্ নানাস্থানে নানারূপ। কায়রোর এক আর্ডেব্ আমাদের দেশীয় পরিমাণে প্রায় তিন মণ পঁচিশ সের।

তিনি বলিলেন "আচ্ছা, আমি যত দিনে আসিয়া তোমার নিকট হইতে টাকা গ্রহণ না করি তত দিন তুমি আমার টাকা তোমার নিকটেই মজুত রাখ।" তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, পুনর্ব্বার এক মাস আর তাঁহার কোন সমাচার পাইলাম না। এক মাস অতীত হইলে তিনি পুনর্ব্বার দর্শন দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার টাকা কোথায়?" তাঁহাকে দেখিয়া আমি গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিলাম, এবং আমার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না। "আমি এখন চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়া তোমার নিকট হইতে টাকা লইব, সেই পর্য্যন্ত টাকা তোমার কাছেই থাকুক।" এই কথা বলিয়া যুবক পুনরায় প্রস্থান করিলেন। আমিও গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সমস্ত টাকা কড়ায়গণ্ডায় মজুত করিয়া তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এবারও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এক মাস অনুপস্থিত হইলেন; তখন আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, বাস্তবিক এ যুবকের ন্যায় বদান্য পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।—এক মাসের পর যুবক পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন, এবার আর তাঁহার সে ভাব নাই। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি সুন্দর—রাজোচিত। তাঁহার আকৃতি পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তি সুস্নিগ্ধ জ্যোতি ধারণ করিয়াছে, দেখিলেই বোধ হয় তিনি স্নানান্তে কৃতনেপথ্য হইয়া আসিয়াছেন। মনোহর গণ্ডস্থলের গোলাপী আভা, কপালের তুষার-ধবল কান্তি, তাঁহার মনোহর বদনের পরম রমণীয় শোভা বিধান করিয়াছে। তাঁহার গণ্ডস্থলের তিলটীও প্রবাল-বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রেই আমি তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া, তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বশক্তি-মানের সমীপে প্রার্থনা করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম প্রতিপালকবর! আপনি কি আমার নিকট হইতে আপনার টাকা গ্রহণ করিবেন না? তিনি বলিলেন "অপেক্ষা কর, অত অধীর হইও না, আমার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আমি তোমার নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিব।" এই কথা বলিয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আল্লা সাক্ষী, এবার তিনি আমার ভবনে উপস্থিত হইলে আমি

ষোড়শোপচারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিব। তাঁহার অর্থ উপলক্ষ করিয়াই ত আমার সমস্ত সম্পত্তি, বাস্তবিকও তাঁহার অর্থকে মূলধন করিয়া আমার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে একবৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। যুবক পুনরায় এক দিন আমার দোকানে আগমন করিলেন। এবার তাঁহার পরিধেয় পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্ এবং মনোহর। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম, আমি আর আপনাকে ছাড়িতেছি না অদ্য আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমি এবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। তিনি আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া বলিলেন "যদি তুমি আমার টাকা হইতে ব্যয় না কর, তাহা হইলে আমি তোমার আতিথ্য স্বীকার করিতে পারি।" ভাল, আমি আপনার টাকা হইতে এক কপর্দ্দকও খরচ করিব না, আমি এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে একখানি আসন প্রদান করিলাম এবং উপাদেয় ফল মূল, মৎস্য, মাংশ ও স্বাদু পেয় আনিয়া এক খানি মেজের উপরে স্থাপন করিলাম। তিনি আসনখানি মেজের নিকটে টানিয়া আনিয়া আহারার্থ উপবিষ্ট হইলেন। আমিও তাঁহার সহিত আহার করিতে বসিলাম। যুবক বাম হস্ত দ্বারা আহার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার সেইরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে তিনি হস্ত প্রক্ষালন করিলেন। আমি এক খানি রুমাল বাহির করিয়া দিলাম। তিনি তাহাতে হাত ও মুখ মুছিলেন। আমি কথায় কথায় বলিলাম প্রভু! একটী বিষয় জানিবার জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। আপনি বাম হস্ত দ্বারা আহার করিলেন কেন? অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বর্ণন করিয়া আমায় চিরবাধিত করুন। তিনি এই কথা শুনিয়াই জামার আস্তিনের মধ্য হইতে মণিবন্ধহীন দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া বলিলেন "এই দেখ, এই জন্যই আমি বাম হস্তে আহার করিলাম। তোমায় অবজ্ঞা করিয়া বা অন্য কোন কারণে নহে।" আমি সেই করতলহীন বাহু দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তিনি বলিলেন "আমার হস্ত দেখিয়াই বিস্মিত হইতেছ?—ইহা যে জন্য এইরূপ হইয়াছে তাহা ইহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক বিস্ময়কর।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'মহাশয়! এরূপ হস্ত-চ্ছেদনের

কারণ কি?” তিনি বলিলেন “সমস্তই বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। আমার আদি নিবাস বোগ্দাদ্। আমার পিতা সেখানকার এক জন গণ্য ব্যক্তি ছিলেন। পর্য্যটক, পথিক ও বণিকদিগের মুখে এই মিশরদেশের অপূর্ব্ব মনোহারিতার বিষয় শ্রবণ করিয়া বাল্যকালাবধিই আমি এই দেশটী দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলাম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল। আমি এই সুযোগে বোগ্দাদ ও এল্মোসিল-জাত দ্রব্যাদি এবং অপরাপর নানাবিধ দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যার্থ তোমাদের মিশরদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বিধির নিবন্ধে—জগদীশ্বরের কৃপায় পথে আর কোনরূপ বিপদ ঘটিল না, নির্ব্বিঘ্নে এই কায়রো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।” এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

“পথিমাঝে ঘোরতর গভীর গহ্বর
হয় ত হইল অন্ধ নিরাপদে পার,
কিন্তু যার রহিয়াছে দৃষ্টি খরতর
ভাঙ্গিল তাহায় দুটী চরণ তাহার।

বিদ্যাবান্ জ্ঞানবান্ সুধী যেই জন
বিপদে পড়িল হায়! যে বাক্য বলিয়া,
বুদ্ধিহীন জ্ঞানহীন নীচ অকিঞ্চন
অনায়াসে সেই বাক্যে গেল সে তরিয়া।

দয়াশীল সাধুবর ধার্ম্মিকপ্রবর
হইল অক্ষম অন্ন করিতে অর্জ্জন
কিন্তু দয়াহীন পাপী বিধর্ম্মী পামর
সুখেতে করিল চির জীবন যাপন।

কে আছে ধরাতে হেন জ্ঞানগরীয়ান
করিবারে পারে হায় সে বিধি খণ্ডন
সর্ব্বশক্তিমান সেই জগত-নিদান
করেছেন যার প্রতি যে বিধি বন্ধন।”

এই কবিতাটী পাঠ করিয়াই যুবক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।—“আমি কায়রোয় প্রবেশ করিয়া মেস্‌রুর প্রদেশের একটী সরাইয়ে বাসা ভাড়া করিলাম এবং আমার বাণিজ্য-দ্রব্যগুলি গুদামজাত করিয়া রাখিয়া কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্যাদি আনিবার জন্য নিজ ভৃত্যকে একটী টাকা প্রদান করিলাম। পরিচারক উপাদেয় ভোজ্য আনিয়া দিল। আমি যৎকিঞ্চিৎমাত্র আহার করিয়াই বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। অপরাহ্ণে উঠিয়া একবার বেন্ এল্ কাস্রেণে গেলাম। সে দিন আর কিছুই হইল না, সন্ধ্যার সময় বাসায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রজনী অতিবাহিত করিলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া একটী কাপড়ের গাঁট খুলিতে বলিলাম পরিচারক-

গণ তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়াদিল। তন্মধ্য হইতে নমুনাস্বরূপ কএকখানি বস্ত্র বাহির করিয়া একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাজারের ভাব গতিক দেখিবার জন্য জাহারকাস প্রদেশের কেয়সারিয়ে বাজারে গেলাম। দালালগণ বাণিজ্যার্থে আমার নবাগমন শুনিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি সেই নমুনা গুলি তাহাদের দিয়া বাজার-যাচাই করিতে বলিলাম। তাহারা বিক্রয়ার্থ দোকানে দোকানে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। বাজারে যে দর পাইলাম তাহাতে আমার খরচখরচা সমেত পড়্তা দরও হইল না। একজন বৃদ্ধ দালাল বলিল "প্রভু! আপনাকে একটী উপায় বলিয়া দিতেছি, আপনি সেইরূপ করুন; অবশ্যই আপনার লভ্য হইবে। অপরাপর সওদাগরেরা যেরূপ করে আপনিও সেইরূপ করুন। একজন মুহুরী, একজন সাক্ষী ও একটী পোদ্দার নিযুক্ত করিয়া কিছু দিন মালগুলি ধারে বিক্রয় করিতে থাকুন এবং প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবসে কিছু কিছু করিয়া নিজ প্রাপ্য আদায় করিতে থাকুন। তাহা হইলে প্রতি টাকায় এক এক টাকা লাভ করিতে পারিবেন এবং সেই অবসরে মিশরের অপূর্ব্ব বিলাস দ্রব্য সমূহও উপভোগ করিতে পারিবেন।" বৃদ্ধ দালালের পরামর্শটী আমার মনের সহিত বেস্ মিলিল। উত্তম পরামর্শ দিয়াছ, আমি এই কথা বলিয়াই দালালদিগকে আমার বাসায় লইয়া গেলাম। তাহারা আমার সমস্ত মাল কেয়সারিয়েয় লইয়া গেল। আমি ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে এক এক খানি খৎ লিখিয়া লইয়া সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য তাহাদিগকে বিক্রয় করিলাম, এবং সেই খৎগুলি পোদ্দারকে দিলাম সে সেইগুলি লইয়া স্বয়ং একখানি খৎ লিখিয়া দিল। আমি সেইখানি লইয়া নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত দ্রব্য বিক্রীত হইল, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাদু-আহারে, সুপেয় পানে, ও আমোদ আহ্লাদে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। ক্রমে সওদাগরদিগের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য আদায়ের সময় উপস্থিত হইল। আমি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিবসে ব্যবসায়ীদিগের দোকানে গিয়া বসিতে লাগিলাম। আমার মুহুরী ও পোদ্দার সওদাগরদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা গুলি ক্রমে ক্রমে আদায় করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন প্রত্যূষে উঠিয়া সাধারণ

স্নান-শালায় স্নান করিয়া আসিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিদ্রা গেলাম। মধ্যাহ্ন সময়ের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া একটী কুক্কুট-কাবাব আহার করিলাম। আহারান্তে মধুর গন্ধ-দ্রব্যে সুবাসিত হইয়া বদরএদ্দীন মালী নামক এক জন সওদাগরের দোকানে গেলাম। সওদাগর সাদরে আমাকে আসন-পরিগ্রহ করিতে বলিল। আমি উপবেশন করিলাম। আমাদের পরস্পর নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

আমরা এইরূপ পরস্পর আলাপে নিমগ্ন আছি, একটী সম্ভ্রান্ত রমণী দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার নিকটেই উপবেশন করিলেন। কামিনীর আগমনে সমস্ত গৃহটী একেবারে সুবাসে বাসিত হইয়াগেল। তাঁহার মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত ছিল—যদিও তাহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাইলাম না, তথাপি তাঁহার সুললিত অঙ্গসৌষ্টব—মধুর গঠন দেখিয়াই আমার মন মোহিত হইয়া গেল। আমি তাঁহার দিকে অলক্ষিত ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তিনি মস্তক হইতে ইজার উত্তোলন করিলেন, বস্ত্রান্তরাল হইতে তাঁহার সুনীল নয়ন-যুগল আমার হৃদয় হরণ করিল। রমণী বদরএদ্দীনকে অভিবাদন করিলেন। বদরএদ্দীন প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত কথাগুলি আমার কর্ণে যেন মধুর বংশীধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তিনি আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিলেন। আমার তৃষিত শ্রবণযুগল অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠস্বর পানে নিবিষ্ট হইল। তিনি বলিলেন "বদরএদ্দীন, তোমার দোকানে উত্তম সুবর্ণের কাজকরা কাপড় আছে?" বণিক তাঁহাকে একখানি মনোহর সুবর্ণ-খচিত বস্ত্র বাহির করিয়া দিল। তিনি সেখানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "তবে, আমি এখন এখানি লইয়া যাই, পরে তোমায় ইহার মূল্য পাঠাইয়া দিব।" বণিক বলিল "ঠাকুরাণি! এ বস্ত্রখানি আমার নহে—এই লোকটী ইহার অধিকারী। বিশেষতঃ ইহাঁর নিকট আমি ঋণী আছি।" রমণী বলিলেন "ধিক্, তোমাদের জাতিকেই ধিক্—ব্যবসায়ীদের কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা নাই। আমি তোমার নিকট হইতে কতবার এইরূপ মহামূল্য বস্ত্রাদি লইয়াগিয়া পরে মূল্য প্রেরণ করিয়াছি—আমি তোমার আশার অধিক মূল্য দিয়া থাকি—তুমি আমার নিকট এপর্য্যন্ত কত লভ্য করিয়াছ, এখন

এরূপ কথা বলিতে কি একটুও লজ্জা বোধ হইল না?" সে বলিল "ঠাকুরাণি! যথার্থ—কিন্তু আজ আমার অর্থের নিতান্ত অপ্রতুল, নতুবা আমি একথা আপনাকে কখনই বলিতাম না।" রমণী এই কথা শুনিয়াই বস্ত্রখানি তাহার বক্ষের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তোমার মত ব্যবসায়ীরা লোকের মর্যাদা রাখিতে জানে না—তোমাদের লজ্জার লেশ মাত্রও নাই।" রমণী এই কথা বলিয়াই উঠিয়া চলিলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া আমার হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া বলিলাম, ঠাকুরাণি! আপনার এভাবে চলিয়া যাওয়া উচিত হইতেছে না। আমার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষ পাত করুন—অনুগ্রহ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসুন। রমণী আমার কথায় পুনরায় দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "কেবল আপনার মান্য রক্ষার্থেই ফিরিয়া আসিলাম।" আমি তাঁহাকে আসনপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমার সম্মুখস্থ একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। আমি বদরএদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বস্ত্রখানি কতমূল্যে বিক্রয় করিবে?" সে বলিল "উহার মূল্য এগার শত টাকা।" আমি বলিলাম ইহাতে তোমার লভ্য একশত মুদ্রা—ভাল, তোমার লভ্যাংশ আমি ধরিয়া দিলাম। একখানি কাগজ ও কলম দাও আমি ঐ শতমুদ্রার রসিদ লিখিয়া দিতেছি—আমায় কাপড়খানি দাও। বণিক আমায় বস্ত্রখানি প্রদান করিল। আমি সেখানি রমণীকে প্রদান করিয়া বলিলাম, ঠাকুরাণি! এই গ্রহণ করুন, এখন লইয়া যাইবার আর কোন বাধা নাই—ইহা এখন আমার সম্পত্তি। যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ইহার মূল্য এই বাজারেই আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন—অথবা যদি ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ইহার মূল্যটী মৎপ্রদত্ত যৎসামান্য উপায়ন স্বরূপে গ্রহণ করিয়া আমায় চিরবাধিত করিবেন। তিনি বস্ত্রখানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর আপনার উন্নতি বিধান করুন—করুণাময় জগৎপাতা আপনাকে আমার ভর্ত্তা করিয়া আমার অতুল সম্পত্তি আপনার সম্পত্তির সহিত মিলিত করিয়া দিন।" এ বস্ত্রখানি এখন আপনার হইল—ইহার মূল্যে এইরূপ আরো একখানি বস্ত্র আপনার হউক, আমি এই কথা বলিয়াই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, সুন্দরি! আপনার মনোহর বদনসুধাকর কি

একবার দেখিতে পাই না? রমণী নিজ অবগুণ্ঠনটী উন্মুক্ত করিলেন। সেই সুধাকর-বিনিন্দিত আননের মনোহর মধুর শোভা প্রকাশিত হইল। আমি দেখিলাম—আমার হৃদয় যেন কেমন বিকল হইয়া গেল। ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি কোথায় আছি, কি করিতেছি তাহা সমস্তই একেবারে ভুলিয়া গেলাম—আমার বোধশক্তি যেন এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। রমণী পুনরায় অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন এবং বস্ত্রের থানটী লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি সেই দোকানেই নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলাম। ক্রমে মধ্যাহ্ন-ভজনার সময় উত্তীর্ণ হইয়াগেল উঠিয়া বণিককে জিজ্ঞাসা করিলাম "যুবতীটি কে?" সে বলিল "এই কায়-রোর একজন মৃত আমীরের উত্তরাধিকারিণী—একমাত্র কন্যা। আমীরের অসীম বিষয়সম্পত্তির একমাত্র কর্ত্রী।"

আমি বদরএদ্দীনের নিকট সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলাম। পরিচারকগণ আমার সায়াহ্নের আহারীয় আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল; কিন্তু আহার করিব কি, উদ্বেগে ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে—কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম, কিন্তু একবারের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সেই রমণীয়া রমণীর চিন্তাতেই সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের একটী পোষাক পরিধান করিলাম এবং যৎকিঞ্চিৎ পান ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার বদরএদ্দীনের দোকানে গেলাম। সে আমাকে সাদরে অভিবাদন করিয়া একখানি আসন প্রদান করিল। আমি দোকানের মধ্যে উপবিষ্ট হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই মনোহারিণী যুবতী পূর্ব্বদিনের অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান মনোহর বেশভূষায় শোভিত হইয়া একটী ক্রীতদাসী সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে একখানি আসন প্রদান করিলাম। রমণী উপবিষ্ট হইয়া বদরএদ্দীনের পরিবর্ত্তে আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "আপনার কাপড়ের মূল্য দ্বাদশশত মুদ্রার জন্য আমার সহিত একজন লোক পাঠাইয়া দিন্। আমি বাটী হইতে টাকা পাঠাইয়া দিতেছি।" কোকিল-কণ্ঠীর মনোহর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণবিবরে যেন কোমল বেণুরবের ন্যায় বাজিয়া

উঠিল—আমি বলিলাম, কেন টাকার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? "জগদীশ্বর করুন, তোমার সহিত যেন আমাদের কখন বিচ্ছেদ না ঘটে" রমণী এই কথা বলিয়াই বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বার শত টাকা বাহির করিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। ক্ষণকাল নানাবিধ কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি ইঙ্গিতে তাঁহাকে আমার মনোগত অভিলাষ জানাইলাম। তিনি বুঝিলেন আমি তাঁহার বাটীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি—অমনি তাঁহার মুখমণ্ডলে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলাম—আমার আত্মা যেন শূন্য দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতেই চলিয়া গেল। রমণী যে দিক দিয়া প্রস্থান করিলেন, আমিও ত্বরিত উঠিয়া সেই দিকে চলিলাম। পথিমধ্যে সহসা একটী ক্রীতদাসী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল "প্রভু! আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।" তাহার কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, সে কি?—আমি যে এখানকার নবাগত—আমায়তো কেহই চেনেন না। দাসী বলিল "সে কি মহাশয়, আপনি এত অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ভুলিয়া গেলেন? এই কতক্ষণ হইল বদরএদ্দীনের দোকানে যাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন তিনিই আমাদিগের কর্ত্রী।" আমি এই কথা শুনিয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে আমাকে একটী পোদ্দারের দোকানে লইয়া গেল। দেখিলাম হৃদয়হারিণী সেই দোকানের মধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ। তোমার প্রণয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। প্রিয়তম! যেদিন তোমার সুমোহন কান্তি আমার নয়নপথে নিপতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আহার নিদ্রা কিছুতেই আমার আর শান্তি নাই।" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে! আমার অবস্থা তোমার অপেক্ষাও অধিক, তাহা বর্ণনার অতীত। রমণী বলিলেন "প্রিয়তম! তবে কি আমি তোমার নিকটে যাইব?—অথবা তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে? কারণ আমার ইচ্ছা আমাদের বিবাহ অতি গোপনেই সম্পন্ন হয়।" আমি বলিলাম; প্রিয়তমে! আমি এখানকার নবাগত, আমার এমন কোন নিরূপিত বাসস্থান

নাই যেখানে তোমার অভ্যর্থনা করিতে পারি। আমার নিবাস একটী সামান্য পান্থনিবাস মাত্র। অতএব তুমি যদি অনুমতি কর, তোমার বাটীতে গিয়াই সাক্ষাৎ করিব। রমণী বলিলেন "ভাল সেই কথাই ভাল। অদ্য শুক্রবার পর্ব্ব দিবস—কল্য প্রত্যূষে নমাজের পর নিজ গর্দ্দভটী আরোহণ করিয়া হাবানিয়ে নামক স্থানে গমন করিবেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন নকীব আবুশামের 'কাআ' নামক প্রাসাদ কোথায়? তাহা হইলে সকলেই আপনাকে আমার আবাস দেখাইয়া দিবে। প্রিয়তম! দেখিও বিলম্ব করিওনা—আমায় বিস্মৃত হইওনা—আমি তোমার জন্য তৃষিত-হৃদয়ে অপেক্ষা করিব।" তিনি এই কথা বলিয়াই বিদায় গ্রহণ করিলেন; আমিও তথা হইতে নিজ আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। হৃদয়ের আবেগে রাত্রিতে একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না—সমস্ত রজনী কেবল সেই মনোমোহিনীর চিন্তাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। পর দিন প্রভাত হইতে না হইতেই ত্বরিত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নানাবিধ বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিধান করিলাম এবং মনোহর সুগন্ধ দ্রব্যে সর্ব্বশরীর সুবাসিত করিলাম। মনোমত বেশভূষা সমাপিত হইল,—একখানি রুমালের মধ্যে পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা বান্ধিয়া লইয়া পদব্রজেই বাব্ জুয়েয়লে নামক স্থানে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া একটী গর্দ্দভ ভাড়া করিলাম এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গর্দ্দভপালকে হাবানিয়েয় লইয়া যাইতে বলিলাম। সে মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমায় অভিলষিত স্থানে উপস্থিত করিয়াদিল। আমি দার্ব্ব এল্ মনাকিরী নামক পথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, যাও এখানে নকীবের কাআ নামক প্রাসাদ কোথায় জানিয়া আইস। গর্দ্দভপালক চলিয়া গেল, আমি সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে পুনরাবৃত্ত হইয়া বলিল "আসুন প্রভু, আপনাকে কাআ আট্টালিকা দেখাইয়া দিতেছি।" আমি বলিলাম তুমি অগ্রে অগ্রে চল, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছি। গর্দ্দভপাল আমাকে একটী বৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিল "প্রভু, এই কাআ আট্টালিকা।" আমি বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলাম, অদ্য তুমি যেমন আমাকে এখানে আনিলে,

সেইরূপ কল্য আবার লইয়া যাইবার জন্য এইখানে আসিও। সে বলিল "জগদীশ্বরের নামে শপথ করিতেছি, কল্য ঠিক এই সময়েই আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিব।" আমি তাহাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ একটী সিকি মোহর প্রদান করিলাম। সে সেইটী গ্রহণ করিয়া আনন্দিতমনে চলিয়া গেল। আমি প্রাসাদের দ্বারে করাঘাত করিলাম। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহারিণী অতুল-রূপবতী দুইটী নবীনা কিশোরী দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলিল "প্রভু! আসুন ভিতরে প্রবেশ করুন। আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী তৃষিত-নয়নে আপনার আগমন-পথ চাহিয়া রহিয়াছেন—আসুন শীঘ্র আসুন, আপনার জন্য তিনি গত কল্য সমস্ত রজনী একবারও নয়ন নিমিলিত করেন নাই।" আমি প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রমণীদ্বয় আমাকে উপরে একটী দীর্ঘ সুসজ্জিত গৃহে লইয়া গেল। গৃহের অপূর্ব্ব শোভায় হৃদয়ে কি এক অভূত-পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। দেখিলাম গৃহটী নানাবিধ কারুকার্য্যময় সাতটী দ্বারে শোভিত। চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব জাল-মণ্ডিত মনোহর বাতায়ন, বাতায়নের বিপরীত ভাগে একটী ফলকুসুম-শোভিত উদ্যান প্রকৃতির বিমল ছবির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সরিৎগুলি ঝর্ ঝর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। কলকণ্ঠ প্রকৃতির গায়কগণ সেই জলকল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে মনোহর গীত গাহিতেছে ও মনের আনন্দে শাখায় শাখায় কুসুমে কুসুমে নাচিয়া বেড়াইতেছে। গৃহের মধ্যে ভিত্তি-পার্শ্বগুলি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় মসৃণ ও স্বচ্ছ। উপরিভাগ সুবর্ণময় কারু-কার্য্যে শোভিত, স্থানে স্থানে উজ্জ্বল নীলবর্ণের উপরে সুবর্ণাক্ষরে নানাবিধ কবিতা লিখিত রহিয়াছে। গৃহতল নানাবর্ণের প্রস্তরে বিভূষিত। মধ্যস্থলেএকটী চৌবাচ্ছা—চৌবাচ্ছার চারি কোণে চারিটী সুবর্ণময় সর্পমূর্ত্তি অনবরত মণি-মুক্তা-জালের ন্যায় বিমল জলরাশি বমন করিতেছে এবং মধ্যস্থলে একটী ফোয়ারা হইতে বিমল শীতল বারিধারা বেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণের মহামূল্য গালিচা ও আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যত প্রকার সুসেব্য বিলাস-সামগ্রী আছে গৃহটী সেই সমস্ত দ্রব্যেই পূর্ণ।

আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলাম। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই আমার হৃদয়-রঙ্গিনী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী সেদিন যেন
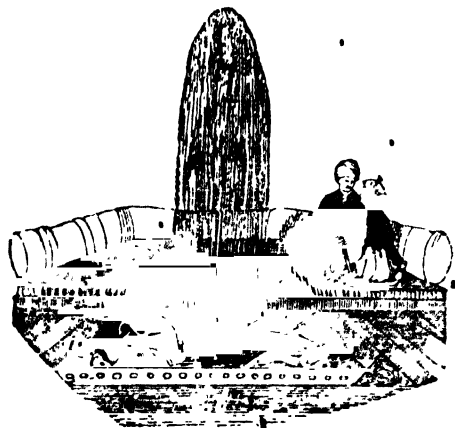
আরও মনোহর বলিয়া বোধ হইল। প্রিয়তমার শিরোদেশ একটী অপূর্ব্ব মণি-মুক্তাজড়িত মুকুটে শোভিত, করতল ও পদতল মনোহর রক্তবর্ণে রঞ্জিত, সুগোল সুঠাম বক্ষস্থল উজ্জ্বল সুবর্ণে মণ্ডিত। তাঁহার সেই স্বর্গ-কন্যা-সদৃশ অপূর্ব্ব বেশ-ভূষায় আমার হৃদয় একেবারে মোহিত হইয়াগেল। যুবতী নিকটে আসিয়া স্নেহভরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! যথার্থই কি তুমি আসিয়াছ, না আমি কেবল দুরাশাবশে স্বপ্ন দেখিতেছি?" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে! যথার্থই তোমার চির-ক্রীতদাস আসিয়াছে। রমণী বলিলেন "নাথ! যে দিন তোমার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছি, সেই দিন হইতে কি আহার কি নিদ্রা কিছুতেই আর আমার তৃপ্তি নাই।" আমি বলিলাম, প্রিয়-তমে আমারও সেইরূপ। আমরা একাসনে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছি, পরিচারিকারা নানা প্রকার সুস্বাদু ভোজ্য ও পেয় আমা-দের সম্মুখে আনিয়া দিল। আমরা উভয়ে একত্রে আহার করিলাম। আহার সমাপ্ত হইলে ক্রীতদাসীরা জল আনিয়া দিল। আমরা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া মৃগমদমিশ্রিত গোলাপজলে সর্ব্বশরীর সুবাশিত করিলাম। রমণীর অকৃত্রিম প্রণয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াগেল। তখন সে প্রণয়ের সহিত তুলনায় আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য মূল্যবিহীন ও অপদার্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সুখের সময় অতি শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া যায়। পরস্পর প্রেমালাপে ও সস্নেহ সম্বোধনেই সমস্ত দিবস অহিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আমাদের অজ্ঞাতসারেই সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিল। পরিচারিকারা পুনরায় আমাদেব জন্য নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য ও স্বাদু সুরা আনিয়া দিল। আমরা প্রেমালাপে মগ্ন হইয়া গভীর নিশীথ সময় পর্য্যন্ত সুরাপান কবিলাম—মনোহর মদিরা রস আমাদিগকে প্রেমপাশে আরও দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিল। বলিতে কি, সে রজনী আমার যেমন অসীম সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কখন হয় নাই—হইবেও না।

রজনী প্রভাত হইল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম এবং সেই মুদ্রা সহিত রুমালখানি যুবতীকে প্রদান করিয়া বিদায় চাহিলাম। তিনি আমার বিচ্ছেদাশঙ্কায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন "প্রিয়তম! আমি আবার কখন তোমার এই মনোহর মুখ খানি দেখিতে পাইব?" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে! আমি অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আবার আসিতেছি। প্রণয়িনী এই কথা শুনিয়াই আমায় কথঞ্চিৎ অতি কষ্টে বিদায় প্রদান করিলেন। আমি প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম গর্দ্দভপালক গর্দ্দভটী লইয়া দ্বারদেশে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি অমনি গর্দ্দভটীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজ আবাসে গেলাম এবং তথায় অবতীর্ণ হইয়া গর্দ্দভ-পালকের হস্তে একটী অর্দ্ধ-মোহর প্রদান করিয়া বলিলাম, অদ্য সূর্য্যাস্ত-সময়ে গর্দ্দভটী লইয়া পুনরায় এইখানে আসিও। "আপনার আজ্ঞা শিরো-ধার্য্য" গর্দ্দভপালক এই কথা বলিয়াই বিদায় হইল।

আমি নিজ আবাস মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া একবার বাজারে গেলাম। মধ্যাহ্ন সময়ের পূর্ব্বেই বাজারের কার্য্য শেষ হইল। আবাসে ফিরিয়া আসিয়া একটী মেষসাবকের কাবাব প্রস্তুত করাইলাম এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া পান্থনিবাসের দ্বাররক্ষকের দ্বারা প্রিয়তমার নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। সমস্ত দিবস অপরাপর কার্য্যে অতি-বাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গর্দ্দভপালক আসিয়া উপস্থিত। আমি পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় একখানি রুমালের মধ্যে পঞ্চাশটী সুবর্ণ মুদ্রা বান্ধিয়া লইয়া গর্দ্দভারোহণে প্রিয়তমার আবাসে গেলাম। দেখিলাম সমস্ত গৃহগুলি

ধৌত করা হইয়াছে। ধাতুপাত্রগুলি পরিষ্কৃত ও নানাবর্ণের আলোকাধারগুলি সজ্জিত হইয়াছে। সমগ্র প্রাসাদটী অপূর্ব্ব আলোকমালায় আলোকিত! পরিচারিকাগণ নানাবিধ ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত সমস্ত। প্রিয়তমা আমাকে দেখিয়াই দ্রুত নিকটে আসিয়া সুললিত বাহুযুগলে আমার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! তোমার বিরহে এই সুদীর্ঘ দিবস যে কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।" পরিচারিকাগণ সমস্ত আহারের আয়োজন করিয়াদিল। আমরা উভয়ে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে ক্রীতদাসীগণ মনোহর মহামূল্য সুরা ও নানাবিধ শুষ্ক ফল আনিয়া দিল। সে দিনও পূর্ব্বদিনের ন্যায় নিশীথ সময় পর্য্যন্ত সুরাপানে ও প্রেমালাপে অতিবাহিত হইয়াগেল। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া মুদ্রাসহিত রুমালখানি প্রিয়তমাকে প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ক্রমে বহুদিন অতিবাহিত হইয়াগেল। ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি ব্যয়িত হইল—আমি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম। এক দিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম আমার আর একটী রৌপ্য মুদ্রা মাত্রও নাই সমস্তই খরচ হইয়া-গিয়াছে। মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বলিলাম একি আমার আর কিছুই নাই! সয়তান আমাকে এককালেই উৎসন্ন করিয়াছে! হায়, আমি অতর্কিত-ভাবে দরিদ্রতার ভীষণ দন্তে চর্ব্বিত হইলাম।

সন্ধ্যার রক্তিমা যথা প্রখর তপনে
তেজ হীন করি করে ক্ষীণ-কর হায়
তেমতি দীনতা যবে ঢাকে নরগণে
কোথায় তাদের তেজ মিলাইয়ে যায়
বীরের বীরত্ব এবে থাকেনা তখন
জ্ঞানবানে জ্ঞানহীন না থাকিলে ধন।

উপস্থিত নহে যবে অভাগা নির্দ্ধন
অপ্রত্যক্ষে লোকে তারে মনুজ না গণে,
উপস্থিতে সুখ-অংশী নহে সে কখন
কি কাজ সে মরুময় তাহার জীবনে।
তৃণ হতে লঘুতর দরিদ্র-জীবন—
কি কাজ তাহায়? তার মঙ্গল নিধন।

জনপূর্ণ জনপদ আনন্দ-বাজার
সুপ্রশস্ত রাজপথ কোলাহলময়—
ফিরেনা তাহার দিকে নয়ন কাহার
তার দুখ দেখি হায় কেহ দুখী নয়।
ঘোরতর মরুভূমি নিস্তব্ধ নির্জ্জন—
কেবল করিতে তার অশ্রু বিসর্জ্জন।

সম্পদ বিমুখ হয় যাহার যখন
চির বন্ধুগণে তারে চিনিতে না পারে,
নিজ পরিবার মাঝে বিদেশী মতন,—
আত্মীয় স্বজনে আর চেনেনা তাহারে।
জীবন মরণ তার মরণি বাঁচন—
কবর তাহার হায় শান্তি-নিকেতন।

হায়, আমি কি ছিলাম কি হইলাম! একেবারে আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলাম! কি করিব, কি করিলে এবিপদ হইতে উদ্ধার হইব? উদ্ধারের উপায় নাই। বন্ধু-বান্ধব-হীন অপরিচিত প্রদেশে আর কিরূপে উপায় হইবে?—কিরূপে সেই প্রিয়তমার নিকটে যাইব?—যাহার নিকট

এতদূর সম্পত্তিশালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, তাহার নিকট এরূপ নিঃস্ব অবস্থায় কিরূপে উপস্থিত হইব। ভিক্ষোপজীবী হইয়া বরং জীবন ধারণ করা যায়, কিন্তু সে প্রণয়িনীর বিরহে জীবনে ফল কি? এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে হৃদয় ক্রমেই অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি তাহার ঠিক নাই। মুহূর্ত্তমধ্যেই এল্‌কাস্‌রেণে উপস্থিত হইলাম এবং সেখান হইতে পুনরায় বাব্‌জোয়েয়লৈয় গেলাম। দেখিলাম দ্বারের নিকটে শত শত লোক গতায়াত করিতেছি, তিলমাত্র স্থান নাই—কাহার সাধ্য সে জনতা ঠেলিয়া দ্বার অতিক্রম করে। আমি শূন্যহৃদয়ে অন্যমনে সেই ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দৈবুবশে একজন অশ্বারোহীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল। দেখিলাম তাহার জামার জেবের মধ্যে একটী মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া রহিয়াছে। যাহার যখন অদৃষ্ঠ মন্দ হয়, তাহার তখন সকল দিকেই বিপদ ঘটিতে থাকে। লক্ষ্মীশ্রীর সঙ্গে সঙ্গে লোকের বুদ্ধিবৃত্তিও লোপ পায়। তখন আমি এতদূর বুদ্ধিহীন ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম যে সেই পরধন অপহরণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি হইল। আমি অশ্বারোহীর জেব হইতে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী আস্তে আস্তে তুলিয়া লইলাম। জেবের ভার লঘু হইবা মাত্রেই আশ্বারোহী বুঝিতে পারিল যে তাহার অর্থপূর্ণ থলিয়া অপহৃত হইয়াছে। অমনি জেবের মধ্যে হাত দিয়া দেখিল জেবটী শূন্য। একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিল আমি তাহার পার্শ্বেই দণ্ডায়মান আছি। হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা সবলে আমার মস্তকে প্রহার করিল। আমি সেই দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলাম। আমাকে সেইরূপে নিপতিত হইতে দেখিয়া পথিকগণ আমাদের উভয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং অশ্বের বল্‌গা ধারণ করিয়া অশ্বারোহীর গতিরোধ করতঃ কুপিত ভাবে বলিল, "একি, তুমি ইহাকে মারিলে কেন? এ ব্যক্তি তোমার কি করিয়াছে? সকলেইত ঠেলাঠেলি করিতেছে—সকলেইত হুড়াহুড়ি করিয়া অগ্রে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, সেজন্য এই যুবকটীকে এরূপ প্রহার করা তোমার কখনই উচিত হয় নাই।" এই কথা শুনিয়াই সে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "না আমি ইহাকে সেজন্য প্রহার করি নাই, এ চোর! আমার জামার জেব

হইতে টাকা চুরি করিয়াছে, সেই জন্য ইহাকে আমি প্রহার করিলাম।” তাহার এই কথা শুনিয়াই আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, ভয়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িলাম। প্রহাব-বেদনা তখন আর তত গুরুতর বোধ হইল না, ভাবী বিপত্তির চিন্তাতেই শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। উপস্থিত লোকেরা বলিল “সে কি—তোমার কথা মিথ্যা, এ যুবকটী দেখিতেছি ভদ্র-সন্তান, এ কেন চুরি করিবে; এ যুবক তোমার কিছুই লয় নাই, তুমি অন্যায় পূর্ব্বক ইহাকে প্রহার করিয়া এখন নিজ দোষ ক্ষালনের জন্য মিথ্যা অপবাদ দিতেছ।” যাহা হউক পথিকদিগের মধ্যে কেহ বা তাহার কথায় বিশ্বাস করিল, কেহ বা বিশ্বাস করিল না। সকলে অশ্বারোহীর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাকে আকর্ষণ করিয়া দূরে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অপ্রতিবিধেয় বিধির নির্ব্বন্ধ কে অতিক্রম করিতে পারে?—যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ফলিবেই ফলিবে, যতই চেষ্টা কর না কেন সে অপ্রতিবিধেয়। দৈববশে ওয়ালী ও অপর কয়েকজন শাসনকর্ত্তা তথায় আসিয়া উপস্থিত। ওয়ালী তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াই দেখিল কতকগুলি লোক আমাকে ও অশ্বারোহীকে বেষ্টন করিয়া গোলযোগ করিতেছে। দেখিয়াই নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ব্যাপার কি? এখান এত গোল কেন?” অশ্বারোহী বলিল “আল্লার দোহাই, হে আমীরপ্রবর আপনি বিচার করুন—এই যুবকটী চোর! আমার জামার জেবের মধ্যে একটী নীল বর্ণের থলিয়ায় কুড়িটী স্বুবর্ণমুদ্রা ছিল, আমি যখন এই খানে জনতার মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম সেই সময়ে, এ অতর্কিত ভাবে জেবের মধ্য হইতে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী তুলিয়া লইয়াছে।” ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল “তোমার সহিত আর কেহ ছিল?” অশ্বারোহী বলিল “না, আমার সহিত আর কেহই ছিল না।” এই কথা শুনিয়া ওয়ালী আর তাহাকে কিছুই বলিল না, নিজ প্রধান অনুচরকে আহ্বান করিয়া আমাকে বন্দী করিতে এবং আমার বস্ত্রাদি সমস্ত অনুসন্ধান করিতে বলিল। অনুমতি মাত্রেই সে আমাকে বন্দী করিল। যাহারা এতক্ষণ আমার সহায্যার্থে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়াছিল তাহারা সকলেই একে একে সরিয়া গেল, আমি একাকী অসহায় তাহার হস্তে নিপতিত হইলাম। ওয়ালী বলিল “উহার গাত্রে যে সকল বস্ত্রাদি আছে সে সমস্ত খুলিয়া

ফেল-৺অনুসন্ধান করিয়া দেখ কিছু আছে কি না! রাজপুরুষগণ আমার গাত্রস্থ সমস্ত বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি মোহরের থলিয়াটী অপহরণ করিয়াই বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সুতরাং তাহাদের অনুসন্ধানে সেটী তৎক্ষণাৎ বহির হইয়া পড়িল। তাহারা সেই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী ওয়ালীর হস্তে প্রদান করিল। ওয়ালী তন্মধ্যস্থ মোহরগুলি বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল। দেখিল অশ্বারোহীর বচন প্রমাণ যথার্থই তাহার মধ্যে কুড়িটী দীনার রহিয়াছে। অমনি ক্রুদ্ধস্বরে পরিচারকদিগকে বলিল "তোমরা উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস।" তাহারা অনুমতি মাত্রেই আমাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ওয়ালী গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিল "যুবক! সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী চুরি করিয়াছ?" আমি অধোমুখে ভূমিন্যস্তদৃষ্টি হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি উত্তর দিব? অপহৃত দ্রব্যটী আমার বসনমধ্য হইতেই বাহির হইয়াছে, যদি আমি 'চুরি করি নাই' এই কথা বলি তাহা হইলে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? আর যদি চৌর্য্যাপরাধ স্বীকার করি তাহা হইলেও মহা বিপদ। কি করি? কি উত্তর দিব ভাবিয়া হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। ওয়ালী বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে আমি অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া বলিলাম, হাঁ আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। ওয়ালী সেই কথা শুনিয়া ও আমার সেই সম্ভ্রান্তজনোচিত বেশ ভূষা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কএকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিল। সাক্ষীগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার আত্মাপরাধ স্বীকার শুনিয়াছে বলিয়া যথারীতি সাক্ষ দিল।—এই সমস্ত ঘটনা বাবজোয়েয়লেতেই ঘটিল। ওয়ালী ঘাতককে আহ্বান করিয়া আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিতে বলিল। ঘাতক তৎক্ষণাৎ আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিল। আমার সেই হস্তচ্ছেদন-যাতনা দেখিয়া অশ্বারোহীর হৃদয় দয়ারসে আর্দ্র হইয়া গেল। সে যাহাতে আমার প্রাণদণ্ড* করা না হয় সেই জন্য বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিল। ওয়ালী তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আমাকে আর কোন

---

* আরবীয় আইনানুসারে চৌর্যাপরাধীর প্রথম বার দক্ষিণ হস্ত ছেদন পরবার বামহস্ত-চ্ছেদ এবং এইরূপ ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ও বাম পদচ্ছেদন হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে প্রাণ-দণ্ডও হয়।

গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। রাজপুরুষগণ চলিয়া গেলে পথিকগণ পুনরায় আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি ছিন্ন মণিবন্ধের যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। আমার সেই দুরবস্থা দেখিয়া একজন সদয়-হৃদয় পথিক আমাকে এক পাত্র সুরা আনিয়া দিল। আমি তাহা পান করিলাম। অশ্বারোহী দয়ার্দ্র হইয়া মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী আমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল "যুবক, তোমার এমন ভদ্রলোকের ন্যায় শ্রী—এমন সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় বেশ ভূষা—তোমার এরূপ কুপ্রবৃত্তি! ছি তোমার এরূপ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করা কি উচিত? এত সামান্য পদার্থের উপর তোমার এতদূর লোভ!" আমি থলিটী গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন করত এই কবিতাটী পাঠ করিলাম;—

নহি আমি চোর, নহে ব্যবসা আমার
চুরি করা, ছিল না এ কখন অভ্যাস।
কি করি, অদৃষ্ট হায় যেমন যাহার—
হীন দশা করিয়াছে নীচ অভিলাষ।
ছিল মম ধনাগার পূরিত রতনে
সহসা সে সব হায় হয়েছে বিলয়;
বঞ্চিত হয়েছি আমি সে সকল ধনে
অদৃষ্ট নিতান্ত মোরে হয়েছে নিদয়।
শিরোদেশে মহামণি অমূল রতন
আমি করি নাই দূরে ক্ষেপণ তাহায়,
সেই শরাঘাতে তার হয়েছে পতন
দেব-দেব মহা বেগে ত্যজিলেন যায়।*

---

* অর্থাৎ আমি যে অসাধু কার্য্য করিয়াছি তাহার প্রবর্ত্তক ঈশ্বর। মূল গ্রন্থে যে কবিতাটী আছে তাহা কোরাণের সুরাটএল এন্‌ফাল নামক ৮ম অধ্যায়ের ১৭শ কবিতার মর্ম্মানুসারে রচিত—তাহাতে আছে "যখন তুমি [তাহাদের চক্ষে কাঁকর] ফেলিলে [তখন] তুমি ফেল নাই; কিন্তু পরমেশ্বর [তোমার দ্বারা তাহা] ফেলিলেন।"
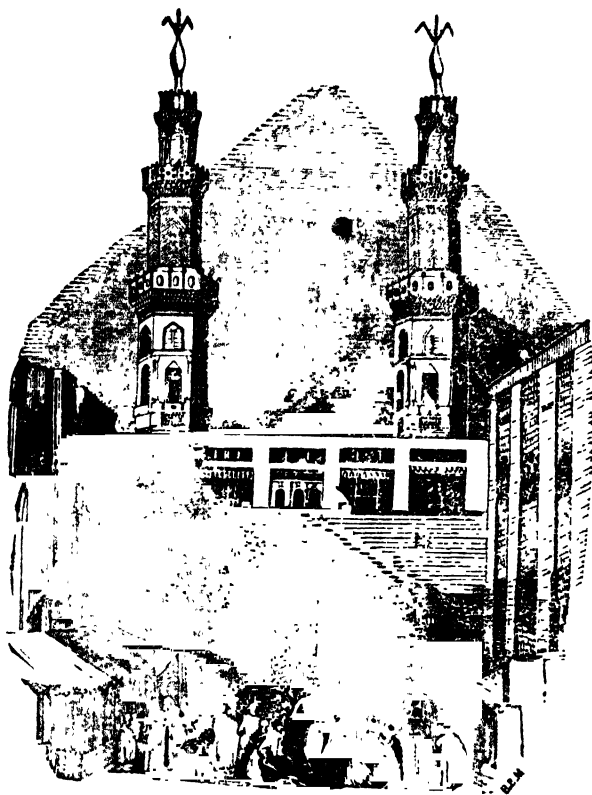
অশ্বারোহী মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী আমাকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। আমি ছিন্ন হস্তখানি বস্ত্রখণ্ডে জড়াইয়া, উরঃস্থলে বস্ত্রমধ্যে রাখিয়া* তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন !—হায় আমি কি ছিলাম কি হইলাম ; কোথায় অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর—কোথায় চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত ! যাতনায় অস্থির হইয়া ম্লানমুখে শূন্যহৃদয়ে কাজা প্রাসাদে গেলাম এবং নিস্তব্ধভাবে একটা শয্যায় শয়ন করিলাম। প্রিয়তমা আমাকে তদ্রূপ ম্লানভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নাথ ! আজি তোমায় এত বিমর্শ ও ম্লান দেখিতেছি কেন, তোমার কি কোন ব্যামোহ হইয়াছে ?" আমি বলিলাম,

* আরবীয়েরা মনুষ্য-শরীর যেরূপ সমাধিস্থ করে, সেইরূপ জী[illegible] শরীরের [illegible] অংশ যদি বিচ্যুত হয় তাহাও সমাধিস্থ করিয়া থাকে।

প্রিয়তমে! আমি শিরঃপীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি—শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। প্রিয়তমা আমার সেই কথা শুনিয়া একান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "জীবিতেশ্বর! আমার হৃদয় আর দগ্ধ করিও না, উঠ—আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, বল তোমার অদ্য কি হইয়াছে?—তোমার মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—বোধ হইতেছে যেন কোন অভাবনীয় বিপদ ঘটিয়া থাকিবে।" আমি বলিলাম, আমার অত্যন্ত অসুখবোধ হইতেছে, আমি অধিক কথা কহিতে পারি না—আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। রমণীর সন্দেহ বিদূরিত না হইয়া বরং আরও দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি আরও ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমি আমায় আর ভালবাস না, আমার প্রণয়ে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ; এ পুরাতন প্রণয় আর তোমার ভাল লাগিতেছে না—নতুবা তুমি আমার সহিত এরূপ বিপরীত ব্যবহার করিবে কেন?" তিনি আমার পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতে করিতে বারম্বার আমার সেই নব পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার কোন কথারই উত্তর দিলাম না, নীরব নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া রহিলাম।

ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল, প্রিয়তমা কিঞ্চিৎ উপাদেয় আহারীয় আমার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। কিন্তু পাছে বাম হস্ত দ্বারা আহার করিলে আমার সেই নূতন দুরবস্থা জানিতে পারেন, সেই ভয়ে আমি আহার করিতে সাহসী হইলাম না—বলিলাম, আমি আহার করিব না আহারে রুচি নাই। প্রিয়তমা পুনরায় বলিলেন "নাথ! বল তোমার কি হইয়াছে? কেন তুমি আজি এরূপ বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইয়াছ, তোমাকে আজি কেন এরূপ বিপন্ন দেখিতেছি? প্রিয়তম! বল—আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" আমি বলিলাম, প্রিয়তমে বলিতেছি—সময়মতে সমস্তই বলিতেছি—এখন আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ, আমাকে বিরক্ত করিও না। প্রণয়িনী এই কথা শুনিয়াই পাত্রপূর্ণ সুরা ও একটী পেয়ালা আনিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! পান কর, সমস্ত ক্লেশ ভাবনা দূর হইবে। এই লও, সর্ব্বদুঃখহর সুরা পান করিয়া স্বাস্থ্য লাভ কর।" আমি বলিলাম, ভাল তুমি অগ্রে পান কর, আমি পরে পান করিতেছি। তিনি পেয়ালায়

সুরা ঢালিয়া পান করিলেন এবং তাহা পুনরায় মদিরায় পরিপূর্ণ করিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। আমি বাম হস্তে তাহা গ্রহণ করিলাম ; আমার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল ; মৃদুস্বরে এই কবিতাটী পাঠ করিলাম ঃ—

যখন পরম পিতা জগত-জীবন
  বিপদে ফেলিতে হায় ইচ্ছেন যাহায়,
দৃষ্টি-হীন করে দেন উভয় নয়ন
  শ্রবণে শ্রবণ-হীন করেন তাহায়

জ্ঞান বুদ্ধি অনায়াসে করেন হরণ
শ্লথমূল চুল যথা করে উৎপাটন।

হইলে বাসনা পূর্ণ আবার তাহায়
  অনুতাপানল দগ্ধ করিবার তরে
জ্ঞান বুদ্ধি ফিরে তারে দেন পুনরায়—
  অনল জ্বলিতে থাকে তাহর অন্তরে।

আমি এই বলিয়াই পুনরায় রোদন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া একটী অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করত বলিলেন " প্রিয়তম, কেন তুমি রোদন করিতেছ ? বল শীঘ্র বল আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। জীবিতেশ্বর ! বল, কেনই বা তুমি সুরাপাত্র বাম হস্তে গ্রহণ করিলে ?" আমি বলিলাম, আমার দক্ষিণ হস্তে একটী যাতনাদায়ক ব্রণ হইয়াছে। প্রণয়িনী বলিলেন "দেখি কোথায় হইয়াছে—আমি উহা গালিয়া দিতেছি শীঘ্রই যাতনা দূর হইবে।" আমি বলিলাম, উহা এখনও গালিবার উপযুক্ত হয় নাই—বৃথা আমায় বারম্বার অনুরোধ করিও না, উহা আমি এখন বাহির করিতে পারিব না। এই কথা শুনিয়া প্রিয়তমা আর কিছুই বলিলেন না। আমি পাত্রস্থ মদিরা পান করিলাম। প্রণয়িনী পুনরায় পাত্রটী সুরায় পূর্ণ করিয়া

দিলেন, আমি পুনরায় পান করিলাম। এইরূপে তিনি অনবরত মদিরা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, আমিও ক্রমাগত পান করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে সুরার মোহিনী শক্তি বশে আমার চেতনা অপসৃত হইল—যেখানে বসিয়াছিলাম সেইখানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। এই অবসরে প্রিয়তমা আমার মণিবন্দহীন বাহুটী এবং সেই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী বাহির করিয়া দেখিলেন। প্রকৃত ঘটনা অনুভবে বুঝিতে আর অপেক্ষা রহিল না। আমার সেই দুরবস্থা দেখিয়া তিনি এককালে ভীষণ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। করুণ বিলাপে ও হৃদয় বিদারক দীর্ঘনিশ্বাসে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলাম প্রিয়তমা আমার নিমিত্ত চারিটী কুক্কুট-কাবাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলাম। প্রিয়তমা আমাকে একপাত্র সুরা পান করিতে দিলেন। আমি পান ভোজন সমাপন করিলাম এবং মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী প্রদান করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইবে?" আমি উত্তর দিলাম, যেখানে হৃদয়ের ভাবনা কতক দূর করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিব। প্রিয়তমা বলিলেন "না, অদ্য কোথাও যাইও না, উপবেশন কর।" আমি পুনরায় উপবিষ্ট হইলাম। তিনি বলিলেন "প্রিয়তম! তুমি কি আমায় এত ভাল বাস যে সেই জন্যই সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণ হস্ত পর্য্যন্তও হারাইলে?—হায় আমি অতি নিষ্ঠুর! যাহা হউক আজি তোমার সাক্ষাতে জগদীশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তুমি যেমন আমার জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিলে আমি অবশ্যই তাহার প্রতিশোধ দিব। এ জীবন থাকিতে আমি তোমায় কখন পরিত্যাগ করিব না। তুমি দেখিবে—দেখিবে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কি না।" রমণী এই কথা বলিয়াই কয়েকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিতে বলিলেন। পরিচারিকাগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। সাক্ষীগণ উপস্থিত হইলে প্রিয়তমা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি এই যুবকটীকে বিবাহ করিলাম, অদ্য হইতে ইনি আমার স্বামী হইলেন। তোমরা আমাদের উভয়ের পরিণয়-পত্র লিখিয়া দাও। আমি ইহাঁর নিকট

আমার যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমরা তাহারও সাক্ষী রহিলে।" সাক্ষীগণ আমাদের উভয়ের পরিণয়-পত্র লিখিয়া দিল।' প্রিয়তমা পুনরায় বলিলেন "আমি এই সিন্ধুকস্থ সমস্ত ধন রত্ন, সমস্ত দাস দাসী এবং তদ্ব্যতীত আমার যত কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা সমস্ত আমার স্বামীকে প্রদান করিলাম তোমরা তাহার সাক্ষী রহিলে।" তাহারা তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইল আমিও তাঁহার দান স্বীকার করিলাম। প্রিয়তমা সাক্ষীদিগকে যথা-রীতি পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং আমাকে একটী গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া একটা বৃহৎ সিন্ধুক উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! দেখ দেখি ইহার মধ্যে কি আছে।" আমি দেখিলাম—দেখিলাম সিন্ধুকটী রুমালে পূর্ণ। তিনি বলিলেন "নাথ, এগুলি তোমারই সম্পত্তি, প্রত্যহ প্রাতে যে রুমালের মধ্যে পঞ্চাশৎটা করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে, আমি তাহা তোমারই প্রদত্ত রুমালে জড়াইয়া ইহার মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছি। তুমি এগুলি গ্রহণ কর, পরম কারুণিক পরমেশ্বর এগুলি তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তোমাকে অতুল বিভবের অধিকারী করিয়া দিলেন।—প্রিয়তম! আমার নিমিত্তই তুমি এতদূর ক্লেশ ভোগ করিলে, আমার জন্যই তুমি দক্ষিণ হস্ত হারাইয়াছ। আমি তোমার প্রণয়ের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম—আমি যদি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করি তাহা হইলেও তোমার দয়া ও স্নেহের সীমা অতিক্রম করিতে পারিব না—তথাপি তোমার প্রণয়ের অপেক্ষা আমার প্রেম শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না।" প্রিয়তমা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন "নাথ, এখন সমস্ত সম্পত্তিই তোমার অতএব তুমি সে সমস্ত গ্রহণ কর।" আমি তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলাম। তিনি নিজ সিন্ধুকের মধ্যে যে সকল ধন রত্ন ছিল তাহা সমস্ত বাহির করিয়া যে সিন্ধুকটীতে আমার প্রদত্ত সুবর্ণ মুদ্রাগুলি ছিল তাহার মধ্যে, আমার সম্পত্তির সহিত একত্রিত করিয়া রাখিলেন। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না ইতি পূর্ব্বে যে সকল দুর্ভাবনায় আমার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতেছিল সে সমস্ত এককালে দূরীভূত হইয়া গেল। আমি স্নেহভরে প্রিয়তমাকে একটী চুম্বন করিলাম এবং সুপেয় সুরা-রস আস্বাদন করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল,—হৃদয়হারিণী

পুনরায় বলিলেন "প্রিয়তম! আমাকে ভালবাসিয়াই তোমার এত বিপদ, তুমি আমার জন্যই সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলে অবশেষে হস্তটী পর্য্যন্ত হারাইলে, আমি কিরূপে তাহার প্রতিশোধ দিব? আমি যদি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও দান করি তাহা হইলেও তোমার বিশুদ্ধ প্রেমের পরিশোধ করিতে পারিব না।—তুমি আমার নিমিত্তে এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিলে আমি কি তজ্জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিতে পারিব না?" তিনি এই কথা বলিয়াই একখানি কাগজে নিজ বসন ভূষণ এবং স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখিয়া একখানি দান-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিলেন। প্রিয়তমা সে রজনী মুহূর্ত্তের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না—আমার সেই দুরবস্থা চিন্তা করিয়া কেবল রোদনেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে প্রায় একমাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রণয়িণী দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন—ক্রমেই তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া আসিতে লাগিল। পঞ্চাশদ্দিবসের মধ্যেই তিনি আমাকে দারুণ শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। আমি প্রেয়সীর মৃত-দেহ সমাধিস্থ করিলাম এবং তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত সেখদিগকে কোরাণপাঠে নিযুক্ত করিয়া দীন দরিদ্রদিগকে প্রভূত ধন সম্পত্তি বিতরণ করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমস্ত সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল। দেখিলাম প্রিয়তমা অতুল বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রাশি রাশি সুবর্ণমুদ্রা প্রচুর ভূমিসম্পত্তি, অগণ্য বহুমূল্য রত্ন, বলিতে কি সম্পত্তির সীমা নাই। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দেখিলাম রাশি রাশি তিল রহিয়াছে। আমি তোমায় যে তিল বিক্রয় করি তাহা সেই তিলেরই এক অংশ। এতদিন তাহার অবশিষ্টাংশ বিক্রয় করিতে ব্যস্ত ছিলাম সেই জন্যই তোমার সহিত হিসাব চুক্তি করিতে পারি নাই। এই আমার বাম হস্তে আহারের বিবরণ—এই আমার দক্ষিণ হস্ত-নাশের ইতিহাস।" যুবক নিজ অদ্ভুত বিবরণ সমাপ্ত করিয়া বলিলেন "এখন আমার একটী অনুরোধ আছে, তোমাকে সেটী রক্ষা করিতে হইবে—আমরা উভয়ে একত্রে আহার করিলাম, এখন তোমার সহিত আর ব্যবসায় সম্বন্ধ নাই—আমরা সৌহার্দ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছি।

তিলের মূল্য যাহা তোমার নিকট আমার প্রাপ্য তাহা সমস্তই তোমাকে প্রদান করিলাম তুমি তাহা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিও—আজি অবধি তাহা তোমারই হইল।"

আমি বলিলাম "প্রভু, আপনি আমার প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করিলেন—আমি কিরূপে এই অসাধারণ উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানি না।" তিনি বলিলেন "আমি কায়রো ও সেকেন্দারিয়া জাত বাণিজ্য-দ্রব্য সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছি শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া যাইব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—কেমন যাইতে স্বীকৃত আছ কি?" আমি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বলিলাম "আমি আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাকে সমস্ত উদ্যোগ করিবার জন্য কয়েক দিন অবকাশ দিতে হইবে—আগামী মাসের প্রথম দিবসেই আমি আপনার সহিত যাত্রা করিব।" তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও সমস্ত বিক্রয় করিয়া বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় কবিতে আরম্ভ করিলাম।

নিরূপিত দিবসে আমবা উভয়ে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া মিশর দেশ হইতে যাত্রা করিলাম এবং যথাসময়ে আপনার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যুবক নিজ দ্রব্যাদি সমস্ত বিক্রয় করিয়া পুনরায় কায়রোয় প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অনন্তপ্রতাপ জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমি আপনার প্রজাবর্গের মধ্যেই রহিয়া গেলাম। রাজন্ এই আমার ইতিহাস—এখন আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহা কুব্জের ইতিহাসের আপেক্ষা আশ্চর্য্য ও মনোহর কি না?

সুলতান বলিলেন "না তোমার আখ্যায়িকা কুব্জের বিবরণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তোমাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবে।" ইহা শুনিয়া পাকশালাধ্যক্ষ সুলতানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল "রাজন্ যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি একটী উপাখ্যান বর্ণন করি। যদি আখ্যায়িকাটী কুব্জের বিবরণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের অব্যাহতি দিয়া বিমল যশঃ লাভ করিবেন।" সুলতান বলিলেন "ভাল—বল।"—পাকশালাধ্যক্ষ বলিতে আরম্ভ করিল—

নরপতি শ্রবণ করুন, গত রাত্রে এই কুজঘটিত দুর্ঘটনার পূর্ব্বে আমি একটী আত্মীয়ের ভবনে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীতে কোরাণ-পাঠোৎসব হইতেছিল, ব্যবস্থাবিদ্ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কোরাণ-পাঠ সমাপ্ত হইলে পরিচারকগণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের জন্য নানাবিধ আহারীয় আনিয়া দিল। সেই সমস্ত খাদ্যের মধ্যে জির্ব্বাজে* ছিল। আমরা সকলেই সেই স্বাদু জির্ব্বাজে আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন আহার না করিয়া দূরে উপবিষ্ট হইলেন। আমরা আহার করিবার জন্য তাঁহাকে বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই জির্ব্বাজে আহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না প্রত্যুত বলিলেন "আমাকে এই দ্রবটী আহার করিতে অনুরোধ করিবেন না, আমি উহা আহার করিয়া যথেষ্ট ক্লেশ ভোগ করিয়াছি।" আমরা তখন আর তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম না আহার সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে বলিলাম "আল্লার দোহাই—জির্ব্বাজের উপর আপনার এতদূর বিতৃষ্ণা কেন?—এরূপ স্বাদু উপাদেয় কেন ত্যাগ করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বলিতে হইবে।" তিনি বলিলেন "আমি জির্ব্বাজে এককালে ত্যাগ করি নাই, তবে উহা আহার করিতে হইলে আমাকে চল্লিশ বার ক্ষার দ্বারা, চল্লিশবার উশীর-মূল দ্বারা এবং চল্লিশবার সাবানের দ্বারা, এই সর্ব্ব সমেত একশত বিংশতিবার হস্ত প্রক্ষালন করিতে হয়।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী পরিচারকদিগকে জল ও অপর হস্তপ্রক্ষালনোপযোগী দ্রব্য-গুলি আনিতে অনুমতি দিলেন। ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত আনিয়া দিল। তিনি ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা উত্তমরূপে হস্ত প্রক্ষালন করিলেন এবং বিরক্তভাবে উপবিষ্ট হইয়া ভীত ব্যক্তির ন্যায় অতি সঙ্কুচিত ভাবে হস্ত প্রশারিত করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দেখিলাম তাঁহার হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী

* লশুনাদি প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিশেষ।

নাই, তিনি অপর চারিটী অঙ্গুলি দ্বারা আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গুষ্ঠহীন করতল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমরা আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, আপনার হস্তটী কি জন্মাবধিই এইরূপ অঙ্গুষ্ঠ-শূন্য, না কোন রূপ ঘটনা বা রোগে এইরূপ অঙ্গুষ্ঠহীন হইয়াছে?" তিনি বলিলেন "কেবল আমার এই হস্তটী কেন, আমার বাম হস্ত এবং পদদ্বয়ও ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠহীন—এই দেখ।" তিনি এই কথা বলিয়াই বাম হস্ত ও পদদ্বয় দেখাইলেন। দেখিলাম যথার্থই তাঁহার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় অঙ্গুষ্ঠ-শূন্য। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম "মহাশয়, আপনার বিবরণ শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ-হীনতার এবং এই একশত বিংশতি বার হস্ত প্রক্ষালনের কারণ বর্ণন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।" আমাদিগের এইরূপ অনুরোধ উপরোধে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"আমি একজন ধনবান বণিকের সন্তান। আমার পিতা খলিফে হারুণ উর্‌রসিদের সময়ে বোগ্দাদের একজন প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি সুরাপানে নিতান্ত আসক্ত ও বীণাবাদন-শ্রবণে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন সুতরাং মৃত্যুকালে এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর আমি তাঁহার দেহ সমাহিত করিলাম এবং যথারীতি শোক-সূচক পরিচ্ছদ ধারণ কবিয়া প্রেত-কৃত্যাদি সমাপন করিলাম। শ্রাদ্ধাদি সমাপিত হইলে যথোপযুক্ত দিবসে তাঁহার দোকান খুলিলাম। দেখিলাম দোকানে পণ্য দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই কিন্তু দেয় ঋণ অনেক গুলি। যাহা হউক আমি উত্তমর্ণদিগকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থির করিলাম এবং ক্রয় বিক্রয় করিয়া যে কিছু আয় হইতে লাগিল তদ্দ্বারা সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল; ঋণগুলি ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিয়া কিঞ্চিৎ মূল ধন সঞ্চয় করিলাম।

একদিন আমি দোকানের মধ্যে একাকী বসিয়া আছি সহসা একটী মনোহারিণী অতুল রূপবতী যুবতী রমণীর দিকে নয়ন নিপতিত হইল। দেখিলাম যুবতী নানাবিধ রত্নালঙ্কারে ও বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া একটী সুন্দর অশ্বতব আরোহণে বাজারের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। রমণীব সঙ্গে দুই জন ক্রীতদাস এবং এক জন খোজা। তিনি বাজারের দ্বারদেশে বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং খোজাকে সঙ্গে লইয়া বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। খোজা তাঁহাকে বলিল "ঠাকুরাণি! বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রবেশ করুন; কিন্তু কাহাকেও নিজ পরিচয় দিবেন না, লোকে যদি আপনার প্রকৃত পরিচয় পায় তাহা হইলে আব আমাদের অপমানের সীমা থাকিবে না।" খোজা তাঁহাকে এইরূপ আরও অপরাপর বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিল। রমণী ব্যবসায়ীদের দোকান দেখিতে দেখিতে চলিলেন। একে একে অনেকগুলি দেখা হইল, কিন্তু কোনটীই তাঁহার মনোনীত হইল না। অবশেষ রমণী সহচর খোজার সহিত আমার দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার মধুব স্বর আমার কর্ণের মধ্যে যেন অমৃত

বর্ষণ করিল—অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠস্বরে এককালে মোহিত হইয়াগেলাম। তিনি মুখের অবগুণ্ঠনটী খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তাঁহার দিকে একবার অতর্কিতভাবে চাহিয়া দেখিলাম। সেই তুলনাহীনা যুবতীর শশধরবিনিন্দিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল—হৃদয় তাঁহার প্রণয়-বাসনায় পূর্ণ হইয়াগেল। আমি তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া এই কবিতা দুইটী পাঠ করিলাম :—

বলিও সে রূপসীরে, বদনে যাহার
পাংশুবর্ণ অপরূপ ঘোমটার বাস,
ব্যাকুল হয়েছে হায় পরাণ আমার
দেখি তার মধুময় রূপের বিকাশ।
উপায় নাহিক আর হইতে উদ্ধার,
মরণি মঙ্গল হায় মরণি আমার।

বলিও তাহারে, করি করুণা প্রকাশ
দেখা দিতে একবার অধীন জনায়,
হতাশের পূরাইতে অসম্ভব আশ,
করিতে জীবন দান মুমূর্ষু আমায়।
বলিও—বলিও গিয়া তাঁহার সকাশে,
কৃপার ভিখারী আমি কৃপা-দান-আশে।

তিনি আমার কবিতাদ্বয় শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন :—

"তোমার প্রণয় রসে রসেছে হৃদয়—
বলিবার আগে ভাল বেসেছে তোমায় ;
অন্যজন-প্রেম যদি হয়রে উদয়
যাক্ সে অন্তর ছিঁড়ে চাইনা তাহায়।

তোমার রূপেতে মুগ্ধ হয়েছে নয়ন—
অন্য রূপরাশি যদি দেখিবারে চায়,
তোমার ওরূপ যেন না করে দর্শন—
চিরদিন তরে যেন অন্ধ হয়ে যায়।”

কবিতাদ্বয় পাঠ করিয়াই রমণী আমাকে বলিলেন “যুবক, তোমার দোকানে কোন প্রকার উত্তম মূল্যবান বস্ত্র আছে?” আমি বলিলাম, ঠাকুরাণি! এ দাস নিতান্ত দরিদ্র তবে যদি অনুকম্পাপুরঃসর কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করেন তাহা হইলে মহাজনদের দোকান খুলিলে আপনার ইচ্ছামত দ্রব্য আনিয়া দিতে পারি। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে হৃদয় তাঁহার প্রণয়ে পূর্ণ হইয়াগেল—আমি এককালে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। বাজারের দোকানগুলি একে একে সমস্তই খুলিল। আমি অপরাপর ব্যবসায়ীদিগের দোকান হইতে রমণীর অভিলাষানুরূপ পাঁচ সহস্র মুদ্রা মূল্যের বস্ত্রাদি আনিয়া দিলাম। যুবতী সেগুলি খোজার হস্তে প্রদান করিয়া উঠিয়া চলিলেন, খোজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রমণী বাজারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, ক্রীতদাসদ্বয় তাঁহার অশ্বতরটী সম্মুখে উপস্থিত করিল,—তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কোথায় আবাস—কোথায় গেলে আমি দ্রব্যগুলির মূল্য পাইতে পারি, তিনি আমাকে তাহার কিছুই বলিয়া গেলেন না, আমিও লজ্জাপ্রযুক্ত তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বস্ত্রগুলির জন্য মহাজনদের নিকট আমি দায়ী—তাহারা কিছু রমণীকে চেনে না, তাহারা আমাকেই প্রদান করিয়াছে। আমিও আবার রমণীর বাসস্থান জানি না যে মূল্য আদায় করিয়া আনিয়াদি, কাজেকাজেই আমি সেই অবস্থায় মহাজনদের নিকট আবার ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক সেই মনোহারিণীর মোহন রূপমাধুরী চিন্তাতেই আমার সে দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি দোকান বন্ধ করিয়া নিজ আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পরিচারকগণ আমার সম্মুখে আহারীয় দ্রব্যাদি

আনিয়া দিল বটে কিন্তু আহার করিব কি যুবতী-রূপ-চিন্তায় আমার হৃদয় পূর্ণ—এক গ্রাস মাত্রও আহার করিতে পারিলাম না। শয়ন করিলাম, কিন্তু সুষুপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না—সমস্ত রজনীই সেই রূপসীর চিন্তায় অতিবাহিত হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। ব্যবসায়ীগণ আমার নিকট হইতে বস্ত্রগুলির মূল্য চাহিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে পুনরায় আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে বলিলাম। ক্রমে সে সপ্তাহও অতিবাহিত হইল, একদিন মনোহারিণী পূর্ব্বের ন্যায় অশ্বতরারূঢ় হইয়া দুইটী ক্রীতদাস ও এক জন খোজা সমভিব্যাহারে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনার বস্ত্রের মূল্য আনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। এখন আপনার প্রাপ্য সমস্ত আনিয়াছি,একজন পোদ্দারকে আহ্বান করিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করুন।" এই কথা শুনিয়া আমি একজন পোদ্দারকে আহ্বান কবিলাম। সে আসিলে খোজা তাহার হস্তে সমস্ত মুদ্রা প্রদান করিল। পোদ্দার সেগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া আমায় প্রদান করিল, আমি গ্রহণ করিয়া যুবতীর সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে সকল দোকানগুলি খুলিল। রমণী আরও কএকটী দ্রব্য আনিয়া দিতে বলিলেন। আমি মহাজনদের নিকট হইতে তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যগুলি আনিয়া দিলাম। তিনি সেগুলি গ্রহণ করিয়া মূল্যের বিষয়ে কিছু না বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে আমার মনে হইল, রমণী সেদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য লইয়া গিয়াছেন—তখন আমি আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া নিজ অবিবেচনার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলাম। রমণী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন; আমি আপনা আপনি বলিলাম, এ কিরূপ ভালবাসা ?—রমণী আমায় কেবল পাঁচ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মাত্র আনিয়া দিয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য লইয়া গেলেন! পাছে আমি দেউলিয়া হইয়া যাই সেই ভয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, এ রমণী নিশ্চয়ই প্রতারক, আমাকে অব্যবস্থিতচিত্ত যুবা পুরুষ দেখিয়া নিজ রূপলাবণ্যের সাহায্যে প্রতারণা করিয়া গেল। আমিও নিতান্ত মূর্খ—যুবতী কোথায়

থাকে, কোথায় গেলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহা একবারও জিজ্ঞাসা করিলাম না।

এইরূপে ক্রমে একমাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি রমণীর দর্শন নাই। মহাজনেরা প্রাপ্য টাকার জন্য আমায় পেড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমি কি করি নিরুপায় হইয়া আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এইরূপ বিষম হীনাবস্থায় প্রবেশোন্মুখ হইয়া একদিন দোকানে বসিয়া নিজ অদৃষ্ট-ফল চিন্তা করিতেছি, সহসা সেই মনোহারিণী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার সমস্ত দুর্ভাবনা অন্তর্হিত হইয়া গেল, মহাজনেরা যে আমায় টাকার জন্য তত উৎপীড়ন করিতেছিল তাহা সমস্ত ভুলিয়া গেলাম, তাঁহার বিমল প্রণয়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন এবং কোকিলবিনিন্দিত স্বরে বলিলেন "তোমার বস্ত্রগুলির মূল্য আনিয়াছি—ত্যরাজু বাহির করিয়া মুদ্রাগুলি ওজন করিয়া লও।" তিনি এই কথা বলিয়াই প্রাপ্য মূল্যাপেক্ষা অধিক মুদ্রা প্রদান করিয়া আমার সহিত অপরাপর বিষয়ের নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আনন্দে আমার হৃদয় বিকল হইয়া গেল—আমি অনন্যমনা হইয়া তাঁহার মধুর কথাগুলি পান করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বিবাহিত ? তোমার স্ত্রী আছেন কি ?" না, আমি অবিবাহিত—এপর্য্যন্ত একটী রমণীর সহিতও আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই, আমি এই কথা বলিয়াই রোদন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে রোদন করিতে দেখিয়া বলিলেন "তুমি কাঁদিতেছ কেন ?" আমি বলিলাম, কোনরূপ চিন্তায় আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলে আমি তাঁহার অনুচর খোজাকে একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহাকে আমার দৌত্য কর্ম্ম স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলাম। খোজা আমার কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল "দূতের প্রয়োজন কি ?—তুমি তাঁহাকে যেরূপ ভালবাস, তিনি আবার তোমায় ততোধিক ভাল বাসেন। তুমি ইহাঁর জন্য যে পরিমাণে ব্যাকুল, ইনি আবার তদপেক্ষা দ্বিগুণ। ইনি যে তোমার নিকটে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে আসেন সে কেবল তোমায় ভাল বাসেন বলিয়া; নতুবা

তাহার প্রয়োজন বলিয়া নহে। অতএব তুমি ইহাঁকে স্বয়ংই নিজ অভিপ্রায় বল—ইনি তাহাতে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইবেন না।” আমি যে খোজাকে উৎকোচ প্রদান করিলাম, যুবতী তাহা দেখিতে পাইয়া দোকানের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, সুন্দরি! অনুকম্পা পুরঃসর আমার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষপাত করুন—আমি আপনার নিকট একটী বিষয়ের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনি কোন দোষ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে বলিতে সাহসী হই।” তিনি আমাকে অভিলষিত প্রার্থনা করিতে অনুমতি দিলেন। আমি তাঁহার নিকটে নিজ মনোগত সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। তিনি বিরক্ত না হইয়া বরং প্রীতি সহকারে আমার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া বলিলেন “এই খোজার হস্তেই তুমি একখানি পত্র প্রাপ্ত হইবে। পত্রে যেরূপ করিতে লেখা থাকিবে তুমি তাহাই করিও।”

রমণী প্রস্থান করিলেন। আমিও উঠিয়া মহাজনদিগের নিকটে গিয়া মুদ্রাগুলি প্রদান করিলাম। সকলেই লভ্য করিয়া আনন্দিত হইল, কেবল আমিই সেই মনোহারিণীর বিরহে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। সে রাত্রি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। এইরূপে কএক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে এক দিন সেই খোজা আমার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মনোহারিণীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তদুত্তরে বলিল “তাঁহার পীড়া হইয়াছে।” আমি বলিলাম, ভদ্র, তাঁহার সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর। সে বলিল “তোমার মনোহারিণী যুবতী হারুণ উর্‌রসিদের সহধর্ম্মিণী দেবী জুবেদের পালিতা—রাজ-ক্রীতদাসীদিগের মধ্যে পরিগণিতা। তোমার মনোহারিণী এক দিন স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পুনরাবৃত্ত হইবার জন্য রাজ্ঞীর নিকট আবেদন করেন। রাজ্ঞী যুবতীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন সুতরাং তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে বেড়াইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। যুবতী তাঁহার নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে যথেচ্ছা ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমাদের ঠাকুরাণী এইরূপে ক্রমেই রাজ্ঞীর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি এক

দিন রাজ্ঞীর নিকট আপনার বিবরণ বর্ণন করিয়া, আপনার সহিত নিজ বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার সেই আবেদন শুনিয়া বলিলেন 'আমি তোমার প্রণয়-ভাজন যুবককে অগ্রে না দেখিয়া বিবাহের অনুমতি দিতে পারি না। যদি দেখি, তুমি তাহাকে যেরূপ ভালবাস সেও তোমায় সেইরূপ ভালবাসে, তাহা হইলেই এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি।' এখন আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা এই যে আপনাকে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া এই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিয়া দি। কিন্তু মহাশয়, রাজপুরিতে প্রবেশ করা অতি কঠিন কার্য্য, যদি কোনরূপে আপনাকে অতি গোপনে—রক্ষী ও অপর রাজপুরুষদিগের অগোচরে লইয়া যাইতে পারি তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা যদি আমাদের কৌশল সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা হইলে নিশ্চয়ই জল্লাদের করে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এখন আপনার যাহা অভিমত।" খোজা এই কথা বলিয়াই নীরব হইল। আমি বলিলাম, ভাল—তোমার সহিত রাজান্তঃপুরেই যাইব—তাহাতে, আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে, আমি তজ্জন্য চিন্তিত নহি। খোজা আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বলিল "তবে অদ্য সন্ধ্যার সময় টাইগ্রিস-তীরস্থ রাজ্ঞী জুবেদের নির্ম্মিত মস্‌জীদে গিয়া সায়াহ্ন-প্রার্থনাদি সমাপন করিবে এবং সমস্ত রজনী তথায় অতিবাহিত করিবে*।" আমি তাহায় স্বীকৃত হইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম।

দিননাথ অস্তাচলের অন্তরালে নিমগ্ন হইলেন, সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। আমি খোজার উপদেশানুসারে সেই মস্‌জীদে সায়াহ্ন-প্রার্থনা সমাপন করিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পর দিন অতি প্রত্যূষে দেখিলাম দুইজন খোজা একখানি ক্ষুদ্র নৌকার উপর কয়েকটী শূন্য সিন্ধুক লইয়া সেই দিকে বাহিয়া আসিতেছে। ক্রমে নৌকাখানি তীরে আসিয়া লাগিল। খোজাদিগের মধ্যে একজন প্রস্থান করিল—অপরটীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম; দেখিলাম সে সেই মনোহারিণীর অনুচর। পরক্ষণেই আমার

* অনেকানেক মস্‌জীদ রাত্রেও মুক্ত থাকে—নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা সেই সকল মস্‌জীদে রাত্রি-যাপন করে। কেহ তাহাতে বাধা দেয় না।

মনোহারিণী নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। আমার আর আনন্দের সীমা, রহিল না, দ্রুত তাঁহার নিকটে গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। তিনি প্রেমভরে আমাকে একটী চুম্বন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল নানাবিধ কথা বার্ত্তায় অতিবাহিত হইয়াগেল। যুবতী আমাকে একটী সিন্ধুকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া তালক বদ্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর খোজাদ্বয় নানাবিধ বস্ত্রের থান আনিয়া অপর সিন্ধুকগুলি পূর্ণ করিল এবং আমার সিন্ধুকটীর সহিত সমস্ত নৌকায় তুলিয়া লইল। রমণী নৌকায় উঠিলেন, খোজাদ্বয় রাজ্ঞী জুবেদের প্রাসাদাভিমুখে বাহিয়া চলিল। ক্রমেই আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। সেই বিষম ভয়ের নিকট প্রণয়-মোহ ক্রমে পরাভূত হইয়া গেল। আমি তখন উপস্থিত বিপৎপাত হইতে উদ্ধারের জন্য কাতরভাবে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

ক্রমে নৌকাখানি রাজ-প্রাসাদের তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। খোজাদ্বয় সিন্ধুক কয়টী প্রাসাদের মধ্যে বহিয়া লইয়া চলিল, রমণী তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রধান দ্বারপাল তখনও নিদ্রিত ছিল, ইহাদের গোলযোগে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে রমণীকে ডাকিয়া বলিল "সিন্ধুকগুলি

সমস্ত আমাকে খুলিয়া দেখাও, এসকলের মধ্যে কি আছে তাহা না দেখিলে আমি প্রবেশ করিতে দিতে পারি না।” এই কথা বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া, আমি যে সিন্ধুকটীর মধ্যে লুকাইয়াছিলাম সেইটীর উপরে হাত দিল। ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল—সর্ব্বশরীর থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। রমণী দ্বারপালকে বলিলেন “এগুলি রাজ্ঞী জুবেদের সিন্ধুক, এগুলির মধ্যে কতকগুলি বহুমূল্য রঞ্জিত বস্ত্র আছে। বিশেষতঃ যে সিন্ধুকটীতে তুমি হাত দিয়াছ উহার মধ্যে কএক বোতল জেম্‌জেম্ কূপের জলও আছে*। যদি নাড়া চাড়ায় দৈবাৎ বোতলের মুখ খুলিয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত কাপড়গুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। এখন তোমায় আমি সমস্ত বলিলাম, যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর।” দ্বারপাল তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিল “না আমি খুলিতে চাহি না, তুমি এগুলি লইয়া যাইতে পার।” খোজাদ্বয় সিন্ধুক-গুলি লইয়া চলিল। পথিমধ্যে শুনিলাম একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে “মহা-রাজাধিরাজ খলিফে বাহাদুর এই দিকে আসিতেছেন।” তাহার সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম, হৃদয়ের মধ্যে কেমন এক প্রকার ভীষণ বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খলিফে নিকটে আসিয়া বলিলেন “এসকল সিন্ধুকের মধ্যে কি আছে?” রমণী বলিলেন “মহারাজ, ইহার মধ্যে রাজ্ঞী জুবেদের কতকগুলি বস্ত্র আছে।” খলিফে বলিলেন “ভাল, সিন্ধুকগুলি উদ্‌ঘাটন কর আমি সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।” রমণীর সাধ্য কি যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তথাপি কৌশল পূর্ব্বক বলিলেন “হে ধার্ম্মিক-পাল সিন্ধুকগুলির মধ্যে রাজ্ঞী জুবেদের পরিধেয় বসন ভিন্ন আর কিছুই নাই, বিশেষতঃ রাজ্ঞী ইহা কাহাকেও খুলিয়া দেখাইতে নিষেধ করিয়াছেন।” “যাহাই হউক, আমি সমস্ত দেখিতে চাহি” খলিফে এই কথা বলিয়াই খোজাদিগকে ডাকিয়া সিন্ধুকগুলি খুলিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা একটীর পর আর একটী করিয়া সিন্ধুকগুলি খুলিয়া দিতে লাগিল তিনি একে একে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে খোজাগণ যে সিন্ধুকের

*জেম্‌জেম্ কূপ—মক্কার মন্দির মধ্যে স্থাপিত,—মুসলমানদিগের বিশ্বাস এই যে পরমেশ্বর এই কূপ স্বর্গ হইতে মক্কায় প্রেরণ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে গঙ্গাজল যেরূপ পবিত্র মহম্মদীয়ের জেমজেম্ কূপের জলও তদ্রূপ। বিশেষ উহা পীড়া হইলে ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

মধ্যে আমি ছিলাম সেইটী তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি সেটীও খুলিতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম আর বিলম্ব নাই—একবার মনে মনে ইহলোকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। খোজারা সিন্ধুকটী মুক্ত করিতে গেল। চতুরা রমণী বলিলেন "ধার্ম্মিকপাল! এ সিন্ধুকটী উন্মুক্ত করিবেন না, ইহার মধ্যে যে বস্ত্রগুলি আছে তাহা কেবল স্ত্রীলোক-দিগেরই উপযুক্ত, অতএব আমি বিবেচনা করি এ সিন্ধুকটী দেবী জুবেদের সম্মুখেই উন্মুক্ত করা উচিত।" খলিফে এই কথা শুনিয়াই বলিলেন "ভাল সিন্ধুকগুলি পুরির মধ্যে লইয়া যাও।" রমণী সর্ব্ব প্রথমে আমার সিন্ধুকটী লইয়া যাইতে বলিলেন। খোজাগণ সিন্ধুকটী ধরা ধরি করিয়া পুরির মধ্যে একটী গৃহে লইয়া গেল। খোজাগণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র রমণী সিন্ধুকটী উন্মুক্ত করিয়া ইঙ্গিতে আমাকে বাহির হইতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। যুবতী আমাকে একটী পার্শ্বস্থ গৃহ-মধ্যে বন্ধ করিয়া তালক বদ্ধ করিয়া দিলেন। পরিচারকগণ একে একে সমস্ত সিন্ধুকগুলি রাখিয়া চলিয়া গেল। রমণী গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া বলিলেন "আর তোমার কোন ভয় নাই—এখন আইস আমরা দেবী জুবেদের নিকটে গিয়া ভূমি চুম্বন করি।"

আমি মনোহারিণীর সহিত একটী মনোহর সুবিস্তীর্ণ গৃহে গিয়া দেখিলাম রাজ্ঞী জুবেদে বিংশতিজন যুবতী কুমারী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন; নানাবিধ বহুমূল্য বসন ভূষণের ভারে যেন তাঁহার কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবনত হইয়া পড়িতেছে। আমরা উভয়ে রাজ্ঞীর নিকটে উপস্থিত হইলাম, পরিচারিকা-গণ আমাদিগকে দেখিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল; আমি দেবী জুবেদের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখেই একখানি আসনে উপবেশন করিলাম। রাজ্ঞী আমার অবস্থা এবং কুলপরিচয় বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন; আমি একে একে সমস্ত গুলিরই উত্তর দিলাম। তিনি শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন "আমি যে এই রমণীর বিদ্যা শিক্ষার জন্য এতদূর চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত ব্যর্থ ও অপাত্রে নিপতিত হয় নাই। যুবতী যদিও আমার কন্যা নহে, যদিও আমি উহাকে গর্ভে ধারণ করি নাই, তথাপি নিজ কন্যার ন্যায় যত্ন

করিতে কখন ত্রুটি করি নাই। এখন জগদীশ্বরের কৃপায় ইহাকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম।" আমি পরম আহ্লাদে পুনরায় ভূমি চুম্বন করিলাম। রাজ্ঞী আমাকে সেই পুরির মধ্যে দশ দিবস অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই রাজ-প্রাসাদের মধ্যেই রহিলাম। এই দশ দিবসের মধ্যে কেবল যে কএক জন দাসী আমার ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দিত, তাহাদের ভিন্ন আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলনা। দশ দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে রাজ্ঞী জুবেদে মহারাজ খলিফের নিকট নিজ পরিচারিকার বিবাহের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। খলিফে তাহাতে অনুমতি প্রদান করিয়া বিবাহের ব্যয়ের জন্য দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজ্ঞী জুবেদে স্বামীর নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই কাজি ও বিবাহের সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা আসিয়া আমাদের উভয়ের বিবাহ-পত্র লিখিয়া দিল। পরিণয়োৎসবোপলক্ষে রাজ-পরিচারিকাগণ নানা বিধ মিষ্টান্ন ও উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া প্রাসাদের মধ্যে গৃহে গৃহে পরিবেষণ করিতে লাগিল। এইরূপে আরও দশ দিবস নানাবিধ বৈবাহিক উৎসবে কাটিয়া গেল। বিংশতি দিবসের পর যথারীতি বর-কন্যার সম্মিলনের জন্য অন্তঃপুরচারিণীগণ যুবতীকে স্নানশালায় লইয়া গেলেন। দাসীগণ আমার জন্য নানাবিধ ভোজ্য আনিয়া দিল। সেই সকল উপাদেয় সামগ্রীর মধ্যে শর্করা গোলাপজল ও মৃগনাভি মিশ্রিত স্বাদু জির্ব্বাজে ছিল। আমি যত পারিলাম তাহা আহার করিলাম। আহারান্তে ভ্রম ক্রমে হস্ত প্রক্ষালন না করিয়াই শয্যায় উপবিষ্ট হইলাম। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, পরিচারিকাগণ একে একে সমস্ত বাতি গুলি জালিয়া দিল। গায়িকাগণ খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে কন্যাকে নানাবিধ মঙ্গলাচরণের সহিত সমস্ত প্রাসাদটী ভ্রমণ করাইয়া আনিল এবং আমার সম্মুখে তাঁহার বৈবাহিক বেশ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। গৃহটী নির্জ্জন হইবা মাত্র আমি উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলাম। কিন্তু যেমন আমি তাঁহার স্কন্ধদেশে হস্তদ্বয় প্রদান করিব অমনি তিনি আমার হস্তে জির্ব্বাজের গন্ধ পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়া রাজপরিচারিকাগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া

উপস্থিত হইল। কিজন্য প্রণয়িনী কাতরস্বরে চীৎকার করিলেন আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিনা সুতরাং স্তব্ধভাবে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একজন ক্রীতদাসী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভগিনি! কেন তুমি এরূপ আর্ত্তনাদ করিলে, তোমার কি হইয়াছে?" প্রিয়তমা বলি-লেন "এ পাগলটাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাও—আমি ইহাকে প্রকৃতিস্থ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এ সহজ নহে, এ ক্ষিপ্ত—বাতুল।" তাঁহার এই কথা শুনিয়াই আমি বলিলাম, আমি বাতুল?—কেন আমার কি বাতু-লতার চিহ্ন দেখিলে? রমণী বলিলেন "পাগল! জির্ব্বাজে আহার করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিস্ নাই কেন? তোর এই জ্ঞানহীনতা ও অসভ্যব্যবহারের জন্য তোকে আমি চাহি না।" তিনি এই কথা বলিয়াই এক গাছি কশা* গ্রহণ করিয়া সবলে আমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। আমি সেই নিদারুণ প্রহারে মূর্চ্ছিতপ্রায় ভূতলে নিপতিত হইলাম। রমণী তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ইহাকে এই নগরের শাসনকর্ত্তা বিচারকের নিকট লইয়া যাও, তিনি বিচার করিয়া ইহার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়াই আমি কাতর স্বরে বলিলাম, জির্ব্বাজে আহার করিয়া ভ্রমক্রমে হস্ত প্রক্ষালন করি নাই বলিয়া কি আমার এই গুরুতর সাজা দেওয়া হইবে? এই সামান্য দোষের জন্য আমার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন? সহচরীগণ আমার দোষ মার্জ্জনার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়া বলিলেন "ভগিনি! ক্রোধ ত্যাগ কর—প্রথম বার সকল দোষই মার্জ্জনীয়।" কিন্তু প্রিয়তমার ক্রোধ কিছুতেই অপনীত হইল না, তিনি বলিলেন "জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি এই গুরুতর দোষের জন্য ইহার শরীরের কোন না কোন অংশ কাটিয়া লইব।" রমণী ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন, আমি সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম।

প্রহারের পর দশ দিবস আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দশ দিনের পর তিনি পুনরায় আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন "হা হতভাগা কালামুখ! আমি কি তোর সমযোগ্য নই?—তবে কোন্ সাহসে জির্ব্বাজে আহার করিয়া হস্ত

---

* আরবীয়েরা সকল সময়েই চাবুক ব্যবহার করে, সকল প্রকার সামান্য দোষেই তাহা ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রক্ষালন করিস্ নাই!” তিনি এই কথা বলিয়াই কএকজন দাসীকে আহ্বান করিয়া আমার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বান্ধিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ আমার হস্তদ্বয় বান্ধিয়া দিল। রমণী একখানি তীক্ষ্ণ ক্ষুর বাহির করিয়া আমার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের চারিটী অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিলেন। আমি যাতনায় মূর্চ্ছিত হইলাম। তদনন্তর যুবতী সেই সকল ক্ষত-মুখে একপ্রকার চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন—প্রবাহিত রক্তস্রোত থামিয়া গেল। আমি সেই অবধি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আর কখন জির্ব্বাজে আহার করিব না—যদি করি তাহা হইলে আহারের পূর্ব্বে ও পরে চল্লিশবার ক্ষার দ্বারা, চল্লিশবার উষীরমূল দ্বারা ও চল্লিশবার সাবানের দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিব।—এই আমার অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদনের বিবরণ,—এই আমার একশত বিংশতিবার হস্তপ্রক্ষালনের কারণ। তোমরা নিতান্ত পেড়াপীড়ি করিলে কাজেই জির্ব্বাজে আহার করিতে হইল, নতুবা সেই পর্য্যন্ত আর কখন উহা আহার করি নাই।”

পাকশালাধ্যক্ষ বলিল, রাজন্ সেই অঙ্গুষ্ঠহীন লোকটী এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াই নিস্তব্ধ হইল। আমি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! তাঁহার পর কি হইল? তিনি বলিলেন “আমি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম দেখিয়া যুবতী ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আমাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। আমরা সেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, রমণী আমাকে বলিলেন “তুমি যে এই রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে আছ তাহা কেহই জানে না। বিশেষতঃ তুমি ভিন্ন আর কেহ কখন ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। তুমি কেবল দয়াবতী জুবেদের কৃপাতেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ—যাহা হউক, এখন ইহার মধ্যে আর অধিক দিন বাস করা বড় নিরাপদ বলিয়া বোধ হইতেছে না, কি জানি কোন সূত্রে কেহ যদি জানিতে পারে তাহা হইলেই মহা বিপদ।” প্রিয়তমা এই কথা বলিয়াই আমাকে পঞ্চাশৎ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া পুনরায় বলিলেন। “যাও, এই মূল্যে আমাদের জন্য একটী প্রশস্ত অট্টালিকা ক্রয় করগে।” আমি সেই মুদ্রাগুলি লইয়া রাজান্তঃপুর হইতে কৌশলে বাহির হইলাম এবং প্রিয়ার অভিলাষানুরূপ একটী মনোহর বাটী ক্রয় করিলাম। প্রিয়তমার যে কিছু ধন সম্পত্তি ও বহুমূল্য

বসন ভূষণাদি ছিল তাহা সমস্ত সেই নূতন বাটীতে আনীত হইল। আমরা উভয়ে সেইখানে সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলাম। বন্ধুগণ, এই আমার অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদনের ইতিহাস তোমাদের নিকট সমস্ত বর্ণন করিলাম।"

অঙ্গুষ্ঠহীন ব্যক্তিটী এই বলিয়াই নিজ বিবরণ সমাপ্ত করিল। আমরাও আহারান্তে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। বাটী আসিয়া দেখিলাম কুব্জ ভিত্তিপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাকশালাধ্যক্ষ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রাজন্, এই আমার আখ্যায়িকা—এখন আপনই বিচার করিয়া দেখুন ইহা কুব্জঘটিত দুর্ঘটনার বিবরণ হইতে উৎকৃষ্ট কি না।

নরপতি বলিলেন "না তোমার এ গল্প কুব্জের বিবরণাপেক্ষা কোন ক্রমেই উৎকৃষ্ট নহে বরং নিকৃষ্ট, অতএব তোমাদের সকলকেই ক্রুশযন্ত্রে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া ইহুদি চিকিৎসক নরপতির সম্মুখীন হইল এবং ভূমি চুম্বন করিয়া বিনীত ভাবে বলিল "রাজন্ যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি একটী উৎকৃষ্টতর আখ্যায়িকা বর্ণন করি।" রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর্ণন করিতে বলিলেন—সে বলিতে আরম্ভ করিল :—

ইহুদীর বর্ণিত উপাখ্যান

নরপতি শ্রবণ করুন,—দামাস্কাস নগর আমার আদি নিবাস। আমি সেই খানেই চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলাম। ক্রমে চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া সেই খানেই ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম। একদিন তথাকার শাসনকর্ত্তার বাটী হইতে একজন পরিচারক আমাকে ডাকিতে আসিল। আমি তাহার সহিত গিয়া দেখিলাম একখানি স্বর্ণ-খচিত মহামূল্য পর্য্যঙ্কে একটী অতুল রূপবান্ রুগ্ন যুবক শয়ান রহিয়াছেন। আমি রোগীর শিয়রে উপবিষ্ট হইয়া যথারীতি আরোগ্য প্রার্থনায় জগদীশ্বরের

স্তুতিবাদ করিলাম* । তিনি আমায় নয়ন-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি বলিলাম "আপনার হাত দেখি।" তিনি বাম হস্তটী বাহির করিয়া দিলেন। আমি তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম, মনে মনে বলিলাম উঃ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা কি গর্ব্বিত কি বৃথাভিমানী। যাহা হউক আমি তাঁহাব বাম হস্তে নাড়ীপরীক্ষা করিয়া একখানি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলাম। এইরূপ দশ দিবস চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিলাম। যুবক স্বাস্থ্যলাভ করিয়া হামামে স্নান করিয়া আসিলেন এবং আমাকে পারিতোষিক স্বরূপ একটী বহুমূল্য খেলাৎ প্রদান করিয়া, দামাস্কাসের অনাথ-চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিলেন। যুবক যে দিন হামামে প্রবেশ কবেন সে দিন আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। আমাদের জন্য সে দিবস অপর কাহাকেও হামামে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। যুবক সেই নির্জ্জন স্নান-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। বস্ত্রত্যাগের সময় আমি দেখিলাম তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নির্দ্দয়রূপে ছিন্ন এবং গাত্রের স্থানে স্থানে নিদারুণ কশাঘাতের চিহ্ন। দেখিয়াই আমার হৃদয়ে যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। যুবক [illegible]কে ফিরিয়া বলিলেন "চিকিৎসক মহাশয়, আমার ছিন্ন হস্ত ও প্রহারের চিহ্নগুলি দেখিয়াকি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন?—ভাল চলুন বাটীতে গিয়া আপনাকে সমস্ত বিবরণ বলিতেছি।"

স্নানাদি সমাপ্ত হইলে আমরা তাঁহার বাটীতে ফিরিয়াগেলাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিলাম। যুবক বলিলেন "এখানে আহার করিতে বোধহয় আপনার কোন আপত্তি নাই?" আমি বলিলাম, না কোন আপত্তি নাই। তিনি কৃতদাসদিগকে আহ্বান করিয়া একটী মেষসাবকের কাবাব প্রস্তুত করিতে এবং কতক গুলি স্বাদু ফল মূল আনিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞানুযায়ী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল, আমরা উভয়ে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। আহার সমাপ্ত হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, কৈ মহাশয় আপনার বিবরণ বর্ণন করুন। "বলিতেছি, শ্রবণ করুন" যুবক এই কথা বলিয়াই নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন:—

* আরবীয়দিগের সাধারণ প্রথাই এই যে, কোন রোগীকে দেখিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে "জগদীশ্বর তোমায় নিরোগ করুন" ইত্যাদি বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়।
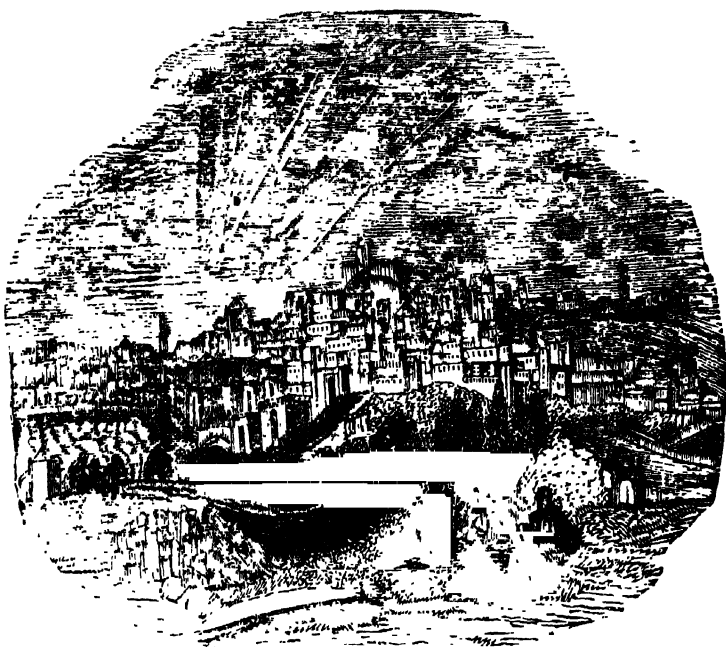
"এল্‌মোসিল প্রদেশ আমার জন্মস্থান। পুরুষানুক্রমে আমাদের সেই স্থানেই নিবাস। আমার পিতামহ দশটী পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। সেই দশজনের মধ্যে আমার পিতাই সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ। আমার পিতার আমিই একমাত্র সন্তান—খুল্লতাতগণ সকলেই নিষ্পুত্রক ছিলেন। সুতরাং আমি সকলেরই অত্যন্ত আদরের ধন ছিলাম—খুল্লতাতগণ সকলেই আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এইরূপে আমি ক্রমে বয়স্থ হইলাম। একদিন শুক্রবারে আমরা সকলে ভজনালয়ে গেলাম। ভজনার পর অপরাপর লোক সকলে চলিয়া গেল, কেবল আমার পিতা ও খুল্লতাতগণ তথায় বসিয়া নানা দেশের নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় মিশর দেশের কথা উপস্থিত হইল। আমার খুল্লতাতদিগের মধ্যে একজন বলিলেন 'শুনিয়াছি,

ভ্রমণকারীরা বলে নাইল-নদী-স্রোত-ধৌত মিশর দেশের ন্যায় মনোহর স্থান আর পৃথ্বীতলে নাই।' ইহা শুনিয়া পিতা বলিলেন 'যথার্থ কথা—মিশর দেশ যথার্থই অপূর্ব্ব স্থান। যে মিশর-রাজধানী কায়রো নগর দেখে নাই, সে পৃথিবীর কিছুই দেখে নাই। আহা তাহার মৃত্তিকাই স্বর্ণ! মিশরের নাইল অতি অদ্ভুত। তাহার রমণীগণ কৃষ্ণ-নয়না স্বর্গ-কন্যাদিগের ন্যায় মনোহারিণী। কায়রোর বায়ু সর্ব্বদাই মৃদু মধুর, সর্ব্বদাই সুগন্ধময় এবং আনন্দজনক। আহা কায়রো সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রমোদ-কানন! অপরাহ্ন-সময়ে যখন অস্তোন্মুখ সূর্য্যকরে ছায়াগুলি বিস্তৃত হইয়া যায়, তখন যদি একবার সেখানকার উদ্যানগুলি দেখ তাহা হইলে একেবারে মোহিত হইয়া যাও।'

তাঁহাদের মুখে এইরূপ গুণানুবাদ শুনিয়া মনে মনে আমার মিশর-দর্শনের জন্য নিতান্ত ঔৎসুক্য উপস্থিত হইল। মনে মনে মিশর দেশের বিষয়ে কতরূপ কল্পনা করিতে লাগিলাম। ক্রমেই মনে ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মস্‌জিদ হইতে বাটীতে ফিরিয়া গেলাম—সমস্ত দিবস-রজনী কেবল মিশর-চিন্তাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমেই আমি অধীর ও অস্থির হইয়া পড়িলাম। এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই আমার খুল্লতাত-গণ মিশরযাত্রার উদ্যোগ করিলেন, আমি তাঁহাদের সহিত মিশরে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিলাম। পিতা আমায় অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিলাম না। অবশেষে তিনি কতকগুলি বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমার যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিলেন এবং গোপনে খুল্লতাতদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তাঁহারা আমায় মিশরের মধ্যে লইয়া না গিয়া যেন দামাস্কাস নগরে রাখিয়া যান—আমি সেইখানে থাকিয়াই যেন পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করি।

আমি পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া এল্‌মোসিল হইতে যাত্রা করিলাম। অনবরত পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে প্রসিদ্ধ আলিপো নগরে উপস্থিত হইলাম। আমরা তথায় কএক দিবস অবস্থান করিয়া দামাস্কাস নগরে গেলাম। দামাস্কাসের মনোহর নদী-স্রোত ও অপূর্ব্ব ফলভরাবনত তরুশ্রেণী দেখিয়া আমি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। নগরটী আমার নয়নে যেন অমর-ভূমি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা সেইখানে

একটী পান্থ-আবাসে অবস্থান করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলাম। খুল্লতাতগণ নিজ নিজ পণ্য দ্রব্যগুলি সমস্ত বিক্রয় করিলেন, সেই সঙ্গে আমার দ্রব্য গুলিও বিক্রীত হইয়া গেল। আমি প্রতি মুদ্রায় এক এক মুদ্রা লাভ করিলাম। খুল্লতাতগণ পুনরায় বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মিশর প্রদেশে চলিয়া গেলেন। আমি সেই নগরেই মাসিক দুই দীনার * মূল্যে একটী মনোহর অট্টালিকা ভাড়া করিয়া রহিয়া গেলাম। আমি সেখানে কেবল, আহ্লাদ আমোদ ও পানাহার করিয়াই সমস্ত টাকা ব্যয় করিতে লাগিলাম।

একদিন আমি অট্টালিকার দ্বারদেশে বসিয়া আছি, দেখিলাম একটী যুবতী বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমি সেই বহুমূল্য বেশভূষার সৌন্দর্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রমণীকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান কবিলাম। রমণী কোন দ্বিধা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি অমনি দ্বাব রুদ্ধ করিয়া দিলাম। রমণী অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া ইজার খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া গেলাম। তাঁহার প্রণয়-বাসনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আমি স্বাদু আহারীয়, নানাবিধ ফল মূল এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া উভয়ে একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। নানাবিধ আমোদ আহ্লাদে আহার সমাপ্ত হইল। দুইজনে মদিরা পান করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমেই সুরা-রস আমাদের অন্তরে প্রবল ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিল—আমরা উভয়ে সুখে নিদ্রিত হইলাম। এইরূপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভাতে আমি তাঁহাকে দশটী মোহর প্রদান করিলাম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না প্রত্যুত আমার হস্তে দশটী মোহর প্রদান করিয়া বলিলেন 'প্রিয়তম, তিন দিবস পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে আবার তোমার সহিত মিলিত হইব। তুমি এই মুদ্রা কয়টীতে আমাদের উভয়ের উপযুক্ত নানাবিধ ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত করাইয়া রাখিও।' রমণী এই কথা বলিয়াই আমার মনঃপ্রাণ হরণ করিয়া সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

* দীনার—স্বর্ণমুদ্রা, ইহার মূল্য আমাদের চলিত টাকার পাঁচ টাকা।

দেখিতে দেখিতে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। নিরূপিত দিবসে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রিয়তমা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ মনোহর বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া আমার আবাসে উপস্থিত হইলেন। আমি পূর্ব্বেই তাঁহার অভ্যর্থনার্থ আহারীয়াদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম; তিনি আসিবা মাত্রই আমরা উভয়ে একত্রে আহার করিতে উপবিষ্ট হইলাম। সে রাত্রিও পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রিয়তমা প্রভাতে উঠিয়া দশটী মোহর প্রদান করিলেন এবং পুনরায় তিন দিবস পরে আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। যথাসময়ে আমি পুনরায় তাঁহার জন্য নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। তিনি পুনরায় আমার আবাসে উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার বসন ভূষণ আরও মনোহর আরও মহামূল্য। রমণী আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'নাথ, আমি কি সুন্দরী?' আমি বলিলাম, আ! তাহা আর বলিতে! প্রিয়তমা বলিলেন 'তুমি যদি অনুমতি দাও তাহা হইলে আমি আমার অপেক্ষাও রূপবতী ও অল্পবয়স্কা একটী মনোহারিণী রমণীকে সঙ্গে লইয়া আসি এবং আমরা তিনজনে একত্রে আমোদ আহ্লাদ করি। তিনি আমার সহিত আসিতে ও একত্রে আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা করেন।' আমি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম, তিনি তিনজনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য আমার হস্তে কুড়িটী মোহর প্রদান করিয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ দিবসে আমি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। সন্ধ্যার সময় প্রিয়তমা একটী বহুমূল্য বসনাবৃতা যুবতীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি বাতিগুলি জ্বালিয়া দিয়া সানন্দে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ আবরণ বস্ত্র গুলি খুলিয়া ফেলিলেন। নবাগত রমণী অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিলে দেখিলাম তাঁহার মুখখানি পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের অপেক্ষাও মনোহর—বলিতে কি, সেরূপ সৌন্দর্য্য আমি আর কখন দেখি নাই, বোধ হয় দেখিবও না। আমি উঠিয়া আহারীয় সামগ্রী গুলি তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম এবং তিন জনে আহার করিতে উপবিষ্ট হইাম। এইরূপে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। আমি নবাগত রমণীকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার

সুরাপাত্র পূর্ণ করিতে লাগিলাম এবং উভয়ে মনের সাধে পান করিতে লাগিলাম। আমার এইরূপ আচরণে প্রথমার অন্তরে অন্তরে ঈর্ষাবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'এ যুবতীটী যথার্থই সুন্দরী! কেমন ইনি কি আমার অপেক্ষাও সুন্দরী নহেন?' আমি বলিলাম, অবশ্য—ইনিই প্রকৃত সুন্দরী। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। সমস্ত রজনী গাঢ় নিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল, প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম গৃহটী অল্প অল্প সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি নূতন সঙ্গিনীকে উঠাইতে গেলাম। গাত্রে হস্ত প্রদান করিবা মাত্র হঠাৎ তাঁহার মস্তকটী শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কি ভয়ানক ব্যাপার! শয্যাটী রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে! ভয়ে বিহ্বল হইয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিলাম প্রথমা রমণী চলিয়া গিয়াছেন। না বলিয়া পূর্ব্বেই তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন? তখন আর প্রকৃত ঘটনা কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না—বুঝিলাম তিনিই ঈর্ষা-পরবশ হইয়া এই ভয়ানক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কি করি মহা বিপদ! মুহূর্ত্তকাল নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া, উঠিলাম এবং গৃহের মধ্যেই একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রমণীর মৃতদেহটী প্রোথিত করিলাম। হায়! সেই কুসুমকোমলার সুললিত দেহটী কঠিন মৃত্তিকা মধ্যে স্থাপন কবিবার সময় আমার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সে যাহা হউক আমি সেইখানেই তাঁহাকে কবর দিয়া গৃহতলস্থ মার্ব্বল প্রস্তরের টালিগুলি পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম। যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল। আমি রক্তাক্ত বসনগুলি ত্যাগ করিয়া একটী পরিষ্কার নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম এবং অবশিষ্ট টাকাগুলি লইয়া বাটীর অধিকারীর নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে অসময়ে উপস্থিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমি তাঁহাকে বাটীর একবৎসরের ভাড়া প্রদান করিয়া বলিলাম, আমি মিশর দেশে খুল্লতাতদিগের নিকট চলিলাম—এই এক বৎসরের ভাড়া দিতেছি, ইহা নিঃশেষিত হইলে পুনরায় ভাড়া পাঠাইয়া দিব।

আমি দামাস্কাস ত্যাগ করিয়া মিশরে খুল্লতাতদিগের নিকট প্রস্থান করিলাম। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। দেখিলাম তাঁহাদের

তখন বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমস্তই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এত তাড়াতাড়ি তোমার এখানে আসিবার কারণ কি?' আমি বলিলাম, আপনাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—বিশেষতঃ আপনাদের ফিরিয়া যাইতে যদি বিলম্ব হয়, আর আমার টাকাগুলি সমস্ত খরচ হইয়া যায় তাহা হইলে আমি সেখানে কি করিব সেই ভয়ে এখানে আসিয়াছি। আমি তাঁহাদের সহিত মিশরের অপূর্ব্ব বিলাসদ্রব্য সকল উপভোগ করিতে লাগিলাম এবং অবশিষ্ট মুদ্রা হইতে অতি সংক্ষেপে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প ব্যয় করিতে লাগিলাম। এইরূপে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। খুল্লতাতগণ বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বেই তাঁহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিলাম। দামাস্কাসে চলিয়া আসিয়াছি মনে করিয়া তাঁহারা আর আমার কোন অনুসন্ধান করিলেন না, অমনি চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি আর তিন বৎসর কায়রোয় অবস্থিতি করিলাম। ইতি মধ্যে আমি যথাসময়ে তিনবার দামাস্কাসের বাটীর বাৎসরিক ভাড়া পাঠাইয়াছিলাম। যাহা হউক সেই তিন বৎসরের মধ্যেই আমার সমস্ত ধন ব্যয় হইয়া গেল; কেবল আর এক বৎসরের ভাড়া মাত্র অবশিষ্ট। তখন কি করি, নানা রূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় দামাস্কাসে ফিরিয়া আসিলাম। আমার বাটীর অধিকারী আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আমি গৃহটীর রক্ত-চিহ্ন গুলি পরিষ্কার করিলাম। পরিষ্কার করিবার সময় দেখিলাম শয্যার নিম্নে একটী মণিময় কণ্ঠভূষণ রহিয়াছে। অলঙ্কারটী সেই মৃত যুবতীর, সেটী সেই ভীষণ রজনীতে তাঁহার কণ্ঠেই ছিল। অলঙ্কারটী দেখিয়াই সমস্ত ঘটনা আমার যেন নূতনবৎ বোধ হইতে লাগিল, আমি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম।

দিবসদ্বয় অতিবাহিত হইয়াগেল, তৃতীয় দিবসে আমি হামামে স্নান করিয়া নূতন পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলাম। এই রূপে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল; এক দিন কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, সয়তানের প্ররোচনায় কণ্ঠভূষণটী বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয়ার্থে একজন দালালের হস্তে প্রদান করিলাম। দালাল গোপনে একবার জহুরীদিগের নিকট হইতে যাচাই করিয়া আনিল। বাজারে তাহার দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা মূল্য নিরূপিত হইল, কিন্তু কুটিল

দালাল আমার নিকট আসিয়া বলিল 'এ অলঙ্কারটী প্রকৃত স্বর্ণে নির্ম্মিত নহে পিত্তল নির্ম্মিত, ইহার প্রস্তর গুলি ঝুঁটা, ইহার সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মাত্র মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার কি, আমি তাহার কিছুই জানিনা সুতরাং বলিলাম, হাঁ যথার্থ, অলঙ্কারটী ঝুঁটাই বটে, আমরা একটী রমণীকে পরিহাস করিবার জন্য উহা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। যাহা হউক তুমি উহা ঐ মূল্যেই বিক্রয় কর। দালাল দেখিল আমি অলঙ্কারটীর প্রকৃত মূল্য কিছুই জানিনা, অমনি তাহার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ অলঙ্কারটী বাজারের কর্ত্তার হস্তে প্রদান করিয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। বাজারের কর্ত্তা সেটী ওয়ালীর নিকটে লইয়া গিয়া বলিল 'আমার এই কণ্ঠভূষণটী চুরী গিয়াছিল, অদ্য চোর ধরা পড়িয়াছে। আপনি ইহার বিচার করুন।' ভিতরে ভিতরে যে কি ভয়ানক ব্যাপার চলিতেছে আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিনা, দেখিতে দেখিতে রক্ষী পুরুষগণ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল— আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তাহারা আমাকে ওয়ালীর নিকটে লইয়া গেল। ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি এ কণ্ঠভূষণটী কোথায় পাইলে?' আমি দালালের নিকট যাহা বলিয়াছিলাম তাহার নিকটেও তাহাই বলিলাম। ওয়ালী হাসিয়া বলিল 'তোমার কথার তিলার্দ্ধও সত্য নহে।' অমনি রক্ষী পুরুষগণ আমার গাত্রস্থ বস্ত্রগুলি খুলিয়া অনবরত কশাঘাত করিতে লাগিল। আমি দারুণ প্রহার-যাতনায় ব্যাকুল হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বলিলাম, আমি অলঙ্কাবটীর অধিকারীকে হত্যা করিয়া উহা অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। মনে করিলাম বুঝি সমস্ত যন্ত্রণা শেষ হইল— সংসারের আর কোন যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেনা ওয়ালী আমাকে হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডেব আজ্ঞা দিবে; কিন্তু সে আশা সফল হইল না। তাহারা আমার দক্ষিণ হস্তটী ছেদন করিয়া ক্ষতমুখে উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিল। আমি যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তাহারা সুরার ন্যায় এক প্রকার পেয় দ্রব্য আমার মুখে ঢালিয়া দিল। ঔষধের গুণে আমার চেতনা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। আমি উঠিলাম এবং ছিন্ন হস্তটী গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। আমার জমীদার আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন 'যখন তুমি চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছ তখন আর আমি তোমায় এ বাটীতে

স্থান দিতে পারিনা। তুমি অন্য একটী আবাস খুঁজিয়া লও। আমি বলিলাম, মহাশয়! আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর দুই তিন দিন মাত্র সময় প্রদান করুন আমি ইতি মধ্যেই অপর একটী বাসা খুঁজিয়া লইতেছি। তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন। কি করিয়া আর হস্তশূন্য হইয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইব, কি করিয়াই বা স্বজনবর্গের নিকট মুখ দেখাইব সেই চিন্তাতেই আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি একাকী গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম এবং বারম্বার জগদীশ্বরেব নিকট উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। আমার আর দুরবস্থার সীমা রহিল না।

দুই দিবস কেবল রোদনেই অতিবাহিত হইয়াগেল। তৃতীয় দিবসে আমার জমীদার কতকগুলি রক্ষী পুরুষ ও বাজারের কর্ত্তার সহিত আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? তাহারা কোন উত্তর না দিয়াই আমাকে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিল এবং গলায় একটী শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া বলিল 'চল্ নরাধম, এবার আর তোর নিস্তার নাই। সেই অপহৃত কণ্ঠভূষণটী দামাস্কাসের শাসন-কর্ত্তার। এই তিন বৎসর হইল তাঁহার একটী কন্যা সেই অলঙ্কারটীর সহিত হারাইয়াছে।' আমি শুনিলাম, আমার সর্ব্বশরীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলাম, হায়! এই বার আমার নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে!—যাহাই হউক শাসনকর্ত্তার নিকট আমি প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করিব, তিনি আমাকে রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিতে হয় মারিবেন। তাহারা আমাকে সাশনকর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন 'এই ব্যক্তিই কি কণ্ঠকভূষণটী বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়াছিল?—তোমরা অন্যায় পূর্ব্বক ইহাকে দণ্ড প্রদান করিয়াছ।' তিনি এই কথা বলিয়াই বাজারের কর্ত্তাকে কারাগারে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন 'এখনই এই নির্দ্দোষী ব্যক্তির হস্তচ্ছেদনের ক্ষতি পূরণ করিয়া দাও, নতুবা আমি যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তোমার প্রাণদণ্ড করিব।' তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই রক্ষীপুরুষগণ আমার বন্ধন মোচন করিয়া বাজারের কর্ত্তাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে শাসনকর্ত্তা আমাকে বলিলেন 'সত্য করিয়া বল দেখি তুমি কণ্ঠভূষণটী কিরূপে পাইলে ?' আমি রমণীঘটিত বিষয়গুলি একে একে সমস্তই বর্ণন করিলাম। তিনি শ্রবণ করিয়া রুমালে মুখ আচ্ছাদন করত রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতি-বাহিত হইয়াগেল; তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন 'বৎস ! সেই জ্যেষ্ঠা রমণীটী আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমি তাহাকে অতি যত্নে ও সাবধানে রাখিতাম। সে যখন বিবাহের যোগ্যা হইল আমি তখন তাহাকে বিবাহের জন্য কায়রোয় আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে ইতি মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের কাল হইল। লাভের মধ্যে সে কেবল কায়রোর লোকদিগের নিকট হইতে ব্যভিচার দোষ শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। বৎস সেই জন্যই সে তোমার নিকট গতায়াত করিত। কনিষ্ঠা রমণী তাহারই সহোদরা; উভয়ে পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় ছিল,—জ্যেষ্ঠা তাহার নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়াছিল। হতভাগিনী কনিষ্ঠা তাহার কথায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জ্যেষ্ঠার সহিত বেড়াইতে যাইবার জন্য আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। আমি এত

কি জানি, তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলাম। বৎস! তাহার পরদিন জ্যেষ্ঠা একাকী ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কনিষ্ঠা কোথায়? সে বলিল আমি জানিনা, সে আমার সহিত যায় নাই। কিন্তু বৎস, তাহার পরক্ষণেই সে তাহার জননীর নিকট নিজ দোষ স্বীকার করিয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়াছে। বৎস! তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য,—তুমি বলিবার পূর্ব্বেই আমি তাহা জানিতাম। যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে; এখন আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি— এ কন্যাটী তাহাদের সহোদরা নহে, এটী আমার অপর স্ত্রীর গর্ভজাত। বোধ হয় তাহাকে বিবাহ করিতে তোমার কোন আপত্তি নাই। সে পবিত্রা কুমারী, বিশেষতঃ আমি তোমার নিকট হইতে যৌতুকাদি কিছুই গ্রহণ করিবনা। এখন কি বল?' আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। দামাস্কাসাধিপতি আমার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি (কায়রোয় অবস্থান সময়েই পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়) আনিবার জন্য এল্‌মোসিলে দূত পাঠাইয়াদিলেন। চিকিৎসক মহাশয়! সেইপর্য্যন্তই আমি এই খানে আছি।"

ইহুদী বলিল "রাজন্, আমি তাঁহার সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তিনি আমায় প্রচুর ধন সম্পত্তি প্রদান করি-লেন। আমি তাঁহার সহিত তিন দিবস বাস করিয়া আপনার রাজ্যে আগমন করিলাম এবং এই খানেই থাকিয়া গেলাম।"

নরপতি ইহুদীর আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া কহিলেন "না, এ গল্পটী কুব্জের উপাখ্যানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তোমাদিগের প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য, বিশেষত এই অনর্থের মূলীভূত কারণ দরজীকে ত কোন রূপেই ক্ষমা করিতে পারি না, তবে দরজী যদি একটী উৎকৃষ্টতর উপাখ্যান বর্ণন করিতে পারে তাহা হইলে সকলকেই মার্জ্জনা করি।" এই কথা শুনিয়াই দরজী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলঃ—

দরজীর বর্ণিত উপাখ্যান।

নরপতে, গত কল্য প্রাতঃকালে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সঙ্গী-দিগের বিবরণাপেক্ষা বিস্ময় জনক। কল্য মৃত্ত কুব্জের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যূষে আমি একটী আত্মীয়ের ভবনে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীতে একটী উৎসব ছিল, তিনি সেই উপলক্ষে আমার ন্যায় কএকজন ব্যবসায়ী ও কারিগরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ক্রমে নিমন্ত্রিত-গণ সকলে উপস্থিত হইলে, সূর্য্যোদয়ের পর নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় আনীত হইল। আমারা আহার করিতে উপবিষ্ট হইতেছি এমন সময়ে গৃহস্বামী বোগ্দাদনিবাসী একটী যুবককে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। যুবকটীর পরিচ্ছদগুলি যেমন বহুমূল্য ও সুন্দর, রূপও তেমনি মনোহর; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার পদদ্বয়ের মধ্যে একটী খঞ্জ। যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন, আমরাও উঠিয়া তাঁহাকে প্রত্যভি-বাদন করিলাম; তিনি আমাদের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে একটী বৃদ্ধ ক্ষৌরকার ছিল, যুবকের নয়ন সহসা তাহার উপরে নিপতিত হইল; অমনি তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিলেন। গৃহস্বামী ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন "সেকি, আপনি চলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাদের কি অপরাধ দেখিলেন? যদি এইরূপে চলিয়াই যাইবেন তবে প্রবেশ করিলেন কেন?" আমরাও তাঁহাকে পুনরুপ-বেশন করিবার জন্য উপরোধ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। যুবক বলিলেন "আপনারা আমাকে বাধা দিবেননা—বৃথা উপরোধ অনুরোধ করিতেছেন কেন? আমি আপনাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেছিনা—আপনাদের সঙ্গী ঐ ক্ষৌরকারটী আমার প্রস্থানের কারণ।" গৃহস্বামী তাঁহার এই কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "সেকি! আপনার নিবাস ত বোগ্দাদ নগরে, তবে এ ক্ষৌরকার আপনার বিরক্তির কারণ হইলেন কিরূপে?" আমরাও যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলাম "মহাশয়, ক্ষৌরকারের উপর আপনার এরূপ বিদ্বেষের কারণ কি, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি।" যুবক বলিলেন "আমার পৈত্রিক বাসস্থান বোগ্দাদ নগরে—উহার সহিত আমার একটী অদ্ভুত

"বৎস, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না; যুবতীর নিকট আমি তোমার কথা বলিবামাত্র তিনি একেবারে ক্রোধে অগ্নি তুল্য হইয়া বলিলেন, 'দুর্লক্ষণা হতভাগিনি! যদি আমার নিকট পুনরায় ওরূপ কথা মুখে আনিবি তাহা হইলে আমি তোকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিব।' যাহা হউক বৎস, তুমি একেবারে হতাশ হইও না, আমি পুনরায় তাঁহার নিকট যাইব—দেখি, কঠিনার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিয়া দিতে পারি কি না। বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়াই আমি পুনরায় হতাশ হইয়া পড়িলাম—পুনরায় আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এইরূপে কএক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল; একদিন সেই প্রবীণা প্রতিবেশিনী আসিয়া বলিলেন "বৎস আজি আমি তোমার জন্য সুসমাচার আনিয়াছি, এখন আমায় কি পারিতোষিক দিবে বল।" আমার শূন্য দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল, আমি বলিলাম, আমার অদেয় কি আছে, আপনি যাহা চাহিবেন আমি তাহাই প্রদান করিব। প্রতিবেশিনী বলিলেন "বৎস, গত কল্য আমি তোমার মনোহারিণীর নিকটে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ম্লান-মুখ দেখিয়া বলিলেন 'চাচি! আজি তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?' আমি রোদন করিতে করিতে বলিলাম, বৎসে!—ঠাকুরাণি! আমি গত কল্য তোমার নিকটে আসিবার সময় সেই প্রণয়াশায় উন্মত্ত যবকটীকে দেখিতে গিয়াছিলাম আহা সে তোমার জন্যই মৃতপ্রায়! আমার এই কথা শুনিয়াই রমণীর হৃদয় গলিয়াগেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে যুবকটী কে?' আমি বলিলাম, তিনি আমার পুত্র—প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান; কয়েক দিবস গত হইল তুমি যখন পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন করিতেছিলে তখন তিনি তোমার বিমল বদন-শশধর দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন; আমি তোমাকে তাঁহার আবেদন জানাইয়াছিলাম কিন্তু তুমি সেদিন ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে; এখন সেই হতাশ যুবক তোমার প্রত্যাখ্যান বার্ত্তা শুনিয়া মৃতপ্রায়—আমি তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি। হায়, তোমার জন্যই যুবকের প্রাণ বিয়োগ হইবে! আমার এই কথা শুনিয়াই যুবতীর মুখ ম্লান হইয়া আসিল; বলিলেন 'সে কি! সত্যই কি তিনি আমার জন্য এরূপ ব্যাকুল?' আমি বলিলাম, হাঁ সত্যই তিনি তোমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন—আল্লার দোহাই ইহার একটী কথাও মিথ্যা নহে—এখন বলুন তাঁহার প্রাণ

রক্ষার কি উপায় করি। রমণী বলিলেন 'যাও তাঁহাকে আমার সাদর অভিবাদন জানাইয়া বলগে তিনি আমার জন্য যেরূপ ব্যাকুল, আমি তাঁহার জন্য তদপেক্ষাও অধিক, আর তিনি যেন আগামী শুক্রবার দিবস মধ্যাহ্ন নমাজের পূর্ব্বে এখানে আসেন, আমি তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া উপরে আনিতে অনুমতি প্রদান করিব। আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি, পিতা মসজিদ হইতে ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই, পুনরায় ফিরিয়া যাইবেন।'" আমি শুনিলাম, হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল; আমার সমস্ত চিন্তা, ক্লেশ একেবারে দূরীভূত হইল। আমি বৃদ্ধাকে নিজ পরিধানের পরিচ্ছদটী পারিতোষিক স্বরূপে প্রদান করিলাম। প্রতিবেশিনী বলিলেন "বৎস, এখন হৃদয় সুস্থির কর, ভাবনা জঞ্জাল দূরীকৃত করিয়া উৎসাহিত হও।" আমি বলিলাম, ভদ্রে তোমার কৃপায় আমার সমস্ত দুঃখ ক্লেশই তিরোহিত হইয়াছে। তিনি পোষাকটী লইয়া সানন্দে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলাম; বন্ধুবান্ধবদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

ক্রমে নিরূপিত শুক্রবার উপস্থিত, প্রাতেই বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী আমাদের বাটীতে আসিয়া শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ স্বাস্থ্য-সংবাদ প্রদান করিলাম। তিনি শুনিয়া প্রীত হইলেন। অনন্তর আমি একটী মনোমত পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্যে বাসিত হইয়া মধ্যাহ্ন নমাজের সময় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধা বলিলেন "তোমার এখনও যথেষ্ট সময় আছে—তুমি যদি এই অবকাশে সাধারণ স্নানশালায় স্নান করিয়া ক্ষৌরীকৃত হও, তাহা হইলে বিগত অস্বাস্থ্যের চিহ্নগুলি মিলাইয়া যায় এবং তোমার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়। অতি উত্তম পরামর্শ,—কিন্তু অগ্রে ক্ষৌরী হইয়া পরে হামামে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি; আমি এই কথা বলিয়াই বালক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, আমি মস্তক মুণ্ডন করিতে ইচ্ছা করি—তুমি এখনই বাজার হইতে একজন ক্ষৌরকারকে ডাকিয়া আন,—দেখিও উপযুক্ত সভ্য নাপিত আনিও, যেন সে বৃথা কতকগুলা বকিয়া আমার শিরঃপীড়া জন্মাইয়া না দেয়। বালক তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে এই বৃদ্ধ নাপিতকে ডাকিয়া আনিল। বৃদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল, আমি

উঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। বৃদ্ধ বলিল জগদীশ্বর তোমার সমস্ত দুঃখ ক্লেশ দূর করুন। আমি বলিলাম, জগদীশ্বর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। বৃদ্ধ বলিল "প্রভু! প্রফুল্ল হউন—আপনার শরীর নীরোগ হইয়াছে—এখন ক্ষৌরী করিতে হইবে, না রক্তমোক্ষণ করিয়া দিব?—কারণ ইব্‌ন্-আব্বাসের* শাসন মধ্যে লিখিত আছে যে "মহম্মদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিবসে ক্ষৌরীকৃত হইবে জগদীশ্বর তাহার সপ্ততি প্রকার রোগ দূর করিবেন, আর যে ব্যক্তি সেই পবিত্র দিবসে রক্তমোক্ষণ করিবে সে দর্শনেন্দ্রিয়ে বঞ্চিত ও সর্ব্বদাই নানাপ্রকার রোগে কাতর হইবে।" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আমি তোমার বৃথা বাগাড়ম্বর শুনিতে ইচ্ছা করি না—আমার শরীর অসুস্থ শীঘ্র আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দাও। ক্ষৌরকার আমার কথা শুনিনাই তাড়াতাড়ি একটী রুমাল বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী জ্যোতিষ গণনার যন্ত্র † বাহির করিল এবং ব্যস্ত সমস্তভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণভূমির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। আমি তোমাদের সঙ্গী ক্ষৌরকারের সেই-রূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বৃদ্ধ হস্তস্থিত যন্ত্রটী উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া উর্দ্ধমুখে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিল। এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়াগেলে আমারদিকে ফিরিয়া বলিল "মহাশয়, আজি বড় শুভদিন—শুক্রবার, সফর মাসের দশম দিবস—ঈশ্বরানুগৃহীত ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের পলায়নের পর হইতে গণনায় ২৬৩ সাল—জ্যোতিষশাস্ত্র মতে আজি মঙ্গলগ্রহ রাশিচক্রের সপ্তম অঙ্কাংশে অবস্থিত, বিশেষ তাহার সহিত বুধগ্রহের সংযোগ—আজি কামাইবার অতি উত্তম দিন, এরূপ প্রায় ঘটে না।—যন্ত্রের দ্বারা আরও দেখিতেছি আপনি অদ্য কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন—যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন তিনি অতি ভাগ্যবান। তাহার পর—তাহার পর—আরও কিছু দেখিতেছি—যাহা হউক সে কথা আপনাকে আমি বলিব না।"

* ইব্‌ন্-আব্বাস—মহম্মদের পিতৃব্যপুত্র কোরাণের টীকাকার, আব্বাসী খলিফেদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

† Astrolabe—আমাদের দেশে কখন এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না—ইহা পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য দেশ সকলে ব্যবহৃত হইত। ইহার দ্বারা নক্ষত্রের দূরতা প্রভৃতি অপরূপর বিষয় জানা যাইত। এখন উক্ত যন্ত্রের অপেক্ষা সুগম ও উত্তম উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় উহার ব্যবহার রহিত হইয়া গিয়াছে।

বলিয়াছিলাম তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় আহত হইয়া থাকিবে। অবশ্যই আমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।” শেমস্এদ্দীন মনে মনে এই কথা বলিয়াই সুলতানের নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন। সুলতান তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে দূতদিগকে প্রেরণ করিলেন। নূরএদ্দীন তত দিনে কত দূর চলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাহারা নিষ্ফলে ফিরিয়া আসিল।

শেমস্এদ্দীন ভ্রাতার পুনর্দ্দর্শন-লাভ-আশায় এককালে হতাশ হইলেন। মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন “হায়, আমি কেন তাঁহাকে সেরূপ রূঢ় কথা বলিলাম—কেন আমি তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন করিয়া দিলাম!—হায়, আমি যদি আমাদের ভাবী পুত্র কন্যাদের বিবাহের বিষয়ে সেরূপ না বলিতাম তাহা হইলে নূরএদ্দীন কখনই নিরুদ্দেশ হইতেন না। হায়, আমার বুদ্ধির দোষেই এই বিপদ ঘটিল।”

এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই শেমস্এদ্দীন কায়রো নগরবাসী একটী বণিকের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। জগদীশ্বরের এমনি অদ্ভুত কৌশল। এলবস্রায় উজীর তনয়ার সহিত নূরএদ্দীনের যে দিন বিবাহ হইল,

ঠিক সেই দিনেই শেমস্‌এদ্দীনের বিবাহকার্য্য সমাহিত হইয়া গেল। জগদীশ্বরের অতুল মহিমার কে সীমা নিরূপণ করিতে পারে? যেমন উভয় ভ্রাতার এক দিনেই বিবাহ হইল, তেমনি আবার এক দিনেই উভয়ের রমণী গর্ভবতী হইলেন। শেমস্‌এদ্দীনের অলোকসামান্য-রূপবতী একটী কন্যা প্রসূত হইল। নূরএদ্দীনের সহধর্ম্মিণী একটী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর পুত্র প্রসব করিলেন। নূরএদ্দীনের নবপ্রসূত পুত্রের রূপে সমস্ত উপমা দ্রব্য পরাজিত হইয়া গেল। কোন কবি বলিয়াছেনঃ—

সৌন্দর্য্য আপনি যদি করি আগমন
সে রূপের সনে রূপ মিলাইতে চায়;
তুলনায় দেখি সেই রূপ অতুলন
হেরে গিয়ে অধোমুখ করে সে লজ্জায়।

নূরএদ্দীন নিজ তনয়ের নাম 'হসন্‌'* রাখিলেন। সপ্তম দিবসে উজীর-ভবন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উজীর-জামাতা নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিলেন।

উৎসব সমাপ্ত হইলে উজীর জামাতা নূরএদ্দীনকে সুলতানের নিকটে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ যথারীতি নরপতি-সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া দাঁড়াইলে বাগ্মী-প্রধান নূরএদ্দীন সুলতানকে অভিবাদন করিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেনঃ—

"এই সেই নরাধিপ সুবিচার যাঁর
রহিয়াছে সুবিস্তীর্ণ জগতে প্রচার।
এই সেই নরাধিপ যাঁর বাহুবল
করিয়াছে বশ এই ধরণীমণ্ডল।

* হসন্‌—অর্থাৎ রূপবান্‌।

ধন্যবাদ! অতুল সে ইহাঁর দয়ার,—
দয়া নয়—প্রজাকণ্ঠে রতনের হার।
এস এস এস সবে এস জগজন
নরাধিপ-করাঙ্গুলি করসে চুম্বন;
এই করাঙ্গুলি সুধু করাঙ্গুলি নয়,
খুলিতে অদৃষ্ট-কোষ কুঞ্চিকা নিশ্চয়।"

সুলতান উভয়কে সদয়-সম্বৰ্দ্ধনা করিলেন এবং নূরএদ্দীনের বাক্‌পটুতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ যুবকটী কে?" উজীর সমস্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন "এটী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।" সুলতান বলিলেন "সে কি! এটী তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র? তোমার আর একটী ভ্রাতা আছে, কৈ তাহা ত কখন শুনি নাই?" উজীর বলিলেন "সুলতানশ্রেষ্ঠ! আমার আর একটী ভ্রাতা ছিলেন; তিনি মিশররাজের উজীরী করিতেন। সম্প্রতি তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী পিতার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনিই কনিষ্ঠ, মিশর দেশ ত্যাগ করিয়া এখন আমার নিকটেই আছেন। বহুকাল হইল আমি ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে আমার কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিব। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া ইহাঁকেই কন্যাটী সম্প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি একান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বুদ্ধির তেজ অনেক কমিয়া আসিয়াছে; সকল সময়ে সমান বিচার করিতে পারি না অতএব আমায় অবসর দিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমার পদে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এখন যুবাপুরুষ, বিশেষ নানা বিদ্যায় ভূষিত, বিচারক্ষমতাও যথেষ্ট আছে, অতএব ইনিই আমার পদের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।" নূরএদ্দীনের বাক্‌পটুতায় সুলতান পূৰ্ব্বেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধ উজীরের প্রার্থনায় আর কোন আপত্তি রহিল না। তিনি তাহাকেই উজীরের পদ প্রদান করিয়া একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ খেলাৎ দিলেন ও যে বহুমূল্য অশ্বতরটীতে নিজে আরোহণ করিতেন

সেইটী পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিতে বলিলেন। নূরএদ্দীন পারি-তোষিক ও খেলাৎ প্রাপ্ত হইয়া সুলতানের করতল চুম্বন করতঃ সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ উজীর জামাতার সহিত সানন্দে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন "নিশ্চয়ই নবজাত পুত্রটী শুভ-লক্ষণাক্রান্ত। তাহারই অদৃষ্টবশে অদ্য আমাদের উভয়ের অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইল।", নূর-এদ্দীন পরদিন পুনরায় সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং যথারীতি ভূমি চুম্বন করিয়া নরপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সুলতান তাঁহাকে উজীরের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। নূরএদ্দীন নিজ আসনে উপবেশন করিয়া একে একে উপস্থিত অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন। সুলতান তাঁহার কার্য্যপটুতা, সূক্ষ্মদর্শন ও বিচারক্ষমতা দেখিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি নূতন উজীরের গুণগুলি যতই বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলেন ততই সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন, ততই নূতন উজীরের প্রতি তাঁহার স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। সভাভঙ্গ হইলে নূরএদ্দীন গৃহে আসিয়া শ্বশুরের নিকট সে দিনের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া অতুল আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

বৃদ্ধ উজীর গৃহে থাকিয়া নিজ দৌহিত্র হসনের লালন পালনের উপায় সকল স্থির করিয়া দিতে লাগিলেন। নূরএদ্দীন নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার আর তিলার্দ্ধ মাত্র অবকাশ রহিল না; এমন কি সময়ে সময়ে দিবারাত্রিই সুলতানের সহিত কাটিয়া যাইতে লাগিল। নৃপতি তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন। নূরএদ্দীনের সম্পত্তির আর সীমা রহিল না। তিনি পাঁচ সাত খানি সমুদ্র-পোত ক্রয় করিলেন। তাঁহার অধিকৃত পোত গুলি বণিকদিগকে ও তাহাদিগের বহুমূল্য বাণিজ্য দ্রব্য সকল দেশ দেশান্তরে বহিতে লাগিল। তিনি সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে অগণ্য বাগান ও জল তুলিবার কল সকল প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে পূর্ণ চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহার পুত্র দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময় বৃদ্ধ উজীর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নূরএদ্দীন সমারোহের সহিত শ্বশুরের দেহটী সমাধিস্থ করিলেন। এত দিন বৃদ্ধ

উজীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন পুত্র কলত্রের ভার তাঁহার নিজ স্কন্ধেই নিপতিত হইল। এত দিন নিজের বিষয়ে কিছুই ভাবিতে হইত না, এখন সকলই ভাবিতে হইল। হসনের বিদ্যাশিক্ষার সময় উপস্থিত। নূরএদ্দীন তাহাকে নিজের বাটীতেই শিক্ষা দিবার জন্য একটী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শিক্ষক হসনকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে সাধারণ বিদ্যা সমাপ্ত হইলে নানাবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিমান হসন সেগুলিও অল্পদিনের মধ্যে শিখিয়া ফেলিলেন। সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিক্ষক কএক বৎসর তাঁহাকে কোরাণ পড়াইলেন। দিন দিন যেমন কুমারেব বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, দিন দিন যেমন তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে লাগিলেন, তেমনি দিন দিন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল এবং অতুল রূপরাশিও অপূর্ব্ব দীপ্তি ধারণ করিল। শিক্ষক তাঁহার পিতৃভবনে বসিয়াই তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অট্টালিকার মধ্যেই বাস, সেই খানেই পাঠ, সেই খানেই ভ্রমণ, সেই খানেই ক্রীড়া,—হসন কৌমারাবস্থা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এক দিনেব জন্যও অট্টালিকার বাহিরে যাইতেন না। এক দিন উজীর নূরএদ্দীন তাঁহাকে একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া সুলতানের নিকট লইয়া গেলেন। হসন বদরএদ্দীনের সেই অলোকসমান্য রূপ লাবণ্য দেখিয়া নরপতির হৃদয়ে অতুল স্নেহের আবির্ভাব হইল। বলিলেন "উজীর! তোমার পুত্রটীকে দেখিয়া অতীব প্রীত হইলাম। তুমি ইহাকে প্রত্যহ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও।" নূবএদ্দীন বলিলেন "সুলতানের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" তাহার পর দিন হইতেই হসন প্রত্যহ সুলতানের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। হসনের বয়ক্রম পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময় উজীর নূরএদ্দীন সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। দিন দিন ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি হসনকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "বৎস ইহলোকের সকলই বিনশ্বর; জগতে যাহার নাশ নাই এমন কোন পদার্থই নাই। পরলোকের সমস্তই নিত্য, সমস্তই অবিনাশী। বোধ হয় আমাকে শীঘ্রই সেই নিত্য ধামে যাইতে

হইবে। আমি তাহার পূর্ব্বে তোমায় কতক গুলি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। তুমি সেই গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ, ভবিষ্যতে সুখী হইবে।” তিনি এই কথা বলিয়াই সামাজিক রীতি, নীতি ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। হসনও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উপদেশ গুলি শেষ হইলে উজীরের মনে নিজ পূর্ব্ববিবরণ সমস্ত উদিত হইতে লাগিল। মাতৃভূমি, স্নেহময় সহোদর, বাল্যকালের সুহৃদ্গণ, কাহাকেও আর দেখিতে পাইবেন না—তাঁহার শোকসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল।—নয়ন দ্বয় হইতে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বলিলেন “বৎস! শ্রবণ কর। কায়রো নগরে আমার একজন সহোদর আছেন। আমি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অজ্ঞাতসারে এখানে আসিয়াছিলাম।” তিনি এই কথা বলিয়া এক খানি কাগজে আদ্যোপান্ত নিজ জীবনের ঘটনা সকল এবং এল্‌বস্রায় আগমনের, উজীরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসের ও বিবাহের তারিখ লিখিলেন। সমস্ত লেখা শেষ হইলে পুত্রকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া বলিলেন “বৎস এই পত্রখানি যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দাও। এই খানিতেই তোমার প্রকৃত বংশাবলি নিরূপিত হইবে। যদি কখন কোনরূপ বিপদ্‌ঘটনা ঘটে, কায়রোয় তোমার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিও; বলিও ‘বিদেশে—অপরিচিত স্থানে আমার পিতার কাল হইয়াছে। তিনি জীবনশেষে একবার আপনাদিগকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার হত ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।’ তিনি অবশ্যই তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।” হসন কাগজ-খানি মমজমায় মুড়িয়া নিজ টুপির মধ্যে শেলাই করিয়া রাখিলেন। ভাবী পিতৃবিয়োগ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে কাতর দেখিয়া নূরএদ্দীন অনেক বুঝাইলেন, হসনের চিত্ত একটু সুস্থির হইলে নূরএদ্দীন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন।

নূরএদ্দীন বলিলেন “বৎস, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কখন অধিক ঘনিষ্ঠতা করিও না—যে নির্জ্জনে থাকে তাঁহার কখন বিপদ ঘটে না—

প্রকৃত সুহৃদ হেন নাহিক ধরায়
বিশ্বাস করিতে পার সর্ব্বদা যাহায়।
সম্পদ সময়ে বন্ধু দেখিছ যে জন
রবেনা আসিবে তব বিপদ যখন।
অতএব থাক তথা যেখান নির্জ্জন,
এমন সুহৃদ জনে নাহি প্রয়োজন।

আহা! যে কবি এই কবিতাটী গ্রথিত করিয়াছেন তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। হসন তুমি সর্ব্বদা অল্পভাষী হইবে, সর্ব্বদা নিজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে, কখনও বহুভাষী হইও না। কোন কবি বলিয়াছিলেন :—

মৌনব্রত হয় সদা জ্ঞানের ভূষণ
বিপদে পড়ে না কভু মৌনী যেই জন।
অতএব বহুভাষী কভু নাহি হও
ভাল মন্দ সকলেতে চুপ করে রও।
একবার অনুতাপ না কহে বচন,
বহু কথা কয়ে চির দুখ নিরূপণ।

কখনও সুরাপান করিও না, সুরার অসাধ্য কিছুই নাই। সুরা সকল প্রকার অনিষ্টই করিতে পারে। একজন বিজ্ঞ কবি এবিষয়ে বলিয়াছেন :—

করিয়াছি ত্যাগ আমি সুরা-বিষ-পান
আলাপ করি না আর সুরাপায়ী সনে।
সুরা নাহি পিয়ে যেই মনুজ প্রধান
প্রিয় বন্ধু নিরূপণ করেছি সে জনে।
পথ হতে করে সুরা বিপথে চালন
পাপের দরজা সুরা করে উন্মোচন।

কখনও কোন লোকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিওনা। কখন কাহাকে পীড়ন করিওনা। আমাদের প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়া গিয়াছেন :—

যদিও ক্ষমতা আছে প্রচুর তোমার
কোরোনা কোরোনা কভু পর নিপীড়ন।
অবশেষে দুখে মন পুড়িবে তোমার
পরিতাপে করিবেক সতত দহন।
পীড়ন করিয়া সদা দীন দুখী জন
হতে পারে বটে নিদ্রা সুখেতে তোমার;
মুদ্রিত নহেক কিন্তু ঈশ্বর-লোচন
—দেখিবেন তাহাদের নয়নের ধার।

বরং ধনের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিও কিন্তু নিজের প্রতি কখন তাচ্ছল্য প্রকাশ করিও না। যে ব্যক্তি ধন পাইবার যথার্থ উপযুক্ত তাহাকেই অর্থ প্রদান করিবে, অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কখনও মুক্তহস্ত হইওনা। তুমি টাকা রাখিতে পারিলে, টাকা তোমায় রাখিতে পারিবে; কিন্তু তুমি যদি তাহা বৃথা ব্যয় কর তাহা হইলে সেই অর্থই আবার তোমার অনর্থ ঘটাইবে এবং তোমাকে সকলের নিকট সামান্য সাহায্য ও যাচ্ঞা করিতে হইবে। এই বিষয়ে কোন কবি লিখিয়াছেন :—

যবে ধনরাজি হায় হয়ে যায় ক্ষয়,
ভাগ্য-দোষে যবে মম লক্ষ্মী বাম হয়
থাকেনা তখন হায় বন্ধু কোন জন,
করেনাক কেহ আর কটাক্ষে দর্শন।
কিন্তু যবে ধন রত্ন হয় অনুকূল
সম্পত্তির যবে আর নাহি রহে তুল,
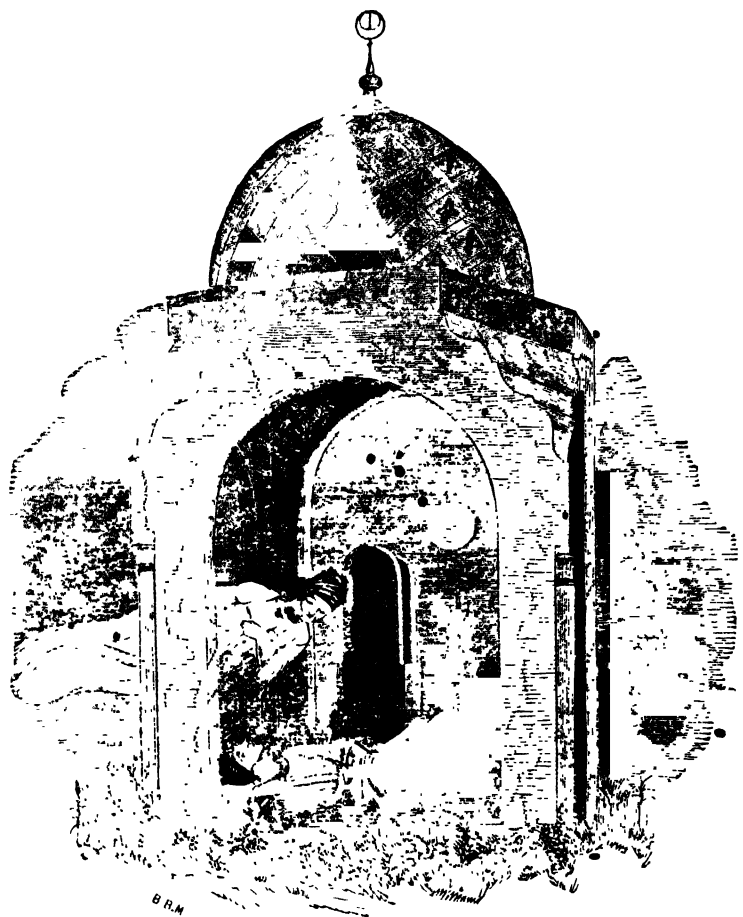
জগৎ আসিয়া হয় সুহৃদ্ তখন ;
সে জনো বান্ধব হয় অরাতি যে জন।
কিন্তু যবে নাহি রবে তেমন সময়
করিবে তখন ত্যাগ সে বন্ধুনিচয়।

নূরএদ্দীন্ এইরূপে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে করিতে অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে প্রস্থান করিলেন। উজীরের প্রাসাদ শোক-চিহ্নে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সুলতান এবং প্রধান প্রধান আমীরগণ নূর-

এদ্দীনের পরলোক-প্রাপ্তি-সংবাদ শুনিয়া একান্ত দুঃখিত হইলেন। সমারোহের সহিত তাঁহার মৃত শরীর কবরস্থ করা হইল। বিচারপারদর্শী উজীরের মৃত্যুতে সকলই শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজ্যস্থ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার জন্য দুই মাস কাল শোক-চিহ্ন ধারণ করিলেন। নূরএদ্দীন-তনয় পিতার মৃত্যুতে একেবারে শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদাই গৃহ-মধ্যে থাকিয়া শোক-চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিনের জন্যও সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সুলতান, বদরএদ্দীনের এইরূপ ব্যবহারে একান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং একজন পারিষদকে নিজ উজীরের পদে অভিষিক্ত করিয়া নূরএদ্দীনের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করিতে অনুমতি দিলেন। নূতন উজীর আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র নির্জ্জন দল বল সঙ্গে লইয়া মৃত উজীরের বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করিতে এবং তাঁহার পুত্র বদরএদ্দীনকে ধরিয়া আনিতে চলিল। নূতন উজীরের দলের মধ্যে মৃত নূরএদ্দীনের একজন পুরাতন পরি-চারক ছিল। তাহার সম্মুখেই তাহার প্রভুপুত্রের প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার করা হইবে, তাহা তাহার সহ্য হইল না। সে নিজ দলের অগোচরে প্রভুপুত্র হসন্ বদরএদ্দীনের নিকটে উপস্থিত হইল। বদরএদ্দীন্ একাকী একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া অধোমুখে নিজ শোক-চিন্তা করিতেছিলেন। দাস তাঁহাকে সুলতানের আজ্ঞা জ্ঞাত করিয়া বলিল "প্রভু! প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করুন, এখন আর অন্য উপায় নাই।" তিনি বলিলেন "জীবন-ধারণোপযোগী কিঞ্চিৎ পাথেয় লইবারও কি অবকাশ নাই?" দাস বলিল "না—তাহারা এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে—পালান—পালান—প্রাণরক্ষা করুন।" বদর-এদ্দীন্ তাহার কথা শুনিয়াই নিজ বসন-প্রান্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া বাটী হইতে পলায়ন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শুনিলেন, পথিকগণ দুঃখ-প্রকাশ করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে "হায়! সুলতান, পুরাতন উজীরের সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি তাঁহার পুত্রের প্রাণ দণ্ড করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিতে নূতন উজীরকে প্রেরণ করিয়াছেন।" হসনের মন আরও উদ্বিগ্ন হইল। তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে নগর হইতে বহির্গত হইয়া চলিলেন। কোথায় পালাইবেন, কোথায় গেলে সুলতানের হস্ত হইতে এড়াইবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। যে দিকে নয়নদ্বয় চলিল, সেই

দিকেই চলিলেন। এইরূপে তিনি পদব্রজে যাইতে যাইতে মৃত নূরএদ্দীনের গোরস্থানে আসিয়াই এককালে শ্রান্ত ও চলৎশক্তি-হীন হইয়া পড়িলেন।

বদরএদ্দীন্ সমাধিস্থানে প্রবেশ করিলেন। বিশ্রাম-মানসে নিজ পিতার সমাধির উপর উপবেশন করিয়া মুখের আচ্ছাদনটী খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি বসিয়া আছেন হঠাৎ একজন ইহুদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, আপনাকে আজি এরূপ পরিবর্ত্তিত দেখিতেছি কেন?" বদরএদ্দীন্ বলিলেন "আমি এই কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম। সহসা স্বপ্ন দেখিলাম, যেন পিতার সমাধি-মন্দির দেখিতে আসি নাই বলিয়া, তিনি আমায় ভৎর্সনা করিতেছেন। সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি এখানে আসিতেছি। স্বপ্নটী দেখিয়া অবধি মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন রহিয়াছে।" ইহুদী বলিল "আপনার পিতা দেশবিদেশে কতকগুলি জাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল পোতের মধ্যে কএকখানি বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি ঐ সকল জাহাজের সমস্ত মাল সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি।" ইহুদী এই কথা বলিয়াই, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সহস্র-স্বর্ণ মুদ্রা-পূর্ণ একটী থলিয়া বাহির করিয়া বলিল "যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে, এই মূল্য গ্রহণ করিয়া আমাকে একখানি ছাড়পত্র লিখিয়া মোহর করিয়া দিন।" তিনি একখানি কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিয়া দিলেন—"আমি, হসন্ বদরএদ্দীন্, মৃত নূরএদ্দীনের পুত্র; আমার পিতার প্রেরিত জাহাজগুলির মধ্যে যে গুলি ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্য অমুক ইহুদীকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে বিক্রয় করিলাম।" হসন্ ছাড় পত্রখানির একটী নকল গ্রহণ করিয়া, ইহুদীর হস্তে প্রদান করিলেন। সে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী তাঁহাকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। হসন্ আপনার পূর্ব্ব অবস্থা, মান্য প্রভৃতি মনে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্লান্ত বদরএদ্দীনের নয়নদ্বয় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। তিনি সমাধি-মন্দির মধ্যেই শয়ন করিলেন। ঐ গোরস্থানে কতকগুলি আফ্রীত* বাস

* জিনী নামক দেবযোনির মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

করিত। একটী পরী* আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সমাধি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। সহসা তাহার নয়নদ্বয় কুমারের দিকে নিপতিত হইল। সে একদৃষ্টে নিদ্রিত হসনের বদনশ্রী দেখিয়া বলিল "সর্ব্ব-শক্তিমান্ আল্লাকে ধন্যবাদ! আহা! এ যুবকের মুখ খানি যেন স্বর্গীয় কুমারীর ন্যায়।" পরী এই কথা বলিয়াই উড়িয়া চলিল। পথে একটী আফ্রীতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরী তাহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" আফ্রীত তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল "আমি কায়রো নগর হইতে আসিতেছি।" পরী বলিল "এই সমাধি-মন্দির মধ্যে একটী যুবক নিদ্রিত রহিয়াছে, তাহার ন্যায় রূপবান্ আর এ জগতে নাই—তুমি তাহাকে দেখিবে?" সে বলিল "দেখিব।" পরী তাহাকে সঙ্গে করিয়া সমাধি-মন্দির মধ্যে লইয়া গেল। আফ্রীত একদৃষ্টে হসনের বদনশ্রী দেখিতে লাগিল। পরী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন তোমার জীবনের মধ্যে কি আর কখন এরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়াছ?" সে বলিল "না—পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! এরূপের তুলনা নাই।—কিন্তু ভগিনি! আমি আজ কায়রো নগরে একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছি। যদি তুমি শুনিতে অভিলাষ কর, তাহা সমস্ত বর্ণন করিতে পারি।" পরী বলিল "বল, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।" আফ্রীত বলিল "আজি ইজিপ্টদেশে এই যুবকের ন্যায় একটী রূপবতী যুবতী দেখিয়া আসিলাম। যুবতীটী সেখানকার উজীর শেমস্এদ্দীনের কন্যা। রাজা যুবতীর রূপলাবণ্যের বিষয় শুনিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। উজীর তাহাতে অসম্মত হইয়া বলে 'মহারাজ! আমায় ক্ষমা করুন—আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন। আপনিত জানেন, আমার ভ্রাতা নূরএদ্দীন্ নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন; তিনি আমার সহিত আপনারই উজীরীকার্য্য করিতেন। এক দিন তাঁহার সহিত আমাদের পুত্র কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ দিবার সময় কি যৌতুক দিতে হইবে, সেই বিষয় লইয়া কলহ হয়। তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। হে মহীপাল! সেই জন্য যে দিন

* স্ত্রীজিনীদিগকে "জিনীয়ে" বা পরী বলে

আমার কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হয় আমার ভ্রাতার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিব, না হয় তাহাকে চিরদিনের জন্য অনূঢ়া রাখিব। মহারাজ! এত দিনের পর শুনিলাম, আমার ভ্রাতা এল্‌বস্রায় উজীরের কার্য্য করিতেছেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারও একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে। আমি শুনিয়া, আমার বিবাহের, সহধর্ম্মিণীর গর্ভ-সঞ্চারের, এবং কন্যার জন্মের তারিখ লিখিয়া রাখিয়াছি। আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা—আমি সেই ভ্রাতুষ্পুত্রকেই কন্যা দান করিব। মহারাজ! আমার এই চির-সাধে বিষাদ ঘটাইবেন না। আপনার রাজ্য-মধ্যে কত কত অসামান্যা রূপবতী কুমারী আছে, আপনি তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুন।' সুলতান উজীরের এই কথা শুনিয়া একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। বলিলেন 'কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি বিবাহ করিতে চাহিলাম, আমাকে প্রত্যাখ্যান! আমার নিকট নানারূপ মিথ্যা ওজর! ভাল, আমি বিবাহ করিতে চাহিনা; কিন্তু তোর কন্যার সহিত একটী অতি নীচ অপদার্থের বিবাহ দিয়া তোর দর্প চূর্ণ করিব।' সুলতানের একটী কুব্জ সহিস আছে,—সহিসটীর বুকে পিটে কুঁজ। তিনি তাহাকে ডাকিয়া উজীর-কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন 'অদ্য রাত্রেই এ উজীরতনয়ার সহিত আলাপ করিবে। ইহাকে অদ্যই সকলে সমারোহের সহিত লইয়া যাইবে।' আমি দেখিয়া আসিলাম সুলতানের দাসগণ চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া সমারোহের সহিত তাহাকে হাম্মামের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাইতেছে এবং এক এক বার তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে ও নানাবিধ বিদ্রূপ-বাক্য প্রয়োগ করিতেছে; আর যুবতী প্রসাধিকাগণের মধ্যে বসিয়া রোদন করিতেছেন। যে যুবতীটীকে দেখিয়া আসিলাম, সেটীকে দেখিতে প্রায় এই যুবকটীর ন্যায়। আহা, তাহারা তাহার পিতাকেও তাহার নিকট যাইতে দিতেছেনা। ভগিনি! বলিব কি, কুব্জ সহিসের অপেক্ষা কদর্য্য পুরুষ আর ত্রিভুবনে নাই, কিন্তু যুবতী এই যুবকের অপেক্ষাও সুন্দরী।"

পরী, আফ্রীতের গল্পটী শ্রবণ করিয়া বলিল "তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ—ইহার অপেক্ষা রূপবতী!—না, কখনই হইতে পারে না। ইহার অপেক্ষা অধিক সুন্দর আর জগতে নাই।" আফ্রীত বলিল "আল্লার দোহাই—ভগিনি!

যথার্থ বলিতেছি, সে যুবতী এ যুবকটীর অপেক্ষা সুন্দরী। যাহা হউক, এ যুবক সেই রমণীরই উপযুক্ত! আহা! তাহারা রমুণী-রত্নটীকে নরাধম সহিসের হস্তে দিবে!” পরী বলিল “ভাল, তুমি বলিতেছ যে যুবতীটী এ যুবকের অপেক্ষা রূপবতী; চল দেখি, ইহাকে আমরা তাহার নিকট লইয়া যাই, তাহা হইলেই আমাদের বিবাদ ভঞ্জন হইবে,তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, কে অধিক সুন্দর।” আফ্রীত বলিল “বেস্, উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাই মীমাংসার প্রকৃত উপায়। চল, ইহাকে লইয়া যাই।” আফ্রীত এই কথা বলিয়াই বদরএদ্দীন্‌কে লইয়া উড়িয়া চলিল। পরীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য মার্গে চলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহারা কায়রো নগরে উপস্থিত হইল। জিনী হসন্‌কে একটী মাস্তাবার উপর শয়ন করাইয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিল। তিনি উঠিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তিনি আর সে সমাধি-মন্দিরে নাই—একটী নগর মধ্যে আসিয়াছেন। এ কোন্ নগর?—এ সে এল্‌বস্রা নহে; একটী নূতন অপরিচিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এ আবার কি! তিনি ভয়বিহ্বল-চিত্তে চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলেন। আফ্রীত, একটী বাতি জ্বালিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিল “ভয় নাই, আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি, তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। জগদীশ্বরের দোহাই, আমি তোমার কোন প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই এখানে আনিয়াছি। তুমি এই বাতিটী লইয়া ঐ স্নানশালার সম্মুখে যাও। সেখানে আরও কতকগুলি আলোকধারী লোক দেখিতে পাইবে। তুমি তাহাদের সহিত মিলিয়া যাইবে। তৎপরে তাহাদের সহিত একটী বিবাহ-বাটীতে উপস্থিত হইবে। তুমি কাহাকেও ভয় না করিয়া, নির্ব্বাধে সর্ব্বাগ্রে কন্যার বাসর-গৃহে প্রবেশ করিবে এবং কুব্জ বরের দক্ষিণ-পার্শ্বে উপবেশন করিবে। যখন প্রসাধিকাগণ বা গায়িকাগণ তোমার নিকটে আসিবে, তুমি জামার জেবের মধ্যে হাত দিলেই দেখিতে পাইবে,-জেবটী স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ আছে, তুমি সেই সকল সুবর্ণ মুদ্রা অকাতরে তাহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিও। ভয় নাই, তুমি জেবে হাত দিতে দ্বিধা করিও না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার জেব শূন্য হইবে না; যেমন ব্যয় করিতে থাকিবে, তেমনি আবার পূর্ণ হইবে। এখন সমস্তই পরম

পিতা জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া উহাদের দলমধ্যে প্রবেশ কর। তোমার বা আমার ক্ষমতায় এ সমস্ত কিছুই হইবে না, ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর; তাঁহার দয়ার ও ক্ষমতার বলে সমস্তই সুসিদ্ধ হইবে।”

আফ্রীতের কথা শুনিয়া হসন্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন “এ আবার কি? এ আবার কিরূপ উপকার?” আফ্রীত জ্বলন্ত বাতিটী তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। হসন্ বদরএদ্দীন্ সেটী গ্রহণ করিয়া হাম্মামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, কুব্জ বর অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে; অপরাপর লোকেরা চতুর্দ্দিকে আলোক লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। তিনি সেই দলের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। এবং তাহাদের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখনই প্রসাধিকা বা গায়িকাগণ নিকটে আসিতে লাগিল, তখনই তাহাদিগকে অকাতরে মুষ্টিপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসীম বদান্যতায় ও অতুল-রূপ-লাবণ্যে সকলে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

হসন্ বদরএদ্দীন্ তাহাদের সহিত উজীরের প্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ-পারিষদগণ দ্বারদেশে বর ভিন্ন অপরাপর পুরুষ মাত্রের গতি রোধ করিল। প্রসাধিকা ও গায়িকাগণ হসনকে দেখাইয়া বলিল ‘আল্লার দোহাই! তোমরা যদি এই যুবককে প্রবেশ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিব না। ইনি যদি বিবাহ-স্থলে না থাকেন, তাহা হইলে কন্যাকেও বাহির করিব না। ইনি অতুল অনুগ্রহের দ্বারা আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন।” সুতরাং তাহারা অগত্যা হসন্‌কে ছাড়িয়া দিল। রমণীগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উৎসব-গৃহে প্রবেশ করিল। বাসরগৃহস্থ পর্য্যঙ্কের নিকট হইতে কন্যার গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত বরের আগমন পথে রাজপারিষদ্ ও আমীরদিগের রমণীগণ অবগুণ্ঠনে বদন আচ্ছাদন করিয়া এক একটী দীর্ঘ বাতি হস্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল; বদরএদ্দীনের অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া তাহারাএকেবারে বিমোহিত হইয়া গেল। গায়িকাগণ উপস্থিত কামিনীদিগকে বলিল “এই যে যুবকটীকে দেখিতেছ, ইনি আমাদিগকে কেবল উজ্জ্বল সুবর্ণমুদ্রা বিতরণ করিয়াছেন। তোমরা ইহাঁর সমাদর করিতে ত্রুটি করিওনা, ইহাঁর আজ্ঞা কেহ অবহেলা

করিও না।” রমনীগণ তাহাদের এই কথা শুনিয়া যুবককে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই তাঁহার অসাধারণ রূপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সকলেরই ইচ্ছা, এক বৎসর—এক মাস—অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায়। তাহারা একে একে নিজ নিজ অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল। তাহাদের হৃদয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। বলিতে লাগিল “আহা! এ যুবকটী যাঁহার স্বামী—এ নবীন-পুরুষ-রত্নটীর উপর যাঁহার অধিকার—তিনিই ধন্যা, তিনিই সুখী।” সকলেই কুব্জ দাস ও এই বিবাহের ঘটকদিগকে বারম্বার অভিসম্পাত করিয়া বদরএদ্দীন্‌কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর গায়িকাগণ খঞ্জনী বাজাইতে লাগিল। প্রসাধিকাগণ উজীর-তনয়াকে তথায় আনিয়া নানাবিধ গন্ধ-দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া দিল, এবং একটী মনোহর বেণী বান্ধিয়া দিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিল। উজীরতনয়া বহুমূল্য বসনভূষণে শুক্ল চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। যুবতী যখন ভূষিত হইয়া নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহাকে স্বর্গকন্যার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। ধন্য, সেই জগদীশ্বর—যিনি এই রমণী-রত্নটীকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ধন্য! রমণীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাড়াইলে, তিনি নির্ম্মল গগণে উজ্জ্বল তারকাদল-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইলেন। এদিকে বদরএদ্দীন্ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সকলেই তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।—কুব্জ একান্তে উপবিষ্ট। রমণীগণ উজীরতনয়াকে তথায় আনিবামাত্র, কুব্জ তাঁহাকে চুম্বন করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। রমণী অমনি দ্রুত সরিয়া গিয়া, খুল্লতাতপুত্র হসনের সম্মুখে দাড়াইলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে সকলে হাসিয়া উঠিল, একবার হসন্ বদরএদ্দীনের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তিনি জামার জেব হইতে গায়িকাদিগকে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না; বলিল, “আমরা ইচ্ছা করি, এই যুবতী তোমারই অঙ্কলক্ষ্মী হয়।” তাহাদের কথায় হসনের অধর—প্রান্তে ঈষৎ হাস্য বিকশিত হইল। এতক্ষণ কুব্জ সহিস একাকী একপ্রান্তে বসিয়া আছে, কেহ তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিতেছেনা। তাহার আর ক্রোধের সীমা

নাই। একে সেই রূপ! তাহাতে আবাব ক্রোধ-বিকার—অপূর্ব্ব শোভা—অবিকল যেন একটী বানর! আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পরিচারিকাগণ, যতবার তাহার সম্মুখস্থ বাতিটী জ্বালিয়া দিতে লাগিল, ততবারই নিবিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং সে অন্ধকারে বসিয়াই ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

তনয়া সুললিত বাহুদ্বয় উন্নত করিয়া উর্দ্ধমুখে বলিলেন "জগদীশ্বর! এই কুৎসিত কুব্জের হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিয়া, এই যুবকটীকে আমার স্বামী করিয়া দাও!" অনন্তর প্রসাধিকাগণ বদরএদ্দীনের সম্মুখে যথারীতি কন্যার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে লাগিল। একে একে সাতটী বৈবাহিক বেশ পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহারা উপস্থিত সকলকে বিদায় দিল। কি

স্ত্রীলোক, কি বালক, সকলেই তথা হইতে চলিয়া গেল। কেবল বর ও বদরএদ্দীন তথায় রহিলেন। প্রসাধিকাগণ কন্যার বসন-ভূষণ পরিবর্ত্তিত করিয়া, বর-সম্মিলনোপযোগী বসন-ভূষণ পরিধান করাইয়া দিবার জন্য, তাঁহাকে একটী পার্শ্বস্থ গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে, কুব্জ, বদরএদ্দীনের নিকটে আসিয়া বলিল "প্রভু, আপনার আগমনে যে আমরা আজ কত সুখী হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে চিরদিনের জন্য বাধিত করিয়াছেন। তা আপনি এখনও বিলম্ব করিতেছেন কেন? এই বেলা নিজ গৃহে প্রস্থান করুন, নতুবা ইহারা আপনাকে বাহির করিয়া দিবে।" "যথার্থ" হসন এই কথা বলিয়াই উঠিয়া চলিলেন। গৃহের বহির্দ্দেশে আসিয়া আফ্রীতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল "বদরএদ্দীন! কোথায় যাইতেছ? বিলম্ব কর। কুব্জ যখন অন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, তখন তুমি বাসর-গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিয়া থাকিও। যখন উজীরতনয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, তুমি তাহাকে বলিও 'আমিই তোমার স্বামী। সুলতান আমাকেই তোমার স্বামী বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। তবে পাছে তোমার দৃষ্টি শুভ না হইয়া অশুভ হয় আর তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট ঘটে * সেই জন্য আমাদের একটী সামান্য দাসকে দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।' তুমি এই কথা বলিয়া বধূর নিকটে গিয়া তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবে। দেখিও কোন বিষয়ে ভীত হইও না—তোমার কোন ভয় নাই।"

আফ্রীত যখন বদরএদ্দীনের সহিত কথা কহিতেছিল, সেই সময় কুব্জ উঠিয়া শয়নাগারের পার্শ্বস্থ গোসলখানায় প্রবেশ করিল। আফ্রীত অমনি ইন্দুর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সেই গৃহমধ্যস্থ একটী জলপাত্র হইতে নির্গত হইল। এবং কুব্জের সম্মুখে আসিয়া শব্দ করিতে লাগিল। কুব্জ বিরক্ত হইয়া বলিল "আঃ এ পাপ্‌টা আবার এখানে কেন?" দেখিতে দেখিতে

* আরবদিগের এই রূপ বিশ্বাস যে দৃষ্টি দ্বারা অশুভ ও শুভ ঘটিয়া থাকে। আরবীতে অশুভ দৃষ্টিকে 'মিষকাত এল্ মাষাবিয়ে' কহে।

ইন্দুর বিড়াল-মূর্ত্তি ধারণ করিল। বিড়ালটী আবার তখনি একটী বৃহৎ কুক্কুররূপ ধারণ করিয়া, গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কুব্জ ভীত হইয়া বলিল "দূর দূর! এ হতভাগা এখানে কেন? দূর!"—দেখিতে দেখিতে কুক্কুর একটী গর্দ্দভ-মূর্ত্তি ধারণ করিল। কুব্জ তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। গর্দ্দভ অমনি একটা ভীষণ মহিষ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট-স্বরে কুব্জকে বলিল "ওরে ও নরাধম কুব্জ! নীচ দাসদিগের মধ্যেও হেয়—অপদার্থ! তোকে ধিক্!" ভয়ে কুব্জের বক্ষস্থলে বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল—দন্তে দন্ত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া গেল। সে ভয়ে জড়ীভূত হইয়া একখানি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল। আফ্রীত বলিল "নরাধম! পৃথিবী কি তোর অতি সংকীর্ণ বোধ হইয়াছে, তুই কি পরলোকে যাইতে ইচ্ছা করিস্, তাই আমার প্রভুপত্নীকে বিবাহ করিবি?" কুব্জ ভয়ে নিস্তব্ধ। আফ্রীত পুনরায় বলিল "নরাধম! আমার কথার উত্তর দে, নতুবা তোকে এখনই কবরে পাঠাইয়া দিব।" কুব্জ ভয়বিহ্বল স্বরে উত্তর করিল "আল্লার দোহাই, আমার দোষ নাই। সকলে আমায় লইয়া আসিল—আমি আসিয়াছি। আর আমি জানিতাম না যে, মহিষীদিগের মধ্যে আবার যুবতীর একটী নায়ক আছে। কিন্তু এখন আমি সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লার ও তোমার সম্মুখে সেই জন্য অনুতাপ করিতেছি।" আফ্রীত বলিল "আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তুই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এখান হইতে চলিয়া যাস্, কি একটীমাত্র শব্দও উচ্চারণ করিস্ তাহা হইলে তোকে এককালে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। কল্য যখন সূর্য্যোদয় হইবে সেই সময় তুই এখান হইতে প্রস্থান করিবি। খবরদার আর কখন এই বাটীর নিকটেও আসিস্ না।" আফ্রীত এই কথা বলিয়াই তাহাকে ঊর্দ্ধপদ করিয়া অধোমুণ্ডে প্রস্তরখণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া বলিল "থাক, সমস্ত রজনী এই অবস্থাতেই থাক্, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আমি এইখানে পাহারা দিতেছি।" কুব্জ ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সমস্ত রজনী যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে আফ্রীত কুব্জের নিকট হইতে চলিয়া গেলে, হসন বদ্‌রএদ্দীন বাসরগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন। উজীর-তনয়া এক জন বৃদ্ধার

সহিত গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা বলিল "আবু সাহেব!* এই তোমার বধূকে গ্রহণ কর।" উজীরতনয়া সিট্এল্ হসন্ † গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা চলিয়া গেল। যুবতীর হৃদয় হৃদয় শূন্য, তিনি মনে মনে বলিলেন "আল্লার দোহাই, যদি প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি সে পাপাত্মা সহিসকে কখনই অঙ্গ-স্পর্শ করিতে দিব না।" যুবতী গৃহের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বরের দিকে নিপতিত হইল। তিনি কুব্জের পরিবর্ত্তে বদরএদ্দীনকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন "প্রিয়তম, এখনও তুমি এখানে আছ? আমি এতক্ষণ মনে মনে ভাবিতেছিলাম, তুমি ও সেই কুব্জ, উভয়ে পরস্পর আমাকে ভাগ করিয়া লইবে।" বদরএদ্দীন বলিলেন "কি, সেই নীচ সহিস তোমায় স্পর্শ করিবে? সে বিবাহে অংশী হইবে কেন?" যুবতী বলিলেন "তোমাদের মধ্যে আমার স্বামী কে?—তুমি, না সেই কুব্জ?" বদরএদ্দীন বলিলেন "প্রিয়তমে! কেবল কৌতুক করিবার জন্য তাহাকে বরবেশে সাজাইয়া আনা হইয়াছিল। প্রসাধিকা ও গায়িকাগণ এবং তোমাদের পরিবারবর্গ, তোমার অতুল রূপ-রাশি দেখিয়া, পাছে আমাদের পরস্পর প্রথম দর্শন কোন অশুভ ঘটায়, সেই ভয় করিতেছিল। তাই তোমার পিতা, পরস্পরের হঠাৎ প্রথম-দর্শন নিবারণের জন্য, তাহাকে দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। সে এখন নিজ পারিশ্রমিক লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে।" সিট্এল্ হসন্ শুনিলেন। এতক্ষণের পর তাঁহার মুখে হাসি আসিল। একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "জগদীশ্বরের দোহাই, তুমি আমার হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলে। এখন তোমার হৃদয়ে আমায় একটু স্থান দাও।" নবদম্পতী প্রেম-আলিঙ্গনে পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ হইলেন।

প্রণয়ীযুগল নিদ্রিত হইলে, আফ্রীত পরীকে বলিল "চল, যেখান হইতে যুবককে আনিয়াছি, পুনরায় সেই থানে লইয়া চল; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই—রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখনই প্রভাত হইয়া

* পিশাচ।

† রূপবতী শ্রেষ্ঠা

যাইবে।” পরী তৎক্ষণাৎ বাসর-গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ধীরে ধীরে নিদ্রিত যুবককে লইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন হইল। আফ্রীত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। জিনিদ্বয় বেগে উড়িয়া চলিল। পথিমধ্যে জগদীশ্বরের অনুমতি ক্রমে, তাঁহার একটী দূত আফ্রীতের প্রতি একটী উল্কা নিক্ষেপ করিলেন। আফ্রীত সেই স্বর্গভ্রষ্ট উল্কার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শূন্যমার্গেই ভস্মীভূত হইয়া গেল। পরী ভয়ে যুবককে সেই খানেই নামাইয়া দিল। পাছে আবার উল্কাপাৎ হয়—পাছে যুবকের কোন অনিষ্ট ঘটে, সেই ভয়ে বদরএদ্দীনকে আর তিলার্দ্ধ পথও লইয়া লইয়া যাইতে সাহসী হইল না। দৈব-বশে আফ্রীত ঠিক দামাস্কাস নগরের উপরিভাগে ভস্মীভূত হইয়াছিল, সুতরাং পরী সেই নগরের দ্বারদেশেই নিদ্রিত বদরএদ্দীনকে রাখিয়া পলায়ন করিল।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। দামাস্কাস্ নগরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নাগরিকগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব রজনীর অধিকাংশই জাগরণে কাটিয়া গিয়াছিল, সুতরাং বদরএদ্দীন তখনও নিদ্রিত। নাগরিকগণ দেখিল, একটী অতুলরূপবান্ যুবক পথিমধ্যে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন,—পরিধানে কেবল একটী অঙ্গরাখা ও কার্পাসের টুপী; সকলে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল “ওহে, এ যুবকটীর দেখিতেছি কাপড় পরিতেও বিলম্ব সহে নাই।” অপর একজন বলিল “বড়লোকেদের সন্তানেরা প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। দেখিতেছ না, সমস্ত রজনী কোথায় সুরা পান করিতেছিল, বোধ হয় পরে কি প্রয়োজন হইয়াছিল, কোথায় যাইতে কোথা উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রে দ্বার বন্ধ ছিল, নগরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই, দ্বার-দেশেই পড়িয়া আছে।” এইরূপ কত লোকে কত কথা বলিতেছে,—সহসা বদরএদ্দীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন। একি! সে উজীরের প্রাসাদই বা কোথায়?—সে বাসর-গৃহই বা কোথায়? একটী অপরিচিত নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে পড়িয়া আছেন। পথিকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন “এ কি? আমি কোথায়?—তোমরা আমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছ কেন? আমিই

বা তোমাদের মধ্যে আসিলাম কিরূপে?” নাগরিকগণ বলিল “প্রাতঃ-কালীন প্রার্থনার সময় আমরা এই দিক্ দিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম, তুমি তোরণের নিকট নিদ্রিত রহিয়াছ। আমরা এতদ্ব্যতীত তোমার আর কিছুই জানি না।—তুমি কল্য কোথায় শয়ন করিয়াছিলে?” যুবক বলিলেন “কল্য আমি কায়রো নগরে নিদ্রিত ছিলাম।” নাগরিকগণ তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। এক জন বলিল “ওহে বাপু, তুমি গাঁজা খাইয়া থাক কি?” আর একজন বলিল “তুমি কি পাগল হইয়াছ? কল্য রাত্রে ছিলে কায়রো নগরে—আজি প্রাতে দামাস্কাস্ নগরের দ্বারে নিদ্রিত! এও কি কখন হয়?” বদরএদ্দীন বলিলেন “জগদীশ্বরের দোহাই, আমি মিথ্যা বলিতেছি না, যথার্থই আমি গত রাত্রে মিশর-রাজধানীতে ছিলাম; দিবসে আবার এল্‌বস্রাধ্ব ছিলাম।” এক জন বলিল “এ বড় আশ্চর্য্য কথা!” আর এক জন বলিল “আরে না—দেখিতেছ না যুবকটী ক্ষিপ্ত, ইহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে।” নাগরিকগণ তাঁহার প্রতি করতালি দিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল “আহা! এ যুবকটী এই বয়সেই ক্ষিপ্ত হইয়াছে। আল্লা কখন কার কি করেন বলা যায় না।” এক জন নাগরিক, বদরএদ্দীনকে সম্বোধন করিয়া বলিল “যুবক! তুমি প্রকৃতিস্থ হও।”—তিনি বলিলেন “যথার্থ বলিতেছি, কল্য রাত্রে আমি মিসর-রাজধানীতে বিবাহ করিয়াছি।” সে পুনরায় বলিল “ভাল করিয়া মনে করিয়া দেখ দেখি, বোধ হয় তুমি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে।” হসন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন “না, সে স্বপ্ন নয়—সে কুব্জ সহিস কোথায় গেল? আমার টাকার থলিটাই বা কোথায়—সে যদি স্বপ্নই হইবে, তাহা হইলে আমার পরিধেয় বস্ত্র গুলিই বা কোথায় গেল?” তিনি তথা হইতে উঠিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নাগরিকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তিনি ক্রমে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন; নাগরিকগণও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি এক জন পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে* প্রবেশ করিলেন। ঐ পিষ্টক-বিক্রেতা পূর্ব্বে

*যেমন কলিকাতায় স্থানেং মুসলমানদিগের পক মাংস রুটি প্রভৃতির দোকান আছে।

এক জন প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল। জগদীশ্বরের কৃপায়, এক দিন হঠাৎ তাহার প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে নিজ ঘৃণিত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া একটী রন্ধন-শালা স্থাপন করিল এবং প্রস্তুত অন্ন, ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি বিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব ব্যবসায় স্মরণ করিয়া দামাস্কাস্ নিবাসী সকলেই তাহাকে ভয় করিত। সুতরাং, যখন যুবক তাহার দোকানে প্রবেশ করিলেন, তখন সেই পিষ্টক-বিক্রেতার ভয়ে নাগরিকগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

বদরএদ্দীনের অতুল রূপলাবণ্য দেখিয়া পিষ্টক-বিক্রেতার হৃদয়ে স্নেহের উদয় হইল। সে বলিল "বৎস! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার সমস্ত বিবরণ আমার নিকট বর্ণন কর। অদ্য হইতে তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হইলে।" তিনি তাহার নিকট আদ্যোপান্ত নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন। পিষ্টক-বিক্রেতা শুনিয়া বলিল "বদরএদ্দীন! তোমার বিবরণ অতি অদ্ভুত। কিন্তু বৎস! যত দিন জগদীশ্বর তোমার ক্লেশ দূর না করেন, তত দিন তোমার বিবরণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, আপাততঃ তুমি আমার নিকটেই থাক; আমার পুত্র নাই, আমি তোমাকে পোষ্য পুত্র রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।" বদরএদ্দীন বলিলেন "পিতঃ! তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তাহাতেই সম্মত আছি।" পিষ্টক-বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে একটী মূল্যবান্ পোষাক ক্রয় করিয়া আনিয়া বদরএদ্দীনকে পরাইয়া দিল। এবং কাজির নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পোষ্য পুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিল।* বদরএদ্দীন সেই দিন হইতে পিষ্টক-বিক্রেতার সহিত দোকানে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে দামাস্কাস্ বাসীদিগের নিকট পিষ্টক-ব্যবসায়ীর পুত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এদিকে সিট্এল হসন্ প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন বদরএদ্দীন তাঁহার নিকটে নাই! মনে করিলেন, বুঝি তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোথাও গিয়া থাকিবেন, এখনই ফিরিয়া আসিবেন। গৃহমধ্যে বসিয়া স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

* মুসলমান আইন অনুসারে পরস্পর স্বীকৃত হইলেই, পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়।

উজীর শেমস্‌এদ্দীন সুলতানের অত্যাচারে এবং তাঁহার কন্যা বলপূর্ব্বক একটা নীচ কুব্জ সহিসের সহিত বিবাহিতা হইল বলিয়া ক্রোধে, অপমানে ও দুঃখে অন্ধীভূত হইয়া ছিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "পাপীয়সী সিট্‌এল্‌ হসন্‌ যদি নীচ সহিসটাকে অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই তাহাকে বিনাশ করিয়া, অপমান দূর করিব।" উজীর এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াই বাসর-গৃহের দ্বারে গিয়া কন্যাকে আহ্বান করিলেন। সিট্‌এল্‌ হসন্‌ তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং পিতার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। উজীর তাঁহার প্রফুল্ল মুখ-কান্তি দেখিয়া আরও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "পাপীয়সি! তুই সেই নীচ সহিসের সহধর্ম্মিণী হইয়া প্রীত হইয়াছিস্‌!" সিট্‌এল্‌ হসন্‌ পিতার ক্রুদ্ধ বচন শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "জগদীশ্বরের দোহাই—পিতঃ আপনি আমার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। লোকে আমায় দেখিয়া হাসুক, সেই নরাধম সহিসটার সহিত তুলনা করুক—আমার বিবেচনায় সে আমার একটী নখেরও সমতুল্য নয়!—কিন্তু আমার প্রকৃত স্বামী—বলিতে কি, কল্য রাত্রি আমার যেমন আনন্দে অতিবাহিত হইয়াছে, জীবনের মধ্যে আমি কখন তেমন আনন্দ উপভোগ করি নাই। পিতঃ! কেন মিথ্যা সেই অপদার্থ কুব্জটার নাম করিয়া পরিহাস করিতেছেন?" তাঁহার কথায় উজীরের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ধিক্‌ তোরে—তুই কি বলিতেছিস্‌? নিশ্চয়ই সেই পাপিষ্ঠ কুব্জ সহিস তোর সহিত রাত্রি-যাপন করিয়াছে।" যুবতী বলিলেন "আল্লার দোহাই, সে পাপিষ্ঠের নাম করিবেন না। জগদীশ্বর তাহার প্রতি বাম হউন—তাহার পিতা পিতা-মহকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করুন! আর তাহার নাম করিয়া আমায় পরিহাস করিবেন না। তাহাকে ত দশ, সুবর্ণ মুদ্রায় ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল—সে আপনার পারিশ্রমিক লইয়া তখনই চলিয়া গেল। আমি বাসর-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার স্বামী বসিয়া রহিয়াছেন। পূর্ণ শশধরের ন্যায় তাঁহার মুখকান্তিতে গৃহ আলোকিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রথমে প্রসাধিকারা যখন আমাকে তাঁহার সম্মুখে আনিল, তখন তিনি গায়িকাদিগকে অজস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছিলেন। তিনি কল্য রাত্রে কত দুঃখীকে ধনী করিয়া দিয়াছেন। আমার সদয়-হৃদয় স্বামী অলোক-সামান্য রূপবান্; তাঁহার নয়ন দুটী উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূযুগল পরস্পর সংযুক্ত।" উজীর শুনিলেন, কন্যা কি বলিতেছে—মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। বলিলেন "হতভাগিনি! কি বলিতেছিস্? একেবারে জ্ঞানশূন্য উন্মাদগ্রস্ত হইলি?" যুবতী বলিলেন "পিতঃ! আপনি সুখের সময়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিলেন! আপনি আমার কথায় মনোযোগ করিতেছেন না কেন? সেই রূপবান্ যুবকই আমার পতি,—তিনি বোধ হয় এই স্নানাগারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন।"

উজীর, কন্যার কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; স্নানাগারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কুব্জ সহিস ঊর্দ্ধপদে অধোমুণ্ডে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। উজীর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "একি! এই না,

সেই কুব্জ সহিস! ব্যাপার কি?” তিনি তাহাকে আহ্বান করিলেন। সে তাঁহাকে আফ্রীত ভাবিয়া ভয়ে কোন উত্তর করিল না। উজীর ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিলেন “পাপাত্মা, উত্তর দে, নতুবা এই তরবারি দ্বারা তোর মস্তকচ্ছেদন করিব।” কুব্জ ভয়বিহ্বল স্বরে বলিল “জগদীশ্বরের দোহাই—হে আফ্রীত-রাজ! তুমি যে অবধি আমাকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছ, সেই অবধি আমি একবারও মস্তক উত্তোলন করি নাই। দোহাই তোমার, আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর; আমি আর প্রাণান্তেও এরূপ কার্য্য করিব না।” উজীর কুব্জের কথা শুনিয়া বলিলেন “কি বলিতেছিস্? আমি আফ্রীত নহি, আমি উজীর—কন্যার পিতা।” কুব্জ বলিল “তুমি উজীর, তবে যাও এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। আমার প্রাণ তোমার হাতে নয়, আমার প্রাণ-দণ্ড করিতে তোমার কোন ক্ষমতা নাই। যাও চলিয়া যাও, যিনি আমার এই দশা করিয়াছেন, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই এখান হইতে প্রস্থান কর।—আঃ পাপিষ্ঠ, তোরা আমায় একটা মহিষের উপপত্নী—একটা আফ্রীতের উপপত্নীর সহিত বিবাহ দিবি! যে আমায় তাহার সহিত বিবাহ দিবে, তাহার সর্ব্বনাশ হউক।” কুব্জ এই কথা বলিয়া উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল “আল্লা তোর সর্ব্বনাশ করুন।” উজীর বলিলেন “ওঠ্ পাপিষ্ঠ, এখনই এখান হইতে প্রস্থান কর্।” কুব্জ বলিল “আমি কি পাগল হইয়াছি, যে তোর কথায় আফ্রীতের অনুমতি না লইয়া চলিয়া যাইব?—তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছেন ‘সূর্য্যোদয় হইলে চলিয়া যাস্’—সূর্য্যোদয় হইয়াছে কি? যতক্ষণ সূর্য্যোদয় না হয়, ততক্ষণ আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারি না।” উজীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোরে এখানে কে আনিল?” কুব্জ বলিল “কল্য আমি স্বয়ংই এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। দেখিলাম ঐ জলের পাত্রটা হইতে একটা ইন্দুর নির্গত হইয়া ক্রমিক বাড়িতে লাগিল। বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে সেটা একটা মহিষ হইয়া উঠিল। মহিষটা আবার ঠিক মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। আমি তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যাও এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। জগদীশ্বর তোমার কন্যার সর্ব্বনাশ করুন;—যে তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবে,

তাহারও সর্ব্বনাশ হউক।" উজীর কুব্জের নিকটে গেলেন ও তাহাকে আকর্ষণ করিয়া গৃহের বাহিরে লইয়া আসিলেন। পাছে সূর্য্য না উঠিয়া থাকে—আফ্রীত ফিরিয়া আসিয়া পাছে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করে, সেই ভয়ে সে একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সে উজীরের বাটী হইতে নির্গত হইয়া একেবারে সুলতানের নিকটে আসিয়া বিগত রাত্রির আফ্রীত-ঘটিত ঘটনাসমূহ একে একে বর্ণন করিল।

কুব্জ প্রস্থান করিলে, উজীর শেমস্এদ্দীন চিন্তিতহৃদয়ে কন্যার নিকটে আসিয়া বলিলেন "বৎসে! কল্য রাত্রে যে কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমার নিকট অকপট-হৃদয়ে প্রকৃত ঘটনা বর্ণন কর।" উজীরতনয়া সিট্ এল্ হুসন্ বলিলেন "পিতা আমি তোমাকে মিথ্যা বলিতেছিনা,—যথার্থই একটী রূপবান্ সুপুরুষের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। সেই চন্দ্রবদন যুবকের সহিতই আমি রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। যদি বিশ্বাস না হয়, ঐ দেখুন চৌকীর উপরে তাঁহার পাক্ড়ী রহিয়াছে, শয্যার নিম্নে তাঁহার পাজামা এবং তাহার সঙ্গে জড়ান আরো একটী কি আছে।" উজীর, কন্যার কথা শুনিয়া বাসর-গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বদরএদ্দীনের পাক্ড়ীটী চৌকির উপরেই রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন। "এপাক্ড়ীটী দেখিতেছি উজীরী, এরূপ পাক্ড়ী ত কেবল উজীরেরাই ব্যবহার করে, বিশেষতঃ এটী মোসিলী জাতীয়*।" তিনি সেটী বারম্বার এদিক্ ওদিক্ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, টুপীর মধ্যে কবচের ন্যায় একটী কি সেলাই করা রহিয়াছে। তিনি তাহার সেলাই খুলিয়া ফেলিলেন, এবং শয্যার নিম্ন দেশ হইতে পাজামাটী বাহির করিলেন। পাজামার মধ্যে একটী মুদ্রাপূর্ণ থলি ছিল, তিনি তাহার মুখের বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, থলির মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও একখানি কাগজ রহিয়াছে। উজীর তৎক্ষণাৎ কাগজ খানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। বদরএদ্দীন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা মূল্যে নিজ বাণিজ্য

* এল্মোসিলের রীতানুসারে প্রস্তুত।

দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়া ইহুদীকে যে ছাড়-পত্র লিখিয়া দেন, এ কাগজ খানি তাহারই প্রতিলিপি। পাঠ সমাপ্ত হইলে, উজীর চীৎকার করিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যে মূর্চ্ছা অপনোদন হইল। উজীর শেমস্এদ্দীন কতক স্বাস্থ্য-লাভ কবিলেন। কে যে তাঁহার কন্যার স্বামী হইল, তাহা আর জানিতে বাকী রহিল না। "সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারেন;" তিনি এই কথা বলিয়াই, কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎসে! কে তোমার স্বামী হইয়াছে তাহা তুমি কি জান?" যুবতী উত্তর দিলেন "না।" উজীব বলিলেন "তিনি, আমার ভ্রাতা তোমার খুল্লতাত—নূরএদ্দীনের পুত্র। আর এই এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তোমার বিবাহের যৌতুক। করুণাসাগর জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ!—এরূপ ঘটনা হইবে যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম!"—শেমস্এদ্দীন এই কথা বলিতে বলিতে টুপীর মধ্য হইতে কবচটী বাহির করিয়া তাহার আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। নূরএদ্দীনেব হস্ত-লিখিত কাগজ খানি বাহির হইল। শেমস্এদ্দীন ভ্রাতার হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বলিলেন—

"দেখিলাম তাহাদের পদচিহ্নচয়
 -চিহ্নিত রয়েছে সেই ভূমির উপর।
মিলনের আশে হায় গলিল হৃদয়
 আকুল হইল মম ব্যাকুল অন্তর।
যেই পথ দিয়া তারা করেছে গমন
 করিলাম তদুপরি অশ্রু বিসর্জ্জন।
প্রার্থনা করিনু কত নিকটে তাঁহার—
 করেছেন যিনি হায়! বিচ্ছেদ-ঘটন।
অবশ্য হইবে মম এদুখ সংহার
 করিয়া দিবেন তিনি পুন সম্মিলন।"

শেমস্‌এদ্দীন এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াই কাগজখানি পাঠ করিলেন; দেখিলেন, পত্রখানিতে নূরএদ্দীনের বিবাহ ও বদরএদ্দীনের জন্ম প্রভৃতির তারিখ লিখিত রহিয়াছে। তিনি নিজ বিবাহাদি এবং কন্যার জন্ম দিবসের তারিখ প্রভৃতির সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিলেন। একে একে সমস্তই মিলিল। তিনি পুলকিত মনে সেই কাগজখানি ও নিজ বিবাহাদির তারিখযুক্ত পত্রখানি লইয়া সুলতানের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে পত্রদ্বয় দেখাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। সুলতান আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঘটনাটী সমস্ত আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া রাখিতে বলিলেন।

উজীর শেমস্‌এদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্র বদরএদ্দীনের প্রত্যাগমন আশায় কএক দিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন সমাচারই পাইলেন না। অবশেষে উজীর মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, "যাহা কেহ কখন করে নাই, আমি তাহাই করিব।" তিনি এইরূপ স্থির করিয়া বাসরগৃহস্থ সমস্ত দ্রব্যের একটী তালিকা প্রস্তুত করিলেন এবং "অমুক সিন্দুকটী এইরূপ স্থানে ছিল অমুক মশারিটী অমুক স্থানে ছিল" এইরূপ সমস্ত দ্রব্যের এক একখানি বিবরণ-পত্র লিখিয়া আস্‌বাব গুলি গুদামজাত করিয়া রাখিতে অনুমতি করিলেন। পরিচারকগণ সমস্ত ভাণ্ডারে তুলিয়া রাখিল। বদরএদ্দীনের পাক্‌ড়ী ও অপরাপর পরিধেয় বসনগুলি এবং মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী তিনি নিজেই যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিলেন।

যথাসময়ে উজীর-তনয়া সিট্‌এল্ হসন্ পূর্ণশশধরের ন্যায় একটী পুত্র প্রসব করিলেন। নবজাত শিশু তাহার পিতার ন্যায় অতুল রূপ-লাবণ্যে সূতিকাগার আলোকিত করিল। উজীরের আত্মীয়গণ শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার সুদীর্ঘ নয়নযুগল কজ্জলে রঞ্জিত করিয়া দিল* এবং তাহাকে পুনরায় ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিল। উজীর দৌহিত্রের নাম রাখিলেন "আজীব"†। আজীব শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সপ্তম বৎসর অতীত হইলে, উজীর শেমস্‌এদ্দীন তাঁহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের

* আরবদেশের প্রথা এইরূপ।

† আজীব—চমৎকার।

হস্তে সমর্পণ করিলেন। শিক্ষক অতি সাবধানে বালকটীকে শিক্ষা দিতে লাগিল।

এইরূপে চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল। আজীব বিদ্যালয়ের সকল বালকের অপেক্ষাই বলবান্ ছিল, কেহই তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইত না। সে সকলেরই উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত, কথায় কথায় কলহ করিয়া সকলকেই প্রহার করিত। বালকগণ তাহার এইরূপ অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া, একদিন সকলে মিলিয়া শিক্ষকের নিকট অভিযোগ করিল। শিক্ষক তাহাদিগকে বলিলেন "আজীব যাহাতে আর তোমাদের উপর উপদ্রব না করে, আমি তাহার এক উপায় বলিয়া দিতেছি।—কল্য যখন সে বিদ্যালয়ে আসিবে, তোমরা তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া পরস্পর বলাবলি করিও যে, 'আমাদের মধ্যে সকলকে নিজ নিজ পিতা মাতার নাম বলিতে হইবে; যে বলিতে না পারিবে, সে নিশ্চয়ই জারজ—আমরা তাহার সহিত ক্রীড়া করিব না।' তাহা হইলেই দুষ্ট আজীবের দর্প চূর্ণ হইবে, সে আর তোমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে না।"

পর দিন প্রাতে আজীব বিদ্যালয়ে আসিলে, বালকগণ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। কথায় কথায় এক জন বালক বলিল "দেখ ভাই, সকলকে আপনার ও পিতা মাতার নাম বলিতে হইবে, যে বলিতে না পারিবে, আমরা কেহই তাহাকে লইয়া খেলিব না।" বালকগণ সকলেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। এক জন বলিল "আমার নাম মাজিদ, আমার মার নাম আলাবী, আমার পিতার নাম এজ এদ্দীন।" আর একজন ঐরূপে আপনার ও পিতা মাতার নাম বলিল। আবার আর এক জন বলিল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে আজীবের পালা উপস্থিত। আজীব বলিল "আমার নাম আজীব, আমার মাতার নাম সিট্এল্ হসন্ আমার পিতার নাম কায়রো নগরের উজীর শেমস্এদ্দীন।" বালকগণ বলিল "না, না—হইল না, উজীর কিছু তোমার পিতা নয়।" আজীব বলিল "হাঁ উজীরই ত আমার পিতা।" বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল এবং করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল "যাও তুমি আমাদের দল হইতে চলিয়া যাও। যে আপনার পিতার নাম জানে না, আমরা তাহার সহিত খেলা করিব না।" বালকগণ

এই কথা বলিয়াই আজীবের নিকট হইতে চলিয়া গেল এবং নানাবিধ বিদ্রূপ-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সহপাঠীদিগের প্রখর শ্লেষ-বাক্য আজীবের হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল—বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। শিক্ষক বলিলেন "আজীব, তুমি কি যথার্থই তোমার মাতার পিতা,—মাতামহ উজীর শেমস্‌এদ্দীনকে জন্ম-দাতা মনে কর?—তিনি তোমার পিতা নহেন, তিনি তোমার মাতামহ। তোমার প্রকৃত পিতা যে কে, তাহা তুমি জান না,—তুমি কেন, আমরাও কেহই জানি না। সুলতান একটী কুব্জ সহিসের সঙ্গে তোমার মাতার বিবাহ দেন; কিন্তু বিবাহের রাত্রে একটা জিনী আসিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহার পর যে কি হইল, তাহা কেহই জানে না। তবে আর বৃথা দুঃখ করিলে কি হইবে? তোমায় যদি জারজ অপবাদ দিয়া উহারা তোমার সঙ্গে ক্রীড়া না করে, তাহার উপায় নাই। তুমিত জানই—যাহাদের জননীরা যথারীতি শাস্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে বিবাহিত, তাহারা সকলেই নিজ নিজ পিতার নাম জানে। উজীর ত তোমার পিতা নহেন, তোমার মাতামহ। তোমার পিতা যে কে, তাহা কেহই জানে না।"

শিক্ষকের কথায় আজীবের হৃদয় আরও ব্যথিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং নিজ জননী সিট্‌এল্ হসনের নিকট অভিযোগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। বাষ্পে কণ্ঠ এক-কালে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং একটী কথাও স্পষ্ট বাহির হইল না। সিট্‌এল হসন্ তনয়ের রোদনে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! তুমি কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে বল।" বিদ্যালয়ের বালক-গণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, এবং শিক্ষক যে কথা গুলি বলিয়াছেন, আজীব সেই সমস্ত মাতার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া বলিল "মা! তোমায় বলিতে হইবে, আমার বাবা কে?" তিনি বলিলেন "কেন,—তোমার পিতা কায়রো নগরের উজীর।" আজীব বলিল "না,—তুমি মিথ্যা বলিও না—তিনি আমার পিতা নন, তিনি তোমার পিতা, বল আমার পিতা কে? তুমি যদি সত্য না বল, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই তীক্ষ্ণ কিরিচের দ্বারা আত্মহত্যা করিব।" পুত্রের দারুণ বাক্য শুনিয়া উজীরতনয়ার হৃদয়

উঠিল,—একে একে সমস্তই মনে হইতে লাগিল। খুল্লতাত-দ্দীনের সদ্‌গুণগুলি এবং আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া কাতর বিতাটী পাঠ করিলেন ঃ—

"জ্বালিয়া প্রণয়-বহ্নি হৃদয়ে আমার
হা ! হা ! কত দূরে তারা করিল প্রয়াণ,
বহু—বহু দূরে বাস হইল তাহার,
কত কত ক্রোশ হায় হল ব্যবধান !
ভাসায়ে অপার এই দুখের পাথারে
তেয়াগিয়া যবে হায় করিল গমন,
কে জানে কেমন হল হৃদয় আমার
জ্ঞান বুদ্ধি একেবারে হরিল তখন।
শান্তি, নিদ্রা, সুখ হায় সেই দিন হতে
করিয়াছে পরিত্যাগ চিরদিন তরে—"

বাষ্পে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সিট্‌এল্ হসন্ অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আজীবও তাঁহার সহিত কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ উজীর শেমস্‌এদ্দীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দুহিতা ও দৌহিত্র উভয়েই রোদন করিতেছে, তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বলিলেন "তোমরা রোদন করিতেছ কেন ?" সিট্‌এল্ হসন্ কথঞ্চিৎ রোদন সম্বরণ করিয়া, তাঁহার পুত্রের সহিত বিদ্যালয়ের বালকগণ যে যে রূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। উজীর শুনিলেন। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ হইতে কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলি তাঁহার হৃদয়-মধ্যে উদিত হইল। তাঁহারও নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু বাষ্প-বারি নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাভিমুখে এল্‌বস্রা পর্য্যন্ত যাইবার জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। এবং পথিমধ্যে যদি
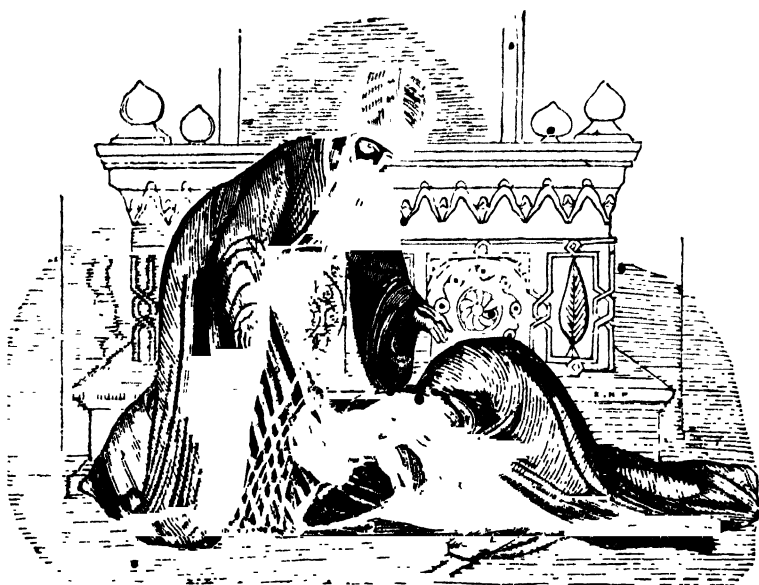
তাঁহার দেখা পান, তাহা হইলে যাহাতে তাঁহাকে অবাধে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারেন, সেই জন্য স্থানে স্থানে শাসনকর্ত্তাদিগের উপর এক এক খানি পত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া সুলতানের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ এল্ বস্রার পথে যতগুলি নগর আছে সকল গুলির শাসনকর্ত্তাকেই এক এক খানি পত্র লিখিয়া, উজীরের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি জগদীশ্বরের নিকট সুলতানের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উজীর গৃহে আসিয়া আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না, তৎক্ষণাৎ পরিচারকদিগকে যানবাহনাদি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের আয়োজন করিতে বলিলেন। তাহারা আজ্ঞামাত্রে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিল। তিনি কন্যা এবং দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয়া এল্ বস্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিন দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঁহারা দামাস্কাস্ নগরে উপস্থিত হইলেন।— নগরের অপূর্ব্ব শোভা সকলকেই মোহিত করিল। সু-প্রসিদ্ধ কবিদিগের

বর্ণিত মনোহর তরু-শ্রেণী, বিমল স্রোতস্বতী উজীরের মন হরণ করিল। তিনি ময়দান এল্ হাস্‌বা নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া অনুচরবর্গকে বলিলেন "আমি এই স্থানে দুই দিন বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।" পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তথায় তাম্বু খাটাইয়া বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া দিল।

অনুচরগণ কেহ বা অভিলষিত দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য, কেহ বা প্রসিদ্ধ 'বেণী-উমেইয়ে' নামক মসজিদ দেখিতে, কেহ বা সাধারণ স্নানাগারে স্নান করিবার জন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। আজীবও নূতন স্থানের নূতন শোভা দেখিবার জন্য নিজ খোজা দাসের সঙ্গে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। আজীব আগে আগে চলিল, খোজা এক গাছি বৃহৎ চাবুক হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। উজীর-দৌহিত্রের অনুপম রূপলাবণ্য এবং সুমধুর উত্তর পবনের* অপেক্ষাও মৃদুতর—তৃষ্ণাতুরের নির্ম্মল জলের ন্যায় মনোহর—রোগীর আরোগ্য লাভের ন্যায় আনন্দজনক ভাবভঙ্গী দেখিয়া পথিকগণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল। নাগরিকগণ দলে দলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা আজীবকে দেখিবার জন্য পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এইরূপে আজীব নগর-শোভা দেখিতে দেখিতে দৈব-বশে নিজ পিতার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বদরএদ্দীন একাকী বসিয়াছিলেন, বালকটীকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় স্নেহে আকুল হইয়া উঠিল। স্বাভাবিক আকর্ষণ,—বালকটী কে, কোথায় থাকে, কিছুই জানেন না কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার জন্য তাঁহার মন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আজীবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনি আমার হৃদয় ও আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন। আপনাকে দেখিয়া আমার মন কেমন স্নেহে অভি-ভূত হইতেছে। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দোকানে পদার্পণ করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করেন তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।" স্নেহে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু-জল নিপতিত হইল। আজীব

* আমাদের দেশে দক্ষিণবায়ু যেমন মনোহর আরব দেশে উত্তরবায়ু তদ্রূপ।

তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল—স্বাভাবিক বন্ধন আপনিই তাহার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। বালক খোজা দাসকে বলিল "দেখ, এই পিষ্টক-বিক্রেতাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছে—স্বভাবতই হৃদয় কেমন আকৃষ্ট হইতেছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন এ লোকটীও আমাদের ন্যায় কোন প্রিয় ব্যক্তিকে হারাইয়াছে। আহা! এস আমরা উহার অভিলাষ পূরণ করি, জগদীশ্বরও আমাদের কামনা পূর্ণ করিবেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া হয় ত এইরূপেই পিতার সহিত আমাদিগকে মিলাইয়া দিবেন।" খোজা বলিল "প্রভু! আল্লার দোহাই তাহা আমাদের উচিত নহে। আমরা উজীরের পরিবার—একটা দোকানে বসিয়া আহার করা কি আমাদিগের উচিত?—আপনি যদি নিতান্ত ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অগ্রে লোক সকলকে তাড়াইয়া দি, তৎপরে প্রবেশ করিবেন। নতুবা লোকে দেখিলে বলিবে কি?" খোজার বাক্য শ্রবণ করিয়া বদরএদ্দীন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আজীবের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আপনা আপনি বলিলেন "আহা! বালকটীকে দেখিয়া আমার মন কেন আপনা আপনি এরূপ স্নেহে অভিভূত হইল?" খোজা বলিল "না, আর এ সকল কথা শুনিয়া কাজ নাই; চলুন।" বদরএদ্দীন খোজার দিকে চাহিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনারা আমার দোকানে প্রবেশ করিলে যদি আমি সুখী হই—চরিতার্থ হই, আপনি তাহাতে প্রতিবাদী হইতেছেন কেন? আপনি মহাশয় ব্যক্তি—আপনার শরীর কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু অন্তঃকরণ কখনই কৃষ্ণবর্ণ নয়,—আমি দেখিতেছি আপনার চরিত্র অতি উদার। এই জন্যই লোকে সুখ্যাতি করিয়া বলে—।" তাঁহার মুখে নিজ প্রশংসা শুনিয়া খোজা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বল, কি বলিতে চাও শীঘ্র বল, আমরা বিলম্ব করিতে পারি না।" বদরএদ্দীন বলিলেন:—

"না হতেন যদি তিনি জ্ঞান-গরীয়ান—
অতুল সে প্রভু-ভক্তি না হত তাঁহার,

কেন তবে রাজপুরে এত তাঁর মান?
অন্তঃপুরে শান্তি-রক্ষা কেন তাঁর ভার?
প্রবল প্রতাপ-শালী ধীর বিবেচক
রাজ-অন্তঃপুরে তাই প্রধান রক্ষক।
দেখিতে তাঁহার সেই মূরতি মোহন
স্বর্গীয় দূতেও করে শিথিল চরণ।"

খোজা তাঁহার কবিতা কয়টী শ্রবণ করিয়া প্রীত হইল এবং আজীবের হস্ত ধারণ করিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। বদরএদ্দীন সে দিন বাদাম ও শর্করা মিশ্রিত দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তিনি সেই সুস্বাদু মোরোব্বা হাতায় করিয়া এক খানি সানকে তুলিলেন এবং পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আজীব ও খোজা দাস আহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি বলিলেন "তোমরা অদ্য আমাকে চরিতার্থ করিলে।" আজীব বদরএদ্দীনকে বলিল "আইস, আমাদের সঙ্গে তুমিও আহার কর,—জগদীশ্বর আমাদিগকে অভিলষিত ব্যক্তির সহিত অবশ্য মিলিত করিবেন।" বদরএদ্দীন বলিলেন "বৎস! তুমি কি এই নবীন বয়সেই কোন প্রিয়-ব্যক্তির বিচ্ছেদ-যাতনা ভোগ করিতেছ?" আজীব বলিল "হাঁ চাচা! কোন প্রিয় আত্মীয়ের বিরহে আমার হৃদয় ব্যাকুল রহিয়াছে;—যিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি আমার পিতা। আমার মাতামহ এবং আমি তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জানি না খুঁজিয়া পাইব কি না।" আজীব এই বলিয়াই অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদনে বদরএদ্দীনের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি মনে মনে আপনার সহিত আজীবের অবস্থার তুলনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব বিবরণ সমস্তই মনে পড়িল, তাঁহারও নয়নদ্বয় দিয়া অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ভোজন সমাপিত হইলে আজীব ও খোজা প্রস্থান করিল। বদরএদ্দীন তাহাদের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন,—তাঁহার হৃদয় যেন তাঁহাকে

ত্যাগ করিয়া বালকেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল; চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত-মাত্র অদর্শনও তখন তাঁহার অসহ্য, সুতরাং তিনি দোকান বন্ধ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নগরের তোরণের নিকটে আসিয়া খোজা একবার পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল পিষ্টক-বিক্রেতা তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। বিরক্ত হইয়া বলিল "তুমি কি চাও?—আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ কেন?" বদরএদ্দীন বলিলেন "তোমরা চলিয়া আসিলে বোধ হইল যেন আমার প্রাণও দেহ ত্যাগ করিয়া তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল—তোমাদের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম,—বিশেষতঃ এই উপনগরে একটী বিশেষ প্রয়োজনও আছে, তাই মনে করিলাম উপনগর পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে গিয়া প্রয়োজনটী সারিয়া আসি।" খোজা তাঁহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া আজীবকে বলিল "আমি তখনই বলিয়াছিলাম—আপনি শুনিলেন না; দোকানে বসিয়া আহার করার জন্য না জানি আজি কি বিষম বিপত্তি ঘটে। ঐ দেখুন পিষ্টক-ব্যবসায়ী এখনও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। নিশ্চয়ই আজি সে আমাদিগকে অবমানিত করিবে।" আজীব একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল। বদর-এদ্দীনকে দেখিয়াই ক্রোধে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। খোজাকে বলিল "ভাল, থাক, যতক্ষণ ও সাধারণ পথ দিয়া যাইতেছে ততক্ষণ কিছুই বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু যখন আমরা রাজপথ ত্যাগ করিয়া তাম্বু-অভিমুখে ফিরিব, তখনও যদি ও আমাদের অনুসরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার উচিত প্রতিফল দিব।" আজীব এই কথা বলিয়াই ভূমি-ন্যস্ত-দৃষ্টি হইয়া দ্রুতপদে চলিল। শূন্যহৃদয় বদরএদ্দীনও যন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায় তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আজীব এইরূপে কতকদূর আসিয়া পুনরায় একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। তখনও বদরএদ্দীন তাহাদের অনু-সরণ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই উজীর-দৌহিত্র একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে একখণ্ড প্রস্তর লইয়া সবলে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। প্রস্তরখণ্ড বেগে বদরএদ্দীনের কপালে আসিয়া লাগিল। তিনি সেই দারুণ আঘাতে সেইখানেই মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন। রক্ত-ধারায় তাঁহার বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আজীব দাসের সঙ্গে নিজ তাম্বুতে চলিয়া গেল।

ক্ষণকালের মধ্যেই বদরএদ্দীনের চেতনা পুনরাবৃত্ত হইল। তিনি উঠিয়া প্রবাহিত রক্ত-ধারা মুছিয়া ফেলিলেন এবং পাক্‌ড়ির এক প্রান্ত হইতে কিঞ্চিৎ বস্ত্র ছিঁড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা ক্ষত-মুখ বান্ধিয়া দিলেন। শীঘ্রই রক্ত-প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। "হায় কেন আমি বালকটীর সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম, কেন তাঁহাকে বিরক্ত করিলাম। আমি যদি দোকান বন্ধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আসিতাম, তাহা হইলে তিনি আমাকে কখনই প্রতারক মনে করিতে পারিতেন না।" বদরএদ্দীন এইরূপ আত্ম-নিন্দা করিতে করিতে নিজ দোকানে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে কি ছিলেন এখন কি হইয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহার কত মান্য ছিল, এখন আবার তাঁহার কি অবস্থা, তিনি এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্নেহময়ী জননীকে মনে পড়িল,—তাঁহার হৃদয় একান্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল।

উজীর শেমস্‌এদ্দীন দামাস্কাস নগরে তিন দিবস অবস্থিতি করিয়া হেমস্‌ নগরে গমন করিলেন এবং সেখানেও কএক দিবস অপেক্ষা করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। এইরূপে তিনি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে মারিদীন, এল্‌ মসিল, ডায়ার বেকার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নগরী সমূহ অতিক্রম করিয়া এল্‌ বস্রায় উপস্থিত হইলেন। উজীর তথায় বাসস্থান নিরূপণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বস্রাধিপতি তাঁহার যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শেমস্‌এদ্দীন সুলতানের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন "উজীর আলী নূরএদ্দীন আমার কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন।" সুলতান বলিলেন "দয়াবান্‌ জগদীশ্বর তাঁহার আত্মাকে সুখী করুন —সাহেব!* তিনি আমার উজীর ছিলেন, আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতাম। তিনি প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার একটী পুত্র ছিল সেটীও বহুদিন হইতে নিরুদ্দেশ, আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোন সমাচারই পাই নাই। যাহা হউক তাঁহার স্ত্রী,—আমার পুরাতন উজীরের কন্যা, আমাদেরই সহিত আছেন।"

* সাহেব—মহাশয়, প্রায় উজীরদিগকেই সাহেব বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

ভ্রাতুষ্পুত্রের জননী জীবিতা আছেন শুনিয়া শেমস্এদ্দীনের হতাশ হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইল। বলিলেন "আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" সুলতান তাঁহাকে মৃত নূরএদ্দীনের বাটীতে গিয়া ভ্রাতৃজায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সহোদর নূরএদ্দীনের বাটীতে গমন করিলেন।

শেমস্এদ্দীন ভ্রাতার প্রাসাদের দ্বারদেশে একটী চুম্বন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই একটী প্রাঙ্গণভূমি; প্রাঙ্গণ পার হইয়াই একটী দ্বার। দ্বারের উপরে সুদৃঢ় প্রস্তরের খিলানের স্থানে স্থানে নানা বর্ণের প্রস্তর সকল অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। উজীর সেই দ্বারের মধ্য দিয়া চলিলেন। চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন হঠাৎ একটী ভিত্তি মধ্যে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত নূরএদ্দীনের নাম তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। শেমস্এদ্দীন ভিত্তির নিকটে গিয়া নামটী চুম্বন করিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। উজীর ক্ষণকাল সেই খানে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। হৃদয় কতক স্থির হইলে ভ্রাতৃজায়ার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বদরএদ্দীন নিরুদ্দেশ হইলে, তাঁহার জননীর এক দুঃখের উপর আর এক দুঃখ উপস্থিত হইল। নব-বৈধব্য-যন্ত্রণার উপর আবার পুত্র-বিচ্ছেদ, দিবানিশি কেবল রোদনেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, ক্রমে বহু দিন কাটিয়া গেল, তথাপি হসন-জননী পুত্রের কোন উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া নিজ গৃহ মধ্যে হসন বদরএদ্দীনের নামে একটী গোর প্রস্তুত করাইলেন এবং দিবা নিশি সেই গোরের নিকটে রোদন করিয়া কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শেমস্এদ্দীন যখন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন হসন-জননী গোরের নিকট বসিয়া পুত্রের উদ্দেশে রোদন করিতেছিলেন। উজীর শেমস্এদ্দীন ভ্রাতৃজায়াকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন এবং যেরূপে বদরএদ্দীনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে—যে রূপে তিনি সিট্ এল্ হসনের সহিত এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতেই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন সেই সমস্ত আদ্যোপান্ত

বর্ণন করিলেন। সিট্ এল্ গর্ভে বদরএদ্দীনের যে একটী সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেটীকে যে এই সঙ্গেই লইয়া আসিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। হসন-জননী সমস্ত শ্রবণ করিলেন। 'হয় ত হসন বদরএদ্দীন জীবিত আছেন'—শুষ্ক আশালতা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি উজীরের পদতলে নিপতিত হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগল চুম্বন করিয়া এই কবিতা দুইটী পাঠ করিলেন :—

'আনি দিল যেই প্রিয় সমাচার
শিরোপা তাহায় করিতে দান
হেন ধন হায় কি আছে আমার,
রাখিব যাহায় তাহার মান।
হৃদয় কাটিয়ে করি কুচি কুচি
যদি লইবারে সে জন চায়
লউক তাহার যথা অভিরুচি
ক্ষতি নাই কিছু আমার তায়।

অনন্তর উজীর আজীবকে তথায় আনিতে বলিলেন। আজীব তথায় উপস্থিত হইলে তাহার পিতামহী তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শেমস্এদ্দীন বলিলেন "শুভে, এ রোদনের সময় নহে। আমাদের সঙ্গে মিসর দেশে যাত্রা করিবার নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ কর। জগদীশ্বর করেন ত অবশ্যই আমরা কোন না কোন সময়ে তোমার পুত্রের—আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের—দর্শন পাইব, তিনি অবশ্যই আমাদিগকে তাঁহার সহিত মিলিত করিয়া দিবেন।" উজীর এই কথা বলিয়াই ভ্রাতৃ-জায়ার সমস্ত ধনসম্পত্তি ও ক্রীতদাসীদিগকে একত্রিত করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মিসর-রাজধানী কায়রো নগরে যাত্রা করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া পুনরায় একবার এল্ বস্রার-সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সুলতান মিসরাধিপতির জন্য কতক গুলি বহুমূল্য উপায়ন প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।
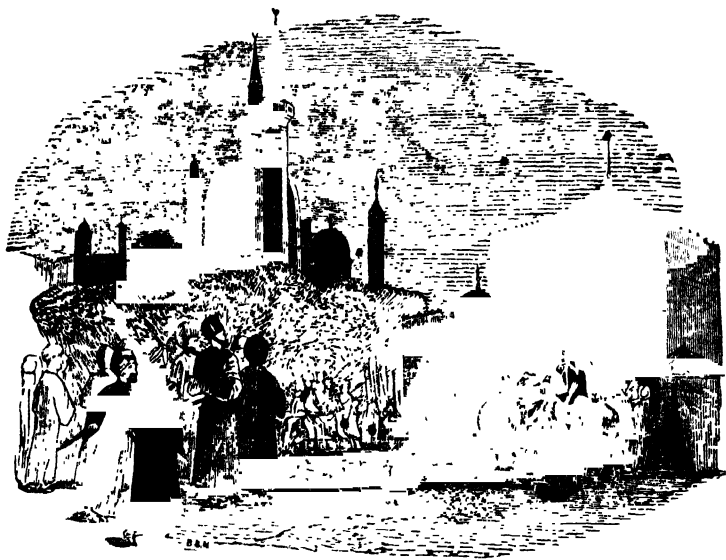
উজীর শেমস্এদ্দীন এল্ বস্রায় আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করিলেন না, ভাদ্রবধূকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কায়রো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সকলে দামাস্কাস্ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উজীর পরিচারকদিগকে তাম্বু খাটাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন, "সুলতানের নিমিত্ত কতক গুলি বহু-মূল্য উপায়ন সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য আমাদিগকে এখানে এক সপ্তাহ কাল থাকিতে হইবে।"

দামাস্কাস নগরের বাহিরে একটী বৃহৎ প্রান্তরের উপর বস্ত্রাবাস সকল খাটাইয়া দেওয়া হইল। আজীব এই অবকাশে নিজ খোজা দাসকে বলিল "ওহে, চল দেখি আমরা ক্ষণকাল বেড়াইয়া আসি, দেখিয়া আসি, যে পিষ্টক-বিক্রেতার মোরোব্বা আহার করিয়া, ভদ্রতা করা দূরে থাকুক, প্রস্তরা-ঘাতে মস্তক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম সে কি করিতেছে? তাহার দোকান আছে কি না।" খোজা বলিল "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" আজীব দাসকে সঙ্গে লইয়া তাম্বু হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রক্তের টান—যদিও বালক

জানেনা, পিষ্টক-বিক্রেতা কে? তাহাকে দেখিবার জন্য কেনইবা তাহার এত ঔৎসুক্য হইতেছে? তথাপি নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বদর-এদ্দীনের দোকানে গেল।

বেলা প্রায় অপরাহ্ন; বৈকালিক নমাজের সময় উপস্থিত। আজীব পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল বদরএদ্দীন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আজীব তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাঁহার কপালে সেই প্রস্তরাঘাতের চিহ্নটী দেখিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। নিকটে আসিয়া বলিল "তোমার মঙ্গল হউক!" বদরএদ্দীন চাহিয়া দেখিলেন। বালককে দেখিয়া একেবারে স্নেহ রসে আর্দ্র হইয়া গেলেন। হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। আনন্দে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল, তিনি ভূমির দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল এইরূপেই অতিবাহিত হইয়া গেল। বদরএদ্দীন আজীবের দিকে চাহিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন:—

"দেখিতে বাসনা সদা, ভালবাসি যারে—
কিন্তু যবে পাইলাম তার দরশন,
চেতনা তখন যেন ত্যজিল আমারে
ক্ষমতা-বিহীন হোলো রসনা নয়ন।
করিলাম নত শির করিতে সম্মান,
করিয়া উঠিল যেন কেমন পরাণ।
হৃদয়ের ভাব—ইচ্ছা করিতে গোপন
কিন্তু সে যে কোনমতে গোপনের নয়।
করিলাম মনে কত মিনতি বচন,
কিন্তু সব ভুলে গেল বিহ্বল হৃদয়।"

কবিতা একটী সমাপ্ত হইলে আজীব এবং তাহার সহচর খোজা দাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এস, তোমরা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আহার করিয়া আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত কর। জগদীশ্বরের দোহাই তোমাকে দেখিলেই আমার হৃদয়

কেমন স্নেহে আকুল হইয়া উঠে, সে দিন তোমায় বিদায় দিয়া যদি আমার ব্যাকুল হৃদয় একেবারে বিবেচনাশক্তি-হীন হইয়া না যাইত, তাহা হইলে কখনই আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম না।" আজীব বলিল "যথার্থ, তুমি আমাদের ভাল বাস বটে; কিন্তু সে দিন তোমার সহিত আহার করিয়াছিলাম, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলে—হয়ত অপমানিতও করিতে। যাহা হউক আমরা আর তোমার সহিত আহার করিব না। তবে তুমি যদি শপথ কর যে, আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না, তাহা হইলে তোমার সহিত আহার করিতে পারি। আর যদি আজিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাও তাহা হইলে আমি আর তোমার দোকানে আসিব না,—আমার মাতামহ সুলতানের জন্য কতকগুলি উপায়ন দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত এখানে এক সপ্তাহ থাকিবেন। এই সাত দিনের মধ্যে আমি আর এক দিনও আসিব না।" বদরএদ্দীন বলিলেন "ভাল, আমি শপথ করিতেছি তোমার যাহা ইচ্ছা আমি তাহাই করিব।" আজীব তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া খোজার সহিত দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘটনা ক্রমে বদরএদ্দীন সে দিনও দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন,—তিনি সেই মোরোব্বায় একখানি পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আজীব বলিল "এস, তুমিও আমাদের সঙ্গে আহার কর—জগদীশ্বর আমাদের শোক দুঃখ দূর করিবেন।" বদরএদ্দীন তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু আহার করিবেন কি, তাঁহার দৃষ্টি আজীবের বদনের উপর দৃঢ়-নিবদ্ধ। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আজীব তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল "তুমি কি ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গেলে?—এই যে কতক্ষণ হইল আমি তোমায় বলিলাম—'তুমি অতি অসভ্য'। তুমি আমার দিকে ওরূপ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ কেন?" বদরএদ্দীন অপ্রতিভ হইয়া নয়ন ফিরাইলেন। এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতে লাগিলেন।

আহার সমাপ্ত হইল। বদরএদ্দীন আজীব ও খোজার হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন, তাহারা হস্ত প্রক্ষালন করিল। তিনি জামার জেব হইতে একখানি রেশমী রুমাল বাহির করিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপরে

কিঞ্চিৎ গোলাপ জল ছিটাইয়া দিয়া দোকানের বাহিরে চলিয়া গেলেন। আজীব ও খোজা বসিয়া রহিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই বদরএদ্দীন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার দুই হস্তে দুইটী পাত্র। পাত্রে গোলাপজল ও মৃগনাভি মিশ্রিত স্বাদু সরবৎ। হসন্ পেয়-পূর্ণ পাত্রদ্বয় তাহাদের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "যদি কৃপা করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তবে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন।" তাহারা সরবৎ পান করিয়া বদরএদ্দীনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

আজীব তাম্বুতে ফিরিয়া আসিয়াই পিতামহীর নিকট গেল। হসন্ বদর এদ্দীনের জননী সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" বালক বলিল "আমি নগরের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।" হসন্-জননী আজীবকে এক রেকাব দাড়িম্বের মোরোব্বা আনিয়া দিলেন এবং খোজা দাসকে বলিলেন "তোমার প্রভুর সহিত একত্রে আহার কর।" উভয়েই বদরএদ্দীনের দোকানে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া আসিয়াছিল, —উদরে আর তিলার্দ্ধ মাত্রও স্থান ছিল না। কিন্তু কি করে, বলিলে পাছে তিরস্কৃত হইতে হয় সেই ভয়ে খোজা আজীবের সহিত উপবিষ্ট হইল। আজীব বদরএদ্দীনের দোকানে যেরূপ সু-তার মোরোব্বা আহার করিয়াছিল, এ মোরোব্বা সেরূপ সুস্বাদু হয় নাই। সুতরাং সে রুটীর সহিত একগ্রাস মাত্র মোরোব্বা ভোজন করিয়াই বলিল "ছি, ভাল হয় নাই—আমি এরূপ মোরোব্বা আহার করিব না"। হসন্-জননী বলিলেন "মোরোব্বা কি ভাল হয় নাই?—উহা আমি নিজে প্রস্তুত করিয়াছি। আমি ও তোমার পিতা হসন্ বদরএদ্দীন ব্যতীত আর কেহই দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিতে জানে না।" আজীব বলিল "আমি এইমাত্র নগরের মধ্যে দেখিয়া আসিলাম, একজন পিষ্টক-বিক্রেতা অতি চমৎকার দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। আহা, সে মোরোব্বার গন্ধে ভুক্ত ব্যক্তিরও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়। তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে তোমার মোরোব্বা অতি অপকৃষ্ট হইয়াছে।"

আজীবের পিতামহী তাহার এই কথা শুনিয়াই একেবারে ক্রোধে অধীর হইলেন। খোজার দিকে চাহিয়া বলিলেন "পাপাত্মা নরাধম! কি! তুই আমার পৌত্রকে একটা সামান্য পিষ্টক-বিক্রেতার দেকানে আহার করাইয়া

আনিয়াছিস্ !" খোজা ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল "না, ঠাকুরাণি—আমরা তাহার দোকানে প্রবেশ করি নাই, কেবল সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম মাত্র।" আজীব বলিল "না—প্রবেশ কি ? তাহার দোকানে আহার পর্য্যন্ত করিয়াছি—যাহা আহার করিয়াছি তাহা তোমার এ মোরোব্বার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।" তিনি আজীবকে আর কিছুই বলিলেন না, উজীর শেম্‌স্‌এদ্দীনের নিকটে গিয়া সমস্ত বলিয়া দিলেন। উজীর শুনিয়াই একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ খোজা পরিচারককে সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলেন। দাসগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার সম্মুখে আনিল। তিনি বলিলেন "কেন তুই আমার দৌহিত্রকে পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে লইয়া গিয়াছিলি ?" খোজা বলিল "আজ্ঞা, না মহাশয়, আমরা তাহার দোকানে প্রবেশ করি নাই।" আজীব বলিল "সে কি, আমরা তাহার দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম বৈ কি। আমরা তাহার দোকানে আহার করিলাম—সে আমাদিকে বরফ-মিশ্রিত চিনির সরবৎ আনিয়া দিল—পান করিলাম।" শেম্‌স্‌এদ্দীনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; তিনি খোজাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। খোজা পুনরায় অস্বীকার করিল। তিনি বলিলেন "ভাল, তুই যদি আহার না করিয়া থাকিস্ ত আমার সম্মুখে আহার কর্ আমি দেখিতে চাই।" খোজা আহার করিতে বসিল। সে আহার করিবে কি, তাহার উদর পূর্ণ। প্রথম গ্রাস তুলিয়াই বলিল "প্রভু, গত কল্য হইতেই আমার উদর যেন পরিপূর্ণ রহিয়াছে, একবারের জন্যও ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই।" উজীর বুঝিলেন দাস পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আহার করিয়া আসিয়াছে—ক্রীতদাসীদিগকে বলিলেন "তোমরা ইহাকে ভূমির উপরে ফেলিয়া দাও।" দাসীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভূতলে শোয়াইয়া দিল। উজীর তাহাকে গুরুতর রূপে প্রহার করিতে লাগিলেন। সে প্রহারের যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তিনি পুনরায় বলিলেন "পাপিষ্ঠ! এখনও সত্য কথা বল্।" খোজা বলিল "প্রভু ক্ষমা করুন; আর প্রহার করিবেন না, আমি বলিতেছি—যথার্থই আমরা পিষ্টক-বিক্রেতার দোকানে আহার করিয়া আসিয়াছি। আমরা যখন তাহার দোকানে প্রবেশ করিলাম তখন পিষ্টক-বিক্রেতা দাড়িমের মোরোব্বা

প্রস্তুত করিতেছিল—সে আমাদিগকে সেই মোরোব্বার কিঞ্চিৎ হাতায় করিয়া তুলিয়া দিল।—আল্লার দোহাই সেরূপ সুস্বাদু মোরোব্বা আমি আর কখন আহার করি নাই। তাহার তুলনায় এ মোরোব্বা অতি অপকৃষ্ট হইয়াছে।”

খোজার মুখে নিজ মোরোব্বার নিন্দা শুনিয়া হসন্-জননী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন “ভাল, সেই পিষ্টক-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এক পাত্র মোরোব্বা কিনিয়া আনিয়া দে। তোর প্রভু পরীক্ষা করিয়া দেখুন কাহার মোরোব্বা উত্তম ও অধিক স্বাদু। যদি সে মোরোব্বা ইহা অপেক্ষা সু-তার না হয়, তাহা হইলে তুই উপযুক্ত সাজা পাইবি।” খোজা বলিল “ভাল, বেস্ কথা, আমি এখনই আনিতেছি।” হসন্-জননী একটী অর্দ্ধ-মোহর ও একখানি সানক আনিয়া দিলেন, খোজা দাস তৎক্ষণাৎ বদর-এদ্দীনের দোকানে গিয়া বলিল “ওহে, এই অর্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের দাড়িম্বের মোরোব্বা উত্তম রূপে প্রস্তুত করিয়া দাও। দেখিও যেন মন্দ না হয়। আজি আমার প্রভু-পরিবারের মধ্যেও দাড়িমের মোরোব্বা প্রস্তুত হইয়াছে। সেই মোরোব্বা তোমার প্রস্তুত মোরোব্বার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলাতে অত্যন্ত গোল বাধিয়া গিয়াছে। আমি সেই জন্যই প্রভুর নিকট অত্যন্ত প্রহার খাইয়াছি। দেখিও সাবধান, যেন মন্দ না হয়—প্রভু আমার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তোমার মোরোব্বা দেখিতে চাহিয়াছেন।” বদর এদ্দীন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “ভাল, যাহা প্রস্তুত আছে তাহাই তুমি লইয়া যাও তোমার ভয় নাই, আমার ন্যায় মোরোব্বা প্রস্তুত করিতে কেহই জানে না—কেবল এক আমার জননী জানেন, তিনি এখান হইতে বহু দূরে আছেন।” তিনি এই কথা বলিয়াই খোজার হস্তস্থিত সানক খানিতে মোরোব্বা তুলিলেন এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ গোলাপ জল ও মৃগনাভি মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দাস পাত্রপূর্ণ মোরোব্বা লইয়া বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া আসিল। হসন্-জননী পরীক্ষার জন্য বদরএদ্দীনের প্রস্তুত মোরোব্বার কিঞ্চিৎ মাত্র মুখে দিলেন। সু-তার মোরোব্বার আস্বাদেই বুঝিলেন তাহার প্রস্তুতকর্ত্তা কে,—তিনি অমনি একটী অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। উজীর এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। পরিচারিকাগণ তৎক্ষণাৎ হসন্-জননীর সর্ব্ব-শরীরে সুশীতল গোলাপ জল

সেচন করিয়া যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন "যদি আমার পুত্র অদ্যাপি জীবিত থাকে তবে নিশ্চয় সে-ই এই মোরোব্বার প্রস্তুতকর্ত্তা।—এই মোরোব্বা-পাচক নিশ্চয়ই আমার পুত্র হসন্ বদরএদ্দীন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এরূপ আর কেহই প্রস্তুত করিতে জানে না। কেবল আমি জানি ও বদরএদ্দীনকে শিখাইয়াছিলাম, সেই জানে।" উজীর শুনিলেন, তাঁহার হৃদয় আনন্দে নিমগ্ন হইল। বলিলেন "আহা, ভ্রাতুষ্পুত্র বদরএদ্দীনকে দেখিবার জন্য আমি কত ব্যগ্র হইয়া আছি!—আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, পুনরায় তাঁহাকে পাইব?—সকলই সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের হাত—তাঁহারই ইচ্ছা।" তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পরিচারকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমাদের মধ্যে বিংশতি জন এখনই সেই পিষ্টক-বিক্রেতার নিকটে যাও এবং তাহার দোকান ভাঙ্গিয়া ও সমস্ত দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিয়া তাহাকে তাহারই পাকড়ীর কাপড়ে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া লইয়া-আইস।—তোমরা কটু কাটব্য বলিয়া গালি মন্দ দিয়া বান্ধিয়া আনিবে বটে, কিন্তু দেখিও যেন তাহার শরীরে কোন রূপে আঘাত না লাগে।" অনুচরবর্গ প্রভুর আজ্ঞা সম্পাদনার্থ প্রস্থান্ করিল। উজীর অমনি নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তার নিকটে গেলেন এবং মিসরাধিপতির পত্র খানি দেখাইলেন। রাজপ্রতিনিধি পত্র খানি পাঠ করিয়াই তাহা চুম্বন করিলেন এবং মস্তকে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আপনার নিকট অপরাধী? কাহাকে আপনার প্রয়োজন?" তিনি বলিলেন "সে এক জন পিষ্টক-বিক্রেতা।" রাজপ্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ পরিচারকদিগকে অপরাধীর গ্রেপ্তারের জন্য পিষ্টক-ব্যবসায়ীর দোকানে পাঠাইয়া দিলেন। রাজপুরুষগণ বদরএদ্দীনের দোকানে আসিয়া দেখিল আর তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। উজীরের ভৃত্যগণ পূর্ব্বেই গৃহাদি সমস্ত ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া তাহার অধিকারীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

উজীরের পরিচারকগণ বদরএদ্দীনকে ধরিয়া আনিয়া বস্ত্রাবাসে প্রভুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। বদরএদ্দীন ভাবিয়া অস্থির—"একি এ?—আমার কি দোষ?—কেন এ বিভ্রাট ঘটিল, মোরোব্বার মধ্যে এমন কি আছে যে,

আমার এত দূর দুরবস্থা—"। তিনি এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে উজীর, দোষীকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবার অনুমতি লইয়া, বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া আসিলেন। পরিচারকগণ বদরএদ্দীনকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। বদরএদ্দীনের হস্তদ্বয় পাকড়ীর কাপড় দিয়া পশ্চাদ্দিকে দৃঢ়-বদ্ধ, তিনি অপমানে, দুঃখে, ভয়ে জড়ীভূত। অপমানে নয়নদ্বয় দিয়া বারিধারা অবিরলধারে প্রবাহিত হইতেছে। উজীর একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রোরুদ্যমান বদরএদ্দীন গদগদ স্বরে বলিলেন "প্রভু! আমার কি অপরাধ? আমি কোন্ দোষে দোষী। কি কারণে আমায় সাজা দিতেছেন?" উজীর বলিলেন "তুই-ই কি মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিস্?" বদরএদ্দীন বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। মহাশয়! আমার মোরোব্বায় কি এত দোষ হইয়াছে যে তজ্জন্য এক জনের মস্তক ছেদন করিতে হয়?" উজীর কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কি! তোর মোরোব্বায় যে দোষ হইয়াছে তাহার পক্ষে প্রাণদণ্ডও অতি সামান্য দণ্ড।" বদরএদ্দীন বলিলেন "কি দোষ হইয়াছিল? মহাশয় কি আমায় তাহা বলিবেন না?" "না" উজীর এই উত্তর দিয়াই পরিচারকগণকে ডাকিয়া বলিলেন "উষ্ট্রসকল সজ্জিত কর। এখনই যাত্রা করিতে হইবে।" অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যান বাহনগুলি সজ্জিত ও বস্ত্রাবাসগুলি একত্রে সংগৃহীত হইল। তাঁহারা বদরএদ্দীনকে একটী সিন্ধুকের মধ্যে বদ্ধ করিয়া মিসরাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সমস্ত দিবস চলিয়া সন্ধ্যার সময় একটী প্রান্তরে তাম্বু খাটাইতে অনুমতি দিলেন। আহারাদি সমাপিত হইল। উজীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া আহার করাইলেন। এবং আহারান্তে তাঁহাকে পুনরায় সিন্ধুক মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

পথ-শ্রান্তের পক্ষে রাত্রি সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র—সুতরাং অতি শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়া গেল। উজীর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সেদিনও সন্ধ্যার সময় দ্বিতীয় আড্ডায় গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বদরএদ্দীনকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই-ই কি সেই দাড়িম্বের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছিলি?" বদরএদ্দীন উত্তর দিলেন

"আচ্ছা হাঁ" উজীর পরিচারকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "ইহাকে এখনই শৃঙ্খল-বদ্ধ কর। তাহারা তৎক্ষণাৎ বদরএদ্দীনের চরণযুগল শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সিন্দুকের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

এইরূপে উজীর শেম্‌স্‌এদ্দীন কায়রো নগরাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে আর্‌-রেয়জানীয়ে* নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন এবং বদরএদ্দীনকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখেই একজন সূত্রধরকে ডাকাইয়া বলিলেন "এই লোকটীর জন্যে একটী 'ক্রুশ' প্রস্তুত কর।" বদরএদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্রুশ প্রস্তুত করিয়া কি করিবেন?" উজীর বলিলেন "ক্রুশ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তোমায় গ্রথিত করিয়া বধ করিব এবং তোমার মৃতদেহের সহিত ক্রুশটী নগরের চতুর্দ্দিকে লইয়া বেড়ান হইবে।"

---

* কায়রোনগরের নিজ পার্শ্বেই এই গ্রামটী স্থাপিত পথিকলোকেরা কায়রোর মধ্যে বিশ্রাম না করিয়া প্রায় এইখানেই আড্ডা গ্রহণ করে।

বদরএদ্দীন বলিলেন "মহাশয়, আমার অপরাধ কি ?—কেন আমার এতদূর কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন ?" উজীর বলিলেন "তুমি মোরোব্বায় অল্প পরিমাণে মরিচ প্রদান করিয়াছিলে এবং সেই জন্যে মোরোব্বা অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়াছিল বলিয়া তোমার প্রাণ দণ্ড করা হইবে।" বদরএদ্দীন বলিলেন "কেবল মাত্র মোরোব্বায় মরিচ অল্প হইয়াছিল বলিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিবেন ? প্রভু, এই সামান্য দোষে আমার এতদূর গুরুতর দণ্ড দিবেন ?—এতদিন আমাকে একটা সিন্ধুকের মধ্যে বন্দিস্বরূপে বদ্ধ রাখিয়া এবং প্রত্যহ একবার মাত্র আহার দিয়াও কি সে সামান্য দোষের প্রকৃত সাজা দেওয়া হয় নাই ?—এই লঘু দোষে এরূপ গুরু দণ্ড দিয়াও কি আপনি সন্তুষ্ট হন নাই ?" উজীর বলিলেন "কি ? লঘু দোষ,—মোরোব্বায় প্রয়েজনাপেক্ষা অল্প মরিচ দেওয়া লঘু দোষ ?—এ দোষে প্রাণদণ্ডাপেক্ষা আর লঘু দণ্ড হইতে পারে না।" বদরএদ্দীনের অন্তরাত্মা শুকাইয়াগেল, প্রাণভয়ে হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চিন্তা করিতেছ ?" বদরএদ্দীন বলিলেন "আপনার ন্যায় মহৎলোকের অন্তঃকরণ যে এত ক্ষুদ্র, তাহাই ভাবিতেছি। আপনি যদি বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক হইতেন তাহা হইলে মোরোব্বায় কেবল কিঞ্চিন্মাত্র মরিচ কম হওয়ার জন্য আমার প্রতি এরূপ আচরণ করিতেন না।" উজীর বলিলেন "তোমাকে উপযুক্ত দণ্ডপ্রদান করা আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে তুমি আর সেরূপ কার্য্য করিতে না পার তাহা আমাকে করিতেই হইবে—আমি তজ্জন্য দায়ী।" বদরএদ্দীন বলিলেন "আপনি এপর্য্যন্ত যে শাস্তি দিতেছেন আমার বিবেচনায় তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে।" "যাহা হউক, তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য" উজীর এই কথা বলিয়াই সূত্রধরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বদরএদ্দীন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। উজীর বদরএদ্দীনকে বলিলেন "অদ্য তোমার জীবনের শেষ দিন, কল্য প্রাতেই তোমাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া বিনাশ করা যাইবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি তাঁহাকে সিন্ধুকের মধ্যে বদ্ধ করিলেন। বদরএদ্দীন সমস্ত দিবসের দারুণ চিন্তায় ও উদ্বেগে একে-

বারে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। উজীর শেম্‌স্‌এদ্দীন্‌ ইত্যবসরে দাসদিগকে সিন্ধুকটী তাঁহার নিজ প্রাসাদে লইয়া যাইতে বলিলেন। এবং আপনিও অশ্বারোহণে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

উজীর নিজ আবাসে আসিয়া কন্যা সিট্‌ এল্‌ হসনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎসে! পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও—তিনি তোমার খুল্লতাত-পুত্রকে আমাদের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন। উঠ এখনই এই প্রাসাদটী বিবাহ-রাত্রে যেরূপ অবস্থায় সাজান ছিল সেইরূপে সাজাইয়া ফেল।" সিট্‌ এল্‌ হসন তৎক্ষণাৎ নিজ পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া পিতার আজ্ঞানুরূপ সমস্ত সাজাইতে বলিলেন। পরিচারিকাগণ আলোক জ্বালিয়া বিবাহ-রাত্রের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া আনিল। উজীর স্বহস্ত-লিখিত সেই তালিকাখানি ও বিবরণ-পত্রগুলি বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন এবং তন্মধ্যস্থ বর্ণনানুসারে দ্রব্যগুলি বিবাহ রাত্রে যেখানে যে যে রূপে ছিল সেই সেই রূপে স্থাপন করিতে বলিলেন। দাসীগণ যথানুমতি দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দিল। উজীরপ্রাসাদ পুনরায় সেই বিবাহ-রজনীর ন্যায় অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল। বদরএদ্দীন নিজ পাক্‌ড়ীটী যেখানে রাখিয়াছিলেন শেম্‌স্‌এদ্দীনও দাসীদিগকে সেটী ঠিক সেই স্থানেই রাখিতে বলিলেন। এবং সেইরূপ অপরাপর বস্ত্রগুলি স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ তোড়াটীর সহিত শয্যার নিম্নে রাখিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুরূপ সমস্ত স্থাপিত হইলে উজীর নিজ কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, তুমি বিবাহের রাত্রে যেরূপ বেশভূষা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ বেশভূষা করিয়া আজিও বাসর-গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাক। যখন তোমার খুল্লতাত-পুত্র বদরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন তাহাকে বলিও 'তুমি এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলে?—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি বাহিরে গেলে, আর এত বিলম্ব হইল কেন? আইস শয়ন কর।' দেখিও যেন তাহার অন্যথা না হয়।" উজীর এই কথা বলিয়াই সিন্ধুকটী তথায় আনিতে অনুমতি দিলেন। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। উজীর সিন্ধুকটী উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে

ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধীরে ধীরে বাহির করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিয়া শেষ কোর্ত্তাটী ব্যতীত সমস্ত বস্ত্রগুলি খুলিয়া লইলেন।

বদরএদ্দীন তখনও নিদ্রিত—কি হইতেছে তাহার কিছুই জানেন না—অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইল—দেখিলেন একটী বিস্তীর্ণ গৃহমধ্যে শয়ান রহিয়াছেন, দীপ সকল চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিতেছি। বদরএদ্দীন একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেলেন, আপনা আপনি বলিলেন "একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি না জাগ্রত আছি?" তিনি উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আর একটী গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই বাসর গৃহ, সেই পর্য্যঙ্ক, সেই তাঁহারই পাকৃড়ী ও বস্ত্রগুলি সমস্তই তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াগেলেন—"একি! আমি নিদ্রিত রহিয়াছি, না জাগ্রত? তিনি কপালে করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন "আল্লার দোহাই—এ যে সেই কন্যার বাটী—একি! আমি যে এই মাত্র সিন্ধুকের মধ্যে ছিলাম!" বদরএদ্দীন আপনা আপনি এইরূপ বলিতেছেন, হঠাৎ সিট্ এল্ হসন মশারির প্রান্তভাগ তুলিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! তুমি কি পুনরায় শয়ন করিবে না? এই মাত্র তুমি কোথায় উঠিয়া গিয়াছিলে?" বদরএদ্দীন ফিরিয়া দেখিলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া আপনা আপনি বলিলেন

বাধ হইতেছে।" তিনি একটী

উপযুক্ত দণ্ডপ্রদান করা আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে তুমি আর সেরূপ কার্য্য করিতে না পার তাহা আমাকে করিতেই হইবে—আমি তজ্জন্য দায়ী।" বদরএদ্দীন বলিলেন "আপনি এপর্য্যন্ত যে শাস্তি দিতেছেন আমার বিবেচনায় তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে।" "যাহা হউক, তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য" উজীর এই কথা বলিয়াই সূত্রধরের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বদরএদ্দীন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। উজীর বদরএদ্দীনকে বলিলেন "অদ্য তোমার জীবনের শেষ দিন, কল্য প্রাতেই তোমাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া বিনাশ করা যাইবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি তাঁহাকে সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করিলেন। বদরএদ্দীন সমস্ত দিবসের দারুণ চিন্তায় ও উদ্বেগে একে-

মঙ্গল করুন—সে কি ?—তুমি যে এই কতক্ষণ শয্যা হইতে উঠিয়া গেলে !—অকস্মাৎ তোমার এরূপ হৃদয়ের বিকার উপস্থিত হইল কেন ?” বদরএদ্দীন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “বটে—তুমি যথার্থ বলিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার নিকট হইতে উঠিয়া গিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি দ্বাদশ বৎসর দামাস্কাস নগরে আছি—তথায় একখানি দোকান খুলিয়া পাচকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। একদিন যেন একটী ভাগ্যবানতনয় এক জন খোজার সহিত আমার দোকানে আসিল——” বদরএদ্দীন এইরূপে বালকটীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসে কি কি ঘটিয়াছিল বর্ণন করিতে করিতে হঠাৎ যেমন ললাটদেশ মর্দ্দন করিবেন অমনি করতলে সেই ক্ষত-চিহ্নটীর স্পর্শ অনুভূত হইল। বলিলেন “না প্রিয়তমে ! এ স্বপ্ন নয়—এ ঘটনাগুলি বোধ হইতেছে আমার জাগ্রদবস্থাতেই ঘটিয়াছিল। এই দেখ, বালকটী প্রস্তর দ্বারা আমার কপালে যে আঘাত করিয়াছিল তাহার চিহ্নটী এখনও আছে।” এই কথা বলিয়াই তিনি নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে পুনরায় বলিলেন “আশ্চর্য্য কি ?—স্বপ্ন হইলেও হইতে পারে—বোধ হয় তখন আমরা উভয়েই নিদ্রিত ছিলাম। —স্বপ্নে বোধ হইল, যেন আমি দামাস্কাস নগরে গিয়াছি। পরিধানে পাক্‌ড়ী ও নাই অঙ্গরাখাও নাই—কেবল [illegible] বোধ হইল যেন

এবং সেইরূপ অপরাপর বস্ত্রগুলি [illegible] মুদ্রা-পূর্ণ তোড়াটীর সহিত শয্যার নিম্নে রাখিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুরূপ সমস্ত স্থাপিত হইলে উজীর নিজ কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন “দেখ, তুমি বিবাহের রাত্রে যেরূপ বেশভূষা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ বেশভূষা করিয়া আজিও বাসর-গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া থাক। যখন তোমার খুল্লতাত-পুত্র বদরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন তাহাকে বলিও ‘তুমি এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলে ?—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি বাহিরে গেলে, আর এত বিলম্ব হইল কেন ? আইস শয়ন কর।’ দেখিও যেন তাহার অন্যথা না হয়।” উজীর এই কথা বলিয়াই সিন্দুকটী তথায় আনিতে অনুমতি দিলেন। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। উজীর সিন্দুকটী উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে

ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধীরে ধীরে বাহির করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিয়া শেষ কোর্ত্তাটী ব্যতীত সমস্ত বস্ত্রগুলি খুলিয়া লইলেন।

বদরএদ্দীন তখনও নিদ্রিত—কি হইতেছে তাহার কিছুই জানেন না—অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হইল—দেখিলেন একটী বিস্তীর্ণ গৃহমধ্যে শয়ান রহিয়াছেন, দীপ সকল চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিতেছি। বদরএদ্দীন একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াগেলেন, আপনা আপনি বলিলেন "একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি না জাগ্রত আছি?" তিনি উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আর একটী গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই বাসর গৃহ, সেই পর্য্যঙ্ক, সেই তাঁহারই পাকৃড়ী ও বস্ত্রগুলি সমস্তই তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াগেলেন—"একি! আমি নিদ্রিত রহিয়াছি, না জাগ্রত? তিনি কপালে করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন "আল্লার দোহাই—এ যে সেই কন্যার বাটী—একি! আমি যে এই মাত্র সিন্ধুকের মধ্যে ছিলাম!" বদরএদ্দীন আপনা আপনি এইরূপ বলিতেছেন, হঠাৎ সিট্ এল্ হসন মশারির প্রান্তভাগ তুলিয়া বলিলেন "প্রিয়তম! তুমি কি পুনরায় শয়ন করিবে না? এই মাত্র তুমি কোথায় উঠিয়া গিয়াছিলে?" বদরএদ্দীন ফিরিয়া দেখিলেন, এবং ঈষৎ হাসিয়া আপনা আপনি বলিলেন "[illegible] আমার সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় [illegible] বোধ হইতেছে।" তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই পাকৃড়ী, সেই পরিধেয়, সেই মোহরপূর্ণ থলি সকলই রহিয়াছে,—বদরএদ্দীন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "জগদীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সমস্তই জানেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যেন আমি সমস্তই স্বপ্ন দেখিতেছি।" তিনি হতবুদ্ধি হইয়া স্থির-নিশ্চল-ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সিট্ এল্ হসন বলিলেন "প্রিয়তম! তোমাকে এমন বিমর্শ দেখিতেছি কেন? তুমি কি চিন্তা করিতেছ? হঠাৎ এরূপ ভাবপরিবর্ত্তনের অর্থ কি? আজি সন্ধার সময়ে ত তোমার এরূপ ভাব ছিল না।" বদরএদ্দীন ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, বল দেখি কত বৎসর আমি এখানে ছিলাম না?" রমণী বলিলেন "জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন—তাঁহার পবিত্র নাম তোমার

মঙ্গল করুন—সে কি ?—তুমি যে এই কতক্ষণ শয্যা হইতে উঠিয়া গেলে !—অকস্মাৎ তোমার এরূপ হৃদয়ের বিকার উপস্থিত হইল কেন ?" বদর-এদ্দীন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বটে—তুমি যথার্থ বলিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার নিকট হইতে উঠিয়া গিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি দ্বাদশ বৎসর দামাস্কাস নগরে আছি—তথায় একখানি দোকান খুলিয়া পাচকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। একদিন যেন একটী ভাগ্যবানতনয় এক জন খোজার সহিত আমার দোকানে আসিল——" বদরএদ্দীন এইরূপে বালকটীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসে কি কি ঘটিয়াছিল বর্ণন করিতে করিতে হঠাৎ যেমন ললাটদেশ মর্দ্দন করিবেন অমনি করতলে সেই ক্ষত-চিহ্নটীর স্পর্শ অনুভূত হইল। বলিলেন "না প্রিয়তমে ! এ স্বপ্ন নয়—এ ঘটনাগুলি বোধ হইতেছে আমার জাগ্রদবস্থাতেই ঘটিয়াছিল। এই দেখ, বালকটী প্রস্তর দ্বারা আমার কপালে যে আঘাত করিয়াছিল তাহার চিহ্নটী এখনও আছে।" এই কথা বলিয়াই তিনি নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে পুনরায় বলিলেন "আশ্চর্য্য কি ?—স্বপ্ন হইলেও হইতে পারে—বোধ হয় তখন আমরা উভয়েই নিদ্রিত ছিলাম। —স্বপ্নে বোধ হইল, যেন আমি দামাস্কাস নগরে গিয়াছি। পরিধানে পাক্ড়ী নাই অঙ্গরাখাও নাই—কেবল একটী কোর্ত্তা মাত্র।—বোধ হইল, যেন আমি পাচকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। —এক দিন যেন আমি দাড়িমের মোরোব্বা প্রস্তুত করিয়াছি।—না, স্বপ্নই বটে তাহার আর সন্দেহ নাই।" বদরএদ্দীন নিস্তব্ধ হইলেন। যুবতী বলিলেন "প্রিয়তম ! তোমার স্বপ্ন বিবরণ শুনিতে আমার বড় ঔৎসুক্য হইতেছে।—তাহার পর কি হইল ?" তিনি প্রিয়তমার নিকট মোরোব্বা-ঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন "যদি আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া না যাইত তাহা হইলে হয় ত দেখিতাম তাহারা পরদিবসেই আমায় ক্রুশে বদ্ধ করিয়া বিনাশ করিতেছে।" সিট্ এল্ হসন জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?—কি জন্য প্রাণ-দণ্ড করিত ?" "আমি মোরোব্বায় অল্প মরিচ দিয়াছিলাম বলিয়া" তিনি এই প্রত্যুত্তর দিয়াই বলিলেন "স্বপ্নে কত কি দেখিলাম—তাহারা

যেন আমার দোকান ভাঙ্গিয়া দিল। সমস্ত দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া দিল। অবশেষে আমাকে একটা সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল। আবার যেন তাহারা আমাকে বিনাশ করিবার জন্য এক জন ছুতরকে ডাকিয়া একটা কাষ্ঠময় ক্রুশ প্রস্তুত করিতে দিল। যাহা হউক জগদীশ্বর যে এই ভয়ানক ঘটনাগুলি প্রকৃত না করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে ঘটাইয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ।” রমণী সমস্ত শুনিলেন—অধরদেশে মধুর স্মিত বিকশিত হইল। স্নেহভরে প্রিয়তমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বদরএদ্দীন বিগত ঘটনাসমূহকে কখন বা সত্য, কখন বা স্বপ্ন মনে করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন।

রজনী প্রভাত হইল। উজীর শেম্‌স্‌এদ্দীন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বদরএদ্দীন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন “জগদীশ্বরের দোহাই, বলুন আপনিই না মোরোব্বায় মরিচ অল্প হইয়াছিল বলিয়া আমার দোকান ভূমিসাৎ করিয়া দিতে এবং আমাকে বান্ধিয়া আনিতে অনুমতি দিয়াছিলেন?” উজীর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “হাঁ আমিই সেই—বৎস! এতদিনের পর যাহা সত্য তাহা প্রকাশিত হইল—যাহা অজ্ঞাত ছিল তাহা জানা গেল। তুমি আমার সহোদরের পুত্র। আমি যে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা, কেবল তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলে কি না পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত। তোমায় আমি কখন দেখি নাই, আমি কিরূপে চিনিব—সেই জন্য এইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিতে হইল। তুমি বাড়ীটী দেখিয়াই চিনিতে পারিলে—নিজের পাকড়ী, পরিধেয় অপরাপর বস্ত্র ও মোহরের তোড়া প্রভৃতি দ্রব্যগুলি চিনিতে পারিলে, আমারও সন্দেহ দূর হইল। জানিলাম তুমিই আমার জামাতা। যাহাহউক এল্ বস্রা হইতে তোমার মাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি, তোমাকেও বহুদিনের পর প্রাপ্ত হইলাম।” তিনি এই কথা বলিয়াই ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হসন বদরএদ্দীন জ্যেষ্ঠতাতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন,—তাঁহারও নয়নদ্বয় দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। “বৎস! এই সমস্ত ঘটনার মূলকারণ কেবল তোমার পিতার সহিত আমার একটি সামান্য বচসামাত্র।” উজীর এই [illegible] বলিয়াই

নূরএদ্দীনের সহিত তাঁহার যেরূপ বিতণ্ডা হয়—তিনি যে রূপে নিরুদ্দেশ হন, সেই সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন।

অনন্তর শেম্স্এদ্দীন আজীবকে তথায় আনিতে বলিলেন। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় উপস্থিত করিল। বদরএদ্দীন নিজ পুত্রকে দেখিয়াই বলিলেন "এই যে, এই বালকটীই প্রস্তরাঘাতে আমার মস্তক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।" উজীর বলিলেন "বৎস! এটী তোমারই পুত্র।" তিনি স্নেহ-ভরে নিজ তনয়কে আলিঙ্গন করিয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন ঃ—

কত দিন হায় করেছি রোদন
　বিচ্ছেদ-যাতনা সহিয়ে কত!
কত যে ঝরেছে এ দুই নয়ন
　বরষা-মেঘের ধাঁরার মত!
দিবা নিশি কত করেছি প্রার্থন
　পুনরায় হায় মিলন তরে,
এখন সে সব হইলে স্মরণ
　হৃদয় পরাণ কেমন করে।
আজি সে কামনা হইল পূরণ—
　নাহি ধরে হৃদে আনন্দ তায়—
উল্লাসে মাতিয়া যুগল নয়ন
　করিল বর্ষণ সলিল হায়!
　আঁখিরে!—একি তোর ধারা?
চির দুখ ভোগে, অভ্যাস যাহায়
দিবস রজনী করিয়াছ হায়
আজিও কেনরে ভুলিলেনা তায়-
　সুখের সময়ে দুখীর পারা?

বদরএদ্দীনের কবিতাটী শেষ হইবামাত্র তাঁহার জননী তথায় আসিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং আনন্দ-গদগদ স্বরে এই কবিতা-চরণ কয়টী পাঠ করিলেন ঃ—

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে অদৃষ্ট ! আমার
চির দুখানলে হৃদি দহিবার তরে।
কোথা আজি বল সেই প্রতিজ্ঞা তোমার ?
বিলীন সে দিন আজি সময়-সাগরে।
কেন আর ?—যাও ফিরে। সুদিন উদয়
হইয়াছে--গিয়াছে সে কুদিন আমার,
পাইয়াছি ফিরে সেই প্রাণের তনয়।
করিলাম দান চির-বিদায় তোমার।

সকলে একত্রে মিলিত হইলেন,—আনন্দের আর সীমা রহিল না। বদর-এদ্দীনের জননী পুত্রের অনুপস্থিতি সময়ে যে যে ঘটনা সকল ঘটিয়াছিল তাহা সমস্ত বর্ণন করিলেন। বদরএদ্দীনও বস্রা হইতে পলায়নের পর যে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলেন। উজীর তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকটে গিয়া নিজ ভ্রমণ-বিবরণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিলেন। সুলতান আশ্চর্য্য ঘটনাসমস্ত শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং একজন কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া বিবরণটী সমস্ত আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া রাখিতে বলিলেন।

জাফর গল্পটী সমাপ্ত করিয়া বলিলেন "ধার্ম্মিক-রাজ! এখন আপনিই বিচার করিয়া দেখুন কোনটী অধিক আশ্চর্য্য।" হারুণ উর্ রসীদ বলিলেন "যথার্থ,—মন্ত্রীবর তোমার গল্পটী যথার্থই অদ্ভুত ও মনোহর। তদনন্তর তিনি সেই স্ত্রী-হন্তা যুবকটীকে নিজ ভোগ্যাদিগের মধ্য হইতে একটী রমণী প্রদান করিলেন এবং সুখসম্ভোগে জীবন-যাপনোপযোগী বৃত্তি নিরূপিত করিয়া দিয়া নিজ সহচররূপে নিযুক্ত করিলেন।
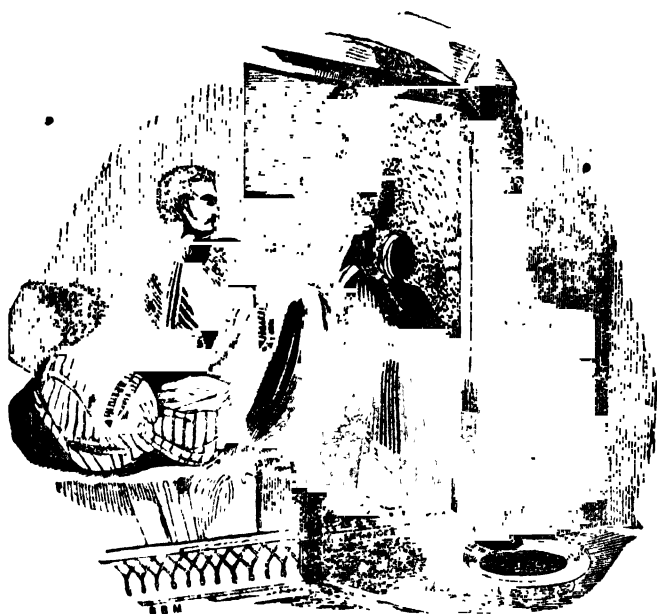
আমি বলিলাম, আল্লার দোহাই, তুমি আমাকে একান্ত বিরক্ত করিয়া তুলিলে। আমি আর তোমার বৃথা বাগাড়ম্বর শুনিতে চাহি না,—তোমাকে ক্ষৌর করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি, শীঘ্র ক্ষৌর করিয়া দাও আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। হতভাগা বলিল "মহাশয়, প্রকৃত বিষয় আপনি কিছুই জানেন না সেই জন্যই এরূপ বিরক্ত হইতেছেন। আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, যদি সমস্ত জানিতে পারিতেন তাহাহইলে আমাকে এরূপ নিস্তব্ধ হইতে না বলিয়া বরং আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করিতেন। আমি আপনাকে একটী সৎ পরামর্শ দি—আপনি সেই পরামর্শের অনুসারে কার্য্য করুন—অন্যথা করিবেন না। আমার প্রতি বিরক্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে আপনার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত—আমার সৎ পরামর্শগুলির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। আপনি আমার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলেন না ভাল; আমি বিনাবেতনে এক বৎসর কাল আপনার পরিচর্য্যা করিব, দেখি আপনি প্রকৃত বিচার করেন কি না।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, আঃ দেখিতেছি তুমি আজি এই রূপেই আমার প্রাণ বিনাশ করিবে—আমি আর

সহ্য করিতে পারি না। ভাল উৎপাৎ দেখিতেছি—তোমাকে ডাকিয়া যে আমি বিষম বিপদে পড়িলাম—তোমার এ বিষম গ্রাস হইতে উদ্ধার হইবারও ত কোন উপায় দেখি না!' বৃদ্ধ বলিল "প্রভু, এরূপ অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন কেন?—আমি মিতভাষী বলিয়া লোকে আমাকে এস্ সামিত * বলিয়া থাকে। আমি অল্পভাষিতা গুণে আমার অপরাপর ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম এল্‌বাক্‌বুক †, দ্বিতীয় সহোদরের নাম এল্‌হেদ্দার, তৃতীয় সহোদরের নাম বক্‌বক্, চতুর্থ সহোদরের নাম এল্‌কুজ্ এল্‌আস্বানী, পঞ্চম সহোদরের নাম এল্ কাশশার, ষষ্ঠ সহোদরের নাম শাকালিক এবং সপ্তম আমি—এস্ সামিত!" তোমাদিগের এই ক্ষৌরকারের সেইরূপ অসম্বদ্ধপ্রলাপ শুনিয়াই আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। আমি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, এই ক্ষৌরকারকে একটী সিকি মোহর প্রদান করিয়া বিদায় কর আমার আর মস্তকমুণ্ডন করিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষৌরকার আমার সেই কথা শুনিয়াই বলিল "সে কি মহাশয়, আমি আপনার কার্য্য না করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিব না।—আল্লার দোহাই আপনি আমায় কিছু দেন ভাল, না দেন ভাল; আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব। আপনি আমার মর্য্যাদা বুঝিলেন না, কিন্তু আমি আপনার মর্য্যাদা জানি। আহা আপনার স্বর্গীয় পিতা আমাদের কত সমাদরই করিতেন। তিনি অতি দয়াবান্ পুরুষ ছিলেন। আজি যেমন আপনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, এইরূপ তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। আমি আসিয়া দেখিলাম তিনি কএকজন বন্ধুবান্ধবের সহিত বসিয়া আছেন। আমি আসিয়াই তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ রক্তমোক্ষণ করিয়া দিতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ আমার জ্যোতিষ-যন্ত্রটী বাহির করিয়া গণিয়া দেখিলাম যে সে সময়টী রক্তমোক্ষণের পক্ষে অশুভ সময়—তখন রক্তমোক্ষণে অনিষ্ট ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা; আমি অমনি বলিলাম, মহাশয়! এসময় রক্তমোক্ষণের উপযুক্ত সময় নহে, এখন রক্তমোক্ষণ করিতে অনেক ক্লেশ হইবে; যদি অনুমতি করেন

---

* মৌনব্রতী। † বহুভাষী—অপর কয়টী নামেরও এইরূপ অর্থ।

তাহাহইলে কিঞ্চিৎ পরে উপযুক্ত শুভ সময়ে রক্তমোক্ষণ করিয়া দি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। আমি উপযুক্ত সময়ে রক্তমোক্ষণ করিয়া দিলাম। তিনি আপনার ন্যায় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না; বরং আমাকে তজ্জন্য কত ধন্যবাদ দিলেন—তাঁহার নিকটে যতগুলি লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও আমার দূরদর্শিতার জন্য কত ধন্যবাদ দিলেন। আপনার পিতা আমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।" আমি কুপিত হইয়া বলিলাম, তোমার ন্যায় লোকের সহিত আলাপ ছিল বলিয়া জগদীশ্বর আমার পিতাকে যেন মার্জ্জনা না করেন। আমার এই কথা শুনিয়াই নরাধম হাসিয়া বলিল "জগদীশ্বর অদ্বিতীয়, অনন্ত! মহম্মদ জগদীশ্বরের প্রেরিত দূত! যিনি স্বয়ং অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্যকে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ! আমি আপনাকে সহজ ও সুস্থমনা বিবেচনা করিয়াছিলাম—কিন্তু আপনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই এরূপ প্রলাপ বকিতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহার পবিত্র গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'যে ক্রোধ সম্বরণ করিবে, যে দোষীকে ক্ষমা করিবে——'*—যাহাহউক আপনাকে ক্ষমা করিলাম। আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন বুঝিতে পারিতেছি না; আপনিত জানেন আপনার পিতা আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কখন কোন কার্য্য করিতেন না। বিশেষত কথিত আছে যাহার নিকট পরামর্শ লইতে হয় তাহাকে বিশ্বাসও করিতে হয়, দেখুন আপনি আমার ন্যায় পার্থিব বিষয় সকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় পাইবেন না। আমি ত আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট নহি, তবে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? যাহাই হউক আপনি আমাকে যাহাই বলুন না কেন, আপনার পিতার কৃত উপকার সকল মনে করিয়া আমি কিছুতেই বিরক্ত হইব না।" আমি বলিলাম, আল্লার দোহাই, তোমার অসম্বদ্ধপ্রলাপে আমি একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি—আর সহ্য করিতে পারি না; তুমি এখন শীঘ্র শীঘ্র আমাকে ক্ষৌরী করিয়া প্রস্থান কর।

* কোরাণ ৩য় পরিচ্ছেদ ১২৮ সংখ্যক কবিতা।

ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, আমি একবার মনে করিলাম উঠিয়া যাই। বৃদ্ধ আমার সেই ভাব দেখিয়া বলিল "আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি আপনার উপর ক্রোধ করিব না; আপনি বালক—আপনার বিবেচনা-শক্তি অতি ক্ষীণ—জ্ঞান বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই। আপনার বয়স কি?—সে দিনও আমি আপনাকে স্কন্ধে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছি।"

ভাই, আর কেন?—কেন আর আমাকে অধিক বিরক্ত কর? আজিকার মত আমায় অব্যাহতি দাও—আমি আপনার কার্য্য করি, তুমিও নিজের কার্য্য দেখগে। আমি এই কথা বলিয়াই ক্রোধভরে নিজ গাত্রবস্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। ক্ষৌরকার আমাকে ক্রোধে জ্ঞানহীন দেখিয়া ক্ষুরখানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে শানাইতে আরম্ভ করিল। আমি অধীর-ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণের পর নরাধম আমার মস্তকের কিয়দংশমাত্র মুণ্ডিত করিয়া দিয়া বলিল "মহাশয়, সকল কার্য্যই বিবেচনা করিয়া করা উচিত—কোন কর্ম্মে নিতান্ত ব্যস্ত হওয়া সয়তানের কার্য্য—

বিবেচনা করি কার্য্য কর সমাধান,
ব্যাকুল হয়োনা কভু ইষ্ট সাধিবারে;
সতত সুধীর থাক, হও ক্ষমাবান,
অবশ্য পাইবে সেই ক্ষমার আধারে।
বিনা সেই একমাত্র জগত জীবন
জগতে ক্ষমতা আর নাহিক কাহার;
পীড়ক দুর্দ্দান্ত হেন আছে কোন জন
তাঁরকাছে হবেনাক পীড়ন যাহার?

মহাশয়, আমি বোধ করি আপনি আমার সামাজিক অবস্থা জানেন না—আমি এই হস্তে কত কত রাজা, কত কত আমীর, উজীর, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত-দিগের মস্তকমুণ্ডন করিয়াছি। একজন কবি বলিয়াছেন:—

ব্যবসা শোভিত যেন মণিময় হার,
প্রধান মুকুতা রাজে তাহে ক্ষৌরকার।
তাহার সমান বল কে আছে কোথায়?
রাজাপ্রজা সকলেই মান্য করে তায়।
ধন্য সেই জন শান্ত বিদ্বান্ সুধীর
যার কর-তলে ফিরে নৃপতির শির।

প্রভু, আমিও ঠিক সেইরূপ—আমাকে অবহেলা করিবেন না।"

আমি বলিলাম, থাক্ ওসকল নিষ্প্রয়োজন কথা শুনিতে চাহিনা—তুমি আমাকে অধিক বিরক্ত করিওনা। বৃদ্ধ বলিল "আপনি এত তাড়াতাড়ি করিতেছেন কেন—আপনার কি কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে?" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, হাঁ! হাঁ! হাঁ! ক্ষৌরকার বলিল "আঃ! অত তাড়াতাড়ি করিবেন না; কোন বিষয়ে তাড়াতাড়ি করা সয়তানের কার্য্য। তাড়াতাড়ি কোন কার্য্য করিলে তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় না বরং তজ্জন্য পরে অনু-তাপ করিতে হয়। আমাদের পরম প্রভু মহম্মদ বলিয়াছেন 'যে কার্য্য উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া কালবিলম্বে সম্পাদিত হয়, তাহাই সফল হইয়া থাকে।' জগদীশ্বরের দোহাই, আপনি যেরূপ ব্যস্ত হইতেছেন—আপনার ফললাভবিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। আপনি যদি অভিলষিত কার্য্যটী কি তাহা আমায় বলেন তাহা হইলে আমি সদুপায় করিয়াদি। যাহা হউক জগদীশ্বর করুন, আপনার কার্য্য সফল হউক—কিন্তু আমারত এমন বিশ্বাস হয় না যে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

আর তিনঘণ্টা মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে—হতভাগা সহসা ক্রোধভরে ক্ষুরখানি দূরে নিক্ষেপ করিল এবং জ্যোতিষগণনার যন্ত্রটী লইয়া পুনরায় গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। নরাধম পূর্ব্বের ন্যায় আবার সূর্য্যেরদিকে চাহিয়া রহিল; আমি অধীরভাবে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অনেক ক্ষণের পর বৃদ্ধ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "মধ্যাহ্ন-ভজনার আর তিন ঘণ্টা মাত্র বিলম্ব আছে—তিলার্দ্ধ অধিকও নহে, তিলার্দ্ধ ন্যূনও নহে, ঠিক তিন ঘণ্টা।" আমি বলিলাম, থাম,—আল্লার দোহাই থাম, আমি তোমার কোন

কথা শুনিতে চাহি না। এই কথা শুনিয়াই তোমাদের সঙ্গী ক্ষুরখানি ভূমি হইতে তুলিয়া লইল এবং পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় অনেকক্ষণ শানাইয়া মস্তকের অপরাংশ মুণ্ডিত করিতে আরম্ভ করিল। নরাধম ক্ষুরখানি মস্তকের উপর দুইচারি বার টানিয়াই বিরত হইয়া বলিল "আপনি যে তাড়াতাড়ি করিতেছেন—আমার মন স্থির হইতেছে না। আপনি যদি এরূপ তাড়াতাড়ির কারণ কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়,—আপনিত জানেন আপনার পিতা আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না।"

আমি দেখিলাম, দুরাত্মার হস্ত হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই—মনে মনে বিবেচনা করিলাম, মধ্যাহ্ন নমাজের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, লোকে ভজনালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমাকে প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে হইবে। আর যদি মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করি তাহা হইলে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা হইল না। এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া বলিলাম, আর বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র ক্ষৌরী করিয়া দাও; আমাকে মধ্যাহ্ন-ভজনার পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণরক্ষার্থ একটী আত্মীয়ের বাটীতে যাইতে হইবে। নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়াই বৃদ্ধ চমকিয়া বলিল "আ! তাইত! আমি এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলাম! আমি যে কল্য কএকটী বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি—তাহারা যে অদ্য আমার বাটীতে আহার করিতে আসিবে! আমিত তাহার কোন আয়োজন করি নাই। হায়! হায়! তাহারা আসিয়া আমাকে কত লজ্জাই দিবে!" আমি বৃদ্ধের এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিলাম, তাহার জন্য আর এত চিন্তা কেন? আমিত তোমায় বলিলাম আমি নিমন্ত্রণে যাইতেছি; আমার বাটীতে যে খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত আছে সে সমস্তই তোমার—তুমি যদি আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষৌরী করিয়া দাও তাহা হইলে সকলই তোমায় প্রদান করিব, তুমি অনায়াসে তদ্দ্বারা বন্ধুদিগের সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে। "জগদীশ্বর আপনাকে সুখী করুন" বৃদ্ধ এই কথা বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "আমার নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগের জন্য আপনার গৃহে কি কি দ্রব্য আছে?" আমি বলিলাম, পাঁচজনের আহারোপযোগী মাংস, দশটী কুক্কুট এবং একটী মেষশাবকের কাবাব প্রস্তুত আছে।

বৃদ্ধ বলিল "সে গুলি সমস্ত এখানে আনিতে বলুন, আমি সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।" আমি পরিচারকদিগকে খাদ্যদ্রব্যগুলি আনিতে বলিলাম; তাহারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। বৃদ্ধ সেগুলি দর্শন করিয়া বলিল "মহাশয়, আপনি জগদীশ্বরের অনুগৃহীত—অতি দয়ালু পুরুষ। কিন্তু একটী বিষয়ে দেখিতেছি এখনও অভাব রহিতেছে —গন্ধদ্রব্যের জন্য কি করিব?" আমি তৎক্ষণাৎ গন্ধদ্রব্য-পূর্ণ বাক্সটী তথায় আনিতে বলিলাম, পরিচারকগণ তাহা আনিয়া দিল। বাক্সের মধ্যে পঞ্চাশৎ দীনার মূল্যের মৃগনাভি-চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য ছিল। আমি বাক্সটী তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, এখন এইগুলি গ্রহণ করিয়া আমার মস্তকের অবশিষ্ট অংশটুকু মুণ্ডিত করিয়া দাও। বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়াই বলিল "সে কি কথা—বাক্সের মধ্যে কি আছে তাহা অগ্রে না দেখিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি না।" কি করি মহা বিপদ—অর্দ্ধেক মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছে নিরুপায়, আমি বালক ভৃত্যকে বাক্সটী খুলিয়া দিতে বলিলাম সে তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া দিল। ক্ষৌরকার হস্তস্থিত জ্যোতিষ-গণনার যন্ত্রটী রাখিল এবং ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া গন্ধদ্রব্য গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

এইরূপে দুষ্ট ক্ষৌরকার অনেক ক্ষণের পর ক্ষুরখানি লইয়া ক্ষৌরী করিতে আরম্ভ করিল। অল্প মাত্র অংশ মুণ্ডিত হইতে না হইতেই নরাধম পুনরায় ক্ষুর খানি রাখিয়া বলিল "আল্লার দোহাই, আপনার এই সদয় ব্যবহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিব কি আপনার পিতাকে ধন্যবাদ দিব তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। আপনি যদি আজি দয়া না করিতেন তাহা হইলে আমি কোনরূপেই বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সম্মান রক্ষা করিতে পারিতাম না। বিশেষতঃ আমার নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে আপনার প্রদত্ত এরূপ উপাদেয় সামগ্রীর উপযুক্ত কেহই নাই। আমার নিমন্ত্রিত কেবল এই কয় ব্যক্তি মাত্র—জেইতুন হামাম-রক্ষক, সালীয়া গোধূম-বিক্রেতা, ওকাল কলাই-বিক্রেতা, আক্রেশে মুদি, ওমেদ ঝাড়ুদার এবং আকরিণ দুগ্ধবিক্রেতা। ইহারা সকলেই অতি ভদ্র লোক! প্রত্যেকেই এক এক রূপ নূতন প্রকার নৃত্য করিতে পারে—প্রত্যেকেই নূতন নূতন প্রকারের কবিতা পাঠ করিতে পারে। আবার

তাহাদের বিশেষ গুণ—তাহারা আপনার সম্মুখস্থ এই ভৃত্যটীর ন্যায় শিষ্ট শান্ত,—আর আমি, আপনার ক্রীতদাস, অবাধ্যতা কাহাকে বলে তাহাত জানিই না। হামাম-রক্ষক বলে যে, 'আমি যদি ভোজের নিমন্ত্রণে না যাই, ভোজ স্বয়ং আমার বাটীতে আসে!' ওমেদ ঝাড়ুদার অতি রসিক পুরুষ সর্ব্বদাই হাসি খুসি—সর্ব্বদাই আনন্দ,—সে বলে 'আমার সহিত আমার স্ত্রীর যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহার সংবাদ সিন্ধুকের মধ্যে তোলা থাকেনা!' আমার বন্ধুদের মধ্যে সকলেরই নূতন নূতন কৌতুক নূতন নূতন রসিকতা। তাহারা রসিকতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাদের ন্যায় সৎ লোক আর কোথাও দেখিনাই। লোকের মুখে শ্রবণ করা একরূপ, স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন আর এক রূপ,—আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করেন তাহা হইলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই, আপনিও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেন। আপনি যেখানে আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য যাইতেছেন, আজি আর সেখানে গিয়া কাজ নাই; এখনও আপনার শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ ও সবল হয় নাই। যে সকল বন্ধুর নিকটে যাইতেছেন হয়ত তাহারা বহুভাষী নিজের কথা ব্যতীত কত অসম্বদ্ধকথাই বলিবে, হয়ত দলের মধ্যে একজন অসভ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে,—আপনি তাহার কথায় বিরক্ত হইবেন। একেত শরীর অসুস্থ, তাহাতে আবার তাহার উপর এরূপ ঘটনা হইলে আনন্দ লাভকরা দূরে থাকুক ক্লেশের আর সীমা থাকিবে না। অতএব আজি আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের সহিতই পানাহার করিয়া আমোদ আহ্লাদ করুন।" আমি বলিলাম, বেস্ত, জগদীশ্বর করেন—আর একদিন তোমাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব। বৃদ্ধ বলিল "না, অদ্যই আপনি আমাদের সহিত আহারাদি করুন—তাঁহাদের সহিত নাহয় আর এক দিন আমোদ আহ্লাদ করিবেন। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন:—

উপস্থিতে অবহেলা কোরোনা কখন,
কে জানে সে ভাবীকাল ঘটাবে কেমন।"

ক্ষৌরকারের এইরূপ কথা শুনিয়াই ক্রোধে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল—আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, জগদীশ্বরের দোহাই আমি তোমায়

যাহা বলি তুমি তাহাই করিয়া নিজ বন্ধুদিগের নিকটে গমন কর, তাহারা হয়ত এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধ বলিল "আমি আপনার নিকট আর কিছুই চাহি না, আপনি একবার আমার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ করুন। তাহারা অতি শিষ্ট, শান্ত ও ভদ্রসন্তান। যদি তাহাদের একবার দেখেন, তাহা হইলে আপনি সমস্ত সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া তাহাদেরই সহিত বন্ধুত্ব করেন।" আমি বলিলাম, জগদীশ্বর করুন, তুমি তাহাদিগের সহিত অপার আনন্দ লাভ কর। আমি নিশ্চয় এক দিন তাহাদিগকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে আমোদ আহ্লাদ করিব। বৃদ্ধ বলিল "নিতান্তই যদি আজি আমাদের সহিত আমোদ প্রমোদ না করেন তাহা হইলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্যগুলি বন্ধুদিগকে দিয়া আসি—তাহারা কেন আর বৃথা আমার জন্য অপেক্ষা করিবে; আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুর বাটীতে আমোদ আহ্লাদ করিতে যাইব। আমার সঙ্গীদের কিছু মৌখিক প্রণয় নহে, তাহারা তাহাতে কখনই বিরক্ত হইবে না। আমি শীঘ্রই আসিতেছি

আপনি ব্যস্ত হইবেন না।” বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়াই আমি বলিলাম, “সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ব্যতীত আর কাহারও ক্ষমতা নাই,—যাও, তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ করগে, আমিও নিজ বন্ধুদিগের সহবাস-সুখ লাভ করিতে যাই;—তাঁহারা এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বৃদ্ধ বলিল “না, তবে আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না—চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।” আমি বলিলাম, তুমি আমার সহিত গিয়া কি করিবে? আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে অপর কেহই প্রবেশ করিতে পায়না। দুরাত্মা আমার এই কথা শুনিয়াই বলিল “তবে বুঝি আপনি কোন স্ত্রীলোকের নিকটে যাইতেছেন? নতুবা আমাকে লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইবেন কেন?—আপনি কোন অপরিচিত রমণীর বাটীতে যাইতেছেন, হয়ত সেখানে বিপাকে প্রাণ হারাইবেন। একে এ বোগদাদ নগর, এখানে সর্ব্বদাই এরূপ অশুভ ঘটনা হইয়া থাকে; তাহাতে আবার এখানকার ওয়ালী অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত।” আমি ক্রোধভরে বলিলাম, নরাধম, পাপিষ্ঠ! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা, যাহা মুখে আসিতেছে আমার সম্মুখে তাহাই বলিতেছিস্! আমাকে সেইরূপ ক্রোধান্ধ হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্রমে মধ্যাহ্ন-নমাজের সময় উপস্থিত, এত ক্ষণের পর আমার সমস্ত মস্তকটী মুণ্ডিত হইল। নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বলিলাম, যাও এখন তুমি এই ভোজ্য ও পানীয়গুলি শীঘ্র বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রদান করিয়া আইস; আমি তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি,—দেখিও বিলম্ব করিওনা। আমি এইরূপে তোমাদের সঙ্গীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু নরাধম ভুলিবার লোক নহে—বলিল “আপনি আমাকে প্রতারণা করিতেছেন, আপনি একাকী গিয়া ঘোর বিপদে পড়িবেন; অবশেষে সে বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন হইবে।—আল্লার দোহাই, আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ কোথাও যাইবেন না।” আমি বলিলাম, ভাল তাহাই হইবে—তুমি অধিক বিলম্ব করিও না। ক্ষৌরকার আমার প্রদত্ত ভোজ্য পানীয় ও গন্ধদ্রব্যগুলি লইয়া প্রস্থান করিল। আমি উঠিয়া বসনভূষণ পরিধান করিলাম। ভজনালয়ে মধ্যাহ্ন-ভজনা আরম্ভ হইল, আমিও একাকী বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। দুরাত্মা ক্ষৌরকার বাটীতে ফিরিয়া যায় নাই—ভোজ্য-পানীয়প্রভৃতি

একটী লোকের দ্বারা নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া পার্শ্বস্থ গলির মধ্যে লুকাইয়াছিল। আমি সেই গলির নিকটস্থ হইবা মাত্র নরাধম আমার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কাজির বাটীর সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, দ্বার মুক্ত রহিয়াছে,—আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুরাত্মা ক্ষৌরকার বাটীর দ্বারের নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই কাজী ভজনালয় হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

দৈবদুর্ব্বিপাকে সেই বাটীর একটী ক্রীতদাসী কোনরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, কাজী বাটীতে আসিয়াই তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সে প্রহার-যাতনায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। একজন দাস ক্রীতদাসীর সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে গেল; কাজী ক্রোধভরে তাহাকেও প্রহার করিতে লাগিলেন। সেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষৌরকার বাহির হইতে মনেকরিল, বুঝি কাজী আমাকেই প্রহার করিতেছেন; অমনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং গাত্রবস্ত্র গুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া ভূমি হইতে ধূলি লইয়া নিজ মস্তকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রতিবেশীগণ দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। "হায়, দুরাত্মা কাজী আমার প্রভুকে হত্যা করিল! হায়, নরাধম আমার প্রভুকে বিনাদোষে হত্যা করিল!" বৃদ্ধ এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে আমার বাটীতে গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার পরিচারকবর্গকে সঙ্গে লইয়া কাজীর দ্বারদেশে পুনরাবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। কাজী তাহাদের গোলযোগ শুনিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। দ্বারের সম্মুখে মহা জনতা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?—এত জনতা কেন?"—আমার পরিচারকেরা বলিল "নরাধম! তুই আমাদের প্রভুকে হত্যা করিয়াছিস্।" কাজী বলিলেন "সে কি, তোমাদের প্রভুকে আমি হত্যা করিব কেন?—তিনি আমার কি করিয়াছেন, যে আমি তাঁহাকে হত্যা করিব?"—বৃদ্ধ বলিল "মিথ্যাবাদী! এই মাত্র তুমি আমাদের প্রভুকে কশাঘাত করিতেছিলে—তিনি যাতনায় রোদন করিতেছিলেন।" কাজী পুনরায় বলিলেন "সে কি কথা? আমি তোমার প্রভুকে কেন প্রহার

করিল ?—তিনি আমার কি করিয়াছেন ? আর তিনি আমার বাটীর মধ্যেইবা প্রবেশ করিবেন কেন?" বৃদ্ধ বলিল "তোমার ও মিথ্যা কথায় আমি ভুলিনা, আমি সমস্তই জানি—তাঁহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার কারণও জানি—তোমার প্রহার করিবার কারণও জানি। তোমার কন্যার সহিত আমাদের প্রভুর প্রণয় আছে, সেইজন্য তিনি তোমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন, আর তুমি তাহাই জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য পরিচারকদিগকে আজ্ঞা দিয়াছ। তোমার ভৃত্যগণ এতক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি তাঁহার রোদন শুনিতেপাইয়াছি। আল্লার দোহাই, খলীফের নিকটে ভিন্ন আমাদের এ বিবাদ মীমাংশা হইবে না।—যদি তুমি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে শীঘ্র আমাদের প্রভুকে বাহির করিয়া দাও—তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহাকে লইয়া গৃহে প্রস্থান করুন; নতুবা আমি স্বয়ং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে বাহির করিয়া আনিব।"

ক্ষৌরকারের কথা শুনিয়া কাজী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জনতার মধ্যে নিজ কন্যার অপবাদ-বাক্য শুনিয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, বলিলেন "যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে আইস বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার প্রভুকে লইয়া যাও। এই কথা শুনিয়াই তোমাদের সঙ্গী কাজীর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি দেখিলাম ; ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। কোথায় লুকাই, মহা বিভ্রাট, লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাইলামনা। আমি যে গৃহের মধ্যে ছিলাম, সেই গৃহে একটী বৃহৎ সিন্দুক ছিল। আমি তাড়াতাড়ি তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিলাম।

আমি যে গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলাম ক্ষৌরকার সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সিন্দুকটী ভিন্ন তথায় আর কিছুই নাই, অমনি সিন্দুকটীর সহিত আমাকে মস্তকে তুলিয়া লইল। ভয়ে আমি একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ আমাকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। আমি দেখিলাম নরাধম আমাকে কোন মতেই ত্যাগ করিলনা, তখন কি করি, ধীরে ধীরে সিন্দুকের ডালাটী তুলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতে নিপতিত হইলাম। পড়িবামাত্রই আমার এই পা-টী ভাঙ্গিয়াগেল। আমি উঠিয়া দ্রুতবেগে বাটীর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম দ্বারের সম্মুখে মহা

জনতা—সেখানে সেরূপ ভিড় আমি আর কখনও দেখিনাই। উপস্থিত লোকদিগকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য আমি সেই খানে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইয়া ফেল্লিলাম। সকলে সেই মোহরগুলি কুড়াইয়া লইতে ব্যস্ত হইল, আমি অমনি সেই অবকাশে একটী পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া দৌড়িলাম। এই বৃদ্ধও দ্রুত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। আমি উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যে খানে প্রবেশ করি, নরাধমও সেই খানে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে থাকে "হায়! এখনই আমার সর্ব্বনাশ হইত! প্রভু, এখনই উহারা তোমার জন্য আমাকে বিষম শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ছিল! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, সৌভাগ্যক্রমে তিনি যাই আমাকে আপনার সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন; নতুবা পাপাত্মাদের হস্ত হইতে আপনার উদ্ধার হওয়া দুরূহ হইত। আপনি যে অসদভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য এতদূর ব্যস্ত ও অধীর হইয়াছিলেন—একেবারে জ্ঞানহীন হইয়া ছিলেন, তাহারই এই বিষময় ফল। জগদীশ্বর যদি কৃপা করিয়া আমাকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে, যে বিষম বিপদে পড়িয়া ছিলেন তাহা হইতে কখনই উদ্ধার হইতে পারিতেন না। তাহারা হয়ত আপনাকে এরূপ বিপাকে ফেলিত যে, আপনি জন্মেও তাহা হইতে নিস্তার পাইতেন না। জগদীশ্বর করুন, আপনি যেন আর কখন আমা-ছাড়া না হন—আমি যেন ভবিষ্যতেও আপনাকে এইরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি। আল্লার দোহাই, আপনি যদি নিজ ইচ্ছামত একাকী যাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার এবং আপনার বন্ধুগণের সর্ব্বনাশ হইত—যাহা হউক, আপনার এরূপ মূঢ়তার জন্য আমরা বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইব না, আপনি বালক—বুদ্ধিহীন—অধীর।" আমি বলিলাম, তুমি কি আমার এতদূর দুরবস্থা করিয়াও সন্তুষ্ট হও নাই? তুমি কি বাজারের মধ্যদিয়াও এইরূপ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িবে? আমি এই নরাধম ক্ষৌরকারের জন্য এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম যে, এক একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, আত্মঘাতী হইয়া নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করি; কিন্তু তখন তাহারও কিছু উপায় দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে বাজারের মধ্যস্থিত একটী দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোকানের অধ্যক্ষের নিকট

আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া নরাধম ক্ষৌরকারকে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন।

ক্ষৌরকার চলিয়া গেলে আমি সেই দোকানের একটী গুদামের মধ্যে উপবিষ্ট হইলাম। মনোমধ্যে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল, ভাবিলাম নরাধম ক্ষৌরকার আপাতত চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সে কথনই আমাকে ছাড়িবে না—আমি কোন রূপেই তাহার হাত হইতে এড়াইতে পারিব না। সে নিশ্চয়ই দিবা রাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। কি করি, অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, নরাধমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে বোগদাদ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়, তদ্ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় নাই। আমি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন সাক্ষীকে আহ্বান করিতে বলিলাম। সাক্ষীগণ উপস্থিত হইল; আমি তাহাদের সম্মুখে নিজ বিষয়সম্পত্তিগুলি বিভাগ করিয়া পরিজনবর্গের নামে লিখিয়াদিলাম। দানপত্রখানি প্রস্তুত হইলে পরিবারদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে আমার সমস্ত স্থাবর বিষয়গুলি বিক্রয় করিতে বলিলাম এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের ভরণ-পোষণভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া এই নরাধম ক্ষৌরকারের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য পিতৃপৈতামহিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম। সেই অবধিই আমি এখানে বাস করিতেছি। এতদিন জানিতাম না, যে নরাধম আবার এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন নিমন্ত্রিত হইয়া আপনাদিগের বাটীতে আসিয়াই দেখিলাম, সেই নরাধম এখানে আপনাদের মধ্যে উপবিষ্ট। ভাল, আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, কি রূপে আমি সেই সকল দুর্দ্দশা ও একটী অঙ্গহানির কারণস্বরূপ এই নরাধমের সহিত একত্রে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি?

রাজন্! আমরা সকলেই অনেক অনুরোধ উপরোধ করিলাম, কিন্তু যুবক কিছুতেই আমাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিতে স্বীকৃত হইলেন না। আমরা ক্ষৌরকারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন মহাশয়, যুবক যাহা যাহা বলিলেন, সকলই কি সত্য?" ক্ষৌরকার বলিলেন "আল্লার দোহাই, আমি কেবল যুবকের উপকারার্থে সেরূপ করিয়াছিলাম। আমি যদি সেরূপ না করিতাম, তাহাহইলে নিশ্চয়ই যুবককে বিঘোরে প্রাণ হারাইতে হইত। আমিই উঁহার

সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। আমি উহাঁর মঙ্গলের জন্যই সে সমস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু উনি যে অন্যায় কার্য্য করিতে গিয়াছিলেন তাহারই জন্য মঙ্গলময় জগদীশ্বর প্রাণদণ্ড না করিয়া কেবল একটী অঙ্গ বিকৃত করিয়া দিয়াছেন মাত্র। আমি যদি বহুভাষী ও অকর্ম্মণ্য হইতাম তাহাহইলে যুবকের সেরূপ উপকার করিতে যাইতাম না। আমি বহুভাষী কি অল্পভাষী তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার একটী বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন :—

ক্ষৌরকারের উপাখ্যান।

মহাবল-প্রতাপান্বিত ভক্ত-জনাধিপতি দরিদ্র-প্রতিপালক জ্ঞানী ও বিদ্যানদিগের অদ্বিতীয় সহায় রাজাধিরাজ এল্-মস্তাসির-বিল্লার * রাজত্বের সময় আমি বোগ্দাদ নগরে বাস করিতাম। ঘটনাক্রমে একদিন নরপতি দশজন ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে একখানি নৌকা করিয়া তাঁহার নিকটে ধরিয়া আনিবার জন্য বোগ্দাদের প্রধান বিচারকের প্রতি আজ্ঞা করেন। বিচারক তাহাদিগকে যখন নৌকায় ধরিয়া লইয়া যায়, তখন আমি মনে করিলাম, বুঝি ইহারা নৌকা করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে যাইতেছে, আমি যদি ইহাদের সহিত মিলিত হই তাহাহইলে অবশ্যই সমস্ত দিবস পানাহার করিয়া আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে পারিব। আমি এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত নৌকায় উঠিলাম। তরণী পরপারে উত্তীর্ণ হইবামাত্র ওয়ালীর অনুচরবর্গ আসিয়া সকলের কণ্ঠে দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খল বান্ধিল ; আমিও তাহাদের সহিত শৃঙ্খলবদ্ধ হইলাম। রক্ষী পুরুষগণ আমাদিগকে লইয়া চলিল। আমি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহার বিষয়ে আর কোন কথাই বলিলাম না, তাহাদের সঙ্গে

* এল্-মস্তাসির-বিল্লা—হারুণ উর রসীদের প্রপৌত্র, ২৪৭ সালে সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন। সুতরাং সুলতানের পাকাশালাধ্যক্ষের বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত এগল্পটীর সময়বিষয়ে সামঞ্জস্য হয় না। এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

সঙ্গে চলিলাম। ভাল, আপনারা বিচার করিয়া দেখুন দেখি, এটী আমার অল্পভাষিতা ও উদারতার প্রমাণ কি না?—যাহাই হউক, রক্ষী পুরুষগণ আমাদিগকে ধার্ম্মিকপালক এল্-মস্তাসির-বিল্লার সম্মুখে লইয়া গেল। তিনি দশ জনের শিরশ্ছেদনের অনুমতি দিলেন। ঘাতক তৎক্ষণাৎ একখানি তীক্ষ্ণ খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া আমার সঙ্গী দশ জনের মস্তকচ্ছেদন করিল, কেবল আমিই অবশিষ্ট রহিলাম। সহসা নরপতির নয়ন আমার দিকে নিপতিত হইল। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে জল্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে দশ জনের শিরশ্ছেদন করিতে বলিয়াছি—তুমি দশ জনেরই মুণ্ডচ্ছেদন করিলে না কেন?" জল্লাদ বলিল "ধর্ম্মাবতার! আপনি যে দশ জনকে বিনাশ করিতে বলিয়াছিলেন, আমি সেই দশ জনকেই দ্বিখণ্ড করিয়াছি।" নরপতি বলিলেন "না, তুমি নয় জন মাত্র দোষীর শিরশ্ছেদন করিয়াছ, দশম ব্যক্তি এই এখনও আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জল্লাদ বিনীতভাবে বলিল "আপনার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি দশ জনকেই বিনাশ করিয়াছি।" খলীফে* বলিলেন "ভাল, তুমি পুনরায় একবার গণিয়া দেখ।" জল্লাদ নরপতির সম্মুখে একে একে দশটী ছিন্ন মুণ্ড গণিয়া দিল। খলীফে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি কে? দোষীদিগের সহিত ধৃত হইলেই বা কি রূপে? কেনইবা স্বপক্ষ-সমর্থন না করিয়া এরূপ নিস্তব্ধ হইয়া আছ?" আমি বলিলাম, ধার্ম্মিকপাল! আমি শেখ এস্সামিত (অল্পভাষী); আমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বিবেচনাশক্তি, বুদ্ধি এবং অল্পভাষিতা গুণে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি ক্ষৌরকারের ব্যবসায় করিয়া থাকি। গত কল্য প্রত্যূষে দেখিলাম নিহত দোষী কয় জন একখানি নৌকায় আরোহণ করিতেছে, মনে করিলাম বুঝি উহারা আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য যাইতেছে; আমি যদি উহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে পারি তাহা হইলে সমস্ত দিবস নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে পারিব। সুতরাং আমিও সকলের সহিত নৌকায় আরোহণ করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলাম আমার বিবেচনা মিথ্যা,—শান্তিরক্ষকগণ আসিয়া

* খলীফে—মহম্মদবংশীয় রাজা মাত্রেরই পদবী।
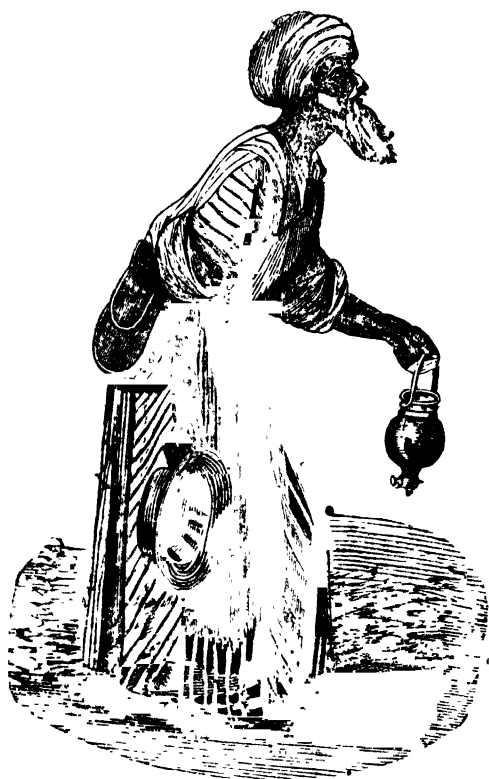
সকলকেই শৃঙ্খল-বদ্ধ করিল। সেই সঙ্গে তাহারা আমাকেও বন্দী করিয়া লইল, কিন্তু আমি নিজ উদারতাগুণে কিছুমাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলাম না। রাজন্ সে সময়ে কেবল আমার মহৎ উদারতাগুণের জন্যই কেহ আমার মুখ হইতে একটী বর্ণও শুনিতে পায় নাই। রক্ষীগণ আমাদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিল; আপনি দশ জনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। সকলের সহিত আমিও ঘাতকের সম্মুখে নীত হইলাম, তথাপি সেই উদারতা-গুণে কোন কথাই বলিলাম না। কেমন, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, এটী কি আমার মহতী উদারতার উদাহরণ নহে?—আমি আজীবন এইরূপ উদারতার সহিতই কার্য্য করিয়া আসিতেছি।

খলীফে দেখিলেন, যথার্থই আমি উদার-প্রকৃতি, অল্পভাষী এবং এই কৃতঘ্ন যুবকের ন্যায় অসভ্য নহি; বলিলেন "তোমার কি আর সহোদর আছে?"

আমি নম্রভাবে উত্তর দিলাম, হাঁ আমার আর ছয় জন সহোদর আছেন। নরপতি বলিলেন "তাহারাও কি তোমার ন্যায় বিদ্বান, জ্ঞানী ও মিতভাষী?" আমি বলিলাম, রাজন্ তাঁহাদের সহিত আমার তুলনা করিবেন না, তাঁহারা কেহই আমার ন্যায় নহেন। ধার্ম্মিকপাল! তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে আমার অপমান করা হয়। তাঁহারা সকলেই নিতান্ত বহুভাষী ও ক্ষুদ্রাশয়। সেই মহৎ দোষ দুইটীর জন্য সকলেরই দণ্ডস্বরূপ এক একটী অঙ্গহানি হইয়াছে—সকলকেই প্রচুর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খঞ্জ, দ্বিতীয় প্রায় দন্তহীন, তৃতীয় অন্ধ, চতুর্থ এক-চক্ষু, পঞ্চম ছিন্ন-কর্ণ এবং ষষ্ঠ ছিন্ন-অধরোষ্ঠ। ধার্ম্মিকপাল! এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে আমি বহুভাষী। আমি আপনার নিকট তদ্বিপরীতে প্রমাণ দিব,—প্রমাণিত করিব, আমি সহোদরদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রাশয় নহি। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধির দোষে এক একটী অঙ্গ হারাইয়াছেন। রাজন্ যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন-ঘটিত আশ্চর্য্য বিবরণগুলি বর্ণন করি।

ক্ষৌরকারের প্রথম সহোদরের বিবরণ।

অখিল-ধার্ম্মিকাধিপতি নরপতি শ্রবণ করুন, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর খঞ্জ; তাঁহার নাম এল্ বাক্‌বুক্। তিনি বোগদাদ নগরে সূচিজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহার সেই ব্যবসায়ের উপযোগী একটী দোকান-ঘর ভাড়া ছিল। দোকানের সম্মুখেই সেই গৃহটীর অধিকারীর বাস এবং সেই বাটীর নিম্নতলে একটী গম ভাঙ্গিবার কল ছিল। একদিন তিনি দোকানে বসিয়া কাপড় শেলাই করিতেছেন সহসা ভূম্যধিকারীর বাটীর দিকে তাঁহার নয়ন নিপতিত হইল। দেখিলেন একটী উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহারিণী রমণী বাতায়ন হইতে, পথ দিয়া যে সকল লোক গতায়াত করিতেছিল, তাহাদিগকে একমনে দেখিতেছে। ভ্রাতা তাহাকে দেখিয়াই একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন, অমনি রমণীকে পাইবার আশায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত দিবস

কেবল তাহার দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সেদিন আর একটী পয়সাও উপায় করিতে পারিলেন না। ভ্রাতা পরদিন প্রাতে পুনরায় দোকান খুলিয়া কাপড় শেলাই করিতে বসিলেন। কিন্তু শেলাই করিবেন কি, মন সেই রমণীর দিকে—এক ফোঁড় করিয়া শেলাই করেন আর একবার করিয়া সেই বাতায়নের দিকে উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখেন। সমস্ত দিবস কোন কার্য্যই করিতে পারিলেন না, সেদিনও বৃথা কাটিয়া গেল।

এইরূপে দুই দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, তিনি একটী মুদ্রাও উপার্জ্জন করিতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবসে দোকানে বসিয়া যুবতীর দিকে চাহিয়া আছেন, সহসা যুবতীর নয়ন আমার ভ্রাতার দিকে নিপতিত হইল। সে দেখিল, এল্ বাক্‌বুক্ তাহার প্রণয়ে ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছেন, অমনি ঈষৎ হাসিয়া উঠিল। তিনিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিলেন। রমণী বাতায়ন হইতে সরিয়া গেল। এবং একটী ক্রীতদাসীর হস্তে এক খণ্ড ফুলদার লাল রেশমী কাপড় প্রদান করিয়া আমার ভ্রাতার নিকটে পাঠাইয়া দিল। দাসী আমার ভ্রাতার দোকানে আসিয়া বলিল "আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে সেলাম দিয়া বলিলেন এই কাপড়টাতে তাঁহার একটী কোর্ত্তা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।" "অবশ্য দিব—তাঁহার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য" বাক্‌বুক্ এই কথা বলিয়াই দাসীর হস্ত হইতে বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করিলেন। কোর্ত্তাটী প্রস্তুত করিয়া শেষ করিতেই সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিন সেই ক্রীতদাসী পুনরায় আমার ভ্রাতার দোকানে আসিয়া বলিল "আমাদের ঠাকুরাণী আপনাকে সেলাম দিয়া আমাকে জিজ্ঞসা করিতে বলিলেন, গত রজনীতে আপনি কেমন ছিলেন ?—তিনিত আপনার জন্য সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও নয়ন নিমীলিত করিতে পারেন নাই।" দাসী এই কথা বলিয়াই আমার ভ্রাতার হস্তে একখণ্ড পীতবর্ণের সাটিন প্রদান করিয়া বলিল "আমাদের ঠাকুরাণীর ইচ্ছা, আপনি এই বস্ত্রখণ্ডে তাঁহার জন্য এক যোড়া পাজামা প্রস্তুত করিয়া দেন। পাজামা দুটী অদ্যই চাই—প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবেন কি ?" আমার ভ্রাতা বলিলেন "অদ্যই প্রস্তুত করিয়া দিব, তাহার জন্য আর চিন্তা কি ?—তুমি তাঁহাকে আমার সেলাম প্রদান করিয়া বলগে যে তাঁহার ক্রীতদাস তাঁহার

আজ্ঞা সম্পাদনার্থ সর্ব্বদাই উৎসুক আছে, যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, দাস তখনই তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবে।” ক্রীতদাসী চলিয়া গেল। ভ্রাতা কাপড়গুলি রীতিমত কাটিয়া পাজামা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় দুষ্টা রমণী নিজ গৃহের বাতায়ন হইতে হস্তসঙ্কেতে আমার ভ্রাতাকে একটী সেলাম করিয়া অধোমুখে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। নির্ব্বোধ বাক্‌বুক্‌ এক এক বার কাজ করেন, আর উৎসুক নয়নে বাতায়নের দিকে দেখেন; রমণীও এক এক বার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখে আব ঈষৎ হাস্য করে। তিনি মনে করিলেন, ‘তবে আর কি, রমণীর প্রণয় লাভ করিলাম।’ দুষ্টা ক্ষণকাল এইরূপ করিয়াই বাতায়ন হইতে চলিয়া গেল। ভ্রাতা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহার পাজামা দুইটি শেলাই করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সেই ক্রীতদাসী দোকানে আসিল। আমার নির্ব্বোধ ভ্রাতা পাজামা দুইটী তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। সে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান না করিয়াই সেদুটী লইয়া গেল। বাক্‌বুক্‌ সমস্ত রাত্রি সেই মনোহারিণীর চিন্তাতেই অতিবাহিত করিলেন, একবারের জন্যও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রাতে সেই দুষ্টা রমণীর স্বামী আমার ভ্রাতার দোকানে আসিয়া এক থান রেশমী কাপড় প্রদান করিয়া বলিল “এই থানটীতে আমার জন্য কতকগুলি অঙ্গরাখা প্রস্তুত করিয়া দাও।” বাক্‌বুক্‌ “যে আজ্ঞা” এই কথা বলিয়াই থানটী গ্রহণ করিয়া সোৎসাহে অঙ্গরাখাগুলি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীর স্বামী জিজ্ঞাসা করিল “তোমাকে এই অঙ্গরাখাগুলির জন্য কত পারিশ্রমিক দিতে হইবে?” নির্ব্বোধ ভ্রাতা তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। দুষ্টা রমণী অন্তরাল হইতে ইঙ্গিতে তাঁহাকে অঙ্গরাখা শেলাইয়ের পারিশ্রমিক লইতে নিষেধ করিল। বাকবুক্‌ কি করেন, যদিও সে দিনের আহারীয়াদি ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার একটী পয়সাও ছিল না, তথাপি কিছুই বলিলেন না; নিরম্বু উপবাস করিয়া অনবরত অঙ্গরাখাগুলি শেলাই করিতে লাগিলেন। তিন দিবসের অপরিমিত পরিশ্রমের পর সমস্ত প্রস্তুত হইল। তিনি সেগুলি লইয়া তাহার বাটীতে প্রদান করিতে গেলেন।

মূর্খ বাক্‌বুক্ প্রকৃত বিষয় কিছুই জানিতেন না, মনে করিলেন বুঝি রমণীর অকপট প্রণয় লাভ করিলাম। রমণী এদিকে স্বামীর নিকট আমার ভ্রাতার মনোগত সমস্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত নিগ্রহ প্রদান করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিল। দুষ্টার কেবল ইচ্ছা তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বিনাবেতনে কতকগুলি কাপড় প্রস্তুত করিয়া লয়, আর তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া হাস্য করে, সুতরাং তিনি নিদ্রা ও আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে কায়ক্লেশে কোর্ত্তা ও অঙ্গরাখা প্রভৃতি রাশি রাশি বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াও পারিশ্রমিক স্বরূপ তাহাদের নিকট হইতে একটী পয়সা প্রাপ্ত হইলেন না। সমস্ত কার্য্যগুলি শেষ হইলে রমণী বাক্‌বুকের নিগ্রহার্থে আর একটী নূতন উপায় স্থির করিল। সে কৌশলক্রমে তাহার নিজ ক্রীতদাসীর সহিত আমার ভ্রাতার বিবাহ দিয়া দিল। বিবাহের রাত্রে রমণী তাঁহাকে নিজ বাটীর নিম্নতলস্থ কল-ঘরে লইয়া গিয়া বলিল "সাহেব, আজিকার রাত্রি তোমাকে এই গৃহেই অতিবাহিত করিতে হইবে, কল্য নবপরিণীতা গৃহিণীর সহিত পরম সুখ লাভ করিও।" মূর্খ বাক্‌বুক্ মনে করিলেন, হয়ত কোন বিশেষ কারণই থাকিবে, সুতরাং তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া একাকী সেইখানেই রহিলেন। এই অবসরে সেই দুষ্টার স্বামী আস্তে আস্তে কলের অধিকারীর নিকটে গিয়া ইঙ্গিতে আমার ভ্রাতাকে দিয়া গম ভাঙ্গাইয়া লইতে বলিল। কল-চালক মধ্য-রাত্রে কল-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "আঃ বলদটা কি অলস! রাশি রাশি গম ভাঙ্গিতে রহিয়াছে—মহাজনেরা ময়দার জন্য অনবরত বিরক্ত করিতেছে। এসময় কি কল বন্ধ রাখিবার সময়। বলদটাকে কলে যুড়িয়া দি—শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।" সে এই কথা বলিয়া আমার ভ্রাতাকে কলের যোয়ালে যুড়িয়া দিয়া অনবরত কশাঘাত করিতে লাগিল। ভ্রাতা, কি করেন, প্রহার-যাতনায় ব্যাকুল হইয়া প্রাণপণে কল ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপ দুর্দ্দশায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। রজনীশেষে রমণীর স্বামী আসিয়া দেখিল, এল্ বাক্‌বুক্ ময়দার কলে ঘুরিতেছেন, আর কল-চালক অনবরত কশাঘাত করিতেছে। সে তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কিছুই বলিল না, স্বচ্ছন্দে তথা হইতে চলিয়া গেল। প্রত্যূষসময়ে তাঁহার নবপরিণীতা গৃহিণী সেই ক্রীতদাসী আসিয়া তাঁহাকে

সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বলিল "হায়, আপনার এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমার ঠাকুরাণী যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তাহা আর বলিতে পারি না—আমার ত কথাই নাই। আপনার এ অবস্থা শুনিয়া অবধি আমার মনের মধ্যে যে কি করিতেছে, তাহা আর বলিবার নয়! হায়, নাথ! আপনার এই দশা! সমস্ত রাত্রির মধ্যে যদি আপনার এদশা এক বারও জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আপনাকে এতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইত?" বাক্‌বুক্ সমস্ত রাত্রির দারুণ নিগ্রহে মৃতপ্রায়—তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক সুতরাং তাহাকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার ভ্রাতার বিবাহ-পত্র প্রস্তুত-কর্ত্তা শেখ তাঁহার নিকটে আসিয়া যথারীতি অভিবাদনপূর্ব্বক বলিল "জগদীশ্বর তোমাকে চিরজীবী করুন! নবপরিণীত দম্পতীর মঙ্গল হউক!" শেখের কথা শেষ হইতে না হইতেই ভ্রাতা ক্রোধভরে বলিলেন "জগদীশ্বর পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদীর সর্ব্বনাশ করুন! নরাধম তুই দস্যু হইতেও শত গুণে দস্যু, পাপী হইতেও সহস্র গুণে পাপী। জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তোর জন্যই আমাকে বলদের পরিবর্ত্তে সমস্ত রাত্রি ময়দার কল টানিতে হইয়াছিল।" শেখ বলিল "সে আবার কি? আমিত তোমার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—প্রকৃত ব্যাপার কি, সমস্ত বল দেখি।" বাক্‌বুক্ পূর্ব্ব রজনীর বিবরণ আদ্যোপান্ত তাহার নিকটে বর্ণন করিলেন। শেখ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিল "আহা, তুমি এতদূর ক্লেশ ভোগ করিয়াছ!—সমস্তই তোমার অদৃষ্টের দোষ, আমরা কি করিব? তোমার জন্ম-নক্ষত্রের সহিত পাত্রীর জন্ম-নক্ষত্রের মিলন হয় নাই, সেই জন্যই তোমাকে এতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে বিবাহ পত্র খানি আমি অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দি; তাহা হইলে আর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না।" আমার ভ্রাতা বলিলেন "ভাল, অন্য কোনরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যদি ভাল করিতে পার, কর; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

ভ্রাতা শেখকে নিজ আবাসে রাখিয়া দোকানে গেলেন, এবং সেদিনের খরচ চালাইবার মত যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই ক্রীতদাসীটী দোকানে আসিয়া বলিল "প্রভু, আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আপনার মনোহর মুখচন্দ্র দর্শন-লাভ-মানসে উৎসুক-নয়নে বাতায়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, আপনি একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখুন।" ভ্রাতা দাসীর এই কথা শুনিয়াই মুখ তুলিয়া বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন যথার্থই দুষ্টা বাতায়ন হইতে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। উভয়ের নয়ন পরস্পর সম্মিলিত হইবা মাত্রই দুষ্টা বস্ত্র দ্বারা চক্ষুর্দ্দয় মার্জ্জন করিতে করিতে গদ গদ স্বরে বলিল, "আমরা আপনার নিকট কোন্ দোষে দোষী—কেন আপনি আমাদের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন?" ভ্রাতা তাহার কথায় কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না। দুষ্টা রমণী বাতায়ন হইতে বারম্বার শপথ করিয়া বলিল যে, গত রজনীতে যে তাঁহাকে বলদের পরিবর্ত্তে কল ঘুরাইতে হইয়াছিল, তাহার বিষয়ে সে কিছুই জানিত না—সে কার্য্য তাহার সম্মতিতে হয় নাই। বাক্-বুক্ তাহার অতুল রূপলাবণ্য দেখিয়া সমস্তই ভুলিয়া গেলেন; বিগত রজনীর সেই দারুণ ক্লেশ সমস্ত এক কালেই তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হইল। তিনি সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া তাহার মনোহর মুখ-খানির দর্শনসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। দুষ্টা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ভ্রাতা নম্রভাবে একটী সেলাম করিলেন এবং তাহার সহিত দুই একটী মিষ্টালাপ করিয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অল্প ক্ষণ পরেই সেই ক্রীতদাসী আসিয়া বলিল "আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে সেলাম জানাইয়া এই কথা বলিতে বলিলেন যে, অদ্য রাত্রিতে তাঁহার স্বামী বাটীতে থাকিবেন না; তিনি একটী ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবেন, সমস্ত রজনীই তাঁহার সেইখানে অতিবাহিত হইবে। অতএব তিনি নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ চলিয়া গেলে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের বাটীতে যাইবেন,—কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনার জন্য পথ চাহিয়া থাকিবেন, দেখিবেন যেন তাঁহাকে হতাশ হইতে না হয়।"

ওদিকে যুবতী আমার ভ্রাতাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য স্বামীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিল। তাহার স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দরজী যখন তোমার নিকটে আসিবে, তখন তাহাকে ওয়ালীর নিকটে ধরিয়া লইয়া

যাইবার কি উপায় করা যাইবে?" সে বলিল "সে জন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না, আমি এমনি কৌশল করিব যে, সে আপনি ধরা পড়িয়া যাইবে; আর তাহার দুরবস্থার শেষ থাকিবে না—ওয়ালীর লোকেরা তাহাকে লইয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনিবে—সমস্ত লোকেই দেখিতে পাইবে কি কার্য্যের কি ফল।"

ভিতরে ভিতরে যে কি ভয়ানক পরামর্শ হইয়া রহিয়াছে, নির্ব্বোধ বাক্‌বুক্ তাহার কিছুই জানেন না—মনে ভাবিতেছেন যে আজি মনোহারিণীর সহিত মিলন হইবে—আর তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল; দাসী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে নিজ প্রভু-রমণীর নিকটে লইয়া গেল। দুষ্টা রমণী তাঁহাকে দেখিয়া বলিল "নাথ! এত ক্ষণ তোমার জন্য যে কত ব্যাকুল হইয়াছিলাম তাহা আর বলিতে পারিনা।" তিনি বলিলেন "প্রিয়তমে! তবে আর বিলম্ব কেন, আইস, সর্ব্বাগ্রে তোমার মনোহর মুখে একটী চুম্বন করিয়া জীবন সার্থক করি।" ভ্রাতার এই কয়েকটী কথা শেষ হইতে না হইতেই রমণীর স্বামী পার্শ্বস্থ একটী প্রতিবেশীর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সে বলিল "নরাধম, এইবার ধরিয়াছি—আর তোকে ছাড়িতেছি না—একেবারে শাসনকর্ত্তা প্রধান বিচারকের নিকটে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিব।" বাক্‌বুক্ অব্যাহতি পাইবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিলেন—কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার কোন কথাই শুনিল না; তাঁহাকে সবলে টানিতে টানিতে ওয়ালীর বাটীতে লইয়া গেল। ওয়ালী তাঁহাকে সেই অপরাধের জন্য অনবরত কশাঘাত করিতে লাগিল। তিনি দারুণ আঘাতে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন। শান্তিরক্ষক তাঁহাকে একটী উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লইয়া গেল। লোকে তাঁহার সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "দেখ দেখ, অপরের অন্তঃপুরমধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশের এই ফল।" বাক্‌বুক্ একে প্রহার-যাতনায় জড়ীভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এইরূপ অপমান, লোকের তাড়াতাড়িতে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সেই পতনেই তাঁহার দুইটী পা ভাঙ্গিয়া গেল—সেই পর্য্যন্তই তিনি খঞ্জ হইলেন। ওয়ালী এইরূপ শাস্তি

প্রদান করিয়া তাঁহাকে নগর হইতে দূর করিয়া দিল। তিনি নগর ত্যাগ করিয়া চলিলেন—কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে অন্ততঃ কায়ক্লেশেও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। আমি জ্যেষ্ঠ সহোদরের এরূপ দুর্দ্দশা সহ্য করিতে পারিলাম না; যদিও তাঁহার অন্যায় কার্য্যে আমার যথেষ্ট ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, তথাপি সেই অন্তরের ক্রোধ অন্তরেই সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে ফিরাইয়া আনিলাম এবং সেই অবধি তাঁহার ভরণপোষণের ভার লইলাম।

খলিফে আমার বর্ণিত উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তোমার উপাখ্যানটী অতি উত্তম; তুমি অতি সদ্বক্তা।" আমি বলিলাম, রাজন্! আপনি যতক্ষণ আমার অপরাপর ভ্রাতৃগণের বিবরণ শ্রবণ না করিতেছেন, ততক্ষণ আমি আপনার এ প্রশংসা স্বীকার করিব না।—আপনি আমাকে বহুভাষী মনে করিবেন না, আমি সমস্তই প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি। খলীফে বলিলেন "ভাল, তোমার অপরাপর সহোদরগণের অদ্ভুত বিবরণগুলি বর্ণন কর। মনোহর উপাখ্যানগুলি শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করি।" আমি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলাম।
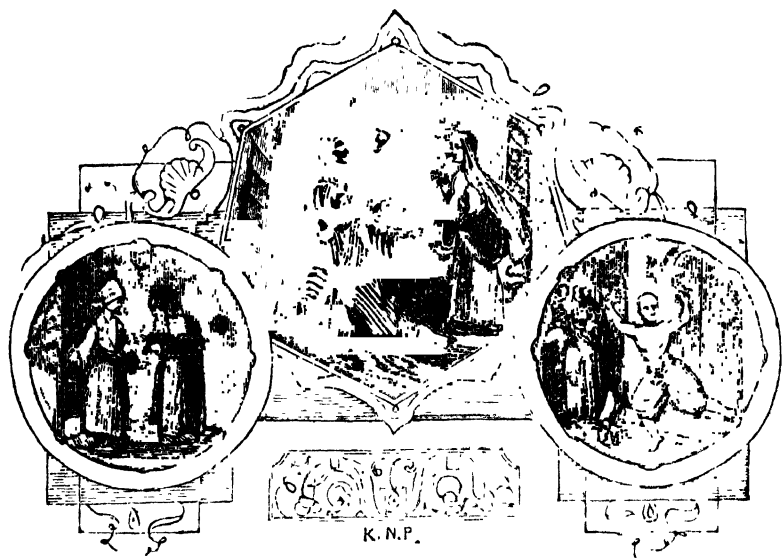
ক্ষৌরকারের দ্বিতীয় সহোদরের উপাখ্যান।

অখিলধার্ম্মিকাধিপ! শ্রবণ করুন, আমার দ্বিতীয় সহোদর এল্ হেদ্দার একদিন কোন প্রয়োজন সাধনার্থ যাইতেছিলেন; সহসা একটী বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "ওগো, একটু দাঁড়াও, আমার একটী কথা আছে।—আমি তোমাকে একটী কথা বলিব, তোমার ভাল বিবেচনা হয় করিও, না হয় করিয়া কাজ নাই।" ভ্রাতা তাহার কথা শুনিয়াই একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা বলিল "তুমি যদি বহুভাষী না হও, তাহা হইলে তোমাকে একটী বিষয় বলি।" ভ্রাতা বলিলেন "কি বলিবেন, বলুন।" বৃদ্ধা বলিল "ভাল, বল দেখি, যদি তুমি একটী মনোহর সুসজ্জিত অট্টালিকার মধ্যে বাস করিতে, প্রত্যহ উত্তমোত্তম সুপেয় মদিরা স্বাদু ফল মূল পানাহার করিতে ও দিবানিশি মনোহারিণী রমণীর বদন সুধাকর দেখিতে পাও, এবং সুকোমল মসৃণ কপোলদেশে চুম্বন করিতে ও একটী সুললিত ললনাকে আলিঙ্গন করিতে পাও, তাহা হইলে কেমন হয়,—বল দেখি, এই সকল সুখ যদি তুমি অবাধে ও নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিতে পাও, তাহা হইলে কেমন সুখী হও? এখন তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে উক্ত প্রকার

সুখভোগের উপায় করিয়া দিতে পারি,—কেমন সম্মত আছ কি ?" আমার ভ্রাতা বলিলেন "ঠাকুরাণি ! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই প্রার্থনীয় ও মনোহর বটে, কিন্তু আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি, এত লোক থাকিতে আমার প্রতি এত অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছেন কেন ? কি গুণ দেখিয়া আমার উপরে আপনার এত কৃপা হইল ?" বৃদ্ধা বলিল "তোমায় ত এই মাত্র বলিলাম, বহুভাষী হইলে সে সুখ লাভ করিতে পারিবে না—তবে তুমি বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ কেন ? যদি তুমি সেরূপ সুখসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিস্তব্ধ হইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" বর্ষীয়সী এই কথা বলিয়াই অগ্রে অগ্রে চলিল, আমার ভ্রাতা, তাহার বর্ণিত সুখসম্পত্তি লাভার্থ লোলুপ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা একটী বৃহৎ প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিল, আমার ভ্রাতাও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে তাঁহাকে উপরিতলস্থ একটী গৃহমধ্যে লইয়া গেল। ভ্রাতা দেখিলেন, গৃহটী নানাবিধ মনোহর দ্রব্য-সমূহে সুসজ্জিত। গৃহমধ্যে চারিটী অলোকসামান্যা রূপবতী যুবতী একত্র উপবিষ্ট হইয়া মনোহর স্বরে গীত গাহিতেছে; তাহাদের সেই গীতে যেন পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে। আমার ভ্রাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই রমণীদিগের মধ্যে একজন একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিয়া পান করিল। ভ্রাতা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া রমণীকে সুরা ঢালিয়া দিতে গেলেন। রমণী নিবারণ করিয়া, তাঁহার হস্তে এক পাত্র সুরা প্রদান করিল। ভ্রাতা তাহা পান করিলেন। রমণী অমনি তাঁহার ঘাড়ে চপেটাঘাত করিল। ভ্রাতা তাহার সেইরূপ আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া বকিতে বকিতে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ইঙ্গিতে গৃহমধ্যে ফিরিয়া যাইতে বলিল। তিনি পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধভাবে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রমণী পুনরায় তাঁহার ঘাড়ে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। ভ্রাতা তাহার সেই উপর্য্যুপরি চপেটাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ক্ষণকাল মধ্যেই এল্ হেদ্দারের চেতনা পুনরাবৃত্ত হইল। তিনি ক্রোধভরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিলেন। বৃদ্ধা পুনরায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া

বলিল "দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর, এরূপ ক্রোধভরে চলিয়া যাইও না—এখনই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আর একটু একটু করিয়া কতক্ষণ আমি এরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকিব?" বৃদ্ধা বলিল "এসকল এরূপ অধীরতার কার্য্য নহে; যুবতী যখন সুরাপান করিতে করিতে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সেই সময়েই তোমার প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে।" বৃদ্ধার এই কথায় তিনি পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতীগণ নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা তাহাদিগকে গাত্রবস্ত্রগুলি খুলিয়া দিয়া আমার ভ্রাতার মুখে গোলাপ জল ছিটাইয়া দিতে বলিল। যুবতীগণ তাহার আদেশমত এল্ হেদ্দারের মুখে গোলাপ জল ছিটাইয়া দিল। সর্ব্বপ্রধানা রূপবতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "জগদীশ্বর আপনাকে সম্মানিত করুন—ঈশ্বরের কৃপায় আপনি আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এখন যদি ধীরভাবে আমার অভিলষিত কয়েকটী কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমার অন্তরেও প্রবেশ করিতে পারিবেন।" আমার ভ্রাতা বলিলেন "ঠাকুরাণি! আমি আপনার ক্রীত দাস—আমায় যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিব।" "আমি অত্যন্ত হাসি-তামাসা ভাল বাসি—যে আমাকে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইয়া প্রীত করিতে পারিবে, সেই আমার প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে" যুবতী আমার ভ্রাতাকে এই কথা বলিয়াই, সঙ্গিনীদিগকে গান করিতে বলিল। রমণীগণ তান লয় মিলাইয়া গান গাহিতে লাগিল। ভ্রাতা তাহাদের সেই মনোহর কণ্ঠস্বরে একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। প্রধানা যুবতী একটী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "যাও, তোমাদের প্রভুকে লইয়া যাও, এবং প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি শীঘ্র সমাধা করিয়া পুনরায় এখানে লইয়া আইস।" আজ্ঞামাত্রেই সে তাঁহাকে লইয়া চলিল। এল্ হেদ্দার তাহাদের মনোগত কিছুই জানিতেন না, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল "সাবধান, অধীর হইও না, এ সকল অধীরতার কার্য্য নহে—আর অতি অল্প মাত্রই অবশিষ্ট আছে, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।" বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়াই, আমার ভ্রাতা তাহারদিকে ফিরিয়া দেখিলেন। বৃদ্ধা বলিল "ব্যস্ত হইও না—তোমার মনস্কাম প্রায়

পূর্ণ হইল, আর বড় অধিক বিলম্ব নাই, তুমি আমাদের ঠাকুরাণীর হৃদয় প্রায় অধিকার করিয়াছ। এখন কেবল শ্মশ্রু মুণ্ডন করিলেই সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইবে।" তিনি বলিলেন "সে কি!—আমি শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে পারিব না—লোকে আমাকে কি বলিবে?—না, তাহা হইতে পারে না—শ্মশ্রু মুণ্ডন করিলে আমাকে সর্ব্বত্রই অপমানিত হইতে হইবে।" বৃদ্ধা বলিল "স্থির হও, এ সকল এরূপ চঞ্চলতার কার্য্য নহে।—আমাদের কর্ত্তৃঠাকুরাণী কেবল তোমাকে অজাত-শ্মশ্রু অল্প-বয়স্ক যুবক দেখাইবে বলিয়া, ও পাছে তোমার কর্কশ মুখলোমে তাঁহার কোমল কপোল দেশ ব্যথিত হয়, সেই ভয়ে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি তোমার সহিত মিলনের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, অতএব তুমি এখন তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিওনা—তাহা হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া দুরূহ হইবে।" ভ্রাতা রমণীর প্রণয় আশায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কি করেন, তখন তাহারা যাহা বলিল, অগত্যা তাহাতেই তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হইল। তাহারা তাঁহার দাড়ি, গোঁপ, অবশেষে ভ্রূ পর্য্যন্ত মুণ্ডন করিয়া দিল এবং মুখখানি রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে প্রধানা যুবতীর নিকটে লইয়া গেল। সে প্রথমে আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াই ভয়ে চমকিয়া উঠিল; তৎপরে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল "প্রিয়তম! তুমি এইরূপ ভালবাসার প্রমাণ দেখাইয়া আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার কবিলে, আমি তোমার গুণে একেবারে বশীভূত হইলাম।" তিনি তাহার সেই কথাতেই একেবারে ভুলিয়া গেলেন। যুবতী তাঁহাকে নৃত্য করিতে অনুরোধ করিল। তিনি সেই অদ্ভুত বেশে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। সে একে একে গৃহস্থিত সমস্ত বালিসগুলিই তাঁহার উপরে সবলে নিক্ষেপ করিল, অবশেষে যাহা সম্মুখে দেখিতে পাইল, তদ্দ্বারাই তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। তিনি তাহার সেই দারুণ প্রহারে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রমণীগণ তাঁহার স্কন্ধ-দেশে সবলে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে, বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "আর ভয় নাই, তোমার আর প্রহার-বেদনা সহ্য করিতে হইবে না—এখন তোমার অভিলষিত পূর্ণ হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, কেবল একটী মাত্র কার্য্য অবশিষ্ট। আমাদের কর্ত্তৃ-

ঠাকুরাণী যখন সুরাপানে উন্মত্ত হয়েন, তখন তিনি যতক্ষণ নিজ গাত্রবস্ত্র উন্মোচিত না হয়, ততক্ষণ কাহাকেও নিকটে যাইতে দেন না। তোমার গাত্রবস্ত্র খোলা আছে, তুমি বেস্ প্রস্তুত আছ, তাঁহার নিকটে যাও। তিনি তোমাকে দেখিলেই পালাইয়া যাইবেন; তুমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ধরিও। তাহা হইলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" আমার নির্ব্বোধ ভ্রাতা তাহার সেই কথা শুনিয়াই, উঠিয়া যুবতীকে ধরিতে গেলেন। যুবতী পলাইয়া গেল, তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। যুবতী এক গৃহ হইতে অপর গৃহে দৌড়িয়া পালাইতে লাগিল; তিনিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। রমণী একটী অব্যক্ত শব্দ করিয়া, আরও দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিল, তিনি আরও বেগে তাহার পশ্চাৎঅনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি তাহার পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, একেবারে রাজপথের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন।

সম্মুখেই শ্রেণীবদ্ধ চর্ম্মবিক্রেতাদিগের দোকান। ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দর হাঁকিতেছে; ক্রেতা ও বিক্রেতাগণে পথটী পরিপূর্ণ। আমার ভ্রাতা সেইরূপ বেশে অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় পথে পদার্পণ করিবামাত্রই, উপস্থিত লোকগণ চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ তাঁহার সেই রক্তবর্ণে রঞ্জিত মুণ্ডিত মুখ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল,—কেহ কেহবা কঠিন চর্ম্মখণ্ডের দ্বারা তাঁহাকে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তিনি দারুণ প্রহার-যাতনায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহারা তাঁহাকে একটী গর্দ্দভের উপরে আরোহণ করাইয়া ওয়ালীর নিকটে লইয়া গেল। ওয়ালী তাঁহার সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি এ, ব্যাপার কি?" তাহারা বলিল "আমরা বাজারে দাঁড়াইয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছিলাম, সহসা এ এইরূপ অবস্থায় উজীরের বাটী হইতে আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল; সুতরাং আমরা ইহাকে আপনার নিকটে ধরিয়া আনিয়াছি।" ওয়ালী এই কথা শুনি-য়াই তাঁহাকে একশত বেত্রাঘাত করিয়া নগর হইতে দূর করিয়া দিল। ভ্রাতার এইরূপ দুরবস্থার সমাচার প্রাপ্ত হইয়াই, আমি নগর হইতে বহির্গত হইয়া গোপনে তাঁহাকে নিজ আবাসে লইয়া গেলাম এবং আমার যৎসামান্য

উপার্জ্জনের মধ্য হইতেই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিলাম। রাজন্! আমি যদি উদারচিত্ত ও সদয়-হৃদয় না হইতাম, তাহা হইলে কখনই সেরূপ লোকের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতাম না।

ক্ষৌরকারের তৃতীয় সহোদরের বিবরণ।

নরাধিপ! আমার তৃতীয় ভ্রাতা বক্‌বকের আর একটী নাম কুফ্‌ফে *। তিনি অন্ধ ছিলেন, সুতরাং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দৈববশে একদিন ভিক্ষার্থে একটী বাটীর দ্বারে গিয়া করাঘাত করিলেন। বাটীর অধিকারী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল "কে হে?" তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি, দ্বারে আঘাত করিতেছ কেন?" আমার ভ্রাতা তথাপি কিছুই উত্তর দিলেন না। গৃহস্বামী দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলিল "তুমি কি চাও?" আমার ভ্রাতা বলিলেন "সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের নামে কিঞ্চিৎ ভিক্ষাপ্রার্থনা করি।" গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি অন্ধ?" তিনি বলিলেন "হাঁ প্রভু, আমি অন্ধ, অনাথ!" "তবে আইস, তোমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি" গৃহস্বামী এই কথা বলিয়াই তাঁহার হাত ধরিল। তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গৃহস্বামী একটীর পর আর একটী, সেটীর পর আবার আর একটী, এইরূপে তিন চারিটী সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া চলিল। ভ্রাতা মনে করিলেন, বুঝি সে তাঁহাকে কিছু ভিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই লইয়া যাইতেছে, সুতরাং আর কিছুই বলিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সে তাঁহাকে বাটীর একটী সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপরে লইয়াগিয়া বলিল "অরে অন্ধ! তুই কি চাস্?" ভ্রাতা বলিলেন "পরম পিতা জগদীশ্বরের নামে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।" গৃহস্বামী বলিল "ভিক্ষা! এখানে ভিক্ষা নাই—অন্যত্র দেখ, জগদীশ্বর অবশ্য কোথাও না কোথাও তোমাকে কিঞ্চিৎ

* কুফ্‌ফে—প্রকৃত অর্থ তালপত্রনির্ম্মিত ঝুড়ি, এখানে নির্ব্বোধ।

মিলাইয়া দিবেন।” ভ্রাতা বলিলেন “যদি ভিক্ষা না দিবেন, তাহা হইলে যখন আমি নীচে ছিলাম, তখনই বলিলেন না কেন?” গৃহস্বামী বলিল “নরাধম! যখন আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কি চাস্, তখনই তুই কেন বলিস্ নাই ‘যে ভিক্ষা চাই’।” ভ্রাতা বলিলেন “আমাকে লইয়া এখন কি করিতে চাহেন?” সে বলিল “কিছুই না—আমি তোকে কিছুই দিতে পারিব না—তুই চলিয়া যা।” তিনি বলিলেন “তবে আমাকে নিম্নে লইয়া চলুন।” সে বলিল “কেন, সিধা পথ আছে স্বয়ং চলিয়া যাও।” বক্‌বক্ কি করেন, হাতড়াইতে হাতড়াইতে কষ্টেস্বষ্টে নীচে নামিতে লাগিলেন। আর অতি অল্পমাত্র সোপান অবশিষ্ট আছে—সহসা তাঁহার পদ স্খলিত হইল। তিনি গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে আসিয়া পড়িলেন।

বক্‌বক্ অতিকষ্টে রাজপথে আসিয়া দাড়াইলেন। কোথায় যাইবেন, কোন্‌দিকে গেলে নিজ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই—যে দিকে সম্মুখ করিয়াছিলেন, আস্তে আস্তে সেইদিকেই চলিলেন। দৈববশে পথিমধ্যে আর দুইজন অন্ধ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। নবাগত অন্ধদিগের মধ্যে একজন আমার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল “আজি তোমার কি হইয়াছে, তুমি কি পাইলে?” তিনি অব্যবহিত-পূর্ব্বেই যে রূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা সঙ্গীদিগের নিকট বর্ণন করিয়া বলিলেন “ভাই, আমাদের যে টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে আজি নিজের খরচের জন্য কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।” দুষ্ট গৃহস্বামী তাঁহার সেইরূপ নিগ্রহ করিয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই; পুনরায় অন্য কোনরূপ অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অজ্ঞাতসারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। সে তাঁহার কথা শুনিয়াই নিঃশব্দপদসঞ্চারে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বক্‌বক্ নিজ আবাসে প্রবেশ করিলেন। দুষ্ট গৃহস্বামীও অতর্কিত ভাবে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভ্রাতা নিজ গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সঙ্গীদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার অন্ধ সঙ্গীদ্বয় আসিল। পাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া থাকে, এই ভয়ে বক্‌বক্ তাহাদিগকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে বলিলেন। গৃহমধ্যে ছাদ হইতে একগাছি স্থূল রজ্জু ঝোলান ছিল, দুষ্ট গৃহস্বামী তাঁহার সেই

কথা শুনিয়া রজ্জু গাছটী ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। সঙ্গীদ্বয় দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে সমস্ত গৃহটী অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। দুষ্ট গৃহস্বামী উর্দ্ধে ঝুলিতেছিল, সুতরাং গৃহমধ্যে যে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে, তাহা আর তাহারা বুঝিতে পারিলনা—ভ্রাতার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। বক্‌বক্ গুপ্ত স্থান হইতে একটী টাকার তোড়া বাহির করিলেন। অন্ধগণ মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া গণিতে লাগিল। থলির মধ্যে দশসহস্রেরও অধিক রৌপ্য-মুদ্রা ছিল। তাহারা পূর্ণ দশ সহস্র মুদ্রা থলির মধ্যে রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট গুলি নিজনিজ প্রয়োজনানুসারে অংশ করিয়া লইল এবং থলিটী গৃহের এক কোণে প্রোথিত করিল। বক্‌বক্ কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্য বাহির করিলেন। সকলে একত্র আহার করিতে বসিল। এই সময়ে, দুষ্ট গৃহস্বামী আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়া, তাহাদের সঙ্গে উপবেশন করিল। ভ্রাতা নিজ পার্শ্ব হইতে অপরিচিত কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া বলিলেন" একি, অপরিচিত ব্যক্তির স্বর শুনিতেছি না—আমাদের সহিত কি কোন অপর ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছে?" অন্ধগণ সেই কথা শুনিয়াই, এদিক্ ওদিক্ হাতড়াইতে লাগিল। সহসা বক্‌বকের হস্ত গৃহস্বামীর গাত্রে নিপতিত হইল। তিনি তাহাকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ধরিয়াছি, ধরিয়াছি—এই, এই।" সঙ্গীদ্বয় দ্রুত আসিয়া তাহার উপরে

নিপতিত হইয়া, অনবরত প্রহার করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "হে ধার্ম্মিক মুসলমানগণ! দেখ এই নরাধম চোর আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য, গুপ্তভাবে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" দেখিতে দেখিতে প্রতিবেশীগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সময়ে, দুষ্ট গৃহস্বামী অবিকল অন্ধের ন্যায় নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "দোহাই মুসলমানগণ, দোহাই তোমাদের!—আমি আল্লা ও সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা করি!—আল্লা ও ওয়ালির আশ্রয় প্রার্থনা করি!—আল্লা ও আমীরের সাহায্য প্রার্থনা করি!—দোহাই দোহাই তোমাদের! আমীরের নিকটে আমি কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি!" তাহার সেই চীৎকারে ওয়ালীর অনুচরবর্গ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অন্ধত্রয় ও কপট অন্ধ দুষ্ট গৃহস্বামীকে প্রভুর নিকটে লইয়া গেল। ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?—তোদের কি হইয়াছে বল্।" দুষ্ট বলিল "মহাশয়! আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ করুন, আপনি সহজে আমাদের প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন না;—আমাদের মধ্যে একজনকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করুন, তাহা হইলে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে।—না হয়, অগ্রে আমাকেই সঙ্গীদের সমক্ষে প্রহার করিতে আরম্ভ করুন।" ওয়ালী তাহার এই কথা শুনিয়াই অনুচরবর্গকে ডাকিয়া বলিল "তোমরা ইহাকে ভূমিতে ফেলিয়া নির্দ্দয়রূপে কশাঘাত কর।" আজ্ঞামাত্রেই তাহারা দুষ্টকে ভূমিশায়ী করিয়া অনবরত কশাঘাত কবিতে আরম্ভ করিল। দুষ্ট দুই চারি কশাঘাতেই একটী নয়ন উন্মোচিত করিল। ওয়ালীর অনুচরগণ আরও সবলে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারযাতনায় দুষ্ট দুইটী নয়নই খুলিয়া ফেলিল। ওয়ালী বলিল "নরাধম! তোর এরূপ কপট অন্ধ হইয়া থাকিবার অভিপ্রায় কি?" সে বলিল "প্রভু! দয়া প্রকাশ করিয়া যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে সমস্তই আপনার নিকট বর্ণন করিতে পারি।" ওয়ালী তাহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া বলিল "ভাল সমস্ত বল্, আমি তোর অপরাধ মার্জ্জনা করিব।" সে বলিল "প্রভু! আমাদের এই চারি জনের মধ্যে কেহই প্রকৃত অন্ধ নহে; আমরা নয়ন মুদ্রিত করিয়া কপট অন্ধ বেশে অবাধে লোকের অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করি এবং সুবিধামতে তাহাদের রমণীদিগকে ব্যভিচারিণী করিতে

চেষ্টা করি ও তাহাদিগের নিকট হইতে কৌশল করিয়া টাকা আদায় করি। আমরা এইরূপে অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকি; সম্প্রতি আমরা দশ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া একত্র রাখিয়াছিলাম। আমি, সেই উপার্জ্জিত ধনের চারি অংশের একাংশ দুই সহস্র পাঁচ শত মুদ্রা ভাগ করিয়া লইতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া সঙ্গীগণ আমাকে প্রহার করিয়া, আমার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। প্রভু! এখন আল্লা আর আপনিই আমার সহায়—এখন আমি আপনার শরণাপন্ন। এ নরাধমেরা কেন আমার সম্পত্তি গ্রহণ করে—বরং আপনিই সমস্ত লউন, আমার তাহাতে কোন দুঃখ নাই। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বরং ইহাদিগকেও প্রহার করুন; দেখিতে পাইবেন, কেহই প্রকৃত অন্ধ নহে—সকলেই প্রহার-যাতনায় আমার ন্যায় নয়ন উন্মীলিত করিয়া ফেলিবে।"

ওয়ালী তাহার সেই কথা শুনিয়াই, সকলকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে অনুমতি দিল। রাজপুরুষগণ সর্ব্বাগ্রে আমার ভ্রাতাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দারুণ প্রহারে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ওয়ালী বলিল "অরে পাষণ্ড নরাধম! তোরা কি কপট অন্ধ হইয়া এখনও পরম-কারুণিক জগদীশ্বরের প্রদত্ত দর্শন-শক্তি অস্বীকার করিতে চাস্?" ভ্রাতা কাতরস্বরে বলিলেন "আল্লা, আল্লা, আল্লা, আমরা সকলেই অন্ধ—কেন বৃথা যাতনা দিতেছেন? আমাদের মধ্যে কেহই দেখিতে পায় না।" রাজপুরুষগণ তাঁহাকে পুনরায় ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। বক্‌বক্ প্রহার-বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। "থাক্, আর না—চেতনা হইলে পুনরায় প্রহার করিও" ওয়ালী অনুচরবর্গকে এই কথা বলিয়াই, অপর দুই-জনের প্রত্যেককে তিন শতেরও অধিক কশাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন। দুষ্ট গৃহস্বামী অন্ধদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আর কেন? নয়ন উন্মীলন কর; যতক্ষণ নয়ন উন্মীলিত না করিতেছ, ততক্ষণ ওয়ালী ছাড়িতেছেন না।" রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দুষ্ট, ওয়ালীকে বলিল "আর বৃথা কেন উহাদিগকে প্রহার করিতেছেন—উহারা লোকলজ্জায় কখনই চক্ষু উন্মীলিত করিবে না। আপনি আমার সহিত একটী লোক দিন—কোথায় টাকাগুলি লুকান আছে, দেখাইয়া দিতেছি।" ওয়ালী

তাহার সহিত একজন অনুচরকে পাঠাইয়া দিল। দুষ্ট, মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধদিগের বহুক্লেশার্জ্জিত টাকাগুলি ওয়ালীর নিকট আনিয়া দিল। ওয়ালী তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ দুই সহস্র পঞ্চ শত মুদ্রা প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিল এবং আমার ভ্রাতা ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে নগর হইতে দূর করিয়া দিল। হে ধার্ম্মিকপাল! ভ্রাতার এইরূপ দুর্দ্দশার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই, আমি নগরের বাহিরে তাঁহার নিকটে গেলাম এবং তাঁহার যন্ত্রণার বিষয় সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি আপনার নিকট যাহা যাহা বলিলাম, তিনিও এই-গুলি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলেন। আমি তাঁহাকে গোপনে নিজগৃহে লইয়া গিয়া, জীবন-ধারণোপযোগী পানাহারের উপায় করিয়া দিলাম।

খলীফে আমার বর্ণিত উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং একজন পরিচারককে বলিলেন "ইহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় কর।" কিন্তু আমি বলিলাম "ধার্ম্মিকরাজ! আপনি যতক্ষণ আমার অপরাপর ভ্রাতৃগণের বিবরণ শ্রবণ না করিতেছেন এবং যতক্ষণ আমার অল্পভাষিতা ও উদারতা প্রমাণিত না হইতেছে, ততক্ষণ আমি কিছুই গ্রহণ করিব না।" খলীফে বলিলেন "ভাল, বল—তোমার অদ্ভুত উপাখ্যান গুলি শীঘ্র শীঘ্র বল।" আমি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলাম :—

ক্ষৌরকারের চতুর্থ সহোদরের বিবরণ।

অখিল-ধার্ম্মিকপতি, শ্রবণ করুন। আমার চতুর্থ সহোদর এল্‌কুজ্‌এল্‌ আস্বানী এক-চক্ষু ছিলেন। তিনি বোগ্দাদ নগরে কসাইয়ের ব্যবসায় করিতেন। মাংস বিক্রয়ার্থ তাঁহার একখানি দোকান ছিল। তিনি স্বয়ং মেষ পালন করিতেন এবং সেই সকল মেষ জবাই করিয়া দোকানে বিক্রয় করিতেন। নগরের ধনবান্ লোকমাত্রেই তাঁহার খরিদ্দার ছিল, সুতরাং তিনি অনেক ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া, বহুসংখ্যক গো-মেষাদি ও ভূমি, অট্টালিকা প্রভৃতির অধিকারী হইয়া পড়িলেন। এই রূপে, ক্রমেই তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল—ক্রমেই তিনি

অধিকতর ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন মাংস বিক্রয়ার্থ নিজ দোকানে বসিয়া আছেন, সহসা একটী দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ আসিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার হস্তে কয়েকটী মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিল "এই মূল্যে আমাকে কিঞ্চিৎ মাংস প্রদান কর।" ভ্রাতা মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া, বৃদ্ধকে কিঞ্চিৎ মেষমাংস প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেল। ভ্রাতা একবার বৃদ্ধ-প্রদত্ত মুদ্রাগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও সুন্দর, সুতরাং সে সমস্ত একটী ভিন্ন স্থানে পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ এইরূপে প্রত্যহই উজ্জ্বল রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া আমার ভ্রাতার নিকট হইতে মাংস ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। ভ্রাতাও প্রত্যহই তাহার টাকাগুলি ভিন্ন সিন্ধুকের মধ্যে জমাইয়া রাখিতেন। ক্রমে পাঁচ মাস কাল অতিবাহিত হইয়াগেল। একদিন কতকগুলি পশু ক্রয় করিবার জন্য, ভ্রাতার কতকগুলি টাকার প্রয়োজন হইল। তিনি টাকা বাহির করিবার জন্য, যে সিন্ধুকে বৃদ্ধ-প্রদত্ত মুদ্রাগুলি রাখিতেন, সেই সিন্ধুকটীই উন্মুক্ত করিলেন।—আ! একি! সিন্ধুকটীর মধ্যে যত টাকা রাখিয়াছিলেন, সকলগুলিই শাদা কাগজের টুক্‌রায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত বিষয় জানিতে আর কিছুই বাকী রহিল না—বুঝিলেন, বৃদ্ধ ইন্দ্রজালবিদ্যা-বলে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে। তিনি টাকার শোকে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং কপোলে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা তাঁহার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহাদের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন; শুনিয়া সকলেই একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

এল্ কুজ্ যথাসময়ে দোকানে গেলেন। অপরাপর দিবসের ন্যায় সেদিনও একটী মেষ জবাই করিয়া, দোকানের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মাংস কাটিয়া লইয়া, দোকানেব বহির্ভাগে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই একটী খরিদ্‌দার আসিতে লাগিল। ভ্রাতা মনে মনে বলিলেন "বৃদ্ধ অবশ্যই অদ্য মাংস ক্রয় করিতে আসিবে—আজি আর তাহাকে ছাড়িব না,—আজি নরাধমের প্রতারণার প্রকৃত প্রতিফল প্রদান করিব।" তিনি মনে

মনে এইরূপ স্থির করিয়া, প্রতারক বৃদ্ধের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ মেষ-মাংস-ক্রয়ার্থ পূর্ব্বের ন্যায় কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতা অমনি উঠিয়াই, তাহাকে ধরিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "ওহে মুসলমান ভ্রাতৃগণ! দেখ, এই নরাধম আমাকে প্রতারণা করিয়া পালাইয়া যায়।—ভাই সকল! আইস, আমার সাহায্য কর!—আইস, এ নরাধম আমার সহিত কিরূপ প্রতারণা করিয়াছে শুনিয়া যাও!" বৃদ্ধ তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই বলিল "তোমার অভিপ্রায় কি?—লোক ডাকিতেছ কেন? সর্ব্বসমক্ষে আমার অপমান করিবে বলিয়া, না আমি তোমার অপমান করিব বলিয়া?—যদি ভাল চাও ত নিস্তব্ধ হও, নতুবা আমি সকলের সম্মুখে তোমার গুণ ব্যাখ্যা করিব।" ভ্রাতা বলিলেন "নরাধম! তুই আমার কি বলিবি?" বৃদ্ধ বলিল "তুমি মেষ-মাংস বলিয়া নরমাংস বিক্রয় কর, তাহাই বলিব।" ভ্রাতা বলিলেন "অরে শাপভ্রষ্ট নরাধম!—এখনও তোর লজ্জা নাই! এখনও তুই মিথ্যা কথা বলিতেছিস্?—তোর কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না।" বৃদ্ধ বলিল "হাঁরে নরাধম! আমি শাপভ্রষ্ট?—আর দোকানের মধ্যে মৃত নরদেহ ঝোলান রহিয়াছে বলিয়া তুই সাধু!" ভ্রাতা বলিলেন "নরাধম, মিথ্যাবাদী! তোর কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি ও শরীরস্থ সমস্ত রক্ত রাজনিয়মানুসারে তোর্—তাহা হইলে আমি রাজদ্বারে বিধিমতে দণ্ডিত হইব। আর যদি না হয়?" বৃদ্ধ তাঁহার এই কথা শুনিয়াই, উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ওহে উপস্থিত ভদ্র মুসলমানগণ! দেখ, এই নরাধম কসাই নরমাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রত্যহ এক এক মনুষ্য বিনাশ করিয়া, তাহার মাংস মেষমাংস বলিয়া বিক্রয় করে। তোমরা ইহার সত্যাসত্য জানিতে ইচ্ছা কর, দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ। এখনই দেখিতে পাইবে, নিহত নরদেহ ঝোলান রহিয়াছে।" উপস্থিত ব্যক্তিগণ দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল। আ! যথার্থই দোকানের মধ্যে মৃত নরদেহ ঝুলিতেছে -বৃদ্ধের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার বলে মেষটী নরদেহে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা সেই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াই, আমার ভ্রাতাকে ধরিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল 'পাপিষ্ঠ বিধর্ম্মী নরাধম! তোর এই

কাজ ?” দেখিতে দেখিতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুগণও বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ তাঁহার নয়নের উপর এমনি আঘাত করিল, যে সেই এক আঘাতেই চক্ষুটী গলিয়া গেল।

ক্রমে জনতা-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উপস্থিত দর্শকগণ, ইন্দ্রজালবশে পরিবর্ত্তিত মৃত নরদেহ ও আমার ভ্রাতাকে শাসনকর্ত্তা প্রধান বিচারকের নিকটে লইয়া গেল। বৃদ্ধ বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিল “হে আমীরবর! এই নরাধম, নরঘাতী—এ মনুষ্য বধ করিয়া, তাহারই মাংস মেষমাংস বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। আমরা সদ্বিচারের জন্য ইহাকে মহাশয়ের নিকট ধরিয়া আনিলাম। আপনি ইহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া, সেই মঙ্গলময় জগৎপতি জগদীশ্বরের প্রিয়পাত্র হউন।” এল্‌কুজ্‌ তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে গেলেন, কিন্তু বিচারক তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না; তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, পাঁচ শত বেত্রাঘাত করিতে বলিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ভ্রাতার অনেক সম্পত্তি ছিল, সুতরাং সে যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন।”* বিচারক তাঁহার সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন; সুতরাং তাঁহার আর প্রাণদণ্ড না করিয়া, নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন।

আমার ভ্রাতা, সহায়-সম্পত্তি-হীন হইয়া, নগর হইতে দূর হইয়া চলিলেন। কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে কায়ক্লেশেও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। যে দিকে নয়নদ্বয় চলিল, সেই দিকেই চলিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি একটী বৃহৎ নগরী মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটী কপর্দ্দকও নাই—কি করিবেন, কি করিলে উদরান্ন উপার্জ্জন করিতে পারিবেন—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাদুকাকারের ব্যবসায়ই স্থির করিলেন

* আরবীয় বিচারকেরা প্রায় টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট। তাঁহারা ধনী দণ্ডার্হদিগের প্রতি প্রায় কঠিন দণ্ডবিধান করেন না। আরবীয় অপরাপর নানাবিধ গ্রন্থে দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্মাধিকরণে ধনীগণ অনেক সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন।

এবং একটী দোকান খুলিয়া পাদুকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে কষ্টে স্যষ্টে কোন প্রকারে তাঁহার দিনযাপন হইতে লাগিল।

একদিন, তিনি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে কোন স্থানে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিবার সময়, কতকগুলি অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ও ক্ষুর শব্দ শুনিতে পাইয়া, একজন পথিকের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল "তুমি কিছুই জাননা?—আজি নরপতি মৃগয়ার্থ নগরের বাহিরে যাইবেন।" আমার ভ্রাতা তাহার এই কথা শুনিয়াই, রাজ দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী সৈন্যগণ সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তৎপরেই নরপতি নিজ অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরপতি চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার নয়নদ্বয় আমার ভ্রাতার দিকে নিপতিত হইল। "আঃ, আজি কি অশুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে—না জানি, কি অশুভই ঘটিবে" তিনি এই কথা বলিয়াই, অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। অনুচরবর্গ ও সৈন্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নরপতি তাঁহার অনুচরদিগকে আমার ভ্রাতার অনুসরণ করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ভ্রাতা আমার কিছুই জানেন না, পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, সহসা রাজানুচরগণ আসিয়া আক্রমণ করিল। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাহারা তাঁহাকে অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তিনি প্রহার-যাতনায় মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতা ধীরে ধীরে উঠিয়া অতি কষ্টে-স্যষ্টে নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন এবং একজন পরিচিত রাজ-পরিচারকের নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া, প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে শুনিয়াই; হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল "ভায়া হে! তাও জান না, আমাদের নরপতি এক-চক্ষু লোকদিগকে দেখিতে পারেন না; বিশেষ বাম-চক্ষু-হীন হইলে ত আর কথাই নাই—সময়ে সময়ে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন।" তাহার এই কথা শুনিয়াই, ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।
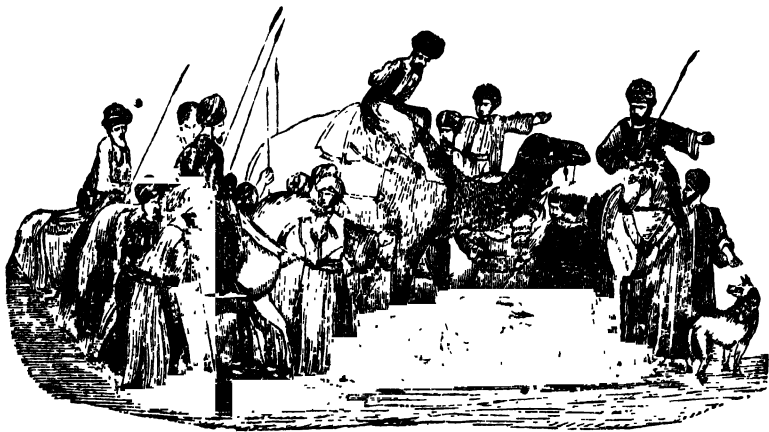
এল্ কুজ্ এল্ আস্বানী তথা হইতে পালাইয়া আর একটী নগরে গেলেন। সেখানে কোন রাজার বাস ছিল না, সুতরাং তিনি নির্ভয়চিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন তিনি নিজ পূর্ব্ববিবরণ সকল মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, সহসা ঘোটকের হ্রেষাশব্দ কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। নির্ব্বোধ এল্ কুজ্ মনে করিলেন, বুঝি পূর্ব্ব নগরের ন্যায় সেথানেও তাঁহার দুর্দ্দশা ঘটে—অমনি "হা জগদীশ্বর! তোমার মহিমা কে অতিক্রম করিতে পারে!" এই কথা বলিয়াই দৌড়িয়া আত্মগোপনার্থ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু উপযুক্ত স্থান কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দৌড়িতে দৌড়িতে একটী আগড়-রুদ্ধ দ্বার দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেই দ্বারে আঘাত করিলেন। ঠেলিবামাত্র আগড়খানি খুলিয়া পড়িয়া গেল। ভ্রাতা দ্বারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটী বিস্তৃত পথ রহিয়াছে। তিনি সেই পথের মধ্য দিয়া চলিলেন। দুই চারি পদমাত্র অগ্রসর হইতে না হইতেই, হঠাৎ দুই জন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তিনি একেবারে চমকিয়া গেলেন; তাহারা বলিল "সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!—ধরিয়াছি ধরিয়াছি—নরাধম! ঈশ্বরবিরোধী!—তোর্ জন্য আমাদের তিন রাত্রি নিদ্রা নাই—তোর জন্য আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ!" আমার ভ্রাতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

বলিলেন "সে কি?—কি হইয়াছে? আমি তোমাদের কি করিলাম?" তাহারা বলিল "নরাধম! কি হইয়াছে তাহা কি তুই জানিস্ না?—নরাধম, তুই এই কয় দিন ধরিয়া আমাদিগকে ও বাটীর কর্ত্তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবার জন্য ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিস্—তুই কিছুই জানিস্ না!!! আমাদের প্রভুকে এরূপ দুরবস্থাপন্ন ও নিঃস্ব করিয়াও কি তোর্ মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? নরাধম! এখন বাহির কর্—প্রত্যহ রাত্রে যে ছুরি দেখাইয়া অমাদিগকে ভয় দেখাস্, সেই ছুরিখানা বাহির কর্।" তাহারা এই কথা বলিয়াই তাঁহার গাত্রবস্ত্র মধ্যে ছুরি অন্বেষণ করিতে লাগিল। যে ছুরি খানিতে তিনি পাদুকা প্রস্তুত করিবার জন্য চর্ম্মচ্ছেদন করিতেন দৈববশে সে খানি সে দিন তাঁহার কটিদেশেই গোজা ছিল, সুতরাং তাহারা খুঁজিতে খুঁজিতে সেই খানি বাহির করিয়া ফেলিল। ভ্রাতা বলিলেন "তোমরা আমার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতেছ কেন?—জগদীশ্বরের দোহাই আমি তোমাদের কোন অনিষ্টই করি নাই—আমার ইতিহাস অতি অদ্ভুত, তোমরা শুনিতে ইচ্ছা কর, আমি সমস্ত বর্ণন করিতে পারি।" তাহারা বলিল "বল্ তোর্ কি বিবরণ আছে, বল্।" যদি তাহারা তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণগুলি শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া ছাড়িয়া দেয়, সেই আশায় তিনি নিজ বিবরণ সমস্ত বর্ণন করিলেন; কিন্তু কোন ফলই দর্শিল না—তাহারা তাঁহার কোন কথাই বিশ্বাস করিল না। বিবরণ শ্রবণ করিয়া দয়া করা দূরে থাকুক, বরং প্রহার করিতে এবং গাত্রবস্ত্রগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে তাঁহার সমস্ত গাত্র-বস্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া গেল—পূর্ব্বের কশাঘাত-চিহ্নগুলি বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা সেই সকল চিহ্ন দেখিয়া বলিল "অরে নরাধম, তোর্ এই গাত্রস্থ প্রহার-চিহ্নই চরিত্রের পরিচয় দিতেছে—তুই যেরূপ নির্দ্দোষী ভদ্রলোক, তাহা ইহাতেই জানা গিয়াছে, আর অধিক বলিতে হইবে না।" ভ্রাতা নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন—অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিল না, তাঁহাকে ওয়ালীর নিকটে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি আপনা আপনি মনে মনে বলিলেন "হায়! আমি গেলাম, রাজনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অপরের বাটীতে প্রবেশ করার জন্য এখনই আমাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হায়! এখন

সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের করুণা ভিন্ন এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার আর কোন উপায় নাই—হায়! আমি কেবল নিজ বিবেচনার দোষেই মারা গেলাম!"

ওয়ালী আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াই বলিল "নরাধম! তোর অপরাধ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। তোর গাত্রস্থ এই প্রহার চিহ্নই পূর্ব্ব-কৃত কোন গুরুতর অপরাধের পরিচয় দিতেছে।" সে এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে এক শত বেত্রাঘাত করিতে অনুমতি দিল। পরিচারকগণ তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ সম্পাদন করিল। অনন্তর ওয়ালী ভ্রাতাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনিতে বলিল। পরিচারকগণ অমনি তাঁহাকে একটা উষ্ট্রের উপরে আরোহণ করাইয়া রাজ পথে লইয়া গেল এবং উচ্চৈস্বরে পথিকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল "দেখ—তোমরা সকলে দেখ—অপরের বাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করার কি ফল, তাহা দেখ। দেখ, তোমরা সকলে দেখ—এই দুরাত্মা বলপূর্ব্বক এক জন ভদ্রলোকের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—দেখ, ইহার কি রূপ শাস্তি হইতেছে—দেখ।"

আমি পূর্ব্বেই ভ্রাতার উপস্থিত দুরবস্থার সমাচার পাইয়াছিলাম; সুতরাং তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম! ওয়ালীর লোকেরা সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, আমি গোপনে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বোগ্দাদে,নিজ বাটীতে, লইয়া আসিলাম এবং বিনায়াসে জীবনধারণের উপায় স্থির করিয়া দিলাম।

ক্ষৌরকারের পঞ্চম সহোদরের বিবরণ।

হে ধার্ম্মিকাধিপতি! আমার পঞ্চম সহোদর এল্ ফেশ্‌শার ছিন্নকর্ণ। তিনি ভিক্ষুক ছিলেন—রাত্রিতে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাঁহার দিনযাপন হইত। আমাদিগের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, সাংঘাতিক পীড়ায় অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি সাতশত রৌপ্য মুদ্রা রাখিয়া পরলোকে গেলেন। আমরা সেই সাত শত রৌপ্য মুদ্রা প্রত্যেকে এক এক শত ভাগ করিয়া লইলাম। আমার পঞ্চম সহোদর নিজ অংশ প্রাপ্ত হইয়া, তদ্দ্বারা যে কি করিবেন তাহা ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর কাচপাত্রের ব্যবসায় করিতে স্থির করিলেন এবং সেই একশত মুদ্রায় কতক গুলি কাচপাত্র ক্রয় করিয়া একটী বাজরায় সাজাইয়া লইলেন। ব্যবসায়ের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করা হইল। ভ্রাতা সেই কাচপাত্রপূর্ণ বাজরাটী লইয়া বিক্রয়ার্থ পথপার্শ্বস্থ একটী উচ্চ স্থানে উপ-বেশন করিলেন। মনোমধ্যে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল; তিনি একটী ভিত্তি-মূলে দেহভার ন্যস্ত করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"আমার এই সমস্ত কাচ পাত্রগুলি নিশ্চয় দুই শত মুদ্রায় বিক্রীত হইবে; আমি সেই দুই শত মুদ্রা দিয়া পুনরায় এইরূপ কাচপাত্র সকল ক্রয় করিব। সে গুলি বিক্রীত হইয়া আবার চারিশত মুদ্রা হইবে—এইরূপে আমি যত দিন যথেষ্ট ধনলাভ করিতে না পারি, ততদিন এই কাচের ব্যবসায়ই করিব। যখন আমার অনেকগুলি টাকা হইবে, তখন আমি নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য ও মণি মাণিক্য ক্রয় করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিব। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমি প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া পড়িব। যখন আমার আর ধনের সীমা থাকিবে না, তখন আমি একটী বৃহৎ প্রাসাদ, অসংখ্য দাস দাসী ও উত্তমোত্তম অশ্ব ক্রয় করিব। দিবা রাত্রি আমার বাটী কেবল আনন্দে পূর্ণ থাকিবে—

নগরের মধ্যে যত উত্তমোত্তম গায়িকা আছে, গান শুনিবার জন্য, সকলকেই এক এক দিন আমার বাটীতে আনাইব।”

এইরূপে তিনি সেই কাচপাত্রপূর্ণ বাজরাটী উপলক্ষ করিয়া কত অসম্ভব সুখেরই কল্পনা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন “আমি এইরূপ অসীম সম্পত্তিশালী হইয়াই, বিবাহার্থ উপযুক্ত রূপবতী রাজকন্যা বা উজীর কন্যা অনুসন্ধান করিবার জন্য ঘটক-রমণীদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিব। শুনিয়াছি,প্রধানতম উজীরের কন্যাটী অতি সুন্দরী; আমি সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পণ প্রদান করিয়া তাহারই পাণি গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিব। তাহার পিতা যদি সহজে বিবাহ দিতে সম্মত হয়, তাহা হইলেত আর কথাই নাই—যদি নিতান্ত সম্মত না হয়,আমি বলপূর্ব্বক তাহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইব এবং দশজন অল্প বয়স্ক খোজাদাস ক্রয় করিয়া দিব। এই সকল কার্য্য সমাপ্ত হইলে আমি নিজের জন্য একটী রাজ-পরিচ্ছদ ক্রয় করিব ও একটী হীরক-খচিত সুবর্ণময় জিন প্রস্তুত করিতে দিব। জিন যখন প্রস্তুত হইয়া আসিবে, তখন আর আমার কোন অভাবই থাকিবে না—আমি স্বচ্ছন্দে অশ্বারোহণে বায়ুসেবনার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইব। আমার অগ্রে ও পশ্চাতে অনেক-গুলি ক্রীত-দাস থাকিবে। সকলেই বিনীতভাবে আমাকে সেলাম করিতে থাকিবে—সকলেই আমার মঙ্গলার্থ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। আমার আর তখন সুখের সীমা থাকিবে না। তাহার পর আমি শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব—আমার অগ্রে ও পশ্চাতে স্বরূপ ক্রীতদাস সকল থাকিবে—আমি বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া উজীরের সম্মুখে দাঁড়াইব। তিনি আমাকে দেখিয়াই সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইবেন এবং আমাকে নিজ আসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং নিম্নস্থ আসনে উপবিষ্ট হইবেন। আমি একজন দাসকে আমার বিবাহের পণের টাকা প্রদান করিতে বলিব। সে তৎক্ষণাৎ মোহরের তোড়াটী উজীরের সম্মুখে স্থাপন করিবে; আমি অমনি আর এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা তাহার উপরে প্রদান করিব। উজীর আমার সেই-রূপ বদান্যতা দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন,—বুঝিবেন পৃথিবী আমার নয়নে অতি তুচ্ছ। তিনি আমায় যে সকল প্রশ্ন দশ কথায় জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি দুই কথায় তাহার উত্তর দিব। এইরূপে তাঁহার সহিত কথা

বার্ত্তা সমাপ্ত হইলে আমি নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিব। যখন উজীরের দাসদাসীরা আমার বাটীতে আসিবে, আমি তখন তাহাদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া দিব; কিন্তু যদি তাহারা ভেট লইয়া আসে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিব। উজীরের প্রেরিত উপায়ণ সামগ্রী কখনই আমি গ্রহণ করিব না। বিবাহের রাত্রিতে আমি বহুমূল্য বেশ ভূষা করিয়া একটী মনোহর রেশমনির্ম্মিত আস্তরণে উপবিষ্ট হইব; যখন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহারিণী কন্যাকে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন করিবে, তখন আমি তাহাকে দূরে দাঁড়াইতে বলিব। কৃপাপ্রার্থিনী দাসীরা যেরূপ কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়ায়, সেও আমার সম্মুখে ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইবে। আমি নিজ গর্ব্বে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিব, তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিব না। উপস্থিত পরিচারিকারা বলিবে 'প্রভু! এই আপনার স্ত্রী—দাসী আপনার কৃপাদৃষ্টি লাভার্থ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ইহার কুসুম-কোমল পদযুগল ব্যথিত হইতেছে, আপনি একবার চাহিয়া দেখুন।' আমি তাহাদের কথায় একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে অধোমুখে অবস্থান করিব। এইরূপে বৈবাহিক কার্য্য সমস্ত সমার্প্পিত হইলে, পরিচারিকাগণ কন্যাকে বাসর-গৃহ মধ্যে লইয়া যাইবে। আমি অন্য গৃহ হইতে রাত্রি-বাস পরিধান করিয়া বাসর-গৃহে প্রবেশ করিব এবং এক পার্শ্বে গম্ভীরভাবে উপবেশন করিব, একবারও স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিব না। পরিচারিকাগণ আমাকে তাহার নিকটে গিয়া উপবেশন করিতে উপরোধ অনুরোধ করিতে থাকিবে; কিন্তু আমি তাহাদিগের কোন কথাতেই কর্ণপাত করিব না,—একজন পরিচারককে আহ্বান করিয়া উপস্থিত রমণী-দিগকে পারিতোষিক প্রদান করিবার জন্য পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ একটী তোড়া আনিতে বলিব। সে তৎক্ষণাৎ আমার অভিপ্রায়ানুসারে মুদ্রা আনিয়া দিবে। আমি রমণীদিগকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় করিব; কাহার আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইবে না—স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইবে। সকলে প্রস্থান করিলে পর, আমি বধূর নিকটে গিয়া উপবেশন করিব। কিন্তু তখনও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিব না। সে মনে মনে বিবেচনা করিবে আমি এক জন বড় দরের লোক—আমার মত ভারি-মেজাজের লোক আর

দ্বিতীয় নাই। তাহার পর তাহার জননী আসিয়া আমার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিবে 'প্রভু, আপনার দাসী আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একবার তাহার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন।' আমি তাহার সে কথায় কোন উত্তরই প্রদান করিব না, সে পুনরায় বারম্বার আমার চরণ চুম্বন করিয়া বলিবে 'প্রভু, আমার কন্যা বালিকা—সে আপনা ভিন্ন কখনই আর কোন পুরুষের মুখাবলোকন করে নাই—যদি সে আপনার নিকট সদয় ব্যবহার না পায়,তাহা-হইলে চিরদিনের জন্য দুঃখসাগরে ভাসিবে—একবার আপনি তাহার দিকে চাহিয়া দেখুন, একবার তাহার সহিত দুই একটী সদয় আলাপ করুন—তাহার হৃদয় স্থির হউক।' আমি তাহার সেই কথা শুনিয়াই সহধর্ম্মিণীর দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া, তাহাকে, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাদৃশ লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে বলিব—বলিব 'আমি উপস্থিত সময়ের সুলতান, একচ্ছত্র সম্রাট্!' তাহার মাতা বলিবে 'প্রভু! এ আপনার দাসী, আপনি অনুকম্পা পুরঃসর ইহার সহিত একটু সদয় ব্যবহার করুন।' সে এই কথা বলিয়াই নিজ কন্যাকে এক পাত্র সুরা ঢালিয়া আমার মুখে ধরিতে বলিবে। নববিবাহিতা যুবতী অমনি একটী পাত্রে সুরা পূর্ণ করিয়া বলিবে 'প্রভু! আল্লার দোহাই—আপনার দাসী প্রদত্ত এই সুরাপাত্রটী প্রত্যাখ্যান করিবেন না—আমি আপনার দাসী, আমাকে একেবারে হতাশ করিবেন না।' কিন্তু আমি তাহার কোন কথাতেই উত্তর প্রদান করিব না। সে সুরা পান করিবার জন্য আমাকে বারম্বার অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকিবে। আমি বলিব 'না, আমি সুরা পান করিব না—সুরা পান করিলে মত্ততা জন্মিবে।' সে আমার কথা না শুনিয়া পাত্রটী আমার মুখে তুলিয়া দিতে যাইবে। আমি অমনি ক্রোধে তাহাকে এই—অমনি এক পদাঘাত——"

মূর্খ এল্‌ফেশ্‌শার আত্মবিস্মৃত হইয়া অমনি কাচপাত্রপূর্ণ বাজরার উপরেই সবলে এক পদাঘাত করিলেন। বাজরাটী উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া গেল—কাচপাত্রগুলি সমস্তই একেবারে চূর্ণিত হইল, আর একটী মাত্রও অবশিষ্ট রহিল না। এতক্ষণের পর ভ্রাতার দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল——"হায়! আমি নিজ গর্ব্বের উচিত ফল পাইলাম!" এই কথা

বলিয়া তিনি বারম্বার কপালে করাঘাত করত করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগরিকগণ শুক্রবারের সপ্তাহিক ভজনা সমাধান করিবার জন্য মস্‌জিদাভিমুখে যাইতেছিল। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত—সকলেই নিজ চিন্তায় মগ্ন; কেহবা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল—কেহবা দেখিলও না। ভ্রাতা বুদ্ধির দোষে সমস্ত সম্বল হারাইয়া একাকী রোদন করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে একটী মনোহারিণী রমণী অশ্বতর আরোহণে সেই দিক্ দিয়া মস্‌জিদাভিমুখে যাইতেছিলেন; ভ্রাতার সেই করুণ বিলাপ শুনিয়া, নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী অসামান্য রূপবতী, তাঁহার গাত্রে মনোহর মৃগনাভির গন্ধ, অশ্বতরটী বহুমূল্য পট্টবস্ত্রে ও রত্ন-ভূষণে ভূষিত। সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দাসদাসীগণও তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ভগ্ন কাচপাত্রগুলি ও আমার ভ্রাতাকে সেইরূপ করুণ স্বরে বিলাপ করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রহৃদয়ে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বলিল "আহা, গরিব বেচারা! এই কাচ পাত্রগুলিই ইহার সম্বল—এই গুলি বিক্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; দৈবক্রমে এ গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই এ এরূপ রোদন করিতেছে।" রমণী এই কথা শুনিয়াই একজন পরিচারককে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "তোমার নিকট যাহা আছে, এই দরিদ্র ব্যক্তিটীকে তাহা সমস্ত দান কর।" আজ্ঞামাত্রেই পরিচারক একটী মুদ্রাপূর্ণ তোড়া বাহির করিয়া আমার ভ্রাতাকে প্রদান করিল। তিনি তোড়াটী গ্রহণ করিয়াই খুলিয়া দেখিলেন তাহার মধ্যে পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা রহিয়াছে। তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না,—তিনি উপকারিণীকে শত শত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

এল্‌ফেশ্‌শার অতি দীন হীন অবস্থায় বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু পুনঃ প্রবেশ করিবার সময় পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রার অধিকারী হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আর সুখের সীমা রহিল না, তিনি অপরিমিত আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া একান্তে উপবেশন করত নিজ সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা এইরূপ অর্দ্ধোন্মত্তাবস্থায়

বসিয়া আছেন, সহসা দ্বারদেশে করাঘাত-শব্দ শ্রবণগোচর হইল। তিনি তাড়াতাড়ি দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিলেন একটী অপরিচিতা বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এল্‌ফেশ্‌শার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাও?" সে উত্তর করিল "বৎস, নমাজের বেলা প্রায় অতীত হইয়া যায়; আমি এখনও হস্তপদাদি প্রক্ষালন করি নাই—যদি কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে তোমার বাটীতে তাহা সম্পাদন করিতে পারি কি?" ভ্রাতা বলিলেন "ভাল, তাহাতে আর হানি কি?—আইস।" বৃদ্ধা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি পুনরায় উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিল এবং ভ্রাতার নিকটে আসিয়া নমাজ করিতে আরম্ভ করিল। নমাজ শেষ হইলে সে ভ্রাতার মঙ্গলোদ্দেশে প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া দুইটী মোহর প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে দেখিয়া বলিল "সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!—যে রমণী সেইরূপ হীনাবস্থা দেখিয়াও তোমার প্রণয়লাভার্থ মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ কি মহৎ! চরিত্র কি উদার!

বৎস ! স্বর্ণমুদ্রায় যদি তোমার কোন প্রয়োজন না থাকে, তোমার উপকারকর্ত্রী সেই যুবতীকে ফিরাইয়া দাওগে—আমি এ মুদ্রা চাহি না।" মূর্খ ভ্রাতা তাহার সেই কথায় একেবারে ভুলিয়া গিয়া বলিলেন "মাতঃ! আমি কি তাঁহার প্রণয় লাভের আশা করিতে পারি ?" সে বলিল "বৎস, তিনি তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তবে তিনি একজন প্রতাপশালী ধনবানের গৃহিনী। ভাল, তুমি মোহরের তোড়াটি লইয়া আমার সহিত আইস,—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনোমত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলে বোধ হয়, তোমার আশা পূর্ণ হইলেও হইতে পারে।" মূর্খ এল্ ফেশ্‌শার সেই কথা শুনিয়াই অমনি মোহরের তোড়াটী লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বৃদ্ধা একটী বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একটী গ্রীক রমণী দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল ; বৃদ্ধা বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার ভ্রাতাকে বলিল "আইস—আমার সঙ্গে আইস।" ভ্রাতা তাহার বাক্যানুসারে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে একটী সুসজ্জিত বৃহৎ গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। ভ্রাতা মোহরের তোড়াটী সম্মুখে ও পাকৃড়ীটী নিজ জানুর উপরে রাখিয়া উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বহুমূল্য বসনভূষণে ভূষিতা একটী পূর্ণযৌবনা রূপবতী রমণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতা তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সে আমার ভ্রাতাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার আগমন জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে পার্শ্বস্থ একটী গুপ্ত গৃহে লইয়া গেল। নির্ব্বোধ ভ্রাতা যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। বালক বালিকারা যেমন ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, দুষ্টা রমণীও তাঁহাকে লইয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। মূর্খ এল্ ফেশ্‌শার একেবারে তাহার প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রমণী সহসা উঠিয়া বলিল "আমি শীঘ্রই আসিতেছি—যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ তুমি এখান হইতে উঠিওনা।" তিনি তাহার কথায় স্বীকৃত হইলেন, সে দ্রুত গৃহ হইতে চলিয়া গেল ; ভ্রাতা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র সময় অতীত হইতে না হইতেই একটা ভীষণকায় কাফ্রী সুতীক্ষ্ণ নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে তথায়

আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ভ্রাতা একেবারে চমকিয়া গেলেন। কাফ্রী গম্ভীর স্বরে বলিল "অরে নরাধম, তুই এখানে কেন?—তোকে এখানে কে আনিল?" তিনি উত্তর দিবেন কি, ভয়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়াগেলেন। কাফ্রী তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া তরবারির বিপরীত ভাগ দ্বারা অন্যূন অশীতিবার সবলে প্রহার করিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। কাফ্রী আমার ভ্রাতাকে নিপতিত হইতে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং প্রহার করিতে বিরত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "এল্ মেলীয়ে কোথায়?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি একজন রমণী লবণপূর্ণ একটী পাত্র লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমার ভ্রাতার গাত্রস্থ ক্ষতস্থানগুলি চিরিয়া ধরিয়া তন্মধ্যে লবণ পূরিয়া দিতে লাগিল। পাছে কাফ্রী জানিতে পারে যে তখনও তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই—পাছে সে তাঁহাকে পুনরায় প্রহার করে, সেই ভয়ে তিনি সেই দারুণ যাতনা সহ্য করিয়াও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট পড়িয়া রহিলেন। রমণী চলিয়া গেল; কাফ্রী পুনরায় ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার করিবা মাত্রেই সেই বৃদ্ধা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমার ভ্রাতার পদদ্বয় ধরিয়া টানিতে টানিতে একটা অন্ধকারময় গৃহমধ্যে, কতকগুলা মৃতদেহের উপরে ফেলিয়া দিল।

ভ্রাতা সেই অবস্থায় পূর্ণ দুই দিবস সেই অন্ধকূপ মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। পরমপিতা জগদীশ্বরের কৃপায় ক্ষত স্থান সকলে প্রদত্ত লবণই তাঁহার পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তির উপায় হইয়া উঠিল। লবণ প্রদান করায় ক্ষত-মুখ গুলির রক্তপ্রবাহ নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি শীঘ্রই উঠিয়া বসিতে পারিলেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বক্ষম জগদীশ্বরের ইচ্ছা, যে তিনি সে যাত্রায় রক্ষা পান, সুতরাং তখন আর কোন ব্যাঘাতই ঘটিল না; ভ্রাতা কিঞ্চিন্মাত্র বল প্রাপ্ত হইয়াই, উঠিয়া গৃহের একটী বাতায়ন উদ্ঘাটন করিলেন এবং আস্তে আস্তে তাহার মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া বাটীর দ্বারের পার্শ্বে গিয়া লুকাইয়া রহিল। পরদিন প্রত্যূষে যে সময়ে বৃদ্ধা আর একটী নূতন শীকার অনুসন্ধান করিবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া

যায়, তখন তিনিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

ভ্রাতা নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিয়াই গাত্রস্থ ক্ষতগুলির চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। শীঘ্রই সেগুলি আরোগ্য হইয়া গেল। তিনি গোপনে গোপনে সেই বৃদ্ধার ভাবগতিক ও কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা প্রত্যহই এক একটী ব্যক্তিকে ছলক্রমে সেই বাটীতে লইয়া যায়; ভ্রাতা প্রত্যহই দেখিতে পান, কিন্তু কিছুই বলেন না—এমন কি কাহার নিকট একবার গল্পও করিলেন না। ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল, তিনি এক দিন একখণ্ড বস্ত্রে একটী থলি প্রস্তুত করত তন্মধ্যে কতকগুলি ভগ্ন কাচখণ্ড পূরিয়া নিজ কটিদেশে বন্ধন করিলেন এবং বিদেশীর ন্যায় বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি লুকাইয়া লইয়া বৃদ্ধার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। কতক দূরে গিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভ্রাতা বিদেশীয়ের ন্যায় জড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো তুমি নয়শত থান মোহর ওজন করিবার মত একটা ত্যরাজু দিতে পার?" বৃদ্ধা বলিল "পারি, আমার কনিষ্ঠ পুত্র পোদ্দারের ব্যবসায় করে, তাহার নিকট সকল প্রকার তুলাযন্ত্রই আছে। তুমি যদি আমার সহিত আইস, তাহা হইলে তোমাকে উত্তম উত্তম ত্যরাজু দিতে পারি।" ভ্রাতা বলিলেন "ভাল, কোথা যাইতে হইবে চল।" বৃদ্ধা পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণক্রমে সেই পূর্ব্বোক্ত বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা দ্বারে আঘাত করিল; পূর্ব্বকথিত সেই যুবতীটী দ্বার খুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে আমার ভ্রাতার দিকে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিল। বৃদ্ধা তাঁহাকে বলিল "তোমার জন্য আজি একটী বেস্ স্থূলকায় মেষশাবক আনিয়াছি।" যুবতী ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। তিনি পূর্ব্বে যে গৃহে উপবেশন করিয়াছিলেন এবারেও রমণীর সহিত সেই গৃহে উপবেশন করিলেন। যুবতী ক্ষণকাল মাত্র তাঁহার সহিত উপবেশন করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্ব্বের ন্যায় "আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এখান হইতে উঠিওনা।" এই কথা বলিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তিনি গৃহ মধ্যে একাকী

বসিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই কাফ্রী খরশান অসি হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "ওঠ্‌রে নরাধম, ওঠ্‌!" ভ্রাতা অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাফ্রী তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ঝটিতি নিজ বসনের অভ্যন্তর হইতে তরবারি খানি বহির্গত করিয়াই তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কাফ্রীর মুণ্ডহীন দেহ ছিন্নমূল কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তাহাকে সেই অন্ধকূপ মধ্যে ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "কোথায়—এল্ মেলীয়ে কোথায়?" দেখিতে দেখিতে সেই ক্রীতদাসী লবণপূর্ণ পাত্র হস্তে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। কাফ্রী নাই—তাহার পরিবর্ত্তে আমার ভ্রাতা তীক্ষ্ণধার অসি হস্তে দণ্ডায়মান আছেন, রক্তের স্রোত বহিতেছে—দেখিয়াই ক্রীতদাসী একেবারে চমকিয়া গেল। সে অমনি পাত্রটী ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিল। ভ্রাতা দ্রুত পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। দুষ্টার দেহ ভূতলে নিপতিত হইয়া ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিল। ভ্রাতা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "কোথা রে—বৃদ্ধা কোথায় গেল?" বৃদ্ধা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "কেমন রে পাপিয়সি! আমাকে চিনিতে পারিস্? " বৃদ্ধা ভয়কম্পিত স্বরে বলিল "না প্রভু, আমি আপনাকে চিনি না।" তিনি বলিলেন "কি, তুই আমায় চিনিস্ না?—সে দিন তুই যাহার বাটীতে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া নমাজ করিয়াছিলি, যাহার পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা ছিল—যাহাকে ছল কৌশলে এই বাটীর মধ্যে আনিয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলি, আমি সেই ব্যক্তি—পাপিয়সি! আমাকে চিনিস্ না?" বৃদ্ধা বলিল "দোহাই, জগদীশ্বরের দোহাই—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিবেন না।" ভ্রাতা তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, অসি উত্তোলিত করিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি প্রাধানা যুবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়াই একেবারে হতবুদ্ধি ও বিহ্বল হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন "তুই এ নরাধম কাফ্রীর হস্তে পড়িলি কিরূপে?" সে বলিল "প্রভু, আমি একজন ধনবান্ বণিকের ক্রীতদাসী ছিলাম। এই বৃদ্ধা সর্ব্বদা আমার নিকট যাতায়াত করিত। একদিন সে

আমাকে বলিল 'আমাদের বাটীতে আজি একটী উৎসব আছে, উৎসবে অত্যন্ত সমারোহ হইবে—এরূপ সমারোহ আর কখনই হয় নাই—হইবেও না, আমার নিতান্ত ইচ্ছা তোমাকে দেখাইয়া আনি। তুমি কি দেখিতে যাইবে?' আমি তাহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলাম এবং আমার সর্ব্বোত্তম বসন ভূষণগুলি পরিধান করিয়া একশত সুবর্ণ মুদ্রা পূর্ণ একটী তোড়া গ্রহণ করিলাম*। বৃদ্ধা আমাকে এই বাটীতে লইয়া আসিল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র কাফ্রী আমার হস্ত ধারণ করিল। প্রভু, সেই অবধিই আমি এখানে আছি—সে এই তিন বৎসরের কথা। বৃদ্ধা ডাকিনীর ষড়যন্ত্রে এই তিন বৎসরের মধ্যে একবারও এখান হইতে উদ্ধারের কোন রূপ উপায় করিতে পারি নাই।" ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ বাটীর মধ্যে কি কাফ্রীর কোন সম্পত্তি আছে?" "প্রচুর—প্রচুর সম্পত্তি আছে—লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, স্বচ্ছন্দে লইয়া যাউন" সে এই কথা বলিয়াই ভ্রাতাকে সিন্ধুকগুলি একে একে খুলিয়া দেখাইতে লাগিল। রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া ভ্রাতা একেবারে চমকিয়া গেলেন। যুবতী বলিল "আপনি এই সমস্ত সম্পত্তি বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোক ডাকিয়া আনুন, আমি ততক্ষণ এখানে আছি।" নির্ব্বোধ ভ্রাতা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, রমণীকে সেইখানে রাখিয়া, লোক ডাকিতে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি দশজন বাহক সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, বাটীর দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে—কোথায় বা সে যুবতী, কোথায় বা ধনসম্পত্তি? কিছুই নাই, সে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া সমস্ত লইয়া পালাইয়াছে। ভ্রাতা কি করিবেন, যুবতী যে কিছু, অতি অল্প মাত্র, সম্পত্তি তাড়াতাড়ি লইয়া যাইতে পারে নাই—সেই গুলি লইয়াই নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ফেশ্‌শার সে দিন অতি আনন্দে রজনী অতিবাহিত করিলেন বটে, কিন্তু পরদিন প্রত্যূষেই সে আনন্দ তিরোহিত হইল; শয্যা হইতে উঠিয়াই দেখিলেন বাটীর দ্বারদেশে বিংশতি জন সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি যেমন তাহাদের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন,

---

* বিবাহাদি উৎসবে আরবীয়গণ নিমন্ত্রিত হইলে, গায়িক প্রভৃতিকে বিতরণ করিবার জন্য মুদ্রা সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকে।

অমনি তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া বলিল "চল্ ওয়ালী তোকে ডাকিতেছেন।" তিনি তাহাদের সহিত ওয়ালীর নিকটে গেলেন। ওয়ালী তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "তুই এসকল বহুমূল্য বস্ত্র কোথায় পাইলি?" ভ্রাতা বলিলেন "আপনি যদি অভয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট প্রকৃত বিবরণ সমস্ত প্রকাশ করি।" ওয়ালী নির্ভয় প্রদানের জন্য তাঁহাকে নিজ হস্তস্থিত রুমালখানি প্রদান করিল*। এল্ ফেশ্‌শার বৃদ্ধার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ অবধি যুবতীর পলায়ন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন "প্রভু আমি তথা হইতে যাহা কিছু আনিয়াছি তাহার মধ্যে জীবনধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া সমস্তই আপনি গ্রহণ করুন।" ওয়ালী প্রথমে সমস্তই চাহিল, কিন্তু সুলতানের ভয়ে একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া, আমার ভ্রাতাকে সে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্থানে প্রস্থান করিতে বলিল। তিনি "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য" এই কথা বলিয়াই তথা হইতে অপর একটী নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলা দস্যু আসিয়া আক্রমণ করিল এবং যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহার কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া দিল। আমি এইরূপ বিপদ-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই তাঁহার নিকটে গেলাম এবং তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিয়া বিনায়াসে জীবনধারণোপযোগী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলাম।

ক্ষৌরকারের ষষ্ঠ সহোদরের বিবরণ।

হে ধার্ম্মিকপালক! আমার ষষ্ঠ সহোদর শাকালিক ছিন্ন-অধরোষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, এমন কি পার্থিব এমন কোন বস্তুই ছিল না যাহা তিনি নিজের বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন। একদিন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া উদর-পোষণের উপায় অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী রাজপ্রাসাদের ন্যায় মনোহর অট্টালিকা তাঁহার

* আরবীয়েরা কোন দোষীকে অভয় দিতে হইলে (ক্ষমার প্রতিভূ স্বরূপ) নিজ রুমাল বা শিল আংটী প্রদান করিয়া থাকে।

নয়নগোচর হইল। তিনি একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন" এ অট্টালিকাটী কাহার?" সে উত্তর দিল "এটী একজন বার্‌মেকী বংশীয়ের* আবাস।" ভ্রাতা সেই কথা শুনিয়াই দ্বারপালদিগের নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তাহারা বলিল "বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীর নিকটে নিজ আবেদন জ্ঞাপন কর, অবশ্যই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। শাকালিক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটীর মধ্যস্থলে একটী অতুল শোভাসম্পন্ন উদ্যান—উদ্যানের শোভায় অট্টালিকাটী যেন হাস্য করিতেছে। গৃহতল গুলি অপূর্ব্ব মার্‌বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাতায়ন সকল নানাবিধ বর্ণের যবনিকায় ভূষিত। চতুর্দ্দিকে এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া পদে পদে তাঁহার ভ্রম জন্মিতে লাগিল।—যাহা হউক তিনি গৃহস্বামীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী সর্ব্বোচ্চতলস্থ গৃহে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন গৃহমধ্যে একটী সুন্দর পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন। উপবিষ্ট পুরুষ আমার ভ্রাতাকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন এবং সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। শাকালিক উপবেশন করিলেন। গ্রহস্বামী স্বাগত-সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা নিজ হীনবস্থা বর্ণন করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কি, আমি এ নগরে বর্ত্তমান থাকিতে তোমার এরূপ দুরবস্থা! না, তাহা হইতে পারে না—আমি জীবিত থাকিতে তুমি আহারাভাবে কাতর?—না; আমি তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না।" তিনি এই কথা বলিয়াই নানাপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতার আশা প্রদান করিয়া বলিলেন "তুমি এই স্থানেই থাক—আজি তোমাকে আমার সহিত আহার করিতে হইবে।" ভ্রাতা বলিলেন "প্রভু, আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি—আর মুহূর্ত্ত মাত্রও অপেক্ষা করিতে পারি না।"

গৃহস্বামী ভ্রাতার কথা শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "অরে, হস্ত প্রক্ষালন করিবার জল ও পাত্রাদি আনয়ন কর্। তাঁহার আজ্ঞামত কেহই

* বার্‌মেকী বংশ বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ; কথিত আছে, আহার করিবার সময়ে বার্‌মেকীদিগের দ্বার অবারিত থাকিত, যে সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছা আহারাদি করিতে পারিত।

জল বা পাত্রাদি লইয়া আসিল না ; কিন্তু তিনি, যেন জল লইয়া আসিয়াছে—হস্ত প্রক্ষালন করিতেছেন, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া শূন্যে হস্তে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে আমার ভ্রাতাকে বলিলেন "আইস, হস্ত প্রক্ষালন কর, বৃথা বিলম্বে প্রয়োজন কি?" শাকালিক কি করেন, গৃহস্বামীকে তুষ্ট করিবার জন্য, তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী পরিচারকদিগকে আহ্বান করিয়া ভোজনের উপকরণ ও মেজ প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। তাহারা যেন যথার্থই আনিয়া দিতেছে, এইরূপ ভাবে শূন্যহস্তে বারম্বার গৃহ মধ্যে গমনাগমন করিতে লাগিল। অনন্তর গৃহস্বামী আমার ভ্রাতাকে লইয়া সেই কাল্পনিক মেজের নিকট গিয়া উপবেশন করিলেন এবং যেন যথার্থই আহার করিতেছেন এই ভাবে বারম্বার শূন্যে হস্তসঞ্চালন ও মুখচালন করিয়া কাল্পনিক ভোজ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা তাঁহার সেইরূপ আচরণে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। গৃহস্বামী তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "একি, বসিয়া রহিলে যে? লজ্জা কি, আহার কর।" ভ্রাতা কি করেন, গৃহস্বামীকে অসন্তুষ্ট করিতে

সাহস হইল না, সুতরং তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ দেখি, কেমন চমৎকার রুটী, কেমন নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ।" ভ্রাতা মনে মনে ভাবিলেন "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অত্যন্ত রহস্যপ্রিয়। যাহা হউক ইহাঁকে অসন্তুষ্ট করা কোনক্রমেই উচিত নহে।" তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন "প্রভু! এ অতি চমৎকার রুটী, আমি ইহার মত স্বাদু ও পরিষ্কার রুটী আর কখনও দেখি নাই।" গৃহস্বামী বলিলেন "এ রুটী আমার একটী ক্রীতদাসী প্রস্তুত করিয়াছে; আমি তাহাকে পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম।" তিনি এই কথা বলিয়াই এক জন বালক ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া স্বাদু সিকবাজ * আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং আমার ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "লজ্জা কি, আহার কর—এ অতি উত্তম সিকবাজ, বিশেষ তুমিও ক্ষুধিত।" ভ্রাতা কি করেন, সকল বিষয়েই গৃহস্বামীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী বারম্বার পরিচারকদিগকে আহ্বান করিয়া, এটী আন, ওটী আন বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন; ভৃত্যগণও, যেন আজ্ঞামত সমস্ত দ্রব্যই দিতেছে, এই ভাবে বারম্বার গৃহমধ্যে গতায়াত করিতে লাগিল; বস্তুতঃ পূর্ব্বের সেই কাল্পনিক আহারীয় ভিন্ন আর কিছুই আসিল না। ভ্রাতার হস্ত ও মুখ নড়িতেছে, কল্পনাবলে নানারূপ রাজোপভোগ্য উপাদেয় সামগ্রী আহার করিতেছেন, কিন্তু অন্তরে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির—একখানি যৎসামান্য যবের রুটীর জন্যও লালায়িত। গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, এরূপ সুতার দ্রব্য কি আর কখন আস্বাদন করিয়াছ?" ভ্রাতা বলিলেন "না প্রভু! এরূপ উপাদেয় দ্রব্য আর কখনও আহার করি নাই।" অনন্তর গৃহস্বামী পরিচারকদিগকে আহ্বান করিয়া মিষ্টান্ন আনয়ন করিতে বলিলেন, তাহারা যেন আজ্ঞামত সামগ্রীগুলিই আনিয়া দিতেছে এইভাবে বারম্বার গতায়াত করিতে লাগিল। গৃহস্বামী বলিলেন "আহার কর, লজ্জা কি?—দেখ দেখি, কেমন চমৎকার মিষ্টান্ন!"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকারই আহার করা হইল! যতরূপ উপাদেয় সামগ্রী আছে, ভ্রাতা কল্পনাবলে সকলই ভোজন করিলেন, কিন্তু

* সিকবাজ—মাংস, গোধূমচূর্ণ ও শির্কা মিশ্রিত খাদ্য বিশেষ।

তাঁহার ক্ষুধা ত আর কাল্পনিক নহে, সুতরাং তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব হইল না। গৃহস্বামী বলিলেন "আহার কর, লজ্জা কি—যত ইচ্ছা আহার কর।" ভ্রাতা বলিলেন "আমি যথেষ্ট আহার করিয়াছি—আমার উদর পূর্ণ হইয়াছে, আর ভোজন করিতে পারি না।" গৃহস্বামী বলিলেন "আল্লার দোহাই—লজ্জা করিও না, ইচ্ছা থাকে আরও নানাপ্রকার উত্তমোত্তম সামগ্রী আনাইয়া দিতেছি; আহার কর।"

ভ্রাতা গৃহস্বামীর সেইরূপ পরিহাসে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "এব্যক্তি আমার সহিত যেমন অন্যায় ব্যবহার করিতেছে, আমিও তেমনি ইহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিব, যে ইহাকে তজ্জন্য পরিতাপ করিতে হইবে।" গৃহস্বামী সুরা আনিতে আজ্ঞা করিলেন; পরিচারকগণ অমনি, যেন যথার্থই আনিয়া দিল, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া চলিয়া গেল। গৃহস্বামী, যেন সুরা ঢালিয়া দিতেছেন সেইরূপ ভঙ্গি করিয়া, আমার ভ্রাতাকে বলিলেন "দেখ দেখি—কেমন সুতার পুরাতন সুরা, একবার পান করিলেই বুঝিতে পারিবে—তোমার সর্ব্বশরীর একেবারে আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিবে।" "প্রভু! বলিতে কি আপনার ন্যায় দয়ালু পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই" ভ্রাতা এই কথা বলিয়া সুরাপান অভিনয় করিলেন। গৃহস্বামী বলিলেন "কেমন, আমি যেরূপ বলিয়াছি, অবিকল সেইরূপ কি না?" ভ্রাতা বলিলেন "আহা, অতি চমৎকার সুরা—এরূপ স্বাদু পেয় আমি আর কখনও পান করি নাই।" "তবে আর একপাত্র পান কর" গৃহস্বামী এই কথা বলিয়া, যেন সুরা ঢালিয়া দিলেন, এইরূপ ভঙ্গি করিলেন। ভ্রাতা পূর্ব্বের ন্যায় পান করিয়া মত্ততা অভিনয় করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামীও তাঁহার ন্যায় সুরা পান করিলেন। ভ্রাতা উন্মত্ত ভাবে টলিতে টলিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটী গুরুতর চপেটাঘাত করিলেন। আঘাতের শব্দে গৃহটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পুনরায় আর এক চপেটাঘাত। গৃহস্বামী দারুণ আঘাতে ব্যথিত হইয়া বলিলেন "এ কি রে নরাধম! একি? আমার সহিত এরূপ আচরণ!" ভ্রাতা বলিলেন "প্রভু! আমি আপনার ক্রীতদাস—আপনি কৃপা করিয়া বাটিতে স্থান দিলেন, এমন উপাদেয় সামগ্রী আহার করাইলেন, এরূপ উৎকৃষ্ট সুরা পান করিতে দিলেন—প্রভু, কিছু মনে করিবেন না,

কেবল মদিরার মত্ততাতেই এরূপ কুকার্য্য করিয়াছি; সুরাপানে আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া গিয়াছিল।"

গৃহস্বামী ভ্রাতার সেই কথা শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন "তুমি যথার্থই সুরসিক—আমি চিরকালই সকলের সহিত এইরূপ অসভ্য পরিহাস করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কখনও কহাকে তোমার ন্যায়, সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া, যথাসময়ে এরূপ প্রকৃত উত্তর দিতে দেখি নাই। যাহা হউক, তোমার দোষ মার্জ্জনা করিলাম, তুমি অদ্য হইতে আমার সহচর হইলে।" তিনি এই কথা বলিয়াই পরিচারকদিগকে আহারীয় দ্রব্য সমস্ত আনয়ন কবিতে বলিলেন। এবার যথার্থই তাহারা নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী আনিয়া দিল। উভয়ে একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে গৃহস্বামী শাকালিককে পার্শ্বস্থ পান-গৃহে লইয়া গেলেন এবং উভয়ে সুরস সুরা পান করিয়া কোকিলকণ্ঠী রমণীদিগের স্বরালাপ ও গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি আমার ভ্রাতা সেই ব্যক্তির সহচর হইয়া সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিংশতি বৎসরের পর সহসা গৃহস্বামীর মৃত্যু হইল, সুলতান তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিলেন। আমার ভ্রাতা পুনরায় সহায়সম্পত্তিহীন নিবাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে বিনাক্লেশে জীবন যাপন করিতে পারিবেন, ভাবিয়া আকুল। অবশেষে সেখানে অন্য কোন উপায় না পাইয়া, অন্য একটী নগরোদ্দেশে চলিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলা বেদই* আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আমার ভ্রাতার সহিত এমন কিছুই ছিল না, যে তাহারা তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হয়, সুতরাং একজন বেদই তাঁহাকে বন্দী কবিয়া লইয়া গেল এবং অর্থলাভ বাসনায় অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ভ্রাতা অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, বলিলেন "হে আরব-শেখ! আমি নিতান্ত নিঃস্ব আমার এমন কিছুই নাই, যে তদ্দ্বারা নিজ স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া লই; তবে যদি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে উপার্জ্জন করিয়া আপনার

*বেদই—আরবদেশের প্রান্তরবাসী জাতিবিশেষ, দস্যুবৃত্তিই ইহাদের একমাত্র ব্যবসায়।

ঋণ পরিশোধ করিতে পারি।” কিন্তু নিষ্ঠুর বেদই তাঁহার কোন কথাই শুনিল না, একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া ভ্রাতার ওষ্ঠদ্বয় ছেদন করিয়া দিল এবং বারম্বর টাকা চাহিতে লাগিল। তিনি নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বেদই তাঁহাকে নিজ অবাসে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখিল।

বেদইয়ের একটী পরম রূপবতী সহধর্ম্মিণী ছিল। ভ্রাতা যদিও ধর্ম্মভয়ে তাহার দিকে কখন চাহিয়াও দেখিতেন না, তথাপি সে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার নিকট প্রণয় প্রার্থনা করিল। এক দিন আমার ভ্রাতা সেই রমণীর সহিত একত্র বসিয়া আছেন, সহসা বেদই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সেই ভাব দেখিয়াই একবারে জ্বলিয়া গেল এবং “ অরে নরাধম, তুই আমার স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করিতে চেষ্টা করিতেছিস!” এই কথা বলিয়াই কটীদেশ হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া ভ্রাতার শরীরে বিদ্ধ করিয়াদিল। ভ্রাতা সেই দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বেদই তাঁহাকে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া একটা পর্ব্বতের উপর ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতা একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে পড়িয়া রহিলেন। দৈববশে কতকগুলি পথিক সেই পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতেছিল; তাহারা দয়া করিয়া তাঁহাকে প্রাণধারণোপযোগী পানাহার প্রদান পূর্ব্বক আমাকে সমাচার প্রদান করিল। আমি তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ আবাসে লইয়া গেলাম।

ক্ষৌরকার বলিল, আমি এইরূপে একে একে ছয়জন সহোদরের বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলাম, হে ধার্ম্মিকপালক নরপতি! এই আমার ছয় সহোদরের বিবরণ—আমিই সপ্তম, সকলের কনিষ্ঠ। দেখুন অগ্রজদিগের’ অপেক্ষা আমার স্বভাব কতদূর ভিন্ন—তাঁহাদের তুলনায় আমার চরিত্র কতদূর উদার।

নরপতি আমার সেই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “সামিত! তোমার বিবরণগুলি অতি উত্তম, তুমি অতি সদ্বক্তা।—আমি বুঝিলাম যথার্থই তুমি অল্পভাষী। যাহাই হউক, তুমি এখন এ নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান কর।” আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুসারে বোগদাদ নগর

পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম কিছু-দিন পরেই শুনিলাম, খলীফের মৃত্যু হইয়াছে; অপর একজন খলীফে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আমি সেই সমাচার শুনিয়াই পুনরায় বোগ্দাদে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার কিছুদিন পরেই এই কৃতঘ্ন যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হে ভ্রাতৃগণ! এ কৃতঘ্ন যুবক স্বীকার করুক আর নাই করুক, আমি যদি তখন ইহার সহিত সেরূপ ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাকে প্রাণ হারাইতে হইত।

দরজী বলিল, "রাজন্! ক্ষৌরকার এইরূপ বিবরণ বর্ণন করিয়া নিস্তব্ধ হইল; আমরা দেখিলাম যথার্থই সে যুবকের সহিত অন্যায় আচরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহাকে একটী গৃহমধ্যে বন্দীরূপে আবদ্ধ করত আহারাদি করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলাম। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, গৃহিণী আমার সেই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে বিরক্ত হইয়া অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "আমি একাকিনী গৃহে রহিয়াছি আর তুমি স্বচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছ। যদি তুমি এখন আমাকে বেড়াইয়া না আন, তাহা হইলে আমি আর তোমাকে চাহি না—রাজনিয়মানুসারে তোমাকে ত্যাগ করিব।" আমি কি করি তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ উভয়ে একত্রে বেড়াইতে গেলাম। সন্ধ্যাকালে, ফিরিয়া আসিবার সময় এই কুব্জের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা ইহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া গেলাম এবং বাজার হইতে ভর্জ্জিত মৎস্য ও অপরাপর খাদ্য সামগ্রী আনিয়া সকলে একত্র আহার করিতে উপবিষ্ট হই-লাম। আমার স্ত্রী কৌতুক করিয়া ইহার মুখে এক গ্রাস মৎস্য ও রুটী প্রদান করিল। সেই গ্রাস গিলিতে গিয়াই কুব্জের প্রাণবিয়োগ হইল। রাজন্ এই আমার ইতিহাস।

দরজী ও কুব্জ (উপসংহার)।

নরপতি দরজীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ক্ষৌরকার সামিতকে সভায় আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন "ক্ষৌরকারের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিলেই সকলকে অব্যাহতি দিয়া, এই সমস্ত অদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণের কারণস্বরূপ কুব্জকে সমারোহের সহিত সমাহিত করিব।" আজ্ঞামাত্রেই দরজী ও পারিষদ্‌গণ বৃদ্ধ ক্ষৌরকারকে তথায় আনয়ন করিল। নরপতি তাহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সামিত, আমি তোমার মুখেই তোমার নিজ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।" সামিত বলিল "রাজন্, এই খ্রীষ্টীয়ান, ইহুদী ও মুসলমানগণ আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন? কেনই বা এই কুব্জের মৃতদেহ নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা অগ্রে জানিতে ইচ্ছা করি।" নরপতি বলিলেন "কেন, তাহা অগ্রে জানিবার প্রয়োজন কি?" ক্ষৌরকার উত্তর দিল "তাহা হইলে আমি নিজ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে পারিব।"

নরপতি একজন পারিষদ্‌কে বর্ণন করিতে বলিলেন, কুব্জঘটীত সমস্ত বিবরণ বর্ণিত হইল। ক্ষৌরকার শুনিয়া বলিল "বাস্তবিকই উপাখ্যানটী অতি অদ্ভুত; যাহা হউক, কুব্জের আবরণটী খুলিয়া দাও, আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।" একজন পরিচারক মৃত দেহের আবরণ খুলিয়া দিল। সামিত তথায় উপবিষ্ট হইয়া কুব্জের মস্তকটী নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইল এবং একবার একদৃষ্টে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। নরপতি তাহাকে সেইরূপ হাসিতে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "সামিত, তোমার এরূপ হাস্যের কারণ কি?" সে বলিল "রাজন্! কুব্জের দেহ এখনও প্রাণশূন্য হয় নাই; জীবদবস্থাতেই ইহাকে সকলে মৃত বলিয়া নিশ্চয় করিতেছে, সেই জন্যই আমি হাস্য করিলাম।" ক্ষৌরকার এই কথা বলিয়াই নিজ অঙ্গরাখার জেব হইতে একটী ক্ষুদ্র মলমের কৌটা বাহির করিল এবং কুব্জে ঘাড়ে একটু মলম মালিস করিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার শিরোধরা হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। সামিত একটী সর্ণা বাহির করিল এবং সেটী তাহার গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে একটী মৎস্যের কাঁটা বাহির করিয়া আনিল। অমনি কুব্জ হাঁচিতে হাঁচিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করদ্বয়ে মুখমার্জ্জন করিতে করিতে বলিল "সর্ব্বস্রষ্টা জগদীশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় দেবতা নাই—মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত সত্যধর্ম্মপ্রচারক।" এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। নরপতি কুব্জের সেই অদ্ভুত ভঙ্গি দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন; অপরাপর দর্শকগণও হাসিতে লাগিল। নরপতি বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! অতি অদ্ভুত ঘটনা, আমি কখন এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখি নাই। সভাসদ্‌গণ! তোমরা কি আর কখন এরূপ ঘটনা দেখিয়াছ? তোমরা কি কখন শুনিয়াছ একজন পরলোকে গমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে?—যাহা হউক, দৈববলে যদি এই ক্ষৌরকার না আসিত, তাহা হইলে কুব্জকে নিশ্চয়ই পরলোকে গমন করিতে হইত।" সকলেই একবাক্যে বলিল "অতি অদ্ভুত ব্যাপার, এরূপ ঘটনা কখন আমরা দেখিও নাই শুনিও নাই।"

অনন্তর নরপতি এই অপূর্ব্ব ঘটনা রাজগ্রন্থালয়ে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন এবং ইহুদী, খ্রীষ্টীয়ান ও পাকশালাধ্যক্ষকে সম্মানসূচক খেলাৎ ও বহুমূল্য বসন ভূষণ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। দরজী ও ক্ষৌরকার সেই দিন হইতে রাজ-বস্ত্র নির্ম্মাতা ও রাজ-ক্ষৌরকার রূপে নিযুক্ত হইল। কুব্জ ও উপস্থিত দর্শকগণও রাজপ্রসাদস্বরূপ এক একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইল। নরপতি যথোপযুক্ত বেতন নিরূপণ করিয়া দরজী, কুব্জ ও সামিতকে নিজের সঙ্গী করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দালালগণ সেই দিন হইতে রাজাজ্ঞানুসারে প্রত্যহই নানারূপ ক্রীতদাসী উজীরকে দেখাবার জন্য আনিতে লাগিল,কিন্তু কোনটীই এল্‌ফদ্‌লের মনোনীত হইল না। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি উজীর বাদশাহের উপযুক্ত দাসী পাইলেন না। অবশেষে একদিন রাজপ্রাসাদে যাইবার জন্য অশ্বারোহণে বাটী হইতে বহির্গত হইতেছেন, সহসা একজন দালাল আসিয়া তাঁহার অশ্বের বল্‌গা ধারণ করিয়া বলিল ঃ—

"তব সুমন্ত্রণা বলে আজি মন্ত্রীবর !
সুবিস্তীর্ণ রাজ্য এই সুখ-নিকেতন,
তব জ্ঞানবলে সবে বিমল-অন্তর,
রাজ-প্রতি সুপ্রসন্ন যত প্রজাগণ।
যেমন প্রশস্ত দেব হৃদয় তোমার
জগদীশ অনুগ্রহ তেমতি আবার।
আপনার জ্ঞান বলে জ্ঞানী যত জন,
প্রফুল্ল যেমন হায় অন্তর সবার,
জগদীশ করিবেন অবশ্য তেমন
তব এই মূল্যহীন গুণের বিচার।

প্রভু ! যেরূপ দাসীর জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার হইয়াছিল, অবিকল সেইরূপ একটী দাসী বিক্রয়ার্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" উজীর বলিলেন "ভাল, আমার নিকটে লইয়া আইস।" দালাল তৎক্ষণাৎ একটী নবীনা যুবতী রূপবতীকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল ! যুবতীর উরঃস্থল ঘন উন্নত, অপাঙ্গদ্বয় হরিণীর ন্যায় বিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ, গণ্ডস্থল কোমল ও মসৃণ, কটিদেশ কৃশ মুষ্টিমেয়, নিতম্ব স্থূল। যুবতী যথার্থই রূপবতী। তাহার সেই সন্নত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া উইলো-শাখাও* লজ্জিত হয়, মনোহর

* উইলো—বৃক্ষ বিশেষ (ইহা প্রায় গোরস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়) ইহার শাখাগুলি অতি নমনশীল ও স্থিতিস্থাপক।

বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতও পরাজয় স্বীকার করে; মৃদুমধুর পরিমলবাহী মলয়পবনও তাহার নিশ্বাসের নিকট কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন কবি বলিয়াছেন :—

স্থন্দর সে অঙ্গুলি কোমল কেমন—
রেশম তাহার কাছে মানে পরাজয়!
কিবা সে মধুর ভাষা শ্রবণ-মোহন
বীণা-নাদ হেন, কিন্তু অস্ফুটও নয়।
মদির নয়ন দুটী চপল খঞ্জন
গড়িলেন বিধি তায় পুরুষ ভুলাতে—
তুষিবার তরে হায়! প্রণয়ীর মন,
প্রেমমদে মাতোয়ারা জগতে মাতাতে।
তার তরে আমার এ প্রেম ভালবাসা
দিন দিন বাড়ে যেন, নাহি হয় ক্ষয়;
পূরে যেন আমার এ চিরদিনআশা
ইহ কিম্বা পরলোকে বিচ্ছেদ না হয়।
স্থনীল অলকাকান্তি তামসীর প্রায়
অরুণ ললাট যেন প্রভাত গগন
মরিরে! শোভিত কিবা অপূর্ব্ব শোভায়
জগমন ভুলাইতে রমণী-বদন।

রমণীও ঠিক সেইরূপ। উজীর যুবতীর রূপমাধুবী দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং দালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার দর কত?" সে বলিল "ইহার মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নিরূপিত হইয়াছে। ইহার অধিকারী বলিতেছে, যুবতী এত দিনে যে সকল কুক্কুটশাবক আহার করিয়াছে ইহা তাহারও মূল্য নহে—যুবতীকে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে যে সকল শিক্ষক ছিল,

এপর্য্যন্ত তাহাদিগকে যে বসন ভূষণ দিতে হইয়াছে, তাহাতেই তাহার দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পড়িয়াছে; কারণ, যুবতী সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শিনী,—লিখিতে পড়িতে বিশেষ পারগ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র ইহার কণ্ঠস্থ। যুবতী কোরাণ পাঠ করিয়া অনায়াসে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যবহার-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছে, এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ ও গীত-শাস্ত্রেও উপযুক্ত ক্ষমতা আছে। বস্তুতঃ দশ সহস্র মুদ্রা ইহার প্রকৃত মূল্যের অপেক্ষা অনেক ন্যূন।" উজীর বলিলেন "ভাল, ইহার অধিকারীকে আমার সম্মুখে ডাকিয়া আন।" দালাল তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুসারে দাসী-বিক্রয়ার্থীকে তথায় আনয়ন করিল। দাসী-বিক্রেতা এক জন বিদেশী বৃদ্ধ, কালবশে জরায় তাহার শরীর শীর্ণ অস্থিসার হইয়া গিয়াছে; কোন কবি বলিয়াছেন ঃ—

কালের প্রতাপ-বশে দেখত শরীর
থর থর কম্পান্বিত ব্যাকুল সদাই,
সময়ের বশে দেহ সতত অধীর,
কালসম বলবান ত্রিভুবনে নাই।

কত যে করেছি আগে—কত যে ভ্রমণ
লঙ্ঘিয়া জলধি আর ভূধর প্রান্তর
কিন্তু আজি দেখ আর সরেনা চরণ
তিলার্দ্ধ চলিতে হয় নিতান্ত কাতর।

উজীর তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন "তুমি কি দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এই যুবতীটীকে স্থলেমান-এজ্জৈনী-তনয় সুলতান মহম্মদের নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছ?" বিদেশী বলিল "এ যুবতীটী যথার্থই সুলতানের উপযুক্ত; ইহাকে সুলতান-সম্মুখে উপঢৌকন স্বরূপে প্রদান করাই আমার উচিত।"* উজীর যুবতীর মূল্য স্বরূপ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আনিতে বলিলেন।

* আরবদেশীয় ব্যবসায়ীগণ কোন মহৎ লোকের নিকট হইতে অধিক মূল্য প্রার্থনা করিতে হইলে এইরূপই বলিয়া থাকে।

আজ্ঞামাত্রেই পরিচারকগণ মুদ্রা আনিয়া দিল; বিদেশী দীনারগুলি ওজন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। দালাল উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল "প্রভু! আমার বিবেচনায় যুবতীকে অদ্যই সুলতানের নিকটে লইয়া না গিয়া যদি কয়েক দিবস নিজের আবাসেই রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়; কারণ রমণী এই মাত্র বহুদূর হইতে আসিতেছে, পথশ্রমে ইহার রূপ অনেক মলিন হইয়া গিয়াছে। যদি অন্ততঃ দশ দিনও বিশ্রাম করিতে দেন, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্ব মনোহারিতা পুনরাবৃত্ত হইবে; তখন আপনি ইহাকে হাম্মামে স্নান করাইয়া এবং বহুমূল্য বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া নরপতিসন্নিধানে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলেই দেখিবেন আপনার শুভাদৃষ্ট আশাতীত ফল প্রদান করিবে।" উজীর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দালালের পরামর্শেই স্বীকৃত হইলেন এবং রমণীকে নিজ প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গিয়া একটী নিভৃত গৃহে তাহার আবাস নিরূপণ করিয়া, প্রাত্যহিক পানাহার প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

উজীর এল্‌ফদ্‌লের পূর্ণচন্দ্র সদৃশ একটী সুকান্তি তনয় ছিল। উজীর-তনয়ের ন্যায় রূপবান সে রাজ্যে আর কেহই ছিল না। তাঁহার মুখের মনোহর রক্তিম আভার উপরে একটী কৃষ্ণবর্ণ আঁচিল এমনি ভাবে সন্নিবেশিত ছিল যে সেটী দেখিলেই লোকে একেবারে মোহিত হইয়া যাইত। উজীর, পাছে যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হয় এই আশঙ্কায়, তাহাকে বলিলেন "দেখ, আমি তোমাকে সুলেমান-এজ্‌জৈনী-তনয় মহম্মদের জন্য ক্রয় করিলাম, তুমি তাহারই ভোগ্যা হইবে, অতএব দেখিও সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। আমার একটী পরম রূপবান পুত্র আছে—তাহার এমনি মনোহারিণী মূর্ত্তি যে, যুবতীগণ দেখিবামাত্রেই একেবারে মোহিত হইয়া পড়ে। আমাদের এই পল্লি মধ্যে এমন একটীও যুবতী নাই যে, সে তাহার সহিত প্রণয় সংস্থাপন করে নাই। অতএব দেখিও, সে যেন কোনরূপে তোমার মুখ দেখিতে বা কণ্ঠস্বর শুনিতে না পায়।" রমণী বলিল "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" উজীর চলিয়া গেলেন।

কয়েক দিবস সুখে অতিবাহিত হইয়াগেল। একদিন যুবতী স্নানার্থে প্রাসাদ মধ্যস্থ হাম্মামে প্রবেশ করিল; পরিচারিকাগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত করিয়া দিল। রমণী

নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া উজীর-রমণীর নিকটে গেল এবং তাঁহার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। উজীর-সহধর্ম্মিণী বলিলেন "কেমন, এনিস্-এল্জেলিস্! কেমন স্নানাগার দেখিলে?" যুবতী বলিল "ঠাকুরাণি! অতি উত্তম হাম্মাম; সেখানে কেবল আপনার উপস্থিতি ভিন্ন আমার আর কিছুরই অভাব ছিল না।" তাহার সেই কথা শুনিয়াই উজীর-পত্নী পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকাদিগকে বলিলেন "চল, আমরাও স্নানাগারে যাই।" আজ্ঞা মাত্র সকলে প্রস্তুত হইল। উজীর-পত্নী দুইজন যুবতী ক্রীতদাসীকে এনিস্-এল্-জেলিসের গৃহের দ্বারে প্রতিহারী রূপে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন "দেখিও সাবধান, কেহ যেন এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে বা এনিস্ এল্-জেলিসের নিকটে যাইতে না পারে।" ক্রীতদাসীদ্বয় বলিল "ঠাকুরাণীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" উজীর-পত্নী পরিচারিকা-বর্গের সহিত হাম্মামে প্রবেশ করিলেন। এনিস্ এল্-জেলিস্ গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া রহিল।

দৈব-নির্ব্বন্ধ কে অতিক্রম করিতে পারে? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিকার নাই,—এই সময় উজীরতনয় আলী নূর এদ্দীন তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এনিস্-এল্জেলিসের গৃহের নিকটে আসিয়া ক্রীতদাসীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতা কোথায়?—অপরাপর পরিচারিকারাইবা কোথায় গেল?" যুবতীদ্বয় উত্তর দিল "ঠাকুরাণী পরিচারিকাদিগের সহিত স্নানাগারে গিয়াছেন।" এনিস্-এল্-জেলিস্ গৃহমধ্য হইতে আলী নূর এদ্দীনের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল 'উজীর যাহার বিষয়ে এত কথা বলিলেন—যাহাকে দেখিলে রমণীমাত্রেই মোহিত হয়, না জানি সে যুবক কিরূপই হইবে, আল্লার দোহাই আমাকে একবার দেখিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমেই তাহার ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—ক্রমেই তাহার রূপদর্শনেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহের দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্ণশশধর সদৃশ যুবকের বদনমণ্ডলের-দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। উজীর-তনয়ের সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া রমণীর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। আলী নূর এদ্দীনও তাহাকে দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই উভয়ে

উভয়ের প্রণয়পাশে দৃঢ় সংবদ্ধ। যুবক সহসা অব্যক্ত শব্দে একটী চীৎকার করিয়াই দ্রুত দাসীদ্বয়ের নিকটে গেলেন। তাহারা ভয়ে পালাইয়া, দূর হইতে প্রভু-তনয়ের ভাব-গতি দেখিতে লাগিল। নূরএদ্দীন দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার জন্য পিতা কি তোমাকেই ক্রয় করিয়াছেন?" সে বলিল "হাঁ আমাকেই ক্রয় করিয়াছেন।" নূরএদ্দীন রমণীর প্রণয় লাভাশায় একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিলেন. সুতরাং তাঁহার আর হিতাহিত বিবেচনার লেশ মাত্রও ছিল না; তিনি অমনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এল্-জেলিস্'ও প্রেমভরে সুললিত বাহুযুগলে উজীর-তনয়ের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিল। দ্বাররক্ষণে নিযুক্ত ক্রীত-দাসীদ্বয় প্রভু-পুত্রের সেইরূপ ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। আলী নূরএদ্দীন তাহাদের সেই চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়াই, পাছে গৃহমধ্যে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা অপরাধে শাস্তি পাইতে হয় সেই ভয়ে, দ্রুত পালাইয়া গেলেন। উজীর-রমণী দাসীদ্বয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হাম্মাম হইতে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?—এরূপ চীৎকার শব্দের অর্থ কি?" কেহই তাঁহার কথায় উত্তর দিল না। তিনি দ্রুত এনিস্ এল্-জেলিসের গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাসীদ্বয়কে বলিলেন "ধিক্ তোদের!—তোরা এরূপ চীৎকার করিতেছিস্ কেন?" দাসীদ্বয় তাঁহাকে দেখিয়াই বলিল "ঠাকুরাণি! প্রভু আলী নূরএদ্দীন আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করায় তিনি আমাদিগকে প্রহার করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমরা কি করি নিরুপায় হইয়া আপনাকে উপস্থিত বিপদ জানাইবার জন্য চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তিনি সেই চীৎকার শব্দ শুনিয়াই পলায়ন করিয়াছেন।" উজীর-পত্নী তাহাদের সেই কথা শুনিয়াই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এল্-জেলিস্কে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি? কি হইয়াছে?" যুবতী বলিল "ঠাকুরাণি, আমি একাকিনী বসিয়া আছি, সহসা একজন পরম রূপবান যুবক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন 'আমার জন্য পিতা কি তোমাকেই ক্রয় করিয়াছেন?' আল্লার দোহাই ঠাকুরাণি, আমি মনে করিলাম বুঝি তিনি যথার্থ কথাই বলিতেছেন

সুতরাং বলিলাম, হঁা আমাকেই ক্রয় করিয়াছেন। তিনি অমনি নিকটে আসিয়া আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উপর্য্যুপরি তিনবার মুখ-চুম্বন করিয়া আমাকে প্রণয়-বিহ্বল ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।"

উজীর-পত্নী শুনিলেন, মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—বিহ্বল হইয়া কপোলে করাঘাত করত রোদন করিতে লাগিলেন। উজীর পাছে সেই অপরাধের জন্য আলী নূরএদ্দীনের প্রাণ দণ্ড করেন, সেই ভয়ে ক্রীতদাসীগণও ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। দৈববশে উজীরও এই সময় বাটীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ব্যাপার কি—সকলেই রোরুদ্যমান, সকলেই ব্যাকুল! উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে, তোমরা রোদন করিতেছ কেন?" উজীর-রমণী বলিলেন "তুমি যদি শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, যে আমি যাহা বলিব তুমি তাহাই করিবে, তাহা হইলে সমস্ত বর্ণন করি।" উজীর বলিলেন "ভাল, তাহাই হইবে—বল।" উজীর-গৃহিণী স্বামীর নিকট নূর এদ্দীন-ঘটিত সমস্ত ঘটনাই বর্ণন করিলেন। উজীর পুত্রের সেইরূপ অন্যায়

আচরণ শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে নিজ বসনভূষণ-গুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং মনের আবেগে ঘন ঘন কপোলে করাঘাত করিয়া শ্মশ্রুগুলি উৎপাটন করিতে লাগিলেন। উজীর-রমণী স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে, স্থির হউন—বৃথা আত্মহত্যা করিলে আর কি হইবে; আমি না হয় নিজ সম্পত্তি হইতে এই ক্রীতদাসীর মূল্য স্বরূপ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব।" উজীর দীননয়নে সহধর্ম্মিণীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "ধিক্, তোমায় ধিক্! আমি কি দশ সহস্র মুদ্রার জন্য এতদূব ব্যাকুল হইয়াছি?—আমি যে ধনে প্রাণে মারা-গেলাম, আমার সমস্ত সম্পত্তি—অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্তও যে বিনষ্ট হইতে চলিল।" উজীর-রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছেন কেন? সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিনষ্ট হইবারই বা কারণ কি?" উজীর বলিলেন "তুমি কি জান না সাবী-তনয় উজীর এল্ মোইন্ আমার পরম শত্রু?—সে এ কথা শুনিলেই সুলতানের নিকটে গিয়া বলিবে 'আপনার উজীর এল্ ফদল্, যাহাকে বিশ্বাস করিয়া দাসী ক্রয়ের জন্য দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন—যাহাকে আপনি এতদূর ভাল বাসেন, সে আপনার জন্য একটী অসামান্য রূপগুণবতী দাসী ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সে, দাসীর রূপগুণে প্রীত হইয়া, তাহাকে নিজ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছে, সুলতানের অপেক্ষা তুমিই এ রমণীরত্ন ভোগের উপযুক্ত পাত্র। তাহার পুত্র নূরএদ্দীন আপনার ক্রীতদাসীটী লইয়া স্বচ্ছন্দে স্বয়ং উপভোগ করিতেছে।' সুলতান প্রথমত তাহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না, বলিবেন 'তোমার মিথ্যা কথা, তুমি বৃথা অপবাদ দিতেছ।' সে বলিবে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় আপনি অনুমতি দিউন, আমি বলপূর্ব্বক তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ক্রীতদাসীটীকে আপনার সম্মুখে আনিয়া দিতেছি।' কাজে কাজেই বাদশাহ তাহাকে আমার বাটীতে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবেন। দুষ্ট মোইন্ রাজাজ্ঞায় দ্বিগুণতর সাহসী হইয়া লোকজন সমভিব্যাহারে আমার বাটী আক্রমণ করিবেক এবং বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এই নূতন ক্রীতদাসীকে রাজ-সম্মুখে লইয়া যাইবে। নরপতি ইহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কিছু প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার

করিতে পারিবে না। দুষ্ট মোইন্ এই উদাহরণ দেখাইয়া স্থলতানকে বলিবে 'দেখুন, আমি আপনাকে সর্ব্বদা সৎপরামর্শ দিয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে একদিনের জন্য প্রিয় হইতে পারিলাম না, কিন্তু যে ব্যক্তি সতত আপনার অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে সেই আপনার প্রিয় ও বিশ্বাস ভাজন।' হায়, তাহা হইলেই আমি গেলাম! সকলেই আমাকে পাপিষ্ঠ ভণ্ড বলিয়া বিবেচনা করিবে—ঘৃণা-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দেখিবে। বাদশাহ নিতান্ত কৃতঘ্ন বিবেচনা করিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিবেন—অবশেষে আমি কৃতঘ্নতার একটা উদাহরণ স্বরূপ হইয়া উঠিব।" উজীর রমণী বলিলেন "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—তাহার আর প্রতিকার নাই; যাহাহউক সৌভাগ্য ক্রমে এ দুর্ঘটনা অতি গোপনেই ঘটিয়াছে, এখনও কেহ জানিতে পারে নাই অতএব ইহা আরও গোপনে রাখুন, যেন কোনরূপে প্রকাশ না হয়। জগদীশ্বর করেন ত এই উপায়েই উপস্থিত বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে।" সহধর্ম্মিণীর সেই পরামর্শে উজীরের হৃদয় কতক স্থির হইল; তিনি বিলাপে নিবৃত্ত হইয়া সমস্ত ঘটনা গোপন করিবার চেষ্টা করিতে

এদিকে নূরএদ্দীন নিজ আচরণের জন্য পাছে পিতার নিকট গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় সেই ভয়ে পালাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিবস বাগানে বাগানে যাপন করিয়া রাত্রে গোপনে মাতার নিকটে আসিতেন এবং রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইতেন—কেহই তাঁহার গতায়াত জানিতে পারিত না। এরূপে একমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল—একদিন নূরএদ্দীন-জননী উজীরকে বলিলেন "নাথ! আপনি নূরএদ্দীনকে কি করিতে ইচ্ছা করেন?—আপনি কি পুত্রকে ও ক্রীতদাসীটাকে উভয়কেই হারাইবেন? যদি আর কিছু দিন এইরূপ থাকে, তাহা হইলে নূরদ্দীন দেশত্যাগী হইয়া যাইবে।" উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমাকে কি করিতে বল?—কি করা উচিত?" উজীর-রমণী বলিলেন "অদ্য রাত্রিতে নূরএদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকুন, সে যখন আসিবে তখন তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া ক্রীতদাসীটী তাহাকে প্রদান করিবেন—এল্-জেলিস্ নূরএদ্দীনকে যথেষ্ট ভাল বাসে, সেও যুবতীর

প্রণয়ে বিমুগ্ধ, অতএব তাহাদিগকে পরস্পরের হস্তে অর্পণ করুন—যুবতীর মূল্য আমি আপনাকে প্রদান করিব।” উজীর, সহধর্ম্মিণীর ইচ্ছানুসারে রজনীতে পুত্রের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। অর্দ্ধরাত্রে নূরএদ্দীন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। উজীর সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া শিরশ্ছেদন করিতে গেলেন। নূরএদ্দীন-জননী নিকটেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্বামীকে সেই ভয়ানক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন “নাথ, আপনি নূরএদ্দীনকে কি করিতে ইচ্ছা করেন?” উজীর ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন “আমি উহার প্রাণদণ্ড করিব।” নূরএদ্দীন বলিলেন “পিতঃ, আমি কি আপনার নয়নে এতদূর হেয় ও তুচ্ছ পদার্থ?” পুত্রের সেই কথা শুনিয়াই উজীরের সমস্ত ক্রোধ দূরীভূত হইল—নয়নদ্বয় বাস্পবারিতে পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি বলিলেন “বৎস, আমার জীবন ও সমস্ত সম্পত্তিই কি তোমার নিকট তুচ্ছ ও হেয়?” নূবএদ্দীন পিতার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উজীর পুত্রকে ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নূরএদ্দীনও উঠিয়া পিতার করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। উজীর বলিলেন “বৎস! তুমি যদি এনিস্ এল্-জেলিসের সহিত সর্ব্বদা সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার কর, তাহা হইলে তাহাকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করি।” নূরএদ্দীন বিনীত ভাবে বলিলেন “পিতঃ! এল্-জেলিসের সহিত সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার না করিবার কারণ কি?” উজীর বলিলেন “ভাল, তোমার হস্তেই এল্-জেলিস্‌কে প্রদান করিলাম—আমার আদেশ এই, যে তুমি কখন বিবাহ বা অন্য রমণী গ্রহণ করিবে না।” কখন তাহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং কখন কোনরূপে অসুখীও করিবে না।” নূরএদ্দীন পিতার কথায় স্বীকৃত হইয়া শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন। এল্-জেলিস্ তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। নূরএদ্দীন যুবতীর সহিত পরমসুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের ইচ্ছায় নরপতি ক্রীতদাসীর বিষয় এককালে ভুলিয়া গেলেন; যদিও সাবী-তনয় এল্ মোইন্ ক্রীতদাসী এল্-জেলিস্-বিষয়ক সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিয়াছিল তথাপি, নরপতি পাছে প্রিয় উজীরের বিপক্ষে আবেদন গ্রাহ্য না করেন—পাছে হিতে বিপরীত ঘটে, সেই বিবেচনায় সে কোন কথারই উত্থাপন করিল না।

এইরূপে পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। খাকান-তনয় উজীর ফদ্‌ল্ এদ্দীন একদিন স্নানার্থ হাম্মামে প্রবেশ করিলেন। স্নানান্তে যেমন তিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বহির্গত হইবেন, অমনি বহিঃস্থ শীতল বায়ু শরীরে লাগিয়া পীড়িত হইলেন। দিন দিন ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উজীর শয্যাগত হইলেন। চিকিৎসকগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বিশেষ ফললাভ হইলনা। অবশেষে উজীর, আলী নূরএদ্দীনকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎস! মনুষ্যের পরমায়ু নিরূপিত আছে, জগদীশ্বর যাহার যত দিন জীবন স্থির করিয়া দিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহা অতিক্রম করে,—বিশেষতঃ যাহার জন্ম আছে তাহারই মৃত্যু আছে; জীবমাত্রেই মৃত্যুর অধীন। তোমাকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই, কেবল তুমি সতত জগদীশ্বরকে ভয় করিয়া চলিবে, নিজ কার্য্যের পরিণাম-ফল পূর্ব্বেই অনুভব করিয়া লইবে আর সর্ব্বদা এনিস্ এল্-জেলিসের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে—এই মাত্র।" নূরএদ্দীন বলিলেন "পিতঃ! আপনার ন্যায় আর কে আছে? আপনি নানারূপ সৎকার্য্যের জন্য দেশবিদেশ বিখ্যাত, ধর্ম্মপ্রচারকগণও বেদির উপর হইতে আপনার যশোগান করিয়া থাকেন।" উজীর বলিলেন "বৎস! ভরসা করি সেই সর্ব্ব শক্তিমান অনন্ত দয়ার আধার জগদীশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারিব।" অনন্তর তিনি মুহম্মদীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসসূচক বাক্য-দ্বয়* উচ্চারণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আ! মুহূর্ত্ত মধ্যেই উজীর ফদ্‌ল্এদ্দীন পরলোকস্থ জনগণের সহিত পরিগণিত হইলেন! সমস্ত প্রাসাদটী রমণী-রোদন-রোলে পূর্ণ হইয়া গেল। উজীরের মৃত্যুসংবাদ শীঘ্রই সুলতান ও প্রজাকুলের কর্ণগোচর হইল। পাঠশালার ছাত্রগণও উজীরের জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। আলী নূরএদ্দীন পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত আয়োজন করিলেন। রাজ্যের সমস্ত আমীর, উজীর ও রাজকর্ম্মচারীগণ এবং তাহাদের সহিত সাবী-পুত্র এল্ মোইনও মৃত উজীরের সম্মানার্থ সমাধি স্থান পর্য্যন্ত মৃত শরীরের অনুগমন করিলেন। অনুগমনকারীদিগের মধ্যে একজন দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই কবিতাকয়টী পাঠ করিল:—

* দুইটী বাক্য এই—"লা এলাহা ইল্লাল্লাহো" জগদীশ্বর একমাত্র দেবতা, ও "মহম্মাদর্ রসুলোল্লাহে" মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত দূত।

"বলিলাম তারে কিন্তু শুনিল না সেই
করিতে আছিল যেই শবপ্রক্ষালন।
দূর কর সামান্য এ বারি কাজ নেই
নয়নের নীরে হায় কররে মার্জ্জন।

রাখ দূরে রাখ এই গন্ধদ্রব্য রাশি
যশের সুগন্ধ আনি লেপি দেও গায়,
যাউক সে খ্যাতি আজি বায়ুভরে ভাসি,
সে সুগন্ধ রাশি আজি ভরুক ধরায়।

কাজ কি মনুজ স্কন্ধে, রাখ সবে দূরে,
দেবদূতে লয়ে যাক তুলিয়া ইহাঁয়
দেখিছনা, লইবারে সুখময় পুরে
স্বর্গ হতে নামি সবে এসেছে ধরায় ?

কাজ কি করিয়া ভার মৃতদেহ ভারে,
বহিতেছে যেই স্কন্ধ উপকার ভার ?
ভারে ক্লান্ত কেন আর কর সে সবারে—
যাহা আছে তাই ঢের সবেনাক আর।"

কয়েক দিবস কেবল শোকে ও দুঃখেই অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন আলী নূরএদ্দীন নিজ আবাসে একাকী বসিয়া আছেন, সহসা দ্বারে করাঘাত শ্রবণ গোচর হইল। তিনি উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন ;— দেখিলেন তাঁহার পিতার একজন ঘনিষ্ঠ সহচর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তি নূরএদ্দীনকে দেখিয়াই তাঁহার করপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল "প্রভু ! আপনার ন্যায় উপযুক্ত সৎপুত্র রাখিয়া যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার সে মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে—তিনি মরিয়াও জীবিত থাকেন। পৃথিবীর সমস্তই

নশ্বর—কি রাজাধিরাজ কি সামান্য ভিক্ষুক সকলকেই কোন সময়ে না কোন সময়ে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; কালের কবাল কবলে কাহারই নিস্তার নাই—অতএব আপনি আর মৃত পিতার জন্য বৃথা ব্যাকুল হইবেন না।” নূরএদ্দীন নিজ বৈটকখানাটী প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সজ্জীভূত করিয়া তাহাকে তথায় লইয়া গেলেন। পূর্ব্ব সঙ্গীগণ সকলেই একে একে আসিয়া যুটিল। নূরএদ্দীন দশ জন বণিক পুত্রের সহিত গাঢ় প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে উজীরভবন হইতে শোক-চিহ্ন সমস্ত দূরীভূত হইল, পুনঃ পূর্ব্ব আনন্দের সূত্রপাত হইতে লাগিল। নূরএদ্দীন ঘন ঘন উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন—ঘন ঘন বন্ধুদিগের বটীতে উপায়ন দ্রব্য সমস্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুখের সীমা রহিল না,—বন্ধুরও সংখ্যা রহিল না।

এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন কোষাধ্যক্ষ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, “প্রভু নূরএদ্দীন! আপনি কি শুনেন নাই জ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন, যে অপরিমিতব্যয়ী কেবল ব্যয় করে, কিন্তু কখন নিজ আয়ের হিসাব করিয়া দেখে না, সে শীঘ্রই দুরবস্থাপন্ন হয়? প্রভু, আপনি যেরূপ অনবরত প্রচুর ব্যয় করিতেছেন এবং যেরূপ বহুমূল্য দ্রব্যাদি বন্ধুবান্ধবদিগকে উপায়ন স্বরূপ প্রদান করিতেছেন, তহাতে শীঘ্রই সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।” আলী নূরএদ্দীন কোষাধ্যক্ষের সেই কথা শুনিয়াই তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন “তুমি এতগুলি কথা বলিলে বটে, কিন্তু আমি কোনটীতেই মনোযোগ করিতে পারিলাম না। দেখ দেখি কেমন এক জন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন :—

মুক্ত হস্তে ধন যদি নাহি করি ব্যয়,
বিফল সকল মম, কি কাজ সে ধনে?
বিনা ব্যয়ে যশোলাভ বল কার হয়,
কোথায় দেখেছ সুখী হয়েছে কৃপণে
আতু আতু পুতু পুতু করি খালি মরে
দেখ তার ধন গিয়া লয় শেষে পরে।

দেখ, যতক্ষণ তোমার হস্তে আমার এক বেলার ব্যয়েরও উপযুক্ত ধন থাকিবে ততক্ষণ আমাকে অপর বেলার খরচের জন্য বিরক্ত করিও না।" কোষাধ্যক্ষ কি করে, প্রভুর সেই কথা শুনিয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল। নূর এদ্দীন পুনরায় নিজ ইপ্সিত আমোদে রত হইলেন। ক্রমেই তাঁহার অপরিমিতব্যয়িতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যদি কেহ কোন একটীদ্রব্য দেখিয়া বলিত "প্রভু, এটী অতি সুন্দর দ্রব্য" অমনি সেটী তাহাকে প্রদান করিতেন,—যদি কেহ বলিত "প্রভু আপনার অমুক ভবনটী অতি মনোহর" অমনি তিনি তদুত্তরে বলিতেন "অদ্য হইতে সেটী তোমারই হইল।" এইরূপে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিই ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল।

প্রত্যহই আমোদ প্রমোদ আহার বিহার, প্রত্যহই নানাবিধ উৎসব,—এইরূপে পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন নূরএদ্দীন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত একত্রে উপবিষ্ট আছেন, সহসা শুনিলেন একটী ক্রীত দাসী এই কবিতা দুইটী পাঠ করিতেছে :—

সুখেতে কেটেছে এবে যে দিন তোমার
সুদিন ভেবেছ হায় সেই সে দিবসে
স্বপনেও ভাবনাই কিহবে আবার—
কি দিন আসিবে পুন অদৃষ্টের বশে।

আনন্দের নিশি হায় হাসি খুসি ভরা
ভুলায়ে গিয়াছে তব বিহ্বল হৃদয় ;
কিন্তু জাননাক সেই রূপ মনোহরা
নিবিবে, হইবে ঘোর তমস উদয়।

কবিতাদ্বয় শেষ হইবা মাত্রেই দ্বারদেশে করাঘাত শ্রুতিগোচর হইল। নূরএদ্দীন দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার অজ্ঞাতসারে গোপনে পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। তিনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন সেই কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত,——জিজ্ঞাসা করিলেন "কি,

সমাচার কি ?" সে বলিল "প্রভু! আমি যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে।" নূরএদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি ?" কোষাধ্যক্ষ বলিল আমার হস্তে আর আপনার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও নাই—সমস্তই ব্যয়িত হইয়াছে। প্রভু! এটা কেবল আপনার অপরিমিতব্যয়িতা ও অপরিণামদৃষ্টির ফল।" নূরএদ্দীন কোষাধ্যক্ষের সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া অধোমুখে ভূমিন্যস্তদৃষ্টি হইয়া বলিলেন "সকলই জগদীশ্বরের ইচ্ছার অধীন—তাহা ব্যতীত আর কাহারও শক্তি বা ক্ষমতা নাই!" তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি গোপনে সমস্ত ব্যাপার দেখিবার জন্য অতর্কিতভাবে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল সে সেই কথা শুনিয়াই গৃহমধ্যে ফিরিয়া গেল এবং অপরাপর সঙ্গীদিগকে বলিল "তোমরা আর কি দেখিতেছ, এই বেলা নিজ নিজ উপায় অনুসন্ধান করিয়া লও—নূরএদ্দীন নিঃস্ব হইয়াছে।"

মুহূর্ত্ত পরেই নূরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। সঙ্গীদিগের মধ্যে এক জন উঠিয়া বলিল "প্রভু নূরএদ্দীন, আজিকার মত আমায় বিদায় প্রদান

করুন।” তিনি বলিলেন “অদ্য এখনেই প্রস্থান করিবার কারণ কি?” সে বলিল “গৃহিণীকে প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া আসিয়াছি—অদ্য রাত্রিতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, অতএব আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।” নূরএদ্দীন তাহাকে বিদায় দিলেন, সে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই আর এক জন উঠিয়া বলিল “প্রভু নূরএদ্দীন! আমাকেও আজিকার মত বিদায় দিতে হইবে—আজি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সুন্নৎ-সংস্কার অতএব ভ্রাতার বাটীতে না গেলেই নয়।” এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই এক একটী প্রয়োজন দেখাইয়া চলিয়া গেল; জনপূর্ণ গৃহটী মুহূর্ত্ত মধ্যেই নির্জ্জন হইল।

নূরএদ্দীন একাকী বসিয়া রহিলেন—নানারূপ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তিনি এনিস্ এল্ জেলিস্‌কে আহ্বান করিলেন; যুবতী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। “এনিস্ এল্ জেলিস্! তুমি জান না, আমি কি ভয়ানক বিপদে নিপতিত হইয়াছি?” তিনি এই কথা বলিয়াই, কোষাধ্যক্ষের সহিত যে যে রূপ কথা হইয়াছিল তাহা সমস্ত বর্ণন করিলেন। সে বলিল “প্রভু! কয়েক দিবস হইল আমি আপনাকে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম আপনি এই কবিতাদ্বয় পাঠ করিতেছেন:—

ভাগ্য যবে অনুকূল রহেছে তোমার
মুক্তহস্ত হও সদা সকল জনায়,
কি জানি কখন ভাগ্য কি হবে আবার;
থাকিতে সকল আশ সেরে নাও তায়।

কপাল প্রসন্ন যবে কি ভয় তখন
যতই কর না ব্যয়—ভাণ্ডার অক্ষয়,
কিন্তু হায় দৈববশে ভাঙ্গিবে যখন
কৃপণতা যত কর—থাকিবার নয়।

সুতরাং আপনাকে কোন কথাই বলিতে সাহস হইল না, মনোগত ভাব মনেই বিলীন হইয়া গেল।” নূরএদ্দীন বলিলেন “এনিস্ এল্ জেলিস্! তুমি

বোধ হয় জান, আমি নিজ সম্পত্তি আর কিছুতেই ব্যয় করি নাই, কেবল আমার বন্ধুবান্ধবদিগেরই প্রতি ব্যয়িত হইয়াছে,—অতএব তাহারা কখনই আমাকে এ সময়ে ত্যাগ করিবে না, অবশ্যই আমার সহায়তা করিবে।" এনিস্ এল্‌জেলিস্ বলিল "না নাথ, তাহাদের দ্বারা আপনার কোন উপকারই হইবে না—সে আশা কেবল দুরাশা মাত্র।" নূরএদ্দীন বলিলেন "না, তাহারা তত-দূর নীচতা প্রকাশ করিতে পারিবে না—আমি এখনই তাহাদের নিকটে চলি-লাম, তাহারা আমাকে কিছু না কিছু সাহায্য করিবেই করিবে; কখনই এক কালে হতাশ হইব না। বন্ধুদিগের নিকট আমি যাহা কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইব, তাহাই মূল ধন করিয়া কোনরূপ বাণিজ্য কার্য্য আরম্ভ করিব এবং তদ্দ্বারাই কোনমতে জীবনধারণ হইবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুত উঠিয়া বন্ধুদিগের বাসস্থানোদ্দেশে চলিলেন।

নূরএদ্দীন কয়েকটী রাজপথ অতিক্রম করিয়া একটী পার্শ্বস্থ পথে উপস্থিত হইলেন। সেই পথে তাঁহার দশজন বন্ধুর আবাস ছিল। প্রথম দ্বারে করাঘাত করিলেন; এক জন ক্রীতদাসী দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি? কি চাও?" তিনি বলিলেন "তোমার প্রভুকে বল, আলী নূরএদ্দীন কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।" ক্রীত-দাসী বাটীর মধ্যে প্রভুর নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিল। সে শুনিয়া বলিল "যাও বলগে আমি বাটীতে নাই।" সুতরাং দাসী ফিরিয়া আসিয়া নূরএদ্দীনকে বলিল "মহাশয়, প্রভু বাটীতে নাই।" তিনি সমস্তই বুঝিলেন, মনে মনে বলিলেন "উঃ, কি অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ! পাছে সাক্ষাৎ করিতে হয় সেই ভয়ে বাটীতে থাকিয়াও অস্বীকার করিল!—যাহা হউক, একজন এরূপ অকৃতজ্ঞ বলিয়া অপর কখনই এতদূর নরাধম হইবে না।" নূরএদ্দীন তথা হইতে আর একটী বন্ধুর বাটীতে গেলেন; পূর্ব্বের ন্যায় সেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তিনি আপনা আপনি বলিলেন:—

"গিয়াছে তাহারা হায়!—নাহি কেহ আর;
যাহাদের দ্বার দেশে করিলে প্রার্থন

পূর্ণ হবে হৃদয়ের দুরাশা তোমার,
পাবে হায় মনোমত যাহা আকিঞ্চন।

যাহা হউক একবার সকল গুলিকেই পরীক্ষা করিতে হইতেছে। একজন না একজন অবশ্যই দশজনের স্থানীয় হইয়া আমার অভিলষিত পূর্ণ করিতে পাবে।” নূরএদ্দীন অগ্রসর হইয়া চলিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেরই বাটীতে গেলেন কিন্তু কেহই দ্বার উদ্ঘাটন বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না,—সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক্ ভিক্ষাস্বরূপে এক খণ্ড রুটীও কেহ দিতে বলিল না। তিনি হতাশ হইয়া এই কবিতাটী পাঠ করিলেন ঃ—

ফল ভরে অবনত তরুবর-তলে
লোভবশে যথা লোকে আসে দলে দলে ;
তেমতি হইলে এবে সৌভাগ্য উদয়
কত লোকে আসি তারে করয়ে আশ্রয়।
কিন্তু হায় যবে তার ফুরায় সে ফল,
কোথায় চলিয়ে যায় সে লোক সকল।
আশ্রয় করয়ে তারা নূতন আবার
ভুলেও চাহেনা পূর্ব্ব তরু পানে আর।
ধিক্ ধিক্ অকৃতজ্ঞ পামর সকল!
অখিল জগত আজি যাক্ রসাতল!
—দশ জন মাঝে হেন নাই এক জন
কৃত উপকাররাশি করে সে স্মরণ?

নূরএদ্দীন প্রিয়তমা এল্ জেলিসের নিকটে ফিরিয়া গেলেন। ক্রমেই তাঁহার হৃদয় অধিকতর ব্যাকুল হইতে লাগিল। যুবতী বলিল “প্রভু—নাথ! তখনইত আমি বলিয়াছিলাম, তাহাদের দ্বারা আপনার কোন উপকারই হইবে না।” নূরএদ্দীন বলিলেন “উপকার দূরে থাক্—বলিব

কি, তাহারা আমার সহিত একবার সাক্ষাৎও করিল না।” রমণী বলিল “প্রভু! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন আর অন্য উপায় নাই—আপনার যাহা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তাঁহারই কিছু কিছু সময়ে সময়ে বিক্রয় করুন এবং তদ্দ্বারাই জীবনযাপনের উপায় দেখুন।” নূরএদ্দীন তাহার সেই পরামর্শানুসারে নিজ অস্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেগুলিও নিঃশেষিত হইয়াগেল। নূরএদ্দীন চিন্তিতহৃদয়ে এনিস্ এল্ জেলিস্কে বলিলেন প্রিয়তমে অস্থাবর সম্পত্তিগুলিও নিঃশেষিত হইল, এখন অন্য উপায় কি করি?” ক্রীতদাসী বলিল “প্রভু নাথ! এখন আর কি করিবেন, আমাকে বাজারে লইয়া বিক্রয় করুন—বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে আপনার পিতা দশ সহস্র দীনারে আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আপনি, সম্পূর্ণ মূল্য না হউক, তাহার কতক অংশও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।—অদৃষ্টে থাকে, আবার আমাদের পরস্পর মিলন হইবে।” তিনি বলিলেন “প্রিয়তমে, এনিস্ এল্ জেলিস্! তোমার বিরহ যে আমি এক ঘণ্টাকালও সহ্য করিতে পারিব না।” যুবতী বলিল “নাথ! আমারও সেই দশা—কিন্তু কি করিবেন? তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই।” নূরএদ্দীন কি করেন, অগত্যা এনিস্ এল্ জেলিস্কে দাসীবিক্রয়ের বাজারে লইয়া গেলেন। যুবতীর নয়নদ্বয় দিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নূরএদ্দীন বাজারের দালালের হস্তে যুবতীকে বিক্রয়ার্থ সমর্পণ করিয়া বলিলেন “ইহার কত মূল্য তাহা কি তুমি জান?” দালাল বলিল “প্রভু নূরএদ্দীন! অসামান্য রূপগুণের জন্য যুবতীকে অদ্যাপি স্মরণ আছে, এ সেই এনিস্ এল্ জেলিস্ না?—ইহাকেই না আপনার পিতা দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন?” তিনি বলিলেন “হাঁ, এ সেই এনিস্ এল্ জেলিস্ই বটে।” দালাল এই কথা শুনিয়াই বাজারে ব্যবসায়ীদিগের নিকটে গেল; কিন্তু তখনও বণিকগণ আসিয়া একত্রিত হয় নাই, সুতরাং সে ফিরিয়া আসিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ব্যবসায়ীগণ একত্রিত হইল; গ্রীস, তুরস্ক, আবিসিনিয়া প্রভৃতি নানাদেশীয় দাসীতে বাজার পূর্ণ হইয়া গেল, ক্রয়ার্থীগণ চতুর্দ্দিক হইতে

আসিয়া উপস্থিত হইল। দালাল বাজারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিল "হে ব্যবসায়ী বণিকগণ! হে অতুলধনাধীশ্বর ক্রেতাগণ! বর্ত্তুল বস্তু মাত্রেই গুবাক নহে,—দীর্ঘাকৃতি ফলমাত্রেই কদলী হয় না—সকল রক্তবর্ণ দ্রব্যই মাংস নয়,—শ্বেত পদার্থ মাত্রেই বসা নহে,—জগতের সকল পাটল দ্রব্য মদিরা নয়,—তাম্রবর্ণ দ্রব্য মাত্রেই কিছু খর্জ্জুর হয় না হে বণিক্‌গণ! এই অনুপম মুক্তাফলটী অমূল্য—জগতে এমন কিছুই নাই যাহা ইহার উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে। এখন বল, তোমরা ইহার কত মূল্য দিতে পার?" উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল "আমি ইহার চারি সহস্র পাঁচশত দীনার মূল্য নিরূপণ করিলাম।" দৈববশে এই সময় সাবী-তনয় উজীর এল্ মোইন্ বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিল। উজীর, নূর এদ্দীনকে তথায় দেখিয়া মনে মনে বলিল "একি, এ এখানে কেন? ইহার আর কি আছে, যে দাসী ক্রয় করিবে?" অনন্তর একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ও দালালকে দাসীবিক্রয়ার্থ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতে শুনিয়া, পুনরায় আপনা আপনি বলিল "আ! বোধ হয়, এ হতভাগা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, সেই জন্য শেষ অবশিষ্ট দাসীটাকেই বিক্রয় করিতে আসিয়া থাকিবে। আহা! যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আজি আমার কি আনন্দ!" সে এই কথা বলিয়াই দালালকে নিকটে আহ্বান করিল। দালাল তাহার সম্মুখে ভূমি-চুম্বন করিয়া* দাঁড়াইল। উজীর বলিল "তুমি যে দাসীটীকে বিক্রয় করিতে আনিয়াছ, তাহাকে আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।" দালাল কি করে, এল্ মোইনের কথায় প্রতিবাদ করে এমন কাহারই সাধ্য নাই, সুতরাং অগত্যা এল্ জেলিস্‌কে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিল। মোইন্ এল্ জেলিসের রূপমাধুরী দেখিয়া ও মনোহর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করত প্রীত হইয়া দালালকে বলিল "ইহার কত দর হইয়াছে?" সে উত্তর দিল "চারি সহস্র পাঁচশত

---

* ভূমি-চুম্বন—এ কথাটী শুনিবা মাত্র বোধ হইবে "অধরোষ্ঠদ্বারা ভূমিস্পর্শ" বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে, কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া অধরোষ্ঠ ও পরে উষ্ণীষ স্পর্শ করিলেই "ভূমি-চুম্বন" করা হয়। এখন আরবাদি যবন দেশে যে ভূমি চুম্বন প্রচলিত আছে তাহাতে ভূমি স্পর্শও করিতে হয় না, কেবল দক্ষিণহস্ত ভূম্যাভিমুখে অবনত করিলেই হয়। আরবীতে ইহাকে ভূমি চুম্বন বলে বলিয়া তাহাই অনুবাদ করা হইল।

সুবর্ণ মুদ্রা।" যদিও উপস্থিত ক্রয়ার্থী ব্যবসায়ীগণ আরও কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়া দাসীটী গ্রহণ করিতে পারিত তথাপি দুর্দ্দান্ত উজীর এল্ মোই-নের ভয়ে আর কিছুই বলিতে পারিল না, সকলেই তথা হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। সাবী-তনয় এল্ মোইন্ দালালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "নিস্তব্ধ হইয়া রহিলে যে?—যাও ইহাকে লইয়া যাও, আমি চারি সহস্র পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিলাম এবং তোমাকে দালালী স্বরূপ পাঁচ শত দীনার প্রদান করিব।" দালাল তাহার এই কথা শুনিয়াই আলী নূর এদ্দীনের নিকটে গিয়া বলিল "প্রভু আপনার ক্রীতদাসীটীত দেখিতেছি বিনামূল্যে যায়।" নূরএদ্দীন বলিলেন "সে কি?" সে বলিল "প্রভু! আমরা ক্রীতদাসীটী বিক্রয় করিবার জন্য ডাক আরম্ভ করিলাম, প্রথমে চারি সহস্র পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র দর নিরূপিত হইতেই সাবী-পুত্র দুষ্ট এল্ মোইন্ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দাসীটী দেখিয়া তাহার রূপগুণে প্রীত হইয়া আমাকে বলিল 'তোমাকে পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা দালালী প্রদান করিব, তুমি ইহার অধিকারীকে জিজ্ঞাসা কর, সে আমাকে দাসীটী চারি সহস্র পাঁচ শত দীনারে দিবে কি না?' বোধ হয়, দাসীটী যে আপনার সে তাহা জানে। প্রভু! এল্ মোইন্ যেরূপ লোক তাহাতে সে যদি মূল্য নগদ চুকাইয়া দেয়, তাহা হইলে আপনার প্রতি জগদীশ্বরের পরম অনুগ্রহ বলিতে হইবে; কিন্তু আমরা যেরূপ জানি, তাহাতে ত বোধ হয় না, যে সে আপ-নার মূল্য প্রদান করিবে। সে অত্যন্ত দুরাশয়, দাসী লইয়া আপনাকে নিজ পোদ্দারেদের মধ্যে একজনের উপরে বরাতি চিঠি লিখিয়া দিবে এবং আপনি তাহাদের নিকটে যাইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে টাকা দিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইবে। আপনি যখন তাহাদের নিকট টাকা আদায় করিতে যাই-বেন তখন তাহারা 'আজি না, কালি—কালি না, পরশ্ব' এইরূপে এক দিনের পর আর এক দিন, আবার তাহার পর আর এক দিন, ক্রমাগত হাঁটাইতে থাকিবে। অবশেষে এক দিন বিরক্ত হইয়া আপনাকে বলিবে 'টাকা দিতেছি, দাও তোমার বরাতি চিঠি দাও।' আপনি যেমন সেখানি তাহাদের হস্তে দিবেন, অমনি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আপনাকে দূর করিয়া দিবে; সুতরাং আপনাকে দাসীর সমস্ত মূল্যই হারাইতে হইবে।"

নূরএদ্দীন দালালের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন "এখন উপায় কি—কি করা যাইবে?" সে উত্তর দিল "প্রভু, আমি আপনাকে একটী সৎপরামর্শ প্রদান করি; আপনি যদি তাহা শুনিয়া উপদেশমত কার্য্য করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অনায়াসে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন।" নূরএদ্দীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি?" সে বলিল "আমি যখন বাজারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দাসীবিক্রয় করিতে থাকিব, আপনি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া এল্ জেলিস্‌কে আমার হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইবেন এবং তাহাকে প্রহার করিয়া বলিবেন 'ধিক্ তোরে, পাপিয়সি! আমি কি তোকে যথার্থ বিক্রয় করিবারই জন্য আনিয়াছি। আমি যে শপথ করিয়াছিলাম, তাহা এখন সম্পূর্ণ হইয়াছে—বলিয়াছিলাম, তোকে বাজারের মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে অবমানিত করিব—তোকে বিক্রয় করিবার জন্য দালালে নিলাম ডাকিবেক; এখন সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে—চল্, বাটীতে ফিরিয়া চল্, আর কখনও সেরূপ অপকর্ম্ম করিস্‌না।' তাহা হইলে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই মনে করিবে আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থই এল্ জেলিস্‌কে বাজারে আনিয়াছেন, বাস্তবিক বিক্রয়ার্থ নহে—সুতরাং দুষ্ট এল্ মোইন্‌ও প্রতারিত হইবে।" নূরএদ্দীন বলিলেন "ভাল, তাহাই উচিত পরামর্শ।" দালাল তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই বাজারের মধ্যে গেল এবং এনিস্ এল্ জেলিসের হস্ত ধরিয়া সাবী-তনয় উজীর এল্ মোইন্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল "প্রভু!—যিনি এই দিকে আসিতেছেন, তিনিই এই ক্রীতদাসীর অধিকারী।" তাহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই নূরএদ্দীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রীতদাসীকে দালালের হস্ত হইতে সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "ধিক্ তোরে! তোকে আমি যথার্থ বিক্রয় করিবার জন্যই কি এখানে আনিয়াছি? কেবল শপথরক্ষার জন্যই আনীত হইয়াছিস্। চল্ বাটীতে ফিরিয়া চল্—আর কখনও আমার অবাধ্যতা করিস্ না। আমি কি তোর মূল্য চাহি, তাই তোকে বিক্রয় করিব? আমার বাটীতে যে সকল আস্‌বাব আছে তাহার কিয়দংশ মাত্রও বিক্রয় করিলে তোর মত দুই তিনটা দাসীর মূল্য প্রাপ্ত হইতে পারি।" উজীর মোইন একবার খরদৃষ্টিপাতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল "অরে

নরাধম! তোর বাটীতে ক্রয়বিক্রয়ের উপযুক্ত আর কি কিছু আছে?—যে তাই তুই বিক্রয় করিবি?" দুষ্ট উজীরের নিতান্ত ইচ্ছা, একবার নূরএদ্দীনকে গুরুতররূপে প্রহার করে, কিন্তু বাজারের সকল ব্যবসায়ীগুলিই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সুতরাং পাছে তাহারা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করে, সেই ভয়ে সে কিছুই বলিল না। নূরএদ্দীন উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ, নরাধম তোমাদের সম্মুখেই আমাকে অবমানিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে,—বোধ হয় তোমরা সকলেই ইহার যথেচ্ছাচারিতা জ্ঞাত আছে—" উজীরও ব্যবসায়ীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আল্লার দোহাই,আমি কেবল তোমাদের অনুরোধেই পাপিষ্ঠটাকে কিছু বলিতেছি না, নতুবা এখনই উহার প্রাণবিনাশ করিতাম!"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরস্পর নয়নসঞ্চালন পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিয়া, বলিল "আপনাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, আমরা কেহই আপনাদিগের এ বিবাদে হস্তক্ষেপ করিব না।" সাহসিক-শ্রেষ্ঠ আলী নূরএদ্দীন তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়াই স্বাবীতনয় উজীর মোইন্‌কে আক্রমণ করিলেন এবং সবলে আকর্ষণ করিয়া অশ্ব হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। সেই স্থানে তাগাড়

মাখিবার জন্য কর্দ্দমপূর্ণ একটী গর্ত্ত ছিল;* উজীর গড়াইতে গড়াইতে তাহারই মধ্যে পড়িয়া গেল। নূরএদ্দীন অমনি তাহাকে উপর্য্যুপরি মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। দৈববশে একটা মুষ্টি সবলে তাহার দন্তমূলে নিপতিত হইল এবং সেই আঘাতে বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রুরাজি রক্তে ভাসিয়া গেল। উজীরের সঙ্গে দশজন পরিচারক ছিল, তাহারা প্রভুর সেই দশা দেখিয়াই নূরএদ্দীনকে আক্রমণ করিবার জন্য অসি নিষ্কোষিত করিল; কিন্তু উপস্থিত ব্যবসায়ীগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিল "ইহাঁরা উভয়েই মহৎলোক, একজন উজীর অপর উজীরতনয়,আপাতত পরস্পর বিবাদ হইতেছে বটে, কিন্তু এখনই আবার উভয়ের প্রণয়,সম্মীলন হইতে পারে; যদি প্রণয়সংস্থাপন হয় তাহা হইলে আর তখন এ সকল বিবাদের কিছুই মনে থাকিবে না—লাভের মধ্যে তোমরা উভয়ের নিকটেই অপরাধী হইয়া দণ্ড ভোগ করিবে। আর হঠাৎ যদি তরবারির আঘাত তোমাদের প্রভুর উপরেই পড়ে, তাহা হইলে তোমাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, সকলকেই অতি ঘৃণিত অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ অবস্থায় তোমাদিগের নিশ্চেষ্ট থাকাই উচিত।"

নূরএদ্দীন সাবীতনয় এল্‌মোইনকে অবাধে প্রহার করিয়া এনিস্ এল্ জেলিসের সহিত নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন। উজীর সাবী-তনয় এল্ মোইন্ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইতিপূর্ব্বে তাহার যে বসন ভূষণগুলি দুগ্ধ-ফেণ-নিন্দিত অকলঙ্ক শ্বেতবর্ণে শোভিত ছিল, তাহা এখন শোণিত, পাংশু ও কর্দ্দমে রঞ্জিত হইয়া গেল। সে আপনার সেইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া একখানি গোলাকৃতি চেটাই† নিজ পশ্চাৎভাগে ঝুলাইয়া দিল এবং দুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ‡ গ্রহণ করিয়া, সুলতানের প্রাসাদের নিম্নে দণ্ডায়মান

* আরবদেশে যে সকল বাটী প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশই কাঁচা গাঁথনি, তথাকার স্থপতিরা অর্দ্ধেক কর্দ্দম, এক চতুর্থাংশ চুণ এবং অবশিষ্ট খড়ের ছাই ও রাবিশ মিশ্রিত করিয়া বাটী গাঁথিবার মশলা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

† আরব দেশীয় দরিদ্র ও সামান্য লোকগণ সদাসর্ব্বদা বসিবার জন্য একপ্রকার গোলাকৃতি চেটাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ আসন খর্জ্জুর-পত্র বা একপ্রকার মোটা তৃণের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

‡ যাহাতে চেটাই প্রস্তুত হয় সেই তৃণ।

হইয়া বলিতে লাগিল "হে রাজাধিরাজ স্থলতানশ্রেষ্ঠ! আমি বিচারপ্রার্থী—আপনার এই ধর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ রাজ্যে অত্যাচারী আমাকে অন্যায়রূপে পীড়ন করিয়াছে!" সেই কথা শুনিয়াই রাজপুরুষগণ তাহাকে স্থলতানের নিকটে লইয়া গেল। স্থলতান ক্ষণকাল তাহার দিকে একদৃষ্টিতে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন; বলিলেন "উজীর এল্‌ মোইন! তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কে করিল?" সে রোদন করিতে করিতে বলিল—

"থাকিতে সহায় দেব আপনি আমার
ভাগ্য-ফলে হায় আজি পীড়িত এমন,—
সামান্য কুকুরে মোরে করিল আহার
সহায় আপনি দেব কেশরী যখন?
বিমল প্রসাদ-নীর তব সরোবর
অবাধে করিছে পান সকলে তাহায়,—
আপনি থাকিতে দেব পূর্ণ জলধর—
শুষ্ককণ্ঠ দাস তব ভীষণ তৃষ্ণায়?

প্রভু, আপনার দাসদিগের মধ্যে যাহারা আপনাকে যথার্থ ভাল বাসে, যথার্থ ভক্তি করে, তাহাদের সকলেরই প্রায় এই দশা।" স্থলতান বলিলেন "ব্যাপার কি?—কি হইয়াছে?—কোন্‌ দুরাত্মা তোমার এরূপ দুর্দ্দশা করিল?" এল্‌মোইন্‌ বলিল "রাজন্‌, আজি আমি একটী পাচিকা ক্রয় করিবার জন্য দাসী-বিক্রয়ের বাজারে গিয়াছিলাম; দেখিলাম একজন দালাল একটী মনোহারিণী যুবতীকে বিক্রয় করিতেছে। আমি দাসীটীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া দালালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দাসী কাহার? সে বলিল 'আলী নূরএদ্দীনের দাসী।' প্রভু! বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, আপনি এক সময়ে একটী রূপবতী দাসী ক্রয় করিবার জন্য নূরএদ্দীনের পিতাকে দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। সে সেই মুদ্রায় রাজাধিরাজের অনুরূপ একটী দাসী ক্রয় করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক নিজ তনয়কে প্রদান করিয়াছিল। এখন সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার পুত্র নানারূপ অমিতাচারে সমস্ত সম্পত্তি

ব্যয় করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার আর এমন সম্পত্তি নাই, যে সে আর একদিনও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, কাজে কাজেই অবশিষ্ট সেই ক্রীতদাসীটীকেই বিক্রয়ার্থ বাজারে আনয়ন করিয়াছিল। প্রভু, আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, দাসীটী যখন প্রথমে আপনার জন্যই ক্রীত হয়, তখন আমি সেটীকে পুনরায় ক্রয় করিয়া আপনাকে আনিয়া দি। তখন দাসীর চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল; সুতরাং নূরএদ্দীনকে নিকটে ডাকিয়া বলিলাম, বৎস, তোমাকে আমি চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি দাসীটী আমাকে দাও। সে আমার সেই কথা শুনিয়াই অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল 'অরে নরাধম বৃদ্ধ! আমি এ দাসী কাফের ইহুদী বা খ্রীষ্টীয়ানের নিকট বিক্রয় করিব, তথাপি তোকে প্রদান করিব না।' আমি বলিলাম, আমি নিজের জন্য ক্রয় করিতে চাহিতেছি না; আমাদের প্রভু অন্নদাতা সুলতানের জন্য। সে এই কথা শুনিয়া ক্রোধে দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিয়া আমাকে আকর্ষণ করত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। প্রভু! আমি বৃদ্ধ ক্ষীণ, কি করিতে পারি? সে অনায়াসে আমার এই দুর্দ্দশা করিয়া চলিয়া গেল। প্রভু, কেবল আপনার জন্য দাসী ক্রয় করিতে গিয়াই আমাকে এই ভয়ানক অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে।" উজীর মোইন্ এই কথা বলিয়াই ভূতলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

সুলতান সমস্ত শুনিলেন, তাঁহার ললাটের মধ্যস্থলে ক্রোধব্যঞ্জক শিরা উদিত হইল,—একবার উপস্থিত অনুচরবর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অমনি চত্ত্বারিংশৎ জন সশস্ত্র পুরুষ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নরপতি বলিলেন "যাও, তোমরা এখনই সেই পাপাত্মা খাকানতনয় এল্ ফদ্লের পুত্র আলীর বাটী ভূমিসাৎ করিয়া তাহাকে ও তাহার দাসীকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস,—যাও, তাহাদিগকে অধোমুখে ভূমিতে ফেলিয়া টানিতে টানিতে আমার সম্মুখে লইয়া আইস।" রাজপুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালনার্থ প্রস্তুত হইল।

সুলতানের সভাসদ্দিগের মধ্যে আলম্এদ্দীন সেন্জার নামা এক ব্যক্তি পূর্ব্বে উজীর ফদ্লএদ্দীনের পরিচারক ছিল। সে নরপতির সেই ভয়ানক

আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই ভূতপূর্ব্ব প্রভুর পুত্র আলী নূরএদ্দীনের বাটীতে গিয়া দ্বারদেশে করাঘাত করিল। নূরএদ্দীন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক তাহাকে সাদরে আহ্বান করিলেন। সেন্‌জার বলিল "প্রভু, এ অভিবাদন প্রত্যভিবাদনের বা কথাবার্ত্তা কহিবার সময় নহে।" নূরএদ্দীন বলিলেন "কেন আলম্‌এদ্দীন! সমাচার কি?" সে বলিল "প্রভু, ক্রীতদাসীর সহিত পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করুন; দুষ্ট এল্ মোইন আপনাকে বিনষ্ট করিবার জন্য বিষম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে—যদি তাহার হস্তে নিপতিত হয়েন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণ বধ করিবেক। স্থলতান আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য চল্লিশ জন অস্ত্রধারী পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র পলায়ন করুন, আর তিলার্দ্ধ মাত্রও বিলম্ব করিবেন না।" সেন্‌জার এই কথা বলিয়াই তাঁহার হস্তে চত্তারিংশৎটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিল "প্রভু, এই কয়েকটী দীনার গ্রহণ করুন, আমার নিকটে আর অধিক নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে তাহাও প্রদান করিতাম, কিন্তু আর বিলম্ব করিবার সময় নাই।" নূরএদ্দীন সেই কথা শুনিয়াই দ্রুত প্রিয়তমা এল্ জেলিসের নিকটে গিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন। যুবতী শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

আলী নূরএদ্দীন তৎক্ষণাৎ এল্ জেলিসের সহিত বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় পথিমধ্যে আর কোন বিপদ ঘটিল না। তাঁহারা নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন একখানি পোত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। পোতাধ্যক্ষ তরণীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আরোহীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছে "যদি কাহার কিছু প্রয়োজন থাকে এই বেলা সারিয়া লও—যদি কেহ কিছু ভুলিয়া আসিয়া থাক এই বেলা তাহা লইয়া আইস।" আরোহীগণ বলিল "না আমাদের আর কোন প্রয়োজন নাই।" সে এই কথা শুনিয়াই নাবিকদিগকে বলিল "রজ্জু খুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দাও।" নূরএদ্দীন পোতাধ্যক্ষকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কোথায় যাইবেন?" সে উত্তর দিল "আমরা শান্তিধাম বোগদাদ নগরে যাইব।" নূরএদ্দীন অমনি প্রিয়তমার সহিত নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিকগণ নৌকা ছাড়িয়া দিয়া পাল তুলিয়া দিল। অনুকূলবায়ুবশে তরণী খানি যেন বিস্তৃতপক্ষ পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া চলিল।

এদিকে সুলতান-প্রেরিত অস্ত্রধারীগণ আলী নূরএদ্দীনের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা সেই দ্বার ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া নূরএদ্দীনকে খুজিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তখন কোথায়? তাহারা ক্ষণকাল বৃথা অন্বেষণ করিয়া নিষ্ফলে ফিরিয়া গেল। সুলতান তাহাদিগকে পুনরায় সমস্ত নগর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি নূরএদ্দীনকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে একটী খেলাৎ ও সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, আর যে জ্ঞাতসারে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিবে কি লুকাইয়া বাথিবে, তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফল দর্শিল না—কেহই আলী নূরএদ্দীনের প্রকৃত সমাচার আনিয়া দিতে পারিল না।

আলী নূরএদ্দীন ও এনিস্ এল্ জেলিস্ নিরাপদে বোগদাদ নগরে উপস্থিত হইলেন। পোতাধ্যক্ষ বলিল "এই সেই শান্তি-সুখময় বোগদাদ নগর; শীতকাল এখন এখান হইতে তিরোহিত হইয়াছে, মধুর বসন্তকাল সুগন্ধি কুসুম গুলির সহিত উদিত হইয়াছে—ঐ দেখ, বৃক্ষগুলি কেমন অভিনব মুকুলজালে ভূষিত হইয়া শোভিত হইতেছে, কেমন মনোহর স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত হইতেছে;—এই সেই শোভাময় বোগ্দাদ নগর!" নূরএদ্দীন তাহাকে পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়তমা এল্ জেলিসের সহিত কূলে অবতীর্ণ হইয়া নগরাভ্যন্তরে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দৈববশে তাঁহারা কতকগুলি বাগানের মধ্যে একটী মনোহর পথে উপনীত হইলেন। পথটী উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও সলিলসিক্ত, দুই পার্শ্বে নানারূপ কারুকার্য্য শোভিত মাস্তাবা। ঊর্দ্ধভাগে বেত্রনির্ম্মিত মনোহর জালের উপরে নানারূপ কুসুমিত লতা শোভা পাইতেছে এবং তাহার নিম্নে জলপূর্ণ পাত্র সকল ঝোলান রহিয়াছে। পথের শেষ সীমায় একটী উদ্যানের দ্বার,—দ্বারটী ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। নূরএদ্দীন সেই মনোহর স্থানটী দেখিয়াই যুবতীকে বলিলেন "আল্লার দোহাই, কি অপূর্ব্ব চমৎকার স্থান!" রমণী বলিল "প্রভু, আসুন আমরা কিয়ৎক্ষণ এই মনোহর মাস্তাবায় উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করি।" তাঁহারা উভয়ে মাস্তাবার উপরে উপবেশন করত হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং মনোহর

পশ্চিমপবন সেবন করিতে করিতে নিদ্রায় অভীভূত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার নিদ্রা নাই, সেই অনন্ত অব্যয় পুরুষকে ধন্যবাদ!

সেই উদ্যানটীর নাম প্রমোদ কানন, তাহার মধ্যে ক্রীড়াভবন নামে একটী মনোহর প্রাসাদ ছিল। খলীফে হারুণ উর্ রসীদ চিত্তবিনোদনার্থ সময়ে সময়ে সেই বাটীতে আসিয়া থাকিতেন। প্রাসাদটীতে অশীতিটী মনোহর বাতায়ন ছিল এবং প্রত্যেক বাতায়নে এক একটী বহুমূল্য আলোকাধার ঝোলান ছিল। যখন খলীফে উদ্যান মধ্যে আসিতেন, তখন সেই সমস্ত আলোকগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হইত। হারুণ উর্ রসীদ সেই মনোহর স্থানে রমণীদিগের সবিলাস সংগীতাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের জড়তা দূর করিতেন। সেখ ইব্রাহিম নামক একজন বৃদ্ধ সেই উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত ছিল। এক দিন উদ্যানপাল ইব্রাহিম কোন প্রয়োজন সাধনার্থ উদ্যানের বাহিরে আসিতেছিল, সহসা দেখিল দ্বারদেশে কতকগুলি লোক কএকটী ঘৃণিত বারবিলাসিনীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, সে সেইরূপ আচরণ দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং খলীফে উদ্যানভ্রমণে আসিলে তাঁহাকে সমস্ত বলিয়া দিল। খলীফে বলিলেন "আর কখন যদি উদ্যানের দ্বারে কাহাকেও দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

সেই দিনও শেখ ইব্রাহিমের কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে উদ্যান মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াই দেখিল দ্বারের নিকটে মাস্তাবার উপর নূরএদ্দীন এনিস্ এল্ জেলিসের সহিত একত্র নিদ্রিত রহিয়াছেন। সে তাঁহাদিগকে সেইরূপে নিদ্রিত দেখিয়াই আপনা আপনি বলিল "আঃ, ইহারা কি জানে না, উদ্যানের দ্বারদেশে আমি যাহাকে দেখিতে পাইব, খলীফে তাহারই প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি করিয়াছেন?—যাহা হউক ইহাদিগকে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ শাস্তি প্রদান করিতে হইতেছে, যেন আর কখন কেহ এখানে না আইসে।" সে এই কথা বলিয়াই একটী হরিদ্বর্ণ তাল-শাখা ছেদন করিয়া আনিল এবং নিদ্রিত প্রণয়ীদ্বয়কে প্রহার করিবার জন্য সেই যষ্টিগাছটী উদ্যত করিল। হঠাৎ ইব্রাহিমের মনে আবার কি উদয় হইল, উদ্যত যষ্টি সংযত করিয়া আপনা আপনি বলিল "ইব্রাহিম! যাহাদের প্রকৃত অবস্থা জান না, তাহাদিগকে প্রহার

করিবে কি রূপে? হয় ত ইহারা বিদেশী হইতে পারে—হয় ত ইহারা পথে যাইতে যাইতে দৈববশে এখানে উপস্থিত হইতে পারে।—যাহা হউক ইহাদের মুখ না দেখিয়া প্রহার করা অনুচিত।" ইব্রাহিম এই কথা বলিয়াই আস্তে আস্তে তাঁহাদের মুখের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিল "আ! ইহারা অতি সুশ্রী সুন্দর, হয় ত কোন মহৎবংশোদ্ভূত হইবে, যাহা হউক ইহাদিগকে প্রহার করা উচিত নহে।" ইব্রাহিম প্রণয়ীদ্বয়ের মুখ পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে আলী নূরএদ্দীনের চরণদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিল। নূরএদ্দীনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, এক জন বর্ষীয়ান্ তাঁহার পদদ্বয় মর্দ্দন করিতেছে; অমনি কুণ্ঠিতভাবে চরণ আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং উঠিয়া বসিয়া বৃদ্ধের করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন। ইব্রাহিম বলিল "বৎস! তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?—তোমাদের নিবাস কোথায়?" নূরএদ্দীনের নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল—তিনি বলিলেন "প্রভু! আমরা বিদেশী।" ইব্রাহিম বলিল "বৎস, অতিথী-সৎকার অতি কর্ত্তব্য কার্য্য, ভবিষ্যদ্বক্তা পাপীত্রাতা মহম্মদের আজ্ঞা এই যে, বিদেশী আগন্তুকদিগের সহিত সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবে। বৎস, তুমি কি একবার এই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিত্তবিনোদন করিবে?" নূরএদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন "এ উদ্যানটী কাহার?" পাছে তিনি ভয়ে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, এই বিবেচনায় শেখ বলিল "বৎস, এ উদ্যানটী আমারই পৈত্রিক সম্পত্তি।" নূরএদ্দীন এই কথা শুনিয়া এনিস্ এল্ জেলিসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। শেখ তাঁহাদিগকে উদ্যান মধ্যে লইয়া গেল।

কাননের দ্বার একটী মনোহর খিলানে পরিশোভিত, খিলানের চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার দ্রাক্ষালতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; নানাবর্ণের দ্রাক্ষাফল সমূহ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে,—কোনটী প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ, কোনটী মসির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কোনটী বা মুক্তাফলের ন্যায় শোভমান। তাঁহারা একটী বৃক্ষ-বাটিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন নানা জাতীয় ফলবান্ বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কলকণ্ঠ গায়ক পক্ষীকুল সেই সকল বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া শ্রুতিসুখকর স্বরে হৃদয় হরণ

করিতেছে। স্থানে স্থানে পুষ্পবৃক্ষগুলি প্রস্ফুটিত কুসুমরূপ বদন বিকাশ পূর্ব্বক হাসিতেছে। নদীস্রোতের কুলু কুলু ধ্বনি, পক্ষীদিগের হৃদয়হারী রব ও মৃদু মন্দ পশ্চিম মারুতের সন্ সন্ শব্দ একত্র মিশ্রিত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে!

শেখ ইব্রাহিম তাঁহাদিগকে প্রাসাদ মধ্যে একটী উচ্চ গৃহে লইয়া গেল। তাঁহারা গৃহের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও দ্রব্যাদির পারিপাট্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একটী বাতায়নের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। প্রাসাদের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া নূরএদ্দীনের পূর্ব্ব অবস্থা সকল একে একে মনে পড়িতে লাগিল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আল্লার দোহাই,— এ স্থানটী অতি মোনহর! এই শোভাগুলি বিগত বিষয় পুনরায় মনোমধ্যে উদিত করিয়া দিয়া ঘাজা* বহ্নির ন্যায় আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।" অনন্তর

* ঘাজা—বৃক্ষ-বিশেষ ইহার কাষ্ঠে যে অগ্নি হয়, তাহার দাহিকা শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শেখ ইব্রাহিম কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিল। তাঁহারা সপরিতোষে আহার করিয়া হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। আহারান্তে নূরএদ্দীন পুনরায় বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া এনিস্ এল্‌জেলিস্‌কে নিকটে আহ্বান করিলেন। ক্রীতদাসী তাঁহার নিকটে গেল,—উভয়ে একত্র উপবিষ্ট হইয়া উদ্যানের মনোহর শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইয়া গেল ; নূরএদ্দীন ইব্রাহিমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শেখ ইব্রাহিম! আপনার গৃহে কি কোনরূপ পানীয় নাই?" শেখ স্বাদু সুশীতল জল আনিয়া দিল। নূরএদ্দীন বলিলেন "আমি ত এরূপ পানীয় চাহি নাই।" শেখ জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি তুমি মদিরা চাও?" নূরএদ্দীন উত্তর দিলেন "হাঁ—আমি তাহাই চাহি।" শেখ বলিল "আ! তাহার নামও করিও না,—জগদীশ্বর আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করুন! আমি এই ত্রয়োদশ বৎশর সে অপবিত্র পদার্থ স্পর্শও করি নাই, ঈশ্বর-প্রেরিত ত্রাণকর্ত্তা মহম্মদ সুরাপানকর্ত্তা, সুরা-প্রস্তুতকর্ত্তা ও সুরাবহন-কর্ত্তাকেও অভিসম্পাৎ দ্বারা পাতিত করিয়া গিয়াছেন।" নূরএদ্দীন বলিলেন "অগ্রে আমার দুইটী কথা শ্রবণ করুন, তাহার পর যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবেন।" "ভাল, তুমি কি বলিবে বল" ইব্রাহিম এই কথা বলিয়াই নিস্তব্ধ হইল। নূরএদ্দীন বলিলেন "আপনি যদি সুরাপায়ী, সুরাপ্রস্তুতকর্ত্তা বা বহনকর্ত্তাও না হয়েন তাহা হইলে ত আর আপনাকে পতিত হইতে হইবে না?" উদ্যানপাল বলিল "না।" নূরএদ্দীন বলিলেন "তবে আপনি এই স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা দুইটী লইয়া গর্দ্দভারোহণে বিপণীতে গিয়া দূরে দাঁড়াইবেন এবং যে সকল লোক সুরা ক্রয় করিতে যাইতেছে তাহাদেরই একজনকে নিকটে আহ্বান করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রাদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক বলিবেন 'পারিশ্রমিক স্বরূপ এই রৌপ্য মুদ্রাদ্বয় গ্রহণ করিয়া এই স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের সুরা ক্রয় করিয়া আনিয়া দাও।' তাহা হইলেই সে সুরা আনিয়া দিবে। আপনি তাহাকেই সুরাপাত্রটী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়া দিতে বলিবেন—দেখুন, তাহা হইলে আপনি ইহার পানকর্ত্তা, প্রস্তুতকর্ত্তা বা বহনকর্ত্তা কিছুই হইতেছেন না, সুতরাং পতিত হইবারও আর কোনরূপ আশঙ্কা থাকিতেছে না।"

শেখ ইব্রাহিম নূরএদ্দীনের সেই কথায় হাসিয়া বলিলেন "আল্লার দোহাই, আপনার ন্যায় সুরসিক পুরুষ আর কোথাও দেখি নাই—এরূপ মিষ্ট কথা আর কখন শুনি নাই।" নূরএদ্দীন বলিলেন "এখন আমরা অতিথি, আপনার অধীন। আমাদের বাসনা পূর্ণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য,—অতএব যাহা আমাদের প্রয়োজন তাহা আনিয়া দিউন।" শেখ খলীফের সুরাভাণ্ডার দেখাইয়া দিয়া বলিল "বৎস,এই ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা ইচ্ছা বাছিয়া লও, ইহার মধ্যে তোমার বাসনার অতিরিক্ত নানাপ্রকার মনোহর সুপেয় সুরা আছে।" নূরএদ্দীন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন স্বর্ণ রৌপ্য ও কাচ নির্ম্মিত, মণি মাণিক্যাদি ভূষিত নানাপ্রকার পাত্র সকল চতুর্দ্দিকে সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি সেই সকল সুরাপূর্ণ পাত্র হইতে একটী বাছিয়া বাহির করিয়া আনিলেন এবং মৃণ্ময় ও কাচময় মনোহর পাত্রে ঢালিয়া প্রণয়িনীর সহিত একত্র পান করিতে আরম্ভ করিলেন। এল্‌জেলিস্ পাত্রগুলির মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শেখ ইব্রাহিম কতকগুলি সুগন্ধি কুসুম আনিয়া দিয়া, দূরে উপবেশন করিল। প্রণয়ীদ্বয় পরম আনন্দে সুরা পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে মদিরার মোহিনী-শক্তি নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল; যুবক যুবতীর গণ্ডস্থল বিমল আরক্তিম আভা ধারণ করিল, নয়ন হরিণী-নয়নের ন্যায় মনোহর চপলতা প্রকাশ করিতে লাগিল; ললিত কুন্তলজাল মুখের উভয় পার্শ্বে নিপতিত হইয়া এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইল। শেখ আপনা আপনি বলিল "কেন, আমার কি হইয়াছে, আমিই বা দূরে বসিয়া রহিয়াছি কেন? আমি কেন প্রণয়ীদ্বয়ের নিকটে গিয়া উপবিষ্ট হই না? পূর্ণ শশধর সদৃশ যুবক যুবতীর সহবাস সুখে বঞ্চিত হই কেন?"

ইব্রাহিম মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গৃহতলের উচ্চাংশের* পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। নূরএদ্দীন বলিলেন "প্রভু, আমার জীবনের দোহাই—আমাদের সহিত মিলিত হইয়া 'আনন্দ বর্দ্ধন

* আরবীয়েরা গৃহের (যে দিক দিয়া প্রবেশ করা হয় সেই দিক ভিন্ন) তিন দিকে অর্দ্ধ হস্ত কি এক হস্ত উচ্চ রোয়াকের ন্যায় স্থান প্রস্তুত করে। ঐ স্থানেই উপবেশনার্থ আসন বিস্তৃত থাকে ও লোকে উপবেশন করে।

করুন।” শেখ তাঁহাদের নিকটে গিয়া উপবেশন করিল। নূরএদ্দীন সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া বলিলেন “একবার পান করিয়া দেখুন, কেমন সুতার মনোহর দ্রব্য!” শেখ বলিল “আল্লা আমাকে দুষ্ট প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করুন—যথার্থ বলিতেছি, আমি পূর্ণ ত্রয়োদশ বৎসর সুরা স্পর্শও করি নাই।” নূরএদ্দীন যেন তাহার কথায় কোন মনোযোগ না করিয়াই স্বয়ং সুরাপান করিলেন, এবং মাতালের ন্যায় ভঙ্গি করিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। এনিস্ এল্‌জেলিস্ শেখকে সম্বোধন করিয়া বলিল “দেখুন, শেখ ইব্রাহিম ইহাঁর আচরণ দেখুন—দেখুন ইনি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন দেখুন।” সে বলিল “কেন ঠাকুরাণি, ইহাঁর কি হইয়াছে?” যুবতী বলিল “সকল সময়েই ইনি এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষণকাল মাত্র সুরাপান করিয়াই নিদ্রিত হইয়া পড়েন, আমি একা থাকি; কেহই আমার পানসহচর থাকে না। আমি যদি সুরাপান করি, কে ঢালিয়া দিবে? আমি যদি গান করি, কে শুনিবে?” রমণীর সেই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া ইব্রাহিমের হৃদয় গলিয়া গেল, বলিল “পানসহচরের এরূপ আচরণ অতীব অন্যায়।”

অনন্তর এল্ জেলিস্ সুরাপাত্রটী পূর্ণ করিয়া ইব্রাহিমকে বলিল “আমার দিব্য, আপনাকে ইহা পান করিতে হইবে; প্রত্যাখ্যান করিবেন না—অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।” বৃদ্ধ ইব্রাহিম কি করে, রমণীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, অগত্যা তাহাকে সুরা পান করিতে হইল। রমণী পুনরায় পাত্রটী পূর্ণ করিয়া বলিল “প্রভু, এই পাত্রটী মাত্র, আপনাকে আর অধিক পান করিতে হইবে না।” সে বলিল “আল্লার দোহাই, আমি আর পান করিব না; যাহা পান করিয়াছি তাহাই আমার যথেষ্ট হইয়াছে।” রমণী বলিল “আল্লার দোহাই আপনাকে পান করিতেই হইবে।” ইব্রাহিম যুবতীর অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া সুরা পান করিল। রমণী আর এক পাত্র ঢালিয়া দিল; বৃদ্ধ সে পাত্রটীও পান করিল। নূরএদ্দীন তাহাকে উপর্য্যুপরি তিন পাত্র সুরা পান করিতে দেখিয়া বলিলেন “একি, শেখ ইব্রাহিম! একি? আমি এত অনুরোধ উপরোধ করিলাম, কোনমতেই পান করিতে স্বীকৃত হইলে না,—বলিলে ‘আমি ত্রয়োদশ বৎসর হইল সুরা

ত্যাগ করিয়াছি।' এখন এ কি হইতেছে?" ইব্রাহিম লজ্জিত হইয়া বলিল "আল্লার দোহাই, আমার দোষ নাই—তোমার রমণী আমাকে অত্যন্ত পেড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, আমি কি করি।" নূরএদ্দীন হাসিতে হাসিতে পুনরায় মদিরা-মহোৎসবে যোগ দিলেন। রমণী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল "প্রভু, আসুন আমরা সুরা পান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করি, আর শেখ ইব্রাহিমকে পানার্থ অনুরোধ করিয়া কাজ নাই।" সে এই কথা বলিয়াই সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া প্রভুর হস্তে প্রদান করিল। নূরএদ্দীন পানান্তর পাত্রটী পুনঃ পূর্ণ করিয়া রমণীর হস্তে দিলেন। এইরূপে উভয়ে আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। ইব্রাহিম ক্ষণকাল নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া বলিল "ইহার অর্থ কি?—এ তোমাদের কি রূপ উৎসব? আমি তোমাদের পান-সহচর হইলাম, কিন্তু আমাকে সুরা প্রদান করিতেছ না কেন?" সেই কথা শুনিয়াই প্রণয়ীদ্বয় হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন এবং পাত্রটী পূর্ণ করিয়া শেখ ইব্রাহিমের হস্তে প্রদান করিলেন। এইরূপ আমোদ প্রমোদে রজনীর প্রায় তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী বলিল "শেখ ইব্রাহিম অনুমতি করুন, আমি একটী আলোকাধারের বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দি।" সে বলিল "ভাল, নিতান্ত ইচ্ছা হয় একটী জ্বালিয়া দিতে পার, কিন্তু একটীর অধিক আর জ্বালিও না।" রমণী উঠিয়া একটীর পর আর একটী, আর একটীর পর পুনরায় আর একটী এইরূপে অশীতিটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিল। নূরএদ্দীন বলিলেন "সেখ ইব্রাহিম, আপনার এ কিরূপ প্রণয়? আমাকে একটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিতে অনুমতি দিলেন না?" শেখ বলিল "জ্বালিতে ইচ্ছা কর, তুমিও একটী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দাও; কিন্তু আর অধিক উৎপাত করিও না।" নূরএদ্দীন উঠিয়া একে একে অবশিষ্ট অশীতিটী আলোকাধার জ্বালিয়া দিলেন; সমস্ত প্রাসাদ আলোকমালায় শোভিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে সুরার মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষককে বশীভূত করিয়া ফেলিল। সে স্খলিত স্বরে "তোমরা আমার অপেক্ষাও প্রফুল্ল-হৃদয় ক্রীড়া-চতুর" এই কথা বলিয়াই উঠিয়া সমস্ত বাতায়নগুলি খুলিয়া দিল। কবিতা-পাঠ, গীতধ্বনি ও আনন্দকোলাহলে সমস্ত প্রাসাদটী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দৈববশে খলীফে সে দিন নিজ প্রাসাদের বাতায়নে বসিয়া বিমল জ্যোৎস্নায় টাইগ্রীস নদীব অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন; সহসা জলমধ্যে আলোকমালার ছায়া তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। উদ্যানমধ্যস্থিত ক্রীড়া-ভবনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রাসাদটী আলোকমালায় শোভিত হইয়া যেন হাসিতেছে। অমনি একজন পরিচারককে বলিলেন "জাফর এল্ বার-মেকীকে ডাকিয়া আন।" নিমেষ মধ্যেই উজীর জাফর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নরপতি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "অরে কুক্কুর! তুই আমার বেতনভুক্ দাস হইয়া এই বেগ্দাদ নগরে কি কি ঘটনা হয় আমাকে জ্ঞাত করিস্ না?" জাফর জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন প্রভু! দাসের কোন্ অপরাধে আপনি এরূপ কথা বলিতেছেন?" খলীফে বলিলেন "অরে নরাধম! আমি কি আব খলীফে নহি?—অপরে কি আমার অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে?—যদি আমার রাজ্য অপরে অধিকার না করিয়া থাকে, তবে আমার অজ্ঞাতসারে প্রমোদকাননের ক্রীড়াভবন আলোকমালায় শোভিত হইল কি রূপে?—কাহার এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সে আমাকে অবমাননা করিয়া ক্রীড়া-ভবনের বাতায়ন সমস্ত মুক্ত করিয়া দিয়া আলোকাধারগুলি জ্বালিয়া দিয়াছে?" ভয়ে জাফরের পার্শ্বস্থ মাংসপেশীগুলি ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, বলিলেন "প্রভু! কে আপনাকে বলিল ক্রীড়া ভবনের বাতায়ন সকল মুক্ত ও আলোকাধারগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে?" খলীফে বলিলেন "এদিকে আসিয়া দেখিয়া যাও।" জাফর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যথার্থই ক্রীড়া-ভবন অসংখ্য আলোকে আলোকিত হইয়াছে। দেখিয়াই তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। কে আলোক জ্বালিল?—কে বাতায়ন খুলিল? নিশ্চয় উদ্যান পালক ইব্রাহিমই এই অকার্য্য করিয়া থাকিবে। উজীর মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন "রাজন্! গত সপ্তাহে শেখ ইব্রাহিম আমার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল যে 'প্রভু জাফর, আমি খলীফের অসীম ক্ষমতার অধীনে জীবিত থাকিতে থাকি-তেই আমার সন্তান সন্ততিদিগের জন্য একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, শেখ! তোমার এ সকল কথা বলিবার অভিপ্রায় কি? সে বলিল 'প্রভু আমার ইচ্ছা, উদ্যানের প্রাসাদেই আমার পুত্রের সুন্নৎসংস্কারার্থ উৎসব সম্পন্ন করি—অতএব আপনি যদি

অনুকম্পা পূর্ব্বক খলীফের নিকটে আমার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন—' আমি বলিলাম, যাও স্বচ্ছন্দে উৎসব সমাধা করগে, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আমি তোমার প্রার্থনা রাজাধিরাজকে জ্ঞাত করিব। সে সেই কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল; কিন্তু প্রভু আমি আপনাকে সে কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" খলীফে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "জাফর, তুমি যুগপৎ দুইটী দোষ করিয়াছ, প্রথম ইব্রাহিমের বিষয় আমাকে জ্ঞাত কর নাই, দ্বিতীয় তাহার অভিলাষ সিদ্ধ কর নাই—তাহার সে রূপ অনুমতি প্রার্থনার প্রধান উদ্দেশ্য উৎসব সমাধার্থ কিছু অর্থ যাচ্ঞা, কিন্তু তুমি স্বয়ং তাহাকে কিছুই দাও নাই এবং আমাকেও জানাও নাই, যে আমি তাহাকে অভিলষিত প্রদান করি।" জাফর বলিলেন "প্রভু! আমার দোষ নাই—আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

খলীফে বলিলেন "আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের দোহাই—আমি রাত্রির অবশিষ্টাংশ ইব্রাহিমের সহিত অতিবাহিত করিব। ইব্রাহিম অতি সাধু পুরুষ, সে সতত পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সহিত সদালোচনায় সময় ক্ষেপণ করে, দীনহীন ব্যক্তিদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করে এবং বিপন্ন জনের সহায়তা করিয়া থাকে। অদ্য তাহার জ্ঞানী ও সাধু বন্ধুগণ অবশ্যই এই উৎসবে একত্রিত হইয়া থাকিবে। তাহাদের মধ্যে এক জন না এক জন আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলার্থ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারে। বিশেষ আমি স্বয়ং উৎসবস্থলে উপস্থিত হইলে ইব্রাহিম ও তাহার বন্ধুগণ পরম প্রীতি লাভ করিবে।" জাফর বলিলেন "প্রভু, রাত্রির অধিকাংশই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এতক্ষণে হয়ত নিমন্ত্রিতগণ নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে।" খলীফে বলিলেন "যাহাই হউক না কেন, আমি অবশ্যই শেখ ইব্রাহিমের উৎসব দেখিতে যাইব।" জাফর মহা বিপদে পড়িলেন, কি বলিয়া খলীফেকে নিবৃত্ত করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। খলীফে হারুণ উর্‌রসীদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উজীর কি করেন, অগত্যা তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন, মেস্‌রুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। তিন জনে বণিক্‌বেশে প্রাজ-প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহারা প্রমোদ-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাননের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল; খলীফে দেখিয়াই বলিলেন "এই দেখ জাফর, এত

রাত্রি পর্য্যন্তও কাননের দ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে ; ইব্রাহিম কখনই দ্বার এরূপ উদ্‌ঘাটিত রাখে না।” অনন্তর তিন জনে উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। খলীফে বলিলেন “জাফির, একেবারে উপরে না গিয়া, অগ্রে গোপনে সমস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। শেখগণ কিরূপে জগদীশ্বরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করেন, কিরূপে তাঁহাদের অদ্ভুত দৈব ক্ষমতা প্রকাশ করেন, দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল আছে ;—বিশেষ কথাবার্ত্তা কি অন্য কোনরূপ শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।” তিনি এই কথা বলিয়াই একবার উৎসুক নয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন সম্মুখেই একটী সুদীর্ঘ আখ্‌রোট বৃক্ষ রহিয়াছে ; বলিলেন “জাফর, এই বৃক্ষটীর শাখাই সর্ব্বাপেক্ষা বাতায়নের নিকটবর্ত্তী, অতএব এইটীতে আরোহণ করিয়াই ইব্রাহিমের উৎসবকার্য্য ও শেখগণের মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি দর্শন করি।” খলীফে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বাতায়নের মধ্য দিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন গৃহমধ্যে অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র সদৃশ যুবক যুবতী উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; শেখ ইব্রাহিম পানপাত্র হস্তে নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বলিতেছে “ঠাকুরাণি! আনন্দ-কোলাহল-শূন্য সুরাপান সুখজনক হয় না। আপনি কি শ্রবণ করেন নাই, এক জন কবি বলিয়াছেন ঃ—

দাও সুধা সকলেরে বিভাগ করিয়া
ছোট বড় নানা রূপ পেয়ালা ভরিয়া ;
পূর্ণ-শশি-করে লও সুধার আধার
আনন্দের কোলাহলে পূরুক আগার।
নিস্তব্ধে কখন পান কোরো না সুধায়,
আনন্দের লেশ মাত্র নাহিক তাহায়!”

খলীফে, শেখ ইব্রাহিমের সেই রূপ আচরণ দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া গেলেন ; তাঁহার ললাটদেশে ক্রোধব্যঞ্জক শিরা উদিত হইল। বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন “জাফর! আজি আমি যেরূপ অদ্ভুত প্রার্থনাদি দেখিলাম, এরূপ আর কখনও দেখি নাই। তুমিও এই বেলা শীঘ্র

বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখ, নতুবা বিলম্ব হইলে আর সেরূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতে পাইবে না।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়া জাফরের প্রাণ উড়িয়া গেল; বুঝিলেন, কোনরূপ অন্যায় ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে; কিন্তু কি করেন নরপতির আজ্ঞা, সুতরাং অগত্যা বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন এবং বাতায়নের নিকটস্থ শাখা হইতে দেখিতে লাগিলেন। খলীফে ইতি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছেন, তিনিও তাহাই দেখিতে পাইলেন। প্রণয়ীদ্বয় সেই ভাবে বসিয়া আছেন, শেখও তেমনি পান-পাত্র হস্তে তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট। বুঝিলেন, আর বিলম্ব নাই—পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখনই খলীফে প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিবেন। ভয়ে তাঁহার হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া নরপতির সম্মুখে

দাঁড়াইলেন। খলীফে বলিলেন "জাফর! যে অনন্ত মহিমাধার আমাদিগকে বাহ্য-ভদ্রাচার কপটীদিগের মধ্যে গণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ!" জাফর কিছুই উত্তর দিলেন না, ভয়ে জড় সড় হইয়া নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিলেন। খলীফে তাঁহার দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন "কে ইহাদিগকে এখানে আনিল?—কে ইহাদিগকে আমার প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গেল? যাহা হউক যুবক যুবতী যথার্থই প্রকৃত রূপের আধার বটে—ইহাদের ন্যায় রূপ আমি আর কখন দেখি নাই।" খলীফের শেষ কথা কয়টীতে জাফর কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া বলিলেন "প্রভু আপনি যথার্থ বলিয়াছেন ইহাদের ন্যায় মনোহর রূপ আমি আর কোথাও দেখি নাই—যুবক যেমন রূপবান্, যুবতী তেমনি রূপবতী।" খলীফে চিন্তা করিয়া বলিলেন "জাফর, আইস আমরা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গোপনে ইহাদের অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করি।"

উভয়ে বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং বাতায়নের নিকটস্থ একটী শাখা হইতে দেখিতে লাগিলেন। শুনিলেন, শেখ ইব্রাহিম বলিতেছে "ঠাকুরাণি! সুরাপানে আমার বুদ্ধি ক্রমে জড়ীভূত হইয়া আসিতেছে, কথাবার্ত্তা শীলতাশূন্য হইয়া গিয়াছে; তথাপি বীণার মধুর শব্দ শূন্য আমোদ প্রমোদ পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে না; এবং একপ অঙ্গহীন আমোদে প্রীতিলাভও করিতে পারিতেছি না।" এনিস্ এল্ জেলিস্ বলিল "আল্লার দোহাই,—শেখ ইব্রাহিম! আপনি যথার্থ বলিয়াছেন, একটী বাদ্যযন্ত্র হইলে আর আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না।" শেখ যুবতীর সেই কথা শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। খলীফে জাফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "একি, এ কোথায় যায়? জাফর বলিলেন "বলিতে পারি না।" শেখ গৃহ হইতে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই একটী বীণা হস্তে পুনঃ প্রবিষ্ট হইল। খলীফে ক্ষণকাল বীণাটীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, সেটী পানসহচর ইষাকের বীণা; বলিলেন "আল্লার দোহাই—রমণী যদি ভাল গাহিতে না পারে তাহা হইলে তোমাদের সকলকেই ক্রুশযন্ত্রে বদ্ধ করিয়া বিনাশ করিব, আর যদি তাহার গীত মনোহর হয়, তাহা হইলে সকলকে ক্ষমা করিয়া কেবল তোমাকেই বিনাশ করিব।" জাফর বলিলেন "জগদীশ্বর করুন, যুবতী যেন

গাহিতে না পারে।” খলীফে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন?—তাহা হইলে কি হইবে?” জাফর্ উত্তর দিলেন “তাহা হইলে আমরা সকলেই একত্র প্রাণ-ত্যাগ করিব এবং সেই বিপদের সময়েও পরস্পর মিষ্টালাপ করিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া থাকিব।” খলীফে তাঁহার সেই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এনিস্ এল্ জেলিস্ শেখ ইব্রাহিমের হস্ত হইতে বীণাযন্ত্রটী গ্রহণ করিল এবং উত্তমরূপে স্বর বাঁধিয়া গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। কোকিলকণ্ঠীর তানলয়বিশুদ্ধ মনোহর গীত-স্বরে কঠিন লৌহনির্ম্মিত পদার্থগুলিও যেন দ্রব হইয়া গেল, জ্ঞান শূন্য ক্ষিপ্তগণও যেন জ্ঞান লাভ করিল! খলীফে শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন, বলিলেন “আ, কি মধুর স্বর! জাফর, আমি জন্মেও কখন এরূপ হৃদয়হারী মধুর স্বর শুনি নাই।” জাফর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “বোধ হয় খলীফের ক্রোধ গীত-ধ্বনিতে তিরোহিত হইয়া গিয়া থাকিবে?” তিনি বলিলেন “আ, সে কথা আর বলিতে?—আমার আর তিলার্দ্ধমাত্রও ক্রোধ বা অসন্তোষ নাই।”

অনন্তর উজীর ও নরপতি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন। খলীফে উজীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন “জাফর, আমি উপরে গিয়া, উহাদের সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।” জাফর বলিলেন “ধার্ম্মিক-রাজ! আপনি যদি সহসা তাহাদের নিকটে যান, তাহা হইলে সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িবে; বিশেষ শেখ ইব্রাহিম একেবারে ভয়ে প্রাণ-ত্যাগ করিবে।” খলীফে বলিলেন “জাফর, তবে এমন একটী সদুপায় উদ্ভাবন কর দেখি, যদ্দ্বারা আমি উহাদিগের প্রকৃত বিবরণ জানিয়া আসিতে পারি, অথচ উহারা আমাকে চিনিতে না পারে।” জাফর চিন্তা করিতে লাগিলেন। খলীফে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মনে মনে উপায় অনুসন্ধান করিতে করিতে টাইগ্রীস নদীর দিকে চলিলেন।

কোন সময়ে খলীফে ক্রীড়াভবনের পশ্চাতে অব্যক্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া শেখ ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করেন “কিসের শব্দ হইতেছে?” সে উত্তর দেয় “ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছে, তাহারই শব্দ।” খলীফে বলেন “যাও এখনই নিষেধ করিয়া আইস, যেন উহারা আর এখানে মৎস্য ধরিতে না আইসে।” সেই অবধি সেখানে ধীবরদিগের আগমন নিষেধ ছিল—কেহই তথায় মৎস্য

ধরিতে আসিত না। দৈববশে সে দিন করীম নামক একজন মৎস্যজীবী উদ্যানের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া গোপনে তথায় আসিয়া মৎস্য ধরিতে ছিল এবং নিজ দুর্ভাগ্যের সহিত ক্রীড়াভবনের অধিকারীর সৌভাগ্যের তুলনা করিয়া কবিতা পাঠ করিতেছিল। হঠাৎ সে খলীফের নয়নপথে নিপতিত হইল। হারুণ উর্ রসীদ তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। ধীবর অন্যমনে নিজ দুর্ভাগ্য চিন্তা করিতেছিল সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। খলীফে তাহাকে চিনিতেন, তিনি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। করীম ফিরিয়া দেখিল। খলীফেকে দেখিয়াই তাহার প্রাণ উড়িয়াগেল, ভয়ে পার্শ্বদ্বয়ের মাংসপেশী সকল কম্পিত হইতে লাগিল। বলিল "আল্লার দোহাই ধাম্মিকরাজ! আমি আপনার আজ্ঞা অবহেলন করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই, কেবল নিজের দীনতার জন্য এবং পরিবারগণের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়াই এখানে আসিয়াছি। প্রভু, আপনিত স্বয়ং আমার হীনাবস্থা জানেন অতএব আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আর কখন এখানে আসিব না।" খলীফে বলিলেন "ভাল, তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্য আমি দোষ গ্রহণ করিতেছি না—তুমি একবার আমার ভাগ্যের নামে জাল নিক্ষেপ কর দেখি।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়া করীমের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ জাল ঝাড়িয়া নদীর গর্ভে নিক্ষেপ করিল এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইলে পুনরায় আকর্ষণ করিয়া উপরে তুলিল। জালের সহিত অসংখ্য মৎস্য কূলভূমিতে উঠিল।

খলীফে সেই মৎস্যগুলি দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন "করীম! তোমার গাত্রবস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখ।" সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিল। তাহার গাত্রে, স্থানে স্থানে অতি জঘন্য বস্ত্রের তালি লাগান ও ছারপোকা পূর্ণ, একটা জীর্ণ জুব্বে* এবং মস্তকে একটা অতি মলিন পাকৃড়ী ছিল। পাকৃড়ীটী এত দিনের পুরাতন ও জীর্ণ যে, তিন বৎসর যাবৎ তাহার বস্ত্রখানি খুলিয়া পরিষ্কার করা হয় নাই। করীম তাহার সেই অপূর্ব্ব বেশ ভূষাগুলি খুলিয়া রাখিলে খলীফে নিজ গাত্র হইতে সেকেন্দারিয়া ও বাল্বেক

* জুব্বে লম্বমান অঙ্গরাখা বিশেষ (যাহাকে জুব্বা বলা যায়) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার ভিন্ন ভিন্ন গটন।

দেশীয় পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত দুইটী কোর্ত্তা, একটী মেলওয়াতা* ও একটী ফরাজীয়ে † ধীবরের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে সেগুলি পরিধান করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং তাহার জুব্বে ও পাকৃড়ী পরিধান করিয়া, একখানি লিদাম ‡ দ্বারা মুখ আবৃত করত, ধীবরকে বলিলেন "যাও, এখন তুমি নিজের কর্ম্ম করগে।" সে খলীফের চরণ চুম্বন করিয়া এই কবিতা দুইটী পাঠ করিল :—

কত যে করুণা তব সীমা নাহি তার—
ক্ষমতা কি আছে মম করিতে প্রকাশ
মোচন করিলে যত অভাব আমার,
দিলে দান যাহা কভু নাহি ছিল আশ।

যত দিন জীয়ে রব তব যশোগান
কিবা দিবা বিভাবরী গাব সাধভরে ;
যবে কালবশে দেব ! বাহিরাবে প্রাণ
অস্থিগণো গাহিবেক গোরের ভিতরে।

করীমের কবিতাদ্বয় শেষ হইতে না হইতেই জুব্বের মধ্য হইতে দলে দলে ছারপোকা বাহির হইয়া খলীফের গাত্রে বেড়াইতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে দুই হস্তে সে গুলাকে ইতস্ততঃ ফেলিয়া দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন "অরে ধীবর একি? তোর জুব্বেয় এত ছারপেকো কেন?" করিম বলিল "প্রভু, আপাতত আপনার ক্লেশ বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু এক সপ্তাহ কাল এই জুব্বেটী পরিধান করিলে সমস্তই অভ্যস্ত হইয়া যাইবে—আর কিছুতেই কষ্ট বোধ হইবে না।" খলীফে তাহার

* মেলওয়াতা– জুব্বার ন্যায় দীর্ঘ মহামূল্য গাত্রাবরণ বিশেষ।
† ফরাজীয়ে—অঙ্গরাখা বিশেষ।
‡ লিদাম- আরবীয় মরুভূমির অধিবাসীদিগের ব্যবহৃত মুখাবরণ বিশেষ। দস্যুবৃত্তি করিবার সময় পাছে অপরে চিনিতে পারে এই ভয়ে তাহারা ইহার দ্বারা মুখের নিম্নাংশ আবৃত করিয়া রাখে।

সেই কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তোমার এ জুব্বে এক মুহূর্ত্তকাল গাত্রে রাখা দুঃসাধ্য এক সপ্তাহ রাখিব কিরূপে?" ধীবর বলিল "আমি একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু রাজাধিরাজের ভয়ে তাহা বলিতে সাহস হইতেছে না।" খলীফে বলিলেন "কি বলিতে ইচ্ছা কর বল, তোমার কোন ভয় নাই।" সে বলিল "ধার্ম্মিকরাজ! আপনি বোধ হয় অর্থলাভের জন্য একটী উত্তম ব্যবসায়ের কৌশলাদি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন? যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে এই জুব্বেটীই যথার্থ আপনার উপযুক্ত হইয়াছে।" খলীফে তাহার সেই কথা শুনিয়াই হাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর করীম নিজ স্থানে চলিয়া গেল, খলীফে মৎস্যের থালুইটী গ্রহণ করিয়া তদুপরি কিঞ্চিৎ তৃণ রাখিয়া নিজ উজীর জাফরেব সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। জাফর তাঁহাকে দেখিয়াই ভীত হইয়া বলিল "একি, করীম তুমি এখানে কেন? পালাও পালাও অদ্য খলীফে এখানে আসিয়াছেন।" ছদ্মবেশী খলীফে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন। জাফর বলিলেন "আপনিই কি আমাদের প্রভু ধার্ম্মিকাধিপতি খলীফে?" হারুণ উর্ রসীদ বলিলেন "হাঁ জাফর! আমিই খলীফে, কেমন বেশ হইয়াছে বল দেখি?—তুমি আমার উজীর হইয়াও যখন চিনিতে পারিলে না, তখন সুরাপানোন্মত্ত বৃদ্ধ ইব্রাহিম কি আমাকে চিনিতে পারিবে?—যাহা হউক আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি এই স্থানে থাক।" জাফর বলিলেন "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

খলীফে প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। শেখ ইব্রাহিম উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে দ্বারে করাঘাত করে?" খলীফে বলিলেন "শেখ ইব্রাহিম, আমি দ্বারে করাঘাত করিতেছি, দ্বার খুলিয়া দাও।" শেখ ইব্রাহিম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" খলীফে বলিলেন "আমি করীম ধীবর,—শুনিলাম তোমার গৃহে আজি দুই জন অতিথি আসিয়াছেন, আমি সেই জন্য অতি স্বাদু উত্তম মৎস্য আনিয়াছি।" আলী নূরএদ্দীন ও এনিস্ এল্ জেলিস্ উভয়েই অত্যন্ত মৎস্য ভাল বাসিতেন, মৎস্যের নাম শুনিয়াই তাঁহারা আনন্দিত হইলেন এবং ব্যগ্রভাবে বলিলেন "শেখ ইব্রাহিম, ধীবরকে দ্বার খুলিয়া দিউন; সে কি রূপ মৎস্য আনিয়াছে

একবার দেখা যাউক।" শেখ ইব্রাহিম দ্বার খুলিয়া দিল। ধীবরবেশী হারুণ উর্ রসীদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নম্রভাবে সেলাম করিলেন। শেখ ইব্রাহিম বলিল "এস দেখি চোর, ডাকাইত, জুয়াচোর! দেখি তুমি কেমন মৎস্য আনিয়াছ?" খলীফে খালুইটী নামাইয়া দেখাইলেন। তখনও মৎস্যটী জীবিত—নড়িতেছিল; রমণী দেখিয়াই বলিল "আল্লার দোহাই প্রভু, অতি চমৎকার মৎস্য; আহা এটী যদি ভর্জ্জিত হইত!" শেখ ইব্রাহিম বলিল "যথার্থ, ঠিক বলিয়াছ—কবীম! এটী যদি ভাজিয়া আনিতে তাহা হইলে অতি উত্তম হইত। যাহা হউক, যাও এটী ভাজিয়া আন।" খলীফে বলিলেন "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য,—আমি এখনিই ইহা ভাজিয়া আনিতেছি।" তাহারা বলিল "শীঘ্র আনিও যেন অধিক বিলম্ব না হয়।"

খলীফে তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং দ্রুত নিজ উজীরের নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিলেন "জাফর! তাহারা ভর্জ্জিত মৎস্য চাহে।" জাফর বলিলেন "ধার্ম্মিকরাজ! মৎস্যটী আমাকে প্রদান করুন, আমি ভাজিয়া দিতেছি।" "না, আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পবিত্র সমাধিমন্দিরের দোহাই আমি স্বয়ং ভাজিয়া লইব" খলীফে এই কথা বলিয়াই উদ্যানপালের গৃহে গেলেন। দেখিলেন তথায় লবণ, মশলা, কটাহ প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত রহিয়াছে। তিনি চুল্লির উপরে কটাহ খানি চড়াইয়া দিয়া মৎস্যটী অতি পরিপাটিরূপে ভর্জ্জিত করিলেন এবং সেটী কদলীপত্রে জড়াইয়া উদ্যান হইতে কতকগুলি লেবু সংগ্রহ করতঃ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। সকলে অতি আনন্দে আহার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর আহার সমাপ্ত হইলে, নূরএদ্দীন হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বলিলেন "আল্লার দোহাই, ধীবর! তুমি আজি আমাদের সহিত অতি সদয় ব্যবহার করিয়াছ।" তিনি এই কথা বলিয়াই জামার জেবের মধ্যে হস্ত প্রবেশিত করিয়া, ইতি পূর্ব্বে বোগ্দাদে পলাইয়া আসিবার সময় সেন্জাবের নিকট যে কয়েকটী মুদ্রা পাইয়াছিলেন তাহারই মধ্যে তিনটী স্বর্ণ-মুদ্রা বাহির করিলেন এবং ধীবর-বেশী খলীফের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "কি বলিব, বিগত ঘটনা সমূহের পূর্ব্বে যদি আলাপ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তোমার

হৃদয় হইতে দরিদ্রতাজনিত দুঃখ একেবারে দূর করিতাম। এখন আমার অবস্থানুরূপ যৎকিঞ্চিৎ দিলাম, কিছু মনে করিওনা।” খলীফে মুদ্রা তিনটী চুম্বন* করিয়া জামার জেবের মধ্যে তুলিয়া রাখিলেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য কোন রূপে মনোহারিণীর মনোহর কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রবণ করেন, সুতরাং বলিলেন “প্রভু, আপনি আমার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিলেন—আপনার কৃপায় আমি পরিশ্রমের যথেষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলাম, আমার এখন আর একটী মাত্র প্রার্থনা আছে ; আপনার রমণীর মনোহর গীত শ্রবণ কবিব —আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক একটী গীত গাহিতে বলেন, তাহা হইলে চিরজীবনের মত আপনার নিকট বাধ্য হইয়া থাকি।” নূরএদ্দীন ধীবরবেশী খলীফের সেই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন “এনিস্ এল্ জেলিস্!” রমণী বলিল “আজ্ঞা করুন।” তিনি বলিলেন “আমার জীবনের দোহাই, একবার মনোহর ললিত স্বরে গীত গাহিয়া সকলকে চরিতার্থ কর ; ধীবর তোমার গীত শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে।” যুবতী প্রভুর আজ্ঞায় বীণাযন্ত্রটী তুলিয়া লইল এবং মনোমত সুর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল :—

মরি কিবা ওই যুবতী সকলে
বাজায় বীণা ললিত স্বরে !
থাকে থাকে এই মধুর ঝঙ্কারে
জগতেরি প্রাণ হৃদয় হরে ॥
অপরূপ হায় কেমন তান !
ভুলায় হৃদয় ভুলায় প্রাণ,
বধিরে ফুটিল শ্রবণ যুগল
বোবার মুখেতে বচন সরে ॥

গীতটী সমাপ্ত হইল,—যুবতী পুনরায় অপেক্ষাকৃত অধিক কোমল ও মধুর-স্বরে শ্রোতাদিগের মনঃপ্রাণ হরণ করিয়া গাহিল :—

---

* আমাদের দেশে যেমন দোকানদারেরা প্রথম বৌনীর মুদ্রাকে প্রণাম করিয়া তুলিয়া রাখে আরবীয় ব্যবসায়ীগণ সেইরূপ তাহা চুম্বন করিয়া থাকে।

এস এস হে সখে এস এস হে—
কত সুখ আজি বলিব তোমারে।
অমার আঁধারে উদিত জ্যোতি,
আলোকিত দীন-আগারে ॥
তোমারে আদরে করিতে ধারণ,
বাসিব ভবন—করিব সেচন,
মৃগমদে বসিত গোলাপ-ধারে ॥

খলীফে রমণীর সেই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তথন তাঁহার হৃদয় আর তাঁহার নিজের নহে ;—অসীম আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন "জগদীশ্বর তোমার গুণের বিচার করুন ! আল্লা

তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন!" নূরএদ্দীন বলিলেন "ধীবর, রমণীর গীতনৈপুণ্যে ও বীণাবাদনে কি তুমি প্রীত হইয়াছ?" খলীফে বলিলেন "আ! কতদূর প্রীত হইয়াছি তাহা সেই জগদীশ্বর জানেন।" নূরএদ্দীন অমনি বলিলেন "ক্রীতদাসীটী আজি হইতে তোমারই হইল; রমণীকে উপায়ন স্বরূপে তোমায় প্রদান করিলাম।" তিনি এই কথা বলিয়াই উঠিয়া নিজ গাত্রস্থ মেলোয়াতাটী খুলিয়া ধীবরবেশধারী খলীফের হস্তে প্রদান করতঃ বলিলেন "যাও,—রমণীকে লইয়া নিজ আবাসে যাও।" এল্ জেলিস্ তাঁহার সেই কথা শুনিয়াই বলিল "প্রভু, নাথ! একবার শেষ বিদায় না লইয়াই কি আপনি আমাকে ত্যাগ করিবেন?—যদি যথার্থই আমাকে আপনার সহিত বিযুক্ত হইতে হয়, একটু অপেক্ষা করুন; আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করি।" রমণী এই কথা বলিয়াই এই কবিতা দুইটী পাঠ করিল :—

নাথ হে, যদিও দূরে ত্যজিয়া আমায়
আপনি রহিবে বটে অনেক অন্তরে
তথাপি হৃদয়মাঝে দেখিব তোমায়
হবে চির-বাস তব আমার অন্তরে।
জগদীশ দয়াময় করুণা-আধার
তাঁহার নিকটে এবে এই ভিক্ষা চাই;
কিছু দিনে হয় যেন সে দিন আবার,
প্রেমপাশে বাঁধি নাথ, তোমা ধনে পাই।

এনিস্ এল্জেলিসের কবিতাদ্বয় সমাপ্ত হইলে নূরএদ্দীন বলিলেন :—

দর দর আঁখি-ধারা প্রেয়সী পাগলী পারা
চির দিন তরে যবে বিদায় সে চাহিল;
জানেন সে ভগবান, কি হল আমার প্রাণ
ভীষণ কুলিশাঘাতে হৃদি যেন ভাঙ্গিল।

প্রণয়েতে করে ধরি বলিল বিনয় করি
'আমারে ছাড়িয়ে নাথ! রবে তুমি কেমনে?'
বলিলাম 'প্রেয়সি রে! জিজ্ঞাসা করগে তারে
বিচ্ছেদ ঘটন এই ঘটাইল যে জনে।"

প্রণয়ীদ্বয়ের সেইরূপ বিদায় গ্রহণ শ্রবণ করিয়া খলীফের হৃদয় গলিয়া গেল। কি করিয়া তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবেন, ভাবিয়া একান্ত ব্যাকুল হইলেন এবং নূরএদ্দীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন "প্রভু! আপনি কি কোন দণ্ডনীয় দোষের জন্য ভীত হইয়া আছেন, অথবা কোন উত্তমর্ণের ঋণ শোধ দিতে অক্ষম বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন?" নূরএদ্দীন বলিলেন "ধীবর! আমার ও এই সঙ্গিনী রমণীর বিবরণ অতি অদ্ভুত;—সে বিবরণ হৃদয়ফলকে খোদিত করিয়া রাখিলে অনেকেই তদ্দ্বারা উচিত উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।" খলীফে বলিলেন "সে অদ্ভুত বিবরণটী কি একবার আমাদের নিকট বর্ণন করিবেন না?—হয়ত বিবরণ বর্ণনে আপনার কোনরূপ উপকার দর্শিলেও দর্শিতে পারে, ভরসা করি জগদীশ্বর শীঘ্রই আপনার দুঃখ দূর করিবেন।" নূরএদ্দীন বলিলেন "ধীবর! আমাদের বিবরণ পদ্যে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, কি গদ্যে বর্ণন করিব?" খলীফে বলিলেন "গদ্য অতি সামান্য, চলিত কথাবার্ত্তা মাত্র; কিন্তু ছন্দোবন্ধ উজ্জ্বল মুক্তামালার ন্যায় মনোহর।" নূরএদ্দীন ক্ষণকাল অধোমুখে নিস্তব্ধ থাকিয়া কবিতামালায় নিজ বিববণ সমস্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ণনা শেষ হইলে খলীফে পুনরায় সে সমস্ত পরিষ্কার রূপে বলিতে অনুরোধ করিলেন। যুবক নিজ বিবরণ আদ্যোপান্ত সমস্ত একে একে বর্ণন করিলেন। খলীফে শুনিয়া বলিলেন "আপনি এখন কোথায় গমন করিবেন?" নূরএদ্দীন উত্তর দিলেন "জগদীশ্বরের এ ধরাধাম সুবিস্তীর্ণ।" খলীফে বলিলেন "আমি সুলেমান এজ্‌জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, আপনি সেখানি লইয়া যাউন; সুলতান পত্র পাঠ করিলে অবশ্যই আপনার সহিত সদয় ব্যবহার করিবেন। আর কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবেক না।" নূরএদ্দীন সেই কথা শুনিয়াই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "একজন

সামান্য ধীবর নরপতিকে পত্র লিখিবে, আর তিনি সেই পত্র আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন!—ইহাও কি কখন সম্ভব হয়?" খলীফে বলিলেন "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আপনি জানেন না সেই জন্যই এতদূর অসম্ভব বিবেচনা করিতেছেন। সুলতান মহম্মদ ও আমি একত্র, এক বিদ্যালয়ে, একজন শিক্ষকের নিকট, শিক্ষা লাভ করি। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাকে পাঠ বলিয়া দিতাম। অবশেষে পাঠ সমাপ্ত হইলে, তিনি নিজ সৌভাগ্যবশে রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন, আর আমি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় সামান্য মৎস্যজীবী হইলাম। যদিও আমি তাঁহাকে কখন কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ করি নাই, তথাপি তিনি আমার অভিলষিত পূরণের জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক। আমি যদি প্রত্যহ সহস্র সহস্র বিষয়ের জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাই তাহা হইলেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।" নূরএদ্দীন শুনিয়া বলিলেন "তবে একখানি পত্র লিখিয়া দাও।" তিনি একটী মসিপাত্র ও লেখনী আনিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন :—

"পরম করুণাময় জগদীশ্বরের মহৎ নামের জয় হউক।

পত্র চলিত এল্‌মাডী-তনয় হারুণ উর্‌রসীদের নিকট হইতে প্রতিপাল্য সুলেমানি এজ্‌জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদ মদীয় প্রতিনিধি রাজের নিকট।

আমি জ্ঞাত করিতেছি যে, এই পত্রবাহক খাকান-তনয় উজীর এল্‌ফাদলের পুত্র নূরএদ্দীন তোমার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাকে রাজক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক নিজ আসনে বসাইবে। কারণ পূর্ব্বে যেমন আমি তোমাকে এল্‌বস্রার সুলতান ও নরপতি রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেইরূপ ইহাকে তোমার পরিবর্ত্তে সেই পদে নিযুক্ত করিলাম। আমার এই আজ্ঞায় অবহেলা করিওনা, অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে।" *

খলীফে পত্রখানি রীতিমত মুড়িয়া নূরএদ্দীনের হস্তে প্রদান করিলেন। যুবক সেখানি চুম্বন করিয়া নিজ পাকৃড়ীর মধ্যে রাখিলেন এবং সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তখনই এল্‌বস্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

---

* পত্রখানি অবিকল অনুবাদিত—আরবিক রীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা গেল না।

নূরএদ্দীন চলিয়া গেলে, শেখ ইব্রাহিম ধীবরবেশধারী খলীফের দিকে চাহিয়া বলিল "অরে নির্লজ্জ ধীবর, তুই বিংশতি অর্দ্ধদিহেম মূল্যের মৎস্য আনিয়া দিয়া তিনটা দীনার প্রাপ্ত হইলি, আবার ক্রীতদাসীটীকেও লইয়া যাইতে চাহিস্?" খলীফে তাহার সেই কথা শুনিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে একবার হুঙ্কার প্রদান করিয়া মেস্‌রুরকে ইঙ্গিত করিলেন। সে হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, শেখকে আক্রমণ করিল। খলীফে যখন নূরএদ্দীনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; সেই সময় জাফর উদ্যানস্থ পরিচারকবর্গের মধ্যে একজনকে রাজপ্রাসাদ হইতে খলীফের জন্য একটী পরিচ্ছদ আনিতে পাঠাইয়া দেন। এখন সে রাজপরিচ্ছদ লইয়া আসিয়া খলীফের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিল। নরপতি অমনি নিজ গাত্রস্থ ধীবরবেশটী তাহার হস্তে প্রদান কবিয়া নিজ পরিচ্ছদপবিধান পূর্ব্বক শেখ ইব্রাহিমের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। শেখ তাঁহাকে দেখিয়াই একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ভয়ে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দংশন করিতে কবিতে বলিল "আমি কি নিদ্রিত না জাগ্রত!" খলীফে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "একি শেখ ইব্রাহিম—তোমার কি হইয়াছে?" ভয়ে ইব্রাহিমের নেসা ছুটিয়া গেল, সে খলীফের পদতলে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নরপতি তাহার দোষ মার্জ্জনা করিয়া এনিস্ এল্‌জেলিস্‌কে নিজ প্রসাদে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন এবং স্বয়ং প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া, রমণীর জন্য একটী ভিন্ন বাসস্থান নিরূপণ করত, তাহাকে বলিলেন "শুভে, তোমার প্রভুকে আমি এল্‌বস্রা নগরের সুলতানপদে অভিষিক্ত করিয়া পাঠাইয়াছি,—জগদীশ্বরের ইচ্ছায় শীঘ্রই একটী খেলাতের সহিত তোমাকে তথায় প্রেরণ করিব।"

এদিকে আলি নূরএদ্দীন এল্‌বস্রায় উপনীত হইয়া সুলতানসন্নিধানে গেলেন এবং তাঁহার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া খলিফে হারুণ উর্‌রসীদের পত্রখানি প্রদান করিলেন। সুলতান পত্র মধ্যে খলীফের হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর দেখিয়া, উঠিয়া পত্রখানি উপর্য্যুপরি তিনবার চুম্বন করত বলিলেন "অনন্ত ক্ষমতাবান্ জগদীশ্বর ও ধার্ম্মিকরাজ খলীফে হারুণ উর্ রসীদের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" অনন্তর তিনি নূরএদ্দীনকে নিজ ক্ষমতা প্রদান করিবার জন্য কাজী ও আমীরদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। এই সময় সাবী-তনয়

উজীর এল্‌মোইন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলতান ধাম্মিকরাজের পত্রখানি তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। সে পাঠ করিয়া সে খানি খণ্ড খণ্ড করত মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সুলতান তাহার সেই ব্যবহার দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "ধিক্‌ তোমায়! তোমাকে এরূপ করিতে কে বলিল?" সে উত্তর দিল এই "নরাধম, খলীফে কি তাঁহার উজীর, কাহারও সহিত সাক্ষাত করে নাই। এ পাপিষ্ঠ যুবক কোনরূপে খলীফের হস্তাক্ষর প্রাপ্ত হইয়া সেই আদর্শে ইচ্ছামত জাল করিয়া আনিয়াছে। আপনি কেন প্রতারিত হইয়া উহাকে নিজ ক্ষমতা প্রদান করিতেছেন? খলীফে উহাকে সুলতান করিয়া পাঠাইলে কি উহার সহিত একজন রাজ-কর্ম্মচারী কি উজীরকে পাঠাইতেন না?" সুলতান বলিলেন "তবে এখন কি করা উচিত?" দুষ্ট উজীর বলিল "ইহাকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিউন; আমি ইহাকে একজন রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত বোগ্দাদে পাঠাইয়া দি। যদি ইহার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই নরপতির স্বহস্ত লিখিত সনন্দ ও সমস্ত ক্ষমতা প্রদানের আজ্ঞাপত্র আনিতে পারিবে, আর যদি সমস্তই মিথ্যা হয়, তাহা হইলে রাজ-কর্ম্মচারী উহাকে পুনরায় এখানে আনয়ন করিবে এবং আমি চিরশত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।"

উজীরের সেই পরামর্শ শুনিয়া সুলতান প্রীত হইলেন, এবং নূরএদ্দীনকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। এল্‌ মোইন তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে অনুচরবর্গকে আহ্বান করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞায় যুবককে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তিনি সেই নিদারুণ প্রহার-বেদনায় মূর্চ্ছিত হইলেন। এল্‌ মোইন তাঁহার পদদ্বয় শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিয়া কারা-রক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে উজীরের সম্মুখে আসিয়া ভূমি চুম্বন করিল। কারাধ্যক্ষের নাম কুতেৎ *; এল্‌ মোইন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কুতেৎ! আমি ইচ্ছা করি তুমি এই বন্দীকে লইয়া গিয়া একটা ভূমধ্যস্থ কারা-গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ, এবং দিবানিশি যন্ত্রণা দেও।" সে

* কুতেৎ; প্রকৃত অর্থ পুং বিড়াল।

বিনীত ভাবে "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এই কথা বলিয়াই আলি নূর-এদ্দীনকে কারাগার মধ্যে লইয়া গিয়া দ্বারে তালক বদ্ধ করিয়া দিল।

উজীর সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে, কুতেৎ কারাগারের মধ্যস্থ একটী মাস্তাবা উত্তম রূপে পরিষ্কার করাইয়া তদুপরি এক খানি নমাজ পাঠ করিবার গালিচা পাতিয়া ও একটী বালিস দিয়া নূরএদ্দীনকে তদুপরি উপবেশন করাইল এবং তাঁহার চরণ-দ্বয় হইতে শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া, উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

উজীর প্রত্যহই আলী নূরএদ্দীনকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিবার জন্য বলিয়া পাঠায়; প্রত্যহই কারাধ্যক্ষ তাহাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া নূরএদ্দীনের সহিত সদয় ব্যবহার করে। এইরূপে চত্বারিংশৎ দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল; একচত্বারিংশৎ দিবসে খলীফের নিকট হইতে রাজপ্রসাদ স্বরূপ উপ-ঢৌকন আসিল। সুলতান, খলীফে হারুণ উর্ রসীদ-প্রেরিত দ্রব্যগুলি দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং উজীরবর্গকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন। একজন উজীর বলিল "বোধ হয় খলীফে এই উপঢৌকন দ্রব্যগুলি নূতন সুলতানের জন্য পাঠাইয়া থাকিবেন।" সাবী-তনয় এল্ মোইন বলিল "সে নরাধম আসিবামাত্রেই তাহার শিরশ্ছেদন করা উচিত ছিল।" তাহার সেই কথা শুনিয়াই সুলতান বলিলেন "ভাল কথা,—তুমি ভাগ্যে স্মরণ করাইয়া দিলে! যাও এখনই সে হতভাগাকে লইয়া আসিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদন কর।" "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এল্ মোইন এই কথা বলিয়াই উঠিয়া পুনরায় বলিল "প্রভু, আমি ইচ্ছা করি, সমস্ত নগরীতে এইরূপ প্রচারিত করিয়া দেওয়া হয় যে, 'খাকান-তনয় এল্ ফদলের পুত্র নূরএদ্দীন আলীর শিরশ্ছেদন হইবে —যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করে রাজপ্রাসাদে আসিলেই দেখিতে পাইবে!' প্রভু, তাহা হইলে আমি পরম চরিতার্থ হই, ও আমার শত্রুগণ মনে মনে দগ্ধ হয়।" সুলতান বলিলেন "ভাল, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা তুমি কর।" উজীর তাঁহার সেই কথায় একেবারে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দ্রুত ওয়ালীর নিকটে গেল এবং তাহাকে সমস্ত নগরী মধ্যে নূরএদ্দীনের শিরশ্ছেদনাজ্ঞার সমাচার প্রচারিত করিয়া দিতে বলিল।' ওয়ালী তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা পালন করিল। পুরবাসীগণ সেই ভয়ানক সংবাদ শ্রবণ করিয়া একেবারে

শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেই নূরএদ্দীনের জন্য রোদন করিতে লাগিল। বালকগণ বিদ্যালয়ে, ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ দোকানে, ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ধর্ম্ম-শালায় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত নগরীটাই যেন শোকময় মূর্ত্তি ধারণ করিল। কেহ কেহ এক বার নূরএদ্দীনের শেষ দর্শন লাভ মানসে—সহজে উপযুক্ত স্থান প্রাপ্তির আশয়ে—সর্ব্বাগ্রে রাজপ্রসাদে গেল; কেহ কেহ বা কারাগার হইতে তাঁহার সঙ্গে বধ্যভূমিতে অনুগমন করিবার ইচ্ছায় করাগারাভিমুখে গেল। উজীর এল্ মোইন দশ জন পরিচারক সমভিব্যাহারে কারাগারে উপস্থিত হইল। কারাধ্যক্ষ কুতেৎ তাহাকে দেখিয়া বলিল "উজীরবর! দাসের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা—আপনার কি ইচ্ছা বলুন।" সে বলিল "সেই হতভাগা যুবক বন্দীটাকে বাহির করিয়া আন।" কারাধ্যক্ষ অমনি ভাঙ্গপূর্ব্বক "প্রভু! সে অপরিমিত প্রহারে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে" এই কথা বলিয়াই কারাগৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল নূরএদ্দীন এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া এই কবিতাটী পাঠ করিতেছেন :—

কে আছে এমন অখিল ধরায়—
হেন প্রিয় সখা কে আছে আর ?
ভীষণ বিপদে করিবে উপায়
করিবে এ দুখ-বারিধি পার ?

অধীর হয়েছে জীবন আমার
আর এ যাতনা সহে না প্রাণ !
বাঁচিতে উপায় নাহি কিছু আর—
নাহি আশা আর হইতে ত্রাণ !

কারাধ্যক্ষ নূরএদ্দীনের গাত্র হইতে ধৌত বসনগুলি খুলিয়া লইয়া কতকগুলি মলিন বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং তাঁহাকে উজীরের সম্মুখে আনায়ন করিল। নূরএদ্দীন দেখিলেন, সম্মুখেই প্রাণনাশাভিলাষী চিরশত্রু এল্ মোইন,

অমনি নয়নদ্বয় দিয়া দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বলিলেন "আ!—তুমি এখনও স্বচ্ছন্দে জীবিত আছ?—তুমি কি কখন শ্রবণ কর নাই একজন কবি বলিয়াছেনঃ—

করিল তাহারা ক্ষমতা প্রকাশ
কেবল পরের পীড়ন তরে,
বিনাদোষে লোকে করিতে বিনাশ,
দুঃখেতে ভাসাতে নিরীহ নরে;

সহসা উদয় সে ভাব ভীষণ—
সহসা প্রকাশ তেমতি তার
ছিল না সে রূপ যেমন কখন
হয়নি প্রকাশ কদাপি আর।

উজীর! সেই জগদীশ্বর, যাঁহার অনন্ত মহিমার সীমা নাই, তাঁহারই ইচ্ছায় সমস্ত ঘটিয়া থাকে—তিনিই সকল কার্য্যের কর্ত্তা।" উজীর বলিল "আলী!

তুই আমাকে এই সকল কথায় ভয় দেখাইতে চাহিস্ নাকি?—আমি যে এই তোকে শিরশ্ছেদনার্থ লইয়া যাইতেছি, কৈ সমস্ত এল্‌বস্রাবাসীগণ একত্র হউক দেখি, কেমন তোর্ প্রাণ রক্ষা করিতে পারে? আমি তোর্ পরামর্শ শুনিতে চাহিনা; আমি এখন বরং কবি-বর্ণিত এই কথা গুলিতেই মনোযোগ করিব :—

আসুক অদৃষ্ট তব যাহা ইচ্ছা তার
সুখ কিবা দুখরাশি কিছু ক্ষতি নাই;
ভালমন্দ যাই হোক, বিহীন বিকার—
ধীর ভাবে স্থির মনে ভোগ কর তাই।

দেখ্‌দেখি আর একজন কবি কেমন বলিয়াছেন :—

শত্রুর নিধন যেই করিয়া সাধন
একদিনো করে হায় জীবন ধারণ;
ধন্য সেই জন, সেই পূর্ণ-অভিলাষ
পুণ্যবান লোক, তার সুকৃতি প্রকাশ!"

উজীর এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে অশ্বতরপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। অনুচরবর্গ তাহার সেই আজ্ঞা পালনে অনিচ্ছুক হইয়া নূরএদ্দীনকে বলিল "আপনি বলেন ত নরাধমকে এখনই প্রস্তর-প্রহারে বিনাশ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি; যদিও সেরূপ কার্য্যে আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে বটে, তথাপি আমরা তাহাতে ভীত নহি।" কিন্তু তিনি বলিলেন "না সেরূপ করিবার প্রয়োজন নাই—তোমরা কি কখন শুন নাই, একজন কবি বলিয়াছেন :—

নিরূপিত আছে অদৃষ্ট আমার
যা হবার তাহা সকলি হবে,
কে পারে লিখন খণ্ডিতে তাহার—
অন্যথা করিতে কে পারে কবে?

অভাগী কপালে দেব হবে কি এমন
প্রতিশ্রুত কথা আজি সব বিস্মরণ ?—
তাও কি কখন হয়; হেন মহাজন
ভুলিবেন সাধিবারে নিজের বচন ?

খলীফে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি ?" এলজেলিস্ বলিল "প্রভু, খাকানতনয় এল্ফাদলের পুত্র আলী আপনাকে যে দাসীটী উপায়ন স্বরূপে প্রদান করেন, আমি সেই দাসী। আপনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আমাকে রাজপ্রসাদ স্বরূপ কতকগুলি দ্রব্যের সহিত তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। প্রভু, এখন সেই প্রতিশ্রুত পূরণ করুন,—আমি এই ত্রিংশৎ দিবস তাঁহার বিরহে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারি নাই।" খলীফে সেই কথা শুনিয়াই উজীরবর জাফর এল্বার্মেকীকে সেইখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উজীর তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। খলীফে বলিলেন "জাফর! ত্রিংশদ্দিবস হইল, খাকান-তনয় এলফাদলের পুত্র আলীর কোন সমাচার পাই নাই। বোধ করি, সুলতান তাহাকে এত দিন বিনাশ করিয়া থাকিবে। আমার মস্তকের দোহাই—আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের সমাধিমন্দিরের দোহাই, যদি তাহার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই অনিষ্টের মূল কারণ হইবে তাহার প্রাণ দণ্ড করিব;—সে যত বড় লোকই হউক না কেন, কোনমতেই তাহাকে ক্ষমা করিব না! অতএব আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি এই দণ্ডেই এল্বস্রায় যাও এবং সুলেমান এজ্জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদ খাকান-তনয় এল্ফাদ্লের পুত্র আলীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহার সমাচার লইয়া আইস।"

জাফর এল্বস্রায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পথগুলি লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে; পথিকদিগকে জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নূরএদ্দীন বিষয়ক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল। তিনি যুবকের উপস্থিত বিপদ শুনিয়াই দ্রুত সুলতানের নিকটে গেলেন এবং যথারীতি সেলাম করিয়া নিজ

মর্ম্ম-কারণ বর্ণন পূর্ব্বক বলিলেন "আলী নূরএদ্দীনের যদি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে খলীফে নিশ্চয়ই সেই অনিষ্টসাধনকর্ত্তাকে বিনাশ করিবেন।"

অনন্তর জাফর সুলতান মহম্মদ ও উজীর এল্‌মোইনকে বন্দীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং আলী নূরএদ্দীনকে উদ্ধার করিয়া সুলেমান এজ্‌জৈনীতনয় সুলতান মহম্মদের পদে অভিষিক্ত করত রাজসিংহাসনে আরোহণ করাইলেন।

দিবসত্রয় নানারূপ উৎসবে অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস প্রত্যূষ সময়ে নূরএদ্দীন জাফরকে বলিলেন "আমি ধার্ম্মিকরাজ খলীফে হারুণ উর্‌রসীদের দর্শন লাভার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।" জাফর সেই কথা শুনিয়াই সুলতান মহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বিদেশভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হও কারণ প্রাতঃ-প্রার্থনার পরেই আমরা বোগ্দাদে গমন করিব।

প্রাতঃকালিন নমাজ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সাবী-তনয় এল্‌মোইনকে সঙ্গে লইয়া বোগ্দাদ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এল্‌মোইন বুঝিল, আর বিলম্ব নাই শীঘ্রই তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে,—মনে মনে নিজ অন্যায় কার্য্যগুলির জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। জাফর ও আলী নূরএদ্দীন পরস্পর পার্শ্বাপার্শ্বি চলিলেন, সুলতান মহম্মদ উজীর এল্‌মোইন এবং অনুচরবর্গ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

তাঁহারা শীঘ্রই বোগ্দাদে খলীফের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জাফর নরপতির নিকট আলী নূরএদ্দীন ঘটিত বিবরণগুলি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলেন। খলীফে হারুণ উর্‌রসীদ শুনিয়া নূরএদ্দীনকে একখানি তরবারি প্রদান করত বলিলেন "আলী, লও এই তরবারির দ্বারা তোমার শত্রুর প্রাণ বিনাশ কর।" নূরএদ্দীন তরবারিখানি গ্রহণ করিয়া সাবী-তনয় এল্‌মোইনের শিরশ্ছেদন করিতে গেলেন। সে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল "আমার যেরূপ স্বভাব, আমি তোমার সহিত সেইরূপই ব্যবহার করিয়াছি, এখন তুমিও তোমার স্বভাবের অনুরূপ ব্যবহার কর।" নূরএদ্দীন তরবারিখানি ফেলিয়া দিয়া খলীফের দিকে ফিরিয়া বলিলেন " ধার্ম্মিক-রাজ! নরাধম আমাকে কৌশলে প্রবঞ্চিত করিল।" "ভাল, তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও" খলীফে এই কথা বলি-

স্যাই মেস্রুরকে বলিলেন "তুমিই এই নরাধমের শিরশ্ছেদন কর।" আজ্ঞামাত্রেই মেস্রুর অগ্রসর হইয়া এল্মোইনকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। খলীফে বলিলেন "খাকানতনয় এল্ ফাদ্লের পুত্র আলী নূরএদ্দীন! এখন তোমার অভিলাষ কি তাহা বল; বল, আমি তোমার আর কি প্রিয়সাধন করিব?" নূরএদ্দীন বলিলেন "প্রভু, আমি এল্বস্রার সিংহাসন চাহি না, আমার রাজত্বে প্রয়োজন নাই। আমি কেবল আপনার নিকটে থাকিয়া আজীবন রাজাধিরাজের সেবা শুশ্রূষা করিতে ইচ্ছা করি।" "ভাল, পরম আনন্দের সহিত তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম" খলীফে এই কথা [illegible] এনিস্ এল্জেলিস্কে তথায় আনিতে আজ্ঞা করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই এল্জেলিস্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নরপতি প্রণয়ীদ্বয়ের জন্য যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তি নিরূপিত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগের বাসার্থ একটী প্রাসাদ প্রদান করিলেন। সেই অবধি নূরএদ্দীন ধার্ম্মিকরাজ খলীফে হারুণ উর্রসীদের সহচর হইয়া পরম সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।